ইউরি
করোলকভ

ফেলিক্স— এর মানেই সুখী

বিপ্লবী দের্জিনস্কির জীবন

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

ইউরি করোলকভ

ফেলিক্স-এর মানেই সুখী

ইউরী করোলকভ

ফেলিক্স-

এর মানেই

সুখী

ইউরি করোলকভ

ফেলিক্স — এর মানেই সুখী

ইউরি করোলকভ

ফেলিক্স— এর মানেই সুখী

বিপ্লবী দের্জিনস্কির জীবন

প্রগতি প্রকাশন • মস্কো

সূচি

প্রথম অধ্যায়

সম্রাটের রাজ্যাভিষেক

১

রাশিয়া তার সম্রাটের আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করছিল। প্রার্থনা করছিল স্বেচ্ছায় নয় — বাধ্য হয়ে, কিন্তু প্রার্থনা করছিল ঠিকই। গির্জাগুলির দরজা সর্বত্র ছিল অবারিতভাবে উন্মুক্ত এবং পাদ্রীপুরোহিতরা দিবারাত্রি একান্তভাবে প্রার্থনা করছিল ভগবানের কাছে।

'নারোদনায়া ভলিয়া'পন্থীদের* নিক্ষিপ্ত বোমায় নিহত হন সম্রাট দ্বিতীয় আলেক্সান্দর। তাই পিতার মৃত্যুর পর রুশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন তৃতীয় আলেক্সান্দর। তাঁর প্রায় চৌদ্দ বছর ব্যাপী রাজত্বকালে তিনি বিন্দুমাত্রও দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন নি। কিন্তু স্বৈরাচারী যখন কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, তখন হঠাৎ নিজের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি।

সংবাদপত্রগুলি সম্রাটের স্বাস্থ্যের অবস্থার বুলেটিন সহ অসুস্থ স্বৈরাচারের আরোগ্য কামনা করে সর্বত্র সংগঠিত প্রার্থনাসভা সংশ্লিষ্ট খবরাদিও প্রকাশ করত। আর হঠাৎই জারের অবস্থার উন্নতি দেখা দিল... প্রার্থনা বুঝি বা স্বয়ং পরমেশ্বরের কাছে গিয়ে পৌঁছল!.. ব্যস, তখন প্রার্থনাও প্রগাঢ় রূপ ধারণ করল। এর প্রতি নজর রাখত

---

* 'নারোদনায়া ভলিয়া'পন্থীরা — উনিশ শতকের নবম দশকে রাশিয়ায় উদ্ভূত 'নারোদনায়া ভলিয়া' (জন স্বাধীনতা) বৈপ্লবিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ। এরা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম বলতে জনগণের সংগ্রামকে বুঝত না, বুঝত চক্রান্তের সাহায্যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদন ও ক্ষমতা দখল। সংগ্রামের পথ হিসেবে তারা বেছে নিয়েছিল স্বতন্ত্র এক-একজন প্রতিনিধির হত্যা। ১৮৮১ সালের পয়লা মার্চ এরা জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যা করে। জার সরকার নিষ্ঠুর হাতে চক্রান্তকারীদের দমন করেছিল। জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন 'নারোদনায়া ভলিয়া'পন্থীদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। — সম্পাঃ

স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ: তারা নজর রাখত যেন রুশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ করে।

১৮৯৪ সালের পনেরোই অক্টোবর শনিবার ভিলনো শহরের ছাত্রছাত্রীরাও প্রার্থনা জানাচ্ছিল সম্রাটের জন্য।

...সুউচ্চ গম্বুজের কোথাও থেকে দিনের আলোর বিবর্ণ এক রেখা প্রবেশ করছিল গির্জার অর্ধ-অন্ধকার শীতল অভ্যন্তরে। শুধুমাত্র বেদীর ধারেকাছেই একটু আলোর আভাস ছিল। উপাসনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শীর্ণ লম্বা এক জিমনাসিয়াম ছাত্রকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি ছিলেন স্থানীয় ছোটখাটো এক জমিদারের পুত্র, নাম তাঁর — ফেলিক্স দের্জিনস্কি। তিনি বাস করতেন এই ভিলনো শহরের পোপলাভস্কি স্ট্রিটে — পিসিমা পিলিয়ার ফন্ পেল্‌হাউ-এর সঙ্গে।

গির্জার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনায় একান্তই বিরক্ত হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজার কাছে একেবারে শেষ সারিতে। এখানকার সবকিছুই যেন তাঁকে উত্তেজিত করে তুলছিল — পরনের এই কোট, যা হঠাৎ তাঁর কাছে আঁট-সাঁট মনে হল, গির্জার অসম্ভব গুমোট ভাব, যা তাঁর কাছে কোনদিনই টাইট মনে হয় নি সেই চেপে বসা জুতো... ফেলিক্স বারবার পা বদলাতে লাগলেন, এবং চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অবশেষে নিজেকে সামলাতে না পেরে বলেই ফেললেন:

— কখন এ সব শেষ হবে?

— তুই বরং প্রার্থনা কর যাতে এই উপাসনা সভা তাড়াতাড়ি শেষ হয়, — ঠাট্টা করে উঠল পাশে দাঁড়ানো ভালেন্তিন স্ত্রেলিয়ানস্কি। সে হয়তো বা হো হো করে হেসেই উঠত, কিন্তু হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে দ্রুত ক্রুশ করতে শুরু করল: ওর মনে হল স্কুল পরিদর্শক যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

স্ত্রেলিয়ানস্কি ছিল ফেলিক্সের বড় ভাই কাজিমিরের সহপাঠী। এঁচড়ে পাকা ও হ্যাংলা ভালেন্তিনকে ফেলিক্সের ঠিক পছন্দ হত না। গোলাকৃতি মুখ এবং পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত শূন্য ও ফ্যালফ্যালে চোখের জন্য জিমনাসিয়ামে ওকে সর্পসদৃশ জলচর এক জন্তুর নাম ধরে ডাকা হত — মিনোগা।

অবশেষে প্রার্থনা সভা শেষ হল। জিমনাসিয়ামের ছাত্রছাত্রীরা

তাড়াহনুড়ো করে দরজার দিকে ছনুটল। ফেলিক্সের খনুব কাছে এগিয়ে এল তাঁর একান্ত প্রিয় বন্ধনু স্তাসিক ব্রোনেভিচ।

— মিছিমিছিই তুই স্ক্রেলিয়ানস্কির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিস, নিশ্চয় লাগিয়ে বেড়াবে। নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ও নিজের বাপকেও বেচতে পারে...

গির্জার সি'ড়ি বেয়ে নেমে তাঁরা চত্বরে এসে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আকাশের বনুকে ঘনুরে ফিরছিল নিচু হয়ে আসা ছে'ড়া ছে'ড়া মেঘ। সকাল থেকে ঝির ঝির করে ঝরা বৃষ্টিও ধরে এল। চক্‌চক্‌ করে উঠল গাছের আর্দ্র পাতা, পাথরের তৈরি রাস্তা আর চত্বরের লৌহনির্মিত রেলিংগনুলি।

— চেয়ে দেখ, কে আসছে, — ফেলিক্স বললেন, — ওদিকে নয়। গির্জা থেকে বেরিয়ে এল...

ক্ষীণদৃষ্টি স্তাস বহনুক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শেষে দেখতে পেল বোজেন্য ও ইউলিয়াকে। জিমনাসিয়ামের একদল বান্ধবীর সঙ্গে তারা ওঁদের দিকেই এগিয়ে আসছিল।

ওঁরা চলার গতি ধীর করে দিলেন। অবশেষে মেয়েরা ওঁদের কাছাকাছি এলে আননুষ্ঠানিকভাবে পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন বিনিময় হল।

রাজপথ পেরোবার সময় অল্পের জন্য ওঁরা হনুডখোলা এক ঘোড়াগাড়ির নিচে পড়তে পড়তে বে'চে গেলেন। গাড়িচালক রেগেমেগে তাঁদের প্রতি চে'চিয়ে উঠে ঘোড়া থামিয়ে দিল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মোটাসোটা এক পাদ্রী, চালকের হাতে পয়সা গনুঁজে দিয়ে থপ থপ করে পা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ছোটখাটো বাগান সহ বেশ বড় একতলা বাড়িটির দিকে।

— আরে দাঁড়া, এ যে দেখছি ফাদার আমব্রোসি, — আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে উঠলেন ফেলিক্স, — তোমাদের শিক্ষক। এখন উনি আবার আমাদের জিমনাসিয়ামেও পড়ান।

— ফেলিক্স, দেখ কী রকম বিচ্ছিরি ওঁর জনুতোগনুলি: অবিকল যেন জাহাজ...

ফেলিক্স হেসে উঠলেন। ফাদার আমব্রোসির বড় বড় রবারের জনুতোগনুলি সত্যিই যেন সনুবৃহৎ জাহাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ ফেলিক্সের চোখে তীরের ন্যায় দুষ্টবুদ্ধির ঝলক দেখা গেল।

— জানিস আমি কী ভেবেছি? এই জুতোগুলির মধ্যে আমি তোকে চিঠি পাঠাব...

— এর জন্য আবার জুতোর প্রয়োজন কী?

ফেলিক্স বুঝিয়ে বললেন: ফাদার আমব্রোসি প্রথমে সাধারণত ছেলেদের জিমনাসিয়ামে ক্লাশ নেন, তারপর ওখান থেকে সরাসরি রওনা দেন মেয়েদের জিমন্যাসিয়ামে। জুতো রাখবার জায়গায় গিয়ে ওঁর জুতোর মধ্যে যদি চিরকুট ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে যার নামে চিরকুট পাঠানো হচ্ছে সে সেইদিনই তা পেয়ে যাবে। শুধুমাত্র সময় বুঝে সকলের অলক্ষ্যে সেটি বার করতে হবে...

— এখন বুঝলি? তুই আমায় ডান পায়ের জুতোয় পাঠাবি, আমি — বাঁ পায়ের। ঠিক আছে?

ইউলিয়া আনন্দে দুহাতে তালি দিয়ে উঠল:

— কালকেই আমি টিফিনের সময় ডিউটি দেব।

২

ক্যাথিড্রালে ওই উপাসনা সভার পর সপ্তাহ যেতে না যেতেই সম্রাটের মৃত্যুর খবর এল। ভিলনোর ঘরে ঘরে উড়তে লাগল অর্ধনমিত শোক পতাকা।

গোলাকৃতি নোটিস-বোর্ড ঘিরে দেখা দিল নানা ধরনের লোকের জটলা। সাধারণত এখানে লাগানো হত থিয়েটারের বিজ্ঞাপনপত্র অথবা শহরের নানাবিধ খবর — যথা কেনা-বেচা, খেলাধুলা, গায়েব হওয়া কুকুরের রঙের বিবরণ ও ফেরতদাতাকে পুরস্কারের আশ্বাসবাণী সহ ঘোষণাপত্র। এবারে ওখানে লাগানো ছিল 'পুলিশ পত্রিকা', এবং কে যেন অনুচ্চস্বরে টেলিগ্রামটি পড়ছিল:

'মহামান্য সম্রাট তৃতীয় আলেক্সান্দর গত বিশে অক্টোবর দুপুর দুটো বেজে পনেরো মিনিটে স্বজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেছেন।'

আর টেলিগ্রামটির সঙ্গে সঙ্গেই অনুরূপ গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা হয়েছিল নবাগত জার দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের প্রথম ইস্তেহার।

জিমনাসিয়ামে যাওয়ার তাড়া থাকা সত্ত্বেও ফেলিক্স দের্জিনস্কি থামলেন এবং ছেড়ে ছেড়ে যে লোকটি নতুন সম্রাটের ইস্তেহারটি পড়ছিল তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। গায়ে চাদর ও মাথায় টুপি পরা এই লোকটি ধীরে ধীরে তার মোটা মোটা আঙুলগুলি কাগজের প্রতিটি লাইনের তলায় বুলিয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর হঠাৎই টুপিটি খুলে ঔৎসুক্যের সঙ্গে ক্রুশ করতে করতে কাছে দাঁড়ানো মহিলাটির দিকে ঘুরে বলল:

— মাতেরিওনা গাভ্রিলভনা, দোকানীদের দোকান খুলতে মানা করেন... কে জানে কী ঘটবে... যে নিজের খেয়াল রাখে, ভগবানও তার খেয়াল রাখেন।

ফেলিক্স ভিড় ঠেলে আরও কাছে এগিয়ে গেলেন। ইস্তেহার সংলগ্ন ঘোষণাপত্রটি পড়লেন:

'...আর সেই দিনই চার ঘটিকায় রাজগির্জার সম্মুখস্থ চত্বরে মহামান্য সম্রাটের প্রতি শপথ বাণী নেওয়া হয়েছে... সাম্রাজ্যের সমগ্র পুরুষ অধিবাসী অবিলম্বে নবীন সম্রাটের প্রতি শপথ গ্রহণ করবে... বারো ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শপথ গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য বলে পরিগণিত হবে।'

জিমনাসিয়ামে ফেলিক্স প্রথমেই স্তাসের খোঁজ করলেন।

— শপথ নেবার কথা শুনেছিস?

— তাতে কী?

— কী মানে? তাহলে শপথ নিবি, অ্যাঁ?

— না নিয়ে উপায়?

— তবে শোন। একান্তভাবে জনগণের সেবা করার শপথ নেব: জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ে যাব নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে! জারের প্রতি শপথ গ্রহণে বাধ্য করার আগেই আমরা এই ভেবে মাথা নিচু করব! বুঝলি? দ্বিতীয় অঙ্গীকার তাহলে আর কার্যকরী হবে না, আমরাও বিবেককে কলুষিত করার আশঙ্কায় সংকুচিত হব না!..

— চমৎকার তুই ভেবেছিস, ফেলিক্স! তবে এটা চট্‌পট্‌ করতে হবে। সবাইকে বলতে হবে! বলিস যেন সরাসরি স্কোয়ারে চলে আসে, ভাল হয় যদি একা একা আসে! আর কাউকে কোন উচ্চবাচ্য নয়!..

তখন ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। রাশিয়ার সিংহাসনে

আরোহণ করলেন নতুন স্বৈরাচারী। তিনি ছিলেন সে দেশের সম্রাট, যে দেশের প্রান্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভূমণ্ডলের চতুর্দিকে হাজার হাজার মাইল ধরে।

আর সেই দেশেরই এক মফঃস্বল শহর ভিলনোয়, দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের রাজ্যাভিষেক লগ্নে, কোন এক রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিলেন ষষ্ঠ শ্রেণীর জিমনাসিয়াম ছাত্র ফেলিক্স দের্জিনস্কি, যিনি ঠিক সেই দিনই জার ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন জেহাদ, আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন বিপ্লবমন্ত্রের বাণীতে। আজ কে আর বলতে পারবে, ঠিক কী ভাবছিল সেই কিশোর বালক শহরের কেন্দ্রে যাবার পথে, যেখানে সে মিলিত হতে চলেছিল তারই সমব্যথীদের সঙ্গে, যারা ঠিক তারই মত খুঁজে ফিরছিল সত্যের পথ।

ঠিক সেই মুহূর্তে ফেলিক্স ভীষণভাবে দাশকেভিচের অনুপস্থিতি উপলব্ধি করছিলেন।

ভ্লাদিস্লাভ দাশকেভিচ ছিলেন পিলিয়ারদের পারিবারিক ডাক্তার। তিনি ফেলিক্সকে সেই সব বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করেছিলেন, যা তাঁর জিমনাসিয়ামে পড়ানো হত না।

পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে ফেলিক্স যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, তার জন্য তিনি ডাক্তারের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। শ্মশ্রুধারী ও উজ্জ্বল চক্ষু ডাক্তার প্রথম প্রথম বিদ্রূপ করতেন শুধুমাত্র গুবেনির্য়ার* শহর ভিলনোর অবস্থা সম্বন্ধে এবং ফেলিক্সের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় গভর্নরের ওপর কোন ব্যক্তির উল্লেখ করতেন না। ফেলিক্সকে অনুধাবন করতেন, কী করতে সক্ষম এই জিমনাসিয়াম ছাত্র তা বুঝতে চেষ্টা করতেন, সম্পূর্ণরূপে ওঁকে বিশ্বাস করা কী সম্ভব! ক্রমশই ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু প্রসারিত হতে থাকে, দিনে দিনে তাঁদের কথাবার্তাও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

একদিন ফেলিক্স নিজে থেকেই জার প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন... এ কি সত্যিই সম্ভব যে তাদের এই ভিলনো শহরে যা ঘটছে সে সম্পর্কে জার কিছুই জানেন না? দাশকেভিচ বুঝি বা এ প্রশ্নেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। দৈনন্দিন বিদ্রূপের বদলে গম্ভীরভাবে তিনি বলতে

---

* গুবের্নিয়া — পূর্ববর্তীকালে রাশিয়ার প্রশাসনিক এলাকা। — সম্পাঃ

শুরু করলেন রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গঠন সম্বন্ধে, উৎপীড়িতদের কথা, যারা ধন সৃষ্টি করছে অথচ বাস করছে দারিদ্র্যতার মধ্যে এবং অবস্থান করছে রুশ সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সৎ ও আত্মত্যাগী লোকেদের সংগ্রামের বিষয়ে, কী করে দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যা করা হয়েছে আর কী করেই বা আন্দ্রেই জেলিয়াবভের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাদীদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হয়েছে সে সম্পর্কে গল্প করলেন।

— জারকে হত্যা করা হল, — বললেন দাশকেভিচ, — অথচ পুরনো ব্যবস্থা রয়েই গেল। দ্বিতীয় আলেক্সান্দর গেল — এল তৃতীয় আলেক্সান্দর। তাকেও হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছিল, কিন্তু সফল হয় নি। শ্লিসেলবুর্গ দুর্গে সন্ত্রাসবাদীদের ফাঁসিকাষ্ঠে লটকানো হল... এবং ফের সবকিছু যে-কে-সেই রয়ে গেল, — শেষ করলেন ডাক্তার। — এ আত্মদানের মূল্য কী? আমরা অন্য পথে যাচ্ছি...

এই 'আমরা' যে কারা এবং 'অন্য পথ' যে কোন পথ তার ব্যাখ্যা দাশকেভিচ করলেন না। আর তিনি যে নিজেও তৃতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যার চক্রান্তকারীদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাও খুলে বললেন না।

নিজের সম্বন্ধে তিনি একান্তই কম বলতেন, কিন্তু অন্যান্যদের সম্বন্ধে বলতেন খুব বিশদভাবে। সবকিছুর বর্ণনা এমন চিত্তাকর্ষক ও পরিপূর্ণভাবে দিতেন যে তা জানা সম্ভব ছিল একমাত্র তাঁরই পক্ষে যিনি এই সব ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন...

এবং হঠাৎ একদিন দাশকেভিচ উধাও হয়ে গেলেন।

এরপর কেটে গেল প্রায় চার মাস, অথচ তাঁর কোন পাত্তাই নেই।

ওইদিন স্কোয়ারে যাওয়ার পথে ফেলিক্স ভাবতে শুরু করলেন: আজ তাঁর জায়গায় দাশকেভিচ হলে তিনি কী করতেন? মনে হল দাশকেভিচও ঠিক তাই করতেন যা তিনি অর্থাৎ দের্জিনস্কি করছেন।

ফেলিক্সের মন বন্ধুবান্ধবদের কিছু একটা বলতে উন্মুখ ছিল — কিছু একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রয়োজনীয় ও মহৎ যেমন কবিতা, যেমন সঙ্গীত — যা রাস্তায় শোভাযাত্রা আটককারী সারিবদ্ধ সৈন্যদল অথবা পুলিশবাহিনীর সম্মুখেই গাওয়া হয়ে থাকে। মুহূর্ত বাদে কী ঘটবে তা কেউই জানে না, — আন্দোলনকারীদের সামনে সৈন্যদল

হটে যাবে কিংবা গুলি চালাতে শুরু করবে। হৃদয় যুগপৎ যেন শীতল ও উষ্ণ হয়ে উঠে... একদা দাশকেভিচের সঙ্গে মে দিবসের শোভাযাত্রায় গিয়ে ফেলিক্স অনুরূপ অনুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন।

টুপি খুলে দের্জিনস্কি বলতে শুরু করলেন:

— বন্ধুগণ, তোমরা সকলে অবগত আছ, কী কারণে আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। অঙ্গীকার করছি যে আমার শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি অন্যায়ের সঙ্গে লড়ে যাব, আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে জনগণের সেবা করে যাব এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাব জনগণের উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে। সর্বদা সৎ ও ন্যায়পর থাকব সে শপথ নিচ্ছি। আমি শপথ গ্রহণ করছি জনগণের সামনে!

এই বলে তিনি হাতটি উপরে তুলে মুহূর্তের জন্য একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তেজনায় তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

— জনগণের সামনে শপথ বাণী উচ্চারণ করতে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। যে যেমন প্রয়োজন মনে করে সেভাবেই তা করুক।

যখন শেষ ব্যক্তিটি হাত নামিয়ে নিল ফেলিক্স বললেন:

— এই মাত্র আমরা জনগণের সামনে শপথ নিয়েছি, শপথ নিয়েছি অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার। আমাদের এই শপথ একান্তই গোপন থাকুক। এবং মনে রাখব যে আজ থেকে আমাদের কাছে এর বিরোধী অন্য কোন অঙ্গীকার অথবা শপথের অস্তিত্ব নেই...

এবং যখন স্কুলের গির্জায় শিক্ষক এবং বারো বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সী ছাত্ররা রাশিয়ার নতুন সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের প্রতি শপথ গ্রহণ করছিল, ঠিক তখনই স্কোয়ারে সম্মিলিত উচ্চ শ্রেণীর ছাত্ররা সে শপথকে শপথরূপেই গণ্য করল না: জনগণের প্রতি শপথ ছিল প্রথম এবং তাই অলঙ্ঘনীয়...

পিলিয়ারদের বাড়িতে সবাই বেশ সকাল সকাল শুয়ে পড়ত। একমাত্র ফেলিক্সের ঘরেই বহু রাত পর্যন্ত আলো জ্বলত... কিন্তু সে রাতে ফেলিক্সও শুয়ে পড়েছেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন কেউ বুঝি বা জানলায় বরফের টুকরো ছুঁড়ে মারছে। ফেলিক্স কান পেতে শুনলেন এবং উঠে জানলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

চাঁদনী রাত। রাস্তার অপর দিকে প্রাচীর, গাছপালা ও বাড়িঘরের ঘন ছায়া। নিঝুম, নিঃশব্দ। কিন্তু জানলার একেবারে কাছেই ছায়া কেঁপে

উঠল এবং পুনরায় শোনা গেল খস্ খস্ আওয়াজ। ফেলিক্স শীতল কাঁচে কপাল ছুঁইয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন ওখানে কে। টুপি পরিহিত দাড়িওয়ালা একটি লোক হাত তুলে অতি সাবধানে আস্তে কাঁচে ঠোকা দিল। আরে এ যে ডাক্তার!..

কোথা থেকে? এই গভীর রাতেই বা কেন?

উত্তরে ফেলিক্সও ঠোকা মারলেন। ওভারকোট চাপিয়ে কোন রকমে জুতোয় পা গলিয়ে বেরিয়ে এলেন পেছন দরজা দিয়ে।

— মাফ কর ফেলিক্স, আমি এই অসময়ে... তুই কি আমায় একটু আশ্রয় দিতে পারিস, কিন্তু কেউ যাতে ঘুণাক্ষরেও টের না পায়?

সবকিছু বোধগম্য হওয়ার আগেই ফেলিক্স ডাক্তারকে রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আলো জ্বালালেন না।

— কী ব্যাপার তবে শোন, ফেলিক্স... — দাশকেভিচ ওভারকোটটি খুলে ফেললেন এবং কাঁপুনীর চোটে পিঠ ও হাতদুটি ফায়ার-প্লেসের কাছে নিয়ে এলেন। — বহুদিন আমি ভিলনোয় ছিলাম না। এলাম, কিন্তু পুরনো বাড়িতে ফেরার উপায় নেই: পুলিশ আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। অবৈধ অবস্থায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছি। এই যা আমি তোকে বলতে পারি... যদি আপত্তি না থাকে তো কাল পর্যন্ত আমি তোর এখানে থাকব আর রাতে ফিরে যাব।

— প্রথম কথা হচ্ছে এই, — ফেলিক্সের আনা চাটুকু শেষ করে বললেন ডাক্তার, — আমি তোর কাছে পড়ার কিছু মালমশলা রেখে যাব। নিজে পড়বি, তারপর অন্যদের দিবি, তবে অবশ্যই বিশ্বস্ত সাথীদের। — তিনি তাঁর ছোট্ট ব্যাগটি থেকে কিছু পুস্তিকা টেনে বার করলেন, যার মধ্যে ছিল হেক্টোগ্রাফে ছাপা '১৮৮১ সালের পয়লা মার্চের বিচারের'* পাণ্ডুলিপি, তুনের মোটাসোটা ও অনেক হাত ফেরৎ বই 'রাশিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস', হেক্টোগ্রাফে ছাপা মার্কসের 'পুঁজি'-র কিছু অধ্যায়। — এগুলো দূরে সরিয়ে রাখ...

ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে ভিলনোয় যা যা ঘটেছে ফেলিক্স তার

---

* '১৮৮১ সালের পয়লা মার্চের বিচার' — এখানে দ্বিতীয় আলেক্সান্দরকে হত্যার চক্রান্তে অংশগ্রহণকারী 'নারোদনায়া ভলিয়া'পন্থীদের বিরুদ্ধে বিচারের কথা বলা হচ্ছে। — সম্পাঃ

সবকিছুর ফিরিস্তি দিলেন, — সম্রাটের স্বাস্থ্য কামনা করে প্রার্থনা সভা, শেষাকৃত্য ও নতুন সম্রাটের প্রতি শপথ গ্রহণ এবং অবশ্যই পার্কের শপথের কথা। দাশকেভিচ সবকিছু মন দিয়ে শুনে সজোরে হেসে উঠলেন।

— চমৎকার! চমৎকার! সত্যি বলছি, চমৎকার! আমি হলে ঠিক এভাবে ভাবতেই পারতাম না। নিজেদের শপথ দিয়ে রমানভদের* বাড়ির উদ্দেশ্যে নেওয়া শপথকে টেক্কা মারা!..

দাশকেভিচ ভেবে বললেন:

— জানিস, আমি তোদের আত্মোন্নতির আলোচনাচক্র গড়ার উপদেশ দিতে পারি। এ কাজটার ভার নিজে নে... প্রসঙ্গত, আমি তোর সম্বন্ধে দুবভোইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তোকে আরও সক্রিয় কাজে লাগানোর জন্য বলেছেন।

— দুবভোই, উনি আবার কে?

— বর্তমানে ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সংগঠনের যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন দুবভোই তাঁদেরই একজন। আমার কী গতি হবে তা এখনও জানি না। পুরনো বাজারের এলাকায় নেমিরোভস্কির ঠিকানাটা মনে রাখিস। তাকে এভাবে বলবি: 'দুবভোই ভ্লাদিস্লাভকে অভিনন্দন জানাচ্ছে'। নেমিরোভস্কির মাধ্যমেই আমাকে কিংবা যে সবকিছু জানে এমন কাউকে খুঁজে পাবি।

সেই রবিবারে তাঁরা অনেক কিছুই আলোচনা করতে পেরেছিলেন।

রাতে যখন বাড়িতে নিঝুম হয়ে এল, দাশকেভিচ বিদায় নিতে উদ্যত হলেন।

— আচ্ছা, ফেলিক্স, তোকে ধন্যবাদ! অন্যথায় আমাকে পান্থশালায়, নতুবা আরও খারাপ হত যদি পুলিশের ওখানে রাত কাটাতে হত... সবকিছু ভালই ছিল। শুধু সিগারেটই খাওয়া যায় নি এই যা: বাড়ির মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গেই তোকে সন্দেহ করত... আমার সময় হয়ে এল। সুখে থাক! আমার কাছে সুখে থাকা মানে হল সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। আমি যে ঠিকানাটা দিয়েছি তা ভুলিস না যেন... থাক, আমায় আর ছাড়তে যেতে হবে না! — হ্যাঙ্গার থেকে নিজের ওভারকোট

---

* রমানভরা হল রাশিয়ার শেষ জার বংশ। — সম্পাঃ

নিতে উদ্যত ফেলিক্সকে থামিয়ে বললেন দাশকেভিচ। — দরজা অবধি পৌঁছে দিলেই চলবে।

দাশকেভিচ ফেলিক্সের সঙ্গে করমর্দন করে বেরিয়ে গেলেন।

সকালে ফেলিক্স যখন জিমনাসিয়ামে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন, তখন পিসিমা বললেন:

— আমাদের ডাক্তার কোথায় যে গায়েব হয়ে গেল? কিছুই বুঝি না বাপু। কাল সন্ধ্যায় মনে হল সে যেন আবার আমাদের এখানে এসেছিল: কেমন যেন ওষুধ-ওষুধ গন্ধ ছাড়ছিল, যেমনটি ঠিক ওর ছোট্ট ব্যাগ থেকে ছাড়ত...

সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা শুধুমাত্র ওষুধের গন্ধ অনুভবই করেছিলেন, অথবা বুঝিয়ে দিলেন যে নিজ বাড়িতে উনার নিজের কাছে কোনকিছুই গোপন নেই তা ফেলিক্সের ঠিক বোধগম্য হল না।

...ভ্লাদিস্লাভ দাশকেভিচ অবৈধ অবস্থায় বাস করতে লাগলেন। দাশকেভিচ যে ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের নেতৃস্থানীয়দের অন্যতম তা খুব কম লোকই জানত। গুপ্ত সংগঠনটির নেতৃত্ব দিতেন রহস্যময় ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে বিচরণকারী দুবভোই। আর দাশকেভিচও সর্বদা দুবভোইয়ের উল্লেখ করতেন: 'দুবভোই বলেছেন', 'দুবভোই আদেশ দিয়েছেন', 'দুবভোই কাজ দিয়েছেন'... কিন্তু ব্যাপারটি ছিল এই যে অজানা এবং সর্বত্র বিরাজমান দুবভোই ছিলেন... স্বয়ং দাশকেভিচ। শুধুমাত্র পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই দুবভোই নামটির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

অতঃপর ফেলিক্সের সঙ্গে দাশকেভিচের দেখা হত ক্বচিৎ। কিন্তু জিমনাসিয়ামের ছাত্র দের্জিনস্কি কী কাজে ব্যস্ত আছেন তা দুবভোই ভালই জানতেন। ফেলিক্স ক্রমশই নিবিড়ভাবে লিপ্ত হয়ে পড়লেন অবৈধ কাজে। তাঁর পরিচালিত আত্মোন্নতির চক্রে ভিলনোর মেয়েদের জিমনাসিয়ামের উচ্চ-শ্রেণীর কিছু ছাত্রীও যোগদান করত। ফেলিক্সকে সেখানে সবাই ইয়াকুব নামে ডাকত। আত্মোন্নতির এই আলোচনাচক্রটি এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে ঘুরে ফিরত: কখনও বুঝি বা পড়াশোনার নিমিত্ত ফেলিক্সের ওখানে মিলিত হত, আবার কখনও অন্য কারো বাড়িতে — সান্ধ্য আসরে, কখনও আবার তারা ভাণ করত যে মিনিটখানেকের জন্য এসে বুঝি বা আটকে পড়েছে। প্রথম দিকে

সাধারণত অন্মোদিত বই পড়া হত। ইয়াকুব অর্থাৎ দের্জিনস্কির মাধ্যমে দাশকেভিচই সেগ্লি অন্মোদন করতেন। অতঃপর পঠিত বিষয়বস্তুর আলোচনা হত, রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, নতুন ও বর্তমান ঘটনাবলি নিয়ে চলত তর্ক। এ ছাড়া অন্যান্য গ্প্ত বিষয় নিয়ে চক্রে কোনর্প আলোচনা হত না। কেবল স্তাস ও ইয়াকুব জ্তো কারখানার কর্মী নেমিরোভস্কির মাধ্যমে পাওয়া কাগজ-পত্রগ্লিই একের পর এক হেক্টোগ্রাফে ছাপিয়ে যেতেন। হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি চিলেকোঠায় ল্কানো থাকত। কাজের জন্য ফেলিক্স সেটি নিজের ঘরে নিয়ে আসতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাজ করতেন তাঁরা, কখনও কখনও ছাপাতেন শত শত প্রচারপত্র...

একদা বসন্তের প্রারম্ভে প্রচারপত্রের জন্য নতুন মালমশলার খোঁজে ফেলিক্স নেমিরোভস্কির কাছে এসে হাজির হলেন। নেমিরোভস্কির ওখানে দাশকেভিচ তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন।

যখন ওঁরা কারখানা থেকে বার হলেন, ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের গ্যাসের আলোগ্লি জ্বলে উঠেছে। কিন্তু অচিরেই আলোকিত রাস্তাগ্লি পেছনে পড়ে রইল — দাশকেভিচ ফেলিক্সকে নিয়ে চললেন শহরের কোন এক প্রান্তে।

— কোথায় আমরা চলেছি? — ফেলিক্স জিজ্ঞাসা করলেন।

— মিটিংএ... পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির একজন লোককে জনগণের সামনে আলোচনায় ডাকতে চাই। ওরা কী ভাবছে তা বল্ক। তুইও শ্নবি'খন...

অন্ধকার একেবারে ঘনিয়ে এল। সর্ অলি-গলি ধরে বেড়ার গা ঘেঁসে তাঁরা চলছিলেন। জীর্ণ গেট সহ এক বাড়িতে ঢুকলেন এবং মাটির তলে অবস্থিত গরমে গ্মোট একটি অদ্ভুত ঘরে এসে হাজির হলেন তাঁরা। এটি ছোটখাটো কর্মশালা কিংবা শ্রমিকদের বাসস্থান তা বোঝারও জো নেই। শেষে জানা গেল, চর্মশিল্পে নিয্ক্ত শ্রমিকেরা ওখানে কাজ ও বসবাস করে।

ওখানে ইতিমধ্যেই জনা দশেক লোক জমায়েত হয়েছিল। দেখে মনে হয়, সকলেই শ্রমিক শ্রেণীর। ওরা বসে ছিল ঘরের প্রায় অর্ধাংশ জ্ড়ে, সময়ের ভারে রঙ চটা কাঠের মাচায়। শ্ধ্মাত্র দ্'জনই টেবিল-

সংলগ্ন প্রশস্ত বেঞ্চিতে বসে ছিল। টেবিলের উপর জ্বলছিল কেরোসিনের আলো।

চামড়া ও অন্যান্য জিনিসের কটু গন্ধ ছাড়ছিল। এক কোণে দরজার কাছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল কিছু টাট্‌কা চামড়া। যেই মাত্র দাশকেভিচ ও ফেলিক্স প্রবেশ করলেন, কেউ একজন বলল:

— ব্যস সবাই হাজির। শুরু করা যাক।

দাশকেভিচ ফেলিক্সের পরিচয় দিলেন ইয়াকুব বলে। টেবিল-সংলগ্ন বেঞ্চিতে যারা বসে ছিল তাদের মধ্যে কোন এক জুকেরও* নাম নিলেন। তার বিষণ্ণ ও উদাসীন চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এখানে উপস্থিত হয়ে বুঝি বা কোন রকমে সে তার দায় সারছিল।

— আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা, — কেরোসিনের আলোর কাছে বসতে বসতে বলতে শুরু করলেন দাশকেভিচ।

দাশকেভিচ ভিলনোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জীবন সম্পর্কে বললেন। এবং প্রতীয়মান হল যে সব আগের মতই রয়ে গেছে: যেমন ছিল তৃতীয় আলেক্সান্দরের আমলে, ঠিক তেমনই দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের কালে। মালিকেরা আগে যেভাবে শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছিল তা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সর্বাগ্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলানো প্রয়োজন... এ কাজ সম্পন্ন করতে পারে কেবল শ্রমিক শ্রেণী। তারই জন্য ডাক দিয়েছে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পোলীয় শ্রমিকদের অবশ্যই রুশ মেহনতীদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত...

জুক বেঞ্চিতে দের্জিনস্কির পাশেই বসে ছিল। তর্কে যোগ দেওয়ার জন্য সে কেমন উস্‌খুস্‌ করছিল তা ফেলিক্স লক্ষ্য করলেন। কিন্তু প্রতিবারই উত্তেজনায় হাঁটুর উপর রাখা মোটা কাপড়ের টুপিটি নাড়াচাড়া করতে করতে নিজেকে সামলে নিচ্ছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে দাশকেভিচ শেষ করলেন, জুক উঠে বলবার অনুমতি প্রার্থনা করল।

---

* জুক — ইউসেফ পিল্‌সুদস্কির প্রথম জীবনের ছদ্মনাম। এই লোকটি পরে পোল্যান্ডের বুর্জোয়া-জমিদার সরকারের নেতৃত্ব দেন। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপে আঁতাঁত-এর দেশগুলির সঙ্গে এ সরকার সহযোগিতা করে। — সম্পাঃ

প্রশস্ত-ললাট জুক উত্তেজনায় এদিক-ওদিক করতে করতে কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে প্রধানত দাশকেভিচকে উদ্দেশ্য করে ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে শুরু করল। সে বলল যে রুশদের স্বার্থ এবং পোলীয়দের স্বার্থ এক নয়। তার মতে, জারতন্ত্র শুধুমাত্র পোলীয় শ্রমিকদের অথবা কৃষকদের শোষণ করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, তা দ্বিগুণভাবে সমগ্র পোল্যান্ডকেই শোষণ করছে। আর এ কারণেই পোল্যান্ডের বৈপ্লবিক পার্টিকে রাশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠনের উপর নির্ভর না করে স্বতন্ত্র জাতীয় চরিত্র বজায় রাখা উচিত।

— আমরা পোলীয় বিপ্লবীরা কখনোই, — জুক নিজের কথার তাৎপর্যের উপর জোর দেওয়ার জন্য তর্জনী তুলে বলল, — কখনোই কোন রুশ পার্টির সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যাব না, তা সে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিকই হোক বা অন্য কোন পার্টি...

এই বলে সে বেঞ্চিতে বসে পড়ল। ক্ষণকালের জন্য ঘরে নিরবতা বিরাজ করতে লাগল। অতঃপর আবার দাশকেভিচ বলতে শুরু করলেন। তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল: প্রতিপক্ষকে আলোচনায় আহ্বান জানালেন। জুক একমাত্র দাশকেভিচকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিল; কিন্তু দাশকেভিচ যারা তাঁর সামনে কাঠের মাচায় বসেছিল শুধুমাত্র তাদেরই উদ্দেশ্য করে বললেন।

— শ্রদ্ধেয় মিঃ জুক আমাদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে আমাদের অর্থাৎ পোলীয় বিপ্লবীদের রুশ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্রভাবে সংগ্রাম করা উচিত... তার মানে বেলোরুশদেরও নিজস্ব পার্টি থাকা উচিত এবং স্বতন্ত্র ও এককভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে ইহুদী, ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্যান্য সকল জাতির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য... হিতোপদেশের সেই গল্পটির কথা কি আপনাদের মনে আছে? বুড়ো বাপ ছেলেদের ডেকে তাদের একটা ঝাঁটা ভাঙতে দিল। কেউই সফল হল না। কিন্তু এই গেঁয়ো বুড়ো নিজেকে কমরেড জুকের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান বলে প্রতিপন্ন করল। ঝাঁটার দড়ি খুলে প্রতিটি কাঠি আলাদা করে বুড়ো তা ছেলেদের ভাঙতে বলল... সুতরাং শ্রদ্ধেয় মিঃ জুক, — এই প্রথম দাশকেভিচ নিজ প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে বললেন, — আপনি কি চান আমাদেরও কাঠির মত আলাদা আলাদাভাবে ভেঙে ফেলুক?

আপনার দ্বারা ভবিষ্যৎ বিপ্লব কেবল ক্ষতিগ্রস্তই হতে পারে। আপনি কি তা-ই চান?

উত্তেজনায় জুক বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত ব্যক্তিরা যেভাবে দাশকেভিচের বক্তব্য শুনছিল তাতেই জুক বুঝেছিল, তাদের সহানুভূতি কোন পক্ষে।

— দাশকেভিচ, আপনি অযথাই এখানে রূপকথার কাহিনী শোনাচ্ছেন। বিপ্লব — সে হল গে অনেক সিরিয়াস ব্যাপার...

একসঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক বলতে শুরু করল। অধিকাংশই কিন্তু দাশকেভিচের পক্ষ নিল।

একে একে সকলে যখন বিদায় নিতে লাগল, তখন দাশকেভিচ বললেন:

— রাগ করবেন না, মিঃ জুক। কত কীই তো ঘটে... চলুন, একসঙ্গেই যাওয়া যাক। মনে হয় আমাদের পথ একটাই...

— কিন্তু এইমাত্রই তো আপনি বললেন যে আমাদের পথ বিভিন্ন! — গজগজিয়ে উঠল জুক।

জুক, দাশকেভিচ ও দের্জিনস্কি একসঙ্গে বেরলেন। জুক তার চিন্তাধারাই ব্যক্ত করে চলল। ফেলিক্স কথাবার্তা শুনতে শুনতে নিরবে চলতে লাগলেন।

— পোল্যাণ্ডে জনগণের রাজ আসবে কিংবা অন্য কোন রাজ তাতে আমার কিছুই এসে যায় না, — জুক বলল। — সে রাজ পোল্যাণ্ডে কী নিয়ে আসবে তা-ই হল প্রধান কথা।

— যদি তা প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ডেকে আনে? — দাশকেভিচ জিজ্ঞেস করলেন।

— পোল্যান্ড আমার জন্মভূমি, — এই বলে জুক আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

— প্রতিক্রিয়া চিরকালই প্রতিক্রিয়া, তা সে নিজের মাতৃভূমিতে অথবা অন্য কোন দেশে যেখানেই বিরাজ করুক না কেন, — ফেলিক্সের আর সহ্য হল না।

তাঁদের সঙ্গে গমনরত দীর্ঘকায় যুবকটির প্রতি আড়চোখে একবার দৃষ্টিপাত করে জুক দাশকেভিচকে জিজ্ঞাসা করল:

— আচ্ছা বলুন তো, কমরেড... কমরেড ইয়াকুবের বয়স কত

হল? আমি নামটি ঠিক বললাম তো? নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার অর্জনের জন্য ও কি যথেষ্ট কাল আমাদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছে?

ফেলিক্স ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন:

— এটি তর্কের কোন পদ্ধতিই নয়, মিঃ জুক। আমরা সরকারী আমলা নই যে চাকরির কত বছর হল তা নিয়ে গর্ব বোধ করব... আর মুরগী যদি নিজেকে মোরগ বলে ভাবতে শুরু করে, তবে অবশ্যই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

দাশকেভিচ চলছিলেন জুক ও ফেলিক্সের মধ্যিখানে। আস্তে করে তিনি দের্জিনস্কির কনুইটি টিপে দিলেন।

— মাথা গরম করিস না। — আর জুককে বললেন: — এক্ষেত্রে আপনি যে ঠিক নন তা বোঝাই যাচ্ছে। আমি ইয়াকুবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত... অবশ্য এ নিয়ে আর রাস্তায় আলোচনায় মাতব না। তাহলে মিঃ জুক, আমি আপনার সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করি। আমরা এদিকে।

ঠাণ্ডাভাবে বিদায় নিয়ে জুক ক্যাথিড্রাল স্কোয়ার অভিমুখে রওনা দিল। দাশকেভিচ ও ফেলিক্স বাঁক নিলেন পোপলাভস্কি স্ট্রিটের দিকে।

— আমি তোকে ছেড়ে আসছি, — দাশকেভিচ বললেন, — তুই দেখছি বেশ একগুঁয়ে। মুখে কথা আটকায় না। অবশ্য এই-ই ঠিক!.. জুককে যদি উদারনীতিক-জাতীয়তাবাদীদের দলে দেখি তাহলে অবাক হব না। একনায়কত্বের দিকে খেয়াল; ঝুঁকিবাজ লোক ও। আচ্ছা দেখা যাবে'খন! — এই বলে কথার মোড় ফেরালেন দাশকেভিচ। — দুবভোই তোকে শ্রমিকদের জন্য আলোচনাচক্র খুলতে বলেছেন। রেল-ডিপো থেকে শুরু কর। প্রয়োজনীয় সকলের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। আর একটা কথা: নাম পাল্টাতে হবে। কিছু কিছু ব্যাপার আমার পছন্দ হচ্ছে না। গন্ধ পাচ্ছি যেন আমাদের পেছনে ফেউ লেগেছে। প্রচারপত্র ছাপানোর কাজ আপাতত বন্ধ রাখ। হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটিও কোথাও লুকিয়ে রাখিস... তাহলে কী নামে তোকে ডাকব আমরা?

— জানি না... — ফেলিক্স উত্তর দিলেন। — আমি ইতিমধ্যে 'ইয়াকুবে' অভ্যস্ত হয়ে গেছি...

— না। ইয়াকুব পিটার্সবুর্গ চলে গেছে এই মনে করব। তা-ই রটিয়ে দেওয়া হবে। আর তোকে ডাকব... ধরা যাক, ইয়াৎসেক নামে। রাজী?... বাঃ, চমৎকার। মনে রাখিস যে ইয়াৎসেককে ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক যুবকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে ছুটিতে ওয়ারশ যেতে হবে। যাবার জন্য কোন একটা ছুতো ভেবে বার কর...

সেইদিন থেকে ফেলিক্স দের্জিনস্কির নাম হল ইয়াৎসেক।

৩

দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের সিংহাসন আরোহণের পর কাটল দেড় বছর।

রাশিয়ার স্বৈরাচারী তখনও পর্যন্ত অভিষেকবিহীন সম্রাট হিসেবেই রয়ে গিয়েছিলেন। তাই যে মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় শোকের পালা সাঙ্গ হল, নিকোলাই আসন্ন অনুষ্ঠানের ঘোষণা সহ ইস্তেহার প্রকাশ করলেন।

ঠিক এই সময়ই সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা পিলিয়ার ফন্ পেল্‌হাউ — জন্মসূত্রে যাঁর পদবী ছিল ইয়ানুশেভস্কায়া — ভিলনোর ছেলেদের জিমনাসিয়ামের প্রধান শিক্ষকের কাছে এক আবেদনপত্র দাখিল করলেন। ব্যাপারটি ছিল তাঁর ভাইপো ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে নিয়ে। ফেলিক্সের আপন পিসিমাও জানতেন না ঠিক কী কারণে তখন ফেলিক্সকে জিমনাসিয়াম হতে বহিষ্কার করে দেওয়া হচ্ছে...

ফেলিক্সের ক্লাশ-টীচার ও জার্মান ভাষার শিক্ষকটি ছিলেন হ্যাংলা-পাতলা ধরনের; তাঁর মুখে সর্বদাই লেগে থাকত চতুর দেঁতো হাসি, আর কথা বলার সময় তিনি তাঁর ছোট্ট হালকা দাড়িটিতে অবিরাম হাত বুলিয়ে যেতেন। তিনি সোফিয়া ইগনাতিয়েভনাকে বললেন:

— খারাপ, খুব খারাপ পরিণাম হবে আপনার ফেলিক্সের। সন্দেহভাজন লোকেদের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছে, এই আমি বলে রাখলাম!.. প্রত্যক্ষ প্রমাণ যদিও নেই, তবুও... সবচেয়ে ভাল হয় ও যদি নিজেই যেচে জিমনাসিয়াম থেকে বিদায় নেয়। আপনার স্বামীর পুণ্য স্মৃতি স্মরণে রেখে একান্ত গোপনেই আপনাকে বলছি।

— তা কী করে হয়! এ যে এতই অপ্রত্যাশিত! — বিস্মিত হন সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা।

ক্লাশ-টীচার তাঁর দাড়িওয়ালা মুখটি সোফিয়া ইগনাতিয়েভনার

মুখের অত্যধিক নিকটে এনে ফিসফিসিয়ে যোগ করলেন:

— শুধুমাত্র আপনাকেই বলছি: দের্জিনস্কির আচার-আচরণ সম্পর্কে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আগ্রহ দেখাচ্ছে। আপনি শুনছেন? ওরা ওর প্রতি নজর রাখছে। ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ!

হতাশাগ্রস্ত সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা বাড়ি ফিরে তৎক্ষণাৎ সবকিছু ভাইপোকে খুলে বললেন।

— উস্কানিদাতা বটে! — রেগে উঠলেন ফেলিক্স। — ও যে নিজেই পুলিশের কাছে ছুটে ফেরে, লাগিয়ে বেড়ায়... কী আর করা, মনে হয় ভালই হল, এমনিতেও আমি নিজেই জিমনাসিয়াম থেকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি!

— তুই কী বলছিস, ফেলিক্স! তোকে যে তাহলে স্কুল পাশ করার সার্টিফিকেট দেবে না! এক বছর মাত্র রয়ে গেছে...

— সার্টিফিকেট ছাড়াই চালিয়ে নেব। সোফিয়া পিসি, আপনি দয়া করে প্রধান শিক্ষককে লিখুন যাতে আমার কাগজপত্র ফেরত দিয়ে দেয়। আইনের চোখে যে আমি এখনও নাবালক...

১৮৯৬ সালের ২রা এপ্রিল সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা জিমনাসিয়ামের প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পত্র পেশ করলেন। তিনি একান্তভাবে উনার কাছে প্রার্থনা জানালেন, যেহেতু তাঁর ভাইপো ফেলিক্স দের্জিনস্কি পারিবারিক কারণবশত তার শিক্ষা চালিয়ে যেতে অক্ষম, সেহেতু যেন তার সর্বপ্রকার দলিলপত্র ফেরত দেওয়া হয়...

পুলিশ কর্তৃপক্ষ ছাত্র দের্জিনস্কির চালচলন সম্পর্কে আগ্রহী জেনে প্রধান শিক্ষক বিন্দুমাত্রও কালক্ষয় না ক'রে তাঁকে জিমনাসিয়াম হতে বিদায় দিতে রাজী হয়ে গেলেন।

অতঃপর অবৈধ কার্যকলাপের জন্য হাতে অফুরন্ত সময় পাওয়া গেল। আত্মোন্নতির আলোচনাচক্র ফেলিক্স চালিয়ে যেতে লাগলেন। গভীর রাতে গির্জাঘরের নিচ তলায় নেমে সামান্যতম আওয়াজের প্রতিও কান রেখে একান্ত নিস্তব্ধতায় প্রচারপত্র ছাপাতেন। গির্জার চৌকিদারের সঙ্গে ফেলিক্স হাত করতে পেরেছিলেন আর তারই সাহায্যে জং ধরা বিস্মৃত লোহার দরজার চাবিটি বাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

একদিন সকালে প্রাক্তন ছাত্র ফেলিক্স দের্জিনস্কি জিমনাসিয়ামে এসে হাজির হলেন। অফিসঘরে অবিলম্বে তাঁকে কাগজপত্র দিয়ে

দেওয়া হল। তক্ষুণি তিনি শিক্ষকদের বিশ্রামকক্ষের দিকে পা বাড়ালেন।

তখন চলছে টিফিনের অবসর। শিক্ষকরা বিশ্রাম করছেন। কেউ বা চায়ের সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ চিবোচ্ছে, কেউ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে করছে ধূমপান, আর কেউ কেউ অলসভাবে মগ্ন আছে কথাবার্তায়।

— ভদ্রমহোদয়গণ, — দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন ফেলিক্স, — আমি আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আপনারা আমার জন্য ভাল যাকিছু করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি...

— প্রশংসার যোগ্য, প্রশংসার যোগ্য বটে... — বলে উঠলেন রুশ ভাষার শিক্ষক মিঃ রাক*। বিদ্ঘুটে পদবীর সঙ্গে তাঁর চেহারাটিরও যেন কিছু মিল ছিল: বাইরে বেরিয়ে-আসা চোখ ও এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছিটানো লালচে গোঁফ। চেয়ারটি সরিয়ে দের্জিনস্কির দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: — ইয়াং ম্যান, তোমার মঙ্গল কামনা করি!

— মাফ করবেন, — তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ফেলিক্স, — আমি কিন্তু আপনার উদ্দেশে কিছু বলি নি। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছি তাঁদের, যাঁরা আমার মঙ্গল করেছেন, বাড়িয়েছেন আমার জ্ঞানলিপ্সা। আর আপনি মাতৃভাষায় কথা বলার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ক'রে আমাদের অন্তরে প্রতিবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছেন... তাই জানবেন: উৎপীড়নকারী শিক্ষকরা নিজেরাই বিপ্লবী তৈরি করেন, গড়ে তোলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। এই যা আমি আপনাদের বলতে চেয়েছিলাম। — এবং ফেলিক্স দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন।

গতকালের জিমনাসিয়াম ছাত্রের কথায় বিশ্রামকক্ষে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্য মিঃ রাক হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, অতঃপর হতভম্ব হয়ে সেটি নামিয়ে দিলেন।

— আমি?.. আমি বিপ্লবী বানাচ্ছি!.. — জিজ্ঞাসাসুলভ ভঙ্গিতে তিনি বলে উঠলেন। — হায়, ভদ্রমহোদয়গণ, এই আমার শুনতে বাকি ছিল!.. এ যে একেবারে রীতিমত অপরাধী!.. এদের ভেতর

---

* রাক — এই রুশ শব্দটির অর্থ গলদা চিংড়ি। — সম্পাঃ

থেকেই বেড়ে ওঠে সম্রাটহন্তারা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা শুনলেন, কী অসীম সাহসে ও বলে গেল!.. ঈশ্বর মঙ্গল করুন, ও যে জিমনাসিয়াম থেকে বিদায় নিয়েছে তাতে ভালই হয়েছে! এখন না ভগবান, না পুলিশ কর্তৃপক্ষ — কারও সামনেই ওর জন্য আমাদের আর জবাবদিহি করতে হবে না...

৪

দের্জিনোভো'র জমিদারিটি ফেলিক্সের পিতা লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। এখানেই ১৮৭৭ সালের ৩০শে আগস্ট ফেলিক্সের জন্ম হয়। তিনি তাঁর সমস্ত অন্তর থেকে টান অনুভব করতেন আপন বেলোরুশিয়ার প্রতি।

ফেলিক্সের পিতা ছিলেন তাগানরোগ জিমনাসিয়ামে গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। ডাক্তারের উপদেশে উঠে আসেন দের্জিনোভোয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলঙ্ক যক্ষ্মারোগে তিনিও হন আক্রান্ত, যখন মারা যান উনার চল্লিশও পূর্ণ হয় নি। পেছনে রেখে যান আটটি সন্তান, সর্বজ্যেষ্ঠা আলদোনার তখন চলছিল সবে সতেরো।

দের্জিনস্কিরা তাঁদের গ্রামের বাড়িতেই বসবাস করতে লাগলেন। বাস করতেন কষ্টে, কিন্তু মিলেমিশে। মা যা কিছু তাঁদের জন্য করতেন, প্রতিদানে তাঁরা তাঁকে পূজো করতেন। ফেলিক্সের স্মৃতির মণিকোঠায় সর্বদা ভাস্বর হয়ে থাকে শীতের সেই সব সন্ধ্যের কথা — সুউষ্ণ বসার ঘর, শাদা শেড সহ কেরোসিনের বাতি, যা থেকে ভেসে আসত হালকা ছায়াচ্ছন্ন — ঠিক যেন চাঁদের আলো। সেই সন্ধ্যেগুলি ছিল যেন শুধুমাত্র ইয়েলেনা ইগনাতিয়েভনা আর তাঁর সন্তান-সন্ততিদেরই জন্য — একমাত্র তাঁদেরই জন্য।

ইয়েলেনা ইগনাতিয়েভনা সাধারণত বসতেন দোলন-চেয়ারে, পাগুলি ঢাকা থাকত হালকা চাদরে, আর সুন্দর হাতদুটি থাকত হাতলের উপর। অনুচ্চস্বরে তিনি গল্প করতেন জারের অত্যাচারে জর্জরিত পরাধীন পোলীয়দের অতীতের বিষয়ে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে পোল্যান্ডের মাটিতে সংগ্রাম ও বিদ্রোহের বিষয়ে।

ছেলেমেয়েরা অধীরভাবে সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকত। অপেক্ষা করত কখন মা কাউকে আলাদাভাবে উদ্দেশ্য না ক'রে জিজ্ঞাসা করবেন:

— আমার চাদরটা গেল কোথায়?

অমনি দেখা দিত সানন্দ উদ্যোগ: প্রত্যেকেই চায় কে আগে মায়ের সেবা করতে পারে।

— আজ আমি তোমাদের তাদেউশ কোসতিউশকোর কথা বলব... দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন উনি...

ঠিক এইভাবে বা প্রায় এইভাবেই ধীরেসুস্থে ইয়েলেনা ইগনাতিয়েভনা তাঁর গল্প শুরু করতেন।

কিন্তু তাঁর গল্পের শান্ত ও ধীর ছন্দ কেটে যেত, যেই তিনি জনগণের কাছে 'জল্লাদ' বলে পরিচিত জার সেনাপতি মুরাভিওভের সম্পর্কে বলতে শুরু করতেন। কী দারুণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই না সে পোলীয় বিদ্রোহীদের দমন করেছিল। মুরাভিওভ গভর্নর-জেনারেল হওয়ার পর ফাঁশিকাষ্ঠে ভরে যায় সমগ্র পোল্যান্ড, বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার লোক নির্বাসিত হয় সাইবেরিয়ায়...

এর বহুকাল পরে বোন আলদোনার নিকট লিখিত পত্রে ফেলিক্স দের্জিনোভোর জীবন স্মরণ করেছেন।

'মনে পড়ে আমাদের সেই ছোট্ট গ্রাম্য বাড়ির সন্ধ্যেগুলোর কথা যখন বাতির আলোয় মা গল্প করতেন... কীভাবে জনসাধারণ লাঞ্ছিত হত, কীভাবে তাদের উপর অত্যাচার চালানো হত আর কীভাবেই বা তাদের উপর চাপানো হত করের বোঝা...

সেই সময়ই আমার হৃদয় ও মন জনগণের প্রতি সর্বপ্রকার অন্যায়-অবিচার সংস্কাররূপে অনুভব করতে শুরু করে, এবং আমি ঘৃণা করতে লাগলাম অন্যায়কে।

নিজের মধ্যে আমি আমাদের মা ও সমগ্র মানবজাতিকে অনুভব করি। ওরাই আমাকে সর্বপ্রকার যাতনা অবিচলভাবে সহ্য করার শক্তি দিল। মা আমাদের অন্তরে অমর, আমাদের সঙ্গেই তিনি সুখ-দুঃখের ভাগী। মা আমাকে প্রাণ দিয়েছেন, তাতে বপন করেছেন ভালবাসার বীজ, হৃদয় করেছেন প্রসারিত আর চিরকালের জন্য তাতে বাসা বেঁধেছেন।'

গ্রীষ্মে সান্ধ্যকালীন পারিবারিক এই আসর বসত দেউড়িতে,

নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে। আর কি গ্রীষ্মে কি শীতে প্রতিবারই দেৰ্জিনোভো খামার বাড়িতে এই আসর শেষ হত ইয়েলেনা ইগনাতিয়েভনার পিয়ানো বাজনা ও সমবেত কণ্ঠে লোক সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে, অথবা শপ্যাঁ ও চাইকোভস্কির সঙ্গীত শোনার পরে। শোনা যায় শপ্যাঁ না কি দের্জিনস্কিদের কোন এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন, অবশ্য এর সত্যি-মিথ্যে কিছুই ফেলিক্সের জানা ছিল না।

মায়ের মৃত্যুর পর ফেলিক্সের আর কখনই দের্জিনোভোয় যাওয়া হয়ে ওঠে নি। অবশেষে সেখানে যাবার প্রথম সুযোগটিই সদ্ব্যবহার করলেন। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গ্রীষ্ম যাপনের জন্য দের্জিনোভোয় এসে আলদোনাও বারবার ভাইকে ডাকছিলেন।

মিনস্ক পর্যন্ত তিনি গেলেন ট্রেনে। আর পরবর্তী চল্লিশ মাইল পথ পরিচিত এক চাষীর সহযাত্রী হলেন তার ঘোড়ার গাড়িতে।

— হে ভগবান! — ভাইকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন আলদোনা। — তুই কত বড় হয়ে গেছিস!

বেশ কিছুদিন থাকবার ইচ্ছে নিয়েই ফেলিক্স দের্জিনোভোয় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিটিই ছিল কেমন যেন উড়ু-উড়ু ধরনের। সপ্তাহ যেতে না যেতেই সঙ্গীসাথীদের দেখার জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠলেন... প্রায়ই কাজ এবং অবৈধ দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারগুলি তাঁর মনে উদয় হতে লাগল, মনের কোণে উদিত হতে লাগল সেইসব কথা যা তিনি বলবেন রেল-ডিপোতে অথবা পোপেলাভ অঞ্চলের মুচিদের ডেরায় অনুষ্ঠিতব্য আলোচনা চক্রগুলিতে।

সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময় মস্কোর হোদিন্‌স্কয়ে ময়দানে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে ফেলিক্স জানতে পারলেন কয়েক দিন পরে, ভিলনোয় এসে। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরকারের পক্ষে আর নিরব থাকা সম্ভব হল না: ভয়ঙ্কর সব গুজবে ছেয়ে গেল সারা রাশিয়া।

প্রথম প্রথম সংবাদপত্রগুলি রাজ দরবারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর স্বাক্ষর সহ বিশেষ বার্তা ছাপতে লাগল:

'আঠারোই মে রাজ্যাভিষেকের সর্বজনীন উৎসব শুরু হওয়ার আগে কয়েক হাজার লোকের এক ভিড় হোদিন্‌স্কয়ে ময়দানের প্রসাদ

বিতরণ কেন্দ্রের দিকে এত বেগে ধাবিত হয় যে তার চাপে অসংখ্য লোক মারা যায়। আঘাতের ফলে মৃতের সংখ্যা ১১৩৮।'

তারই সঙ্গে বিশদ বর্ণনা: জারের প্রসাদ লাভের আশায় জনসাধারণ ঊষালগ্নের বহু আগে থেকেই হোদিন্‌স্কয়ে ময়দানে জমায়েত হতে থাকে। ময়দানের প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্রগুলির অদূরেই ছিল ৭০ ফুট চওড়া গভীর খাড়া খাদ। চাপাচাপিতে লোকে সেই খাদে পড়তে শুরু করে। অচিরেই তা পূর্ণ হয়ে যায় শবদেহে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সেই গর্তে পড়ে হাজারেরও বেশি লোকের মৃত্যু হয়।

ওই একই সংবাদপত্রে আরও ছাপা হয় যে শনিবার ফরাসী দূতাবাসে অপূর্ব এক বল-নাচের আয়োজন করা হয়। সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত ছিলেন জার নিকোলাই। 'তাতে মহামান্য সম্রাট অম্লান এক স্মৃতি রেখে গেছেন,' — জানাচ্ছেন উচ্চ সমাজ সংক্রান্ত ঘটনাবলির সংবাদদাতা।

তার মানে দূতাবাসে যখন আনন্দানুষ্ঠান এবং নৃত্যগীত চলছিল, ঠিক তখনই নিহতদের আত্মীয়স্বজন কবরখানায় মৃতদেহের লম্বা সারিতে নিজেদের নিহত আত্মীয়কে দেখতে পাবার আশঙ্কায় ঘুরে ফিরছিল! ফেলিক্স একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

ওই ঘটনাটির বিষয়ে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে চক্রে।

চক্রের পরবর্তী অধিবেশন বসল রেল-ডিপোয়। শূন্য রেল-গ্যারেজের কাছাকাছি এক অফিস ঘরে কাজের পরে সকলে একত্রিত হল।

— সারা রাশিয়া জুড়ে এখন সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান চলছে... এ ব্যাপারে খবরকাগজে যে রিপোর্ট বেরিয়েছে তা শুনুন।

শান্তভাবে শ্রমিকেরা শুনছে। অতঃপর ফেলিক্স কাগজটি সরিয়ে রাখেন।

— বন্ধুগণ, — বললেন তিনি। — এখন আসুন সেই দৃশ্যটির কথা কল্পনা করা যাক: সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছে সোনালী রঙের কয়েকটি গাড়ি। তাতে করে চলেছেন সুশোভিত, সুবসনা ভদ্রমহিলারা এবং স্বয়ং সম্রাট। আগে আগে চলেছে রক্ষীবাহিনী... পাশাপাশি অন্য আরও একটি ঘটনার কথা কল্পনা করা যাক: হোদিন্‌স্কয়ে ময়দান

থেকে চালকেরা গাড়ি নিয়ে চলেছে ভাগানকোভ্‌স্কয়ে কবরখানার দিকে... হাজার হাজার মৃতদেহ... রক্তস্রোতের মধ্যে সূচিত হল নতুন সম্রাটের রাজত্বকাল!..

সকলে বসে ছিল মাথা নিচু করে। অবশেষে তেল-চিট্‌চিটে কোটপ্যাণ্ট এবং ছেঁড়া জুতো পরা একজন ডিপোকর্মী চেঁচিয়ে উঠল:

— হায়রে কপাল, এও ভাগ্যে ছিল... হোদিন্‌স্কয়ে ময়দানে নিহতদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে আমি সকলকে উঠে দাঁড়াতে অনুরোধ জানাচ্ছি...

একে একে সকলে যখন বাড়িমুখো হতে শুরু করল, তখন এই শ্রমিকটিই ফেলিক্সকে বলল:

— ইয়াৎসেক, চল যাওয়া যাক্‌। আমরা তোকে অন্য পথে ছেড়ে আসব। অজানা-অচেনাদের সঙ্গে তোর মুলাকাৎ না হওয়াই ভাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশাদার বিপ্লবী

১

কভনোর সামরিক ক্যাথিড্রাল-সংলগ্ন স্কোয়ারে দিন-দুপুরে ফেলিক্সকে গ্রেপ্তার করল। সেখানে রিমাসের সঙ্গে তাঁর দেখা করার কথা ছিল। রেকোশ কারখানার উঠতি বয়সের তামাটে বর্ণের ছোকরা রিমাস কারখানার আরও দু'জন শ্রমিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে কথা দিয়েছিল। কিন্তু কেন জানা নেই, কেউই সেখানে হাজির ছিল না... রিমাসের বদলে এগিয়ে এল দু'জন পুলিশ।

ক্যাথিড্রালে উপাসনা তখনও শেষ হয় নি। তাই চত্বরে ও স্কোয়ারে খুব একটা লোক ছিল না। ফেলিক্স ধীরেসুস্থে পুলিশদের দিকে এগুচ্ছেন। ওরা হঠাৎই এগিয়ে এসে তাঁকে জাপটে ধরল।

— বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। আপনি গ্রেপ্তার, — ছোট দারোগাটি বলল।

— কী ব্যাপার?

— থানায় গেলেই বুঝবেন... এখন চলুন।

কেন যে এই অঘটন ঘটল ফেলিক্স তা কল্পনাও করতে পারলেন না। আর তিনি জানতে পারলেন না যে রিমাস স্কোয়ারে এসেওছিল। সে পুলিশদের দেখিয়ে দিয়েছিল কার সঙ্গে তার দেখা করার কথা। দেখিয়েই তড়িঘড়ি লুকোতে ব্যস্ত হয়: তাকে থানায় গিয়ে ভবিষ্যৎ নির্দেশের অপেক্ষা করতে বলা হল।

এ কাজে সম্মতি দিয়ে রিমাস অবশ্য খুব একটা খুশি ছিল না...

এইমাত্র যে যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হল তিনি যে স্কোয়ারে একা আসেন নি তা কিন্তু ছোট দারোগা ও তার সহকর্মী টেরও পেল না। সামান্য ব্যবধানে পেছনে পেছনে চলছিলেন ভিলনো থেকে আগত তাঁর বন্ধু ওসিপ ওলেখনোভিচ। ওলেখনোভিচ দেখলেন কীভাবে

ফেলিক্সকে গ্রেপ্তার করল এবং কালবিলম্ব না করে স্কোয়ার থেকে সরে পড়লেন।

থানাটি ছিল নিকটেই। তার অফিস ঘরে অবিলম্বেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। ফেলিক্স এদমুন্দ রোমুয়ালদোভিচ জেবরোভস্কি নামে নিজের পরিচয় দিলেন। বয়স উনিশ, মিনস্ক শহরের সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের ছেলে। নিজের সম্পর্কে অন্যকিছু জানাতে অস্বীকার করলেন... কভনোর আপন ঠিকানাও জানালেন না।

— বৃথাই, বৃথাই জেদ ধরেছেন, মিঃ জেবরোভস্কি, — উপদেশসুলভ ভঙ্গিতে বলল ছোট দারোগা তার চির গর্বের ও সদা যত্নের বস্তু হৃষ্টপুষ্ট গোঁফটিতে হাত বুলাতে বুলাতে। — দেখে মনে হয় লোক আপনি শিক্ষিত, অথচ মেলামেশা যত সব ছোটলোকের সঙ্গে...

ছোট দারোগাটির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক যুবক — লম্বা ও সুপুরুষ, ব্যাকব্রাশ করা অবাধ্য চুল, ঈষৎ সবুজ ও ধূসর চোখদুটি মেলে তাকিয়ে ছিলেন তারই দিকে। ফিট্‌ফাট্ পোশাক: বেশ কিছুকাল ব্যবহৃত, কিন্তু আয়নার মত ঝক্‌ঝকে জুতো, প্যাণ্ট, কোট, ফ্যাশনদার লিনেনের শার্ট আর টাই-এর বদলে রঙীন স্কার্ফ।

— আমি বিন্দুমাত্রও জেদ ধরি নি, — শান্তভাবে উত্তর দিলেন বন্দী। — শুধু ভাবছি পুরো ব্যাপারটিই অবাঞ্ছনীয় ভুল বোঝাবুঝির ফল মাত্র।

মনে মনে কিন্তু উত্তেজনা ও উদ্বেগ নিয়ে ভাবতে লাগলেন: ওসিপ কি তাঁকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন, তাহলে সব ঠিক আছে — হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি লুকাতে আর অবৈধ কার্যকলাপের ছাপ তিনি মুছে ফেলতে পারবেন। তাহলে কারও বিপদের সম্ভাবনা নেই এবং সবকিছুই নিতান্ত ভুল বোঝাবুঝি বলে পরিগণিত হবে।

আটক ব্যক্তির তল্লাসির সময় পকেট থেকে বার হল খবরের কাগজের কাটিং, 'সর্বসাধারণের পঠনের নিমিত্ত' কয়েকটি পুস্তিকা, একটা কবিতা যার শুরু হয়েছিল এভাবে: 'সত্যের সূর্যোদয় হবে রক্তাক্ত গোধূলির 'পরে...' এ আর এমন কী? গ্রেপ্তারের জন্য এগুলি কোন সঙ্গত কারণই নয়। এ সবকিছুই বৈধ। কিন্তু ছোট দারোগা যা বলল: 'মেলামেশা যত সব ছোটলোকের সঙ্গে' — তার মানে কী? কোন্ ছোট

লোকের সঙ্গে? ওরা কী জানে? কোত্থেকে? কেউ কি লাগিয়ে দিয়েছে?

ফেলিক্সকে গ্রেপ্তার করা হয় রবিবারে। সেদিন উপরওয়ালাদের কেউই উপস্থিত ছিল না। তাই দারোগাটি গ্রেপ্তারের বিবরণ দেওয়ার কাজ পরবর্তী দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখল। বন্দীকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর প্রামাণ্য বস্তুসামগ্রী এক টুক্‌রো কাপড়ে জড়িয়ে বাণ্ডিলটি শক্ত সুতো দিয়ে সেলাই ক'রে তাতে গালার মোহর মেরে রেখে দেওয়া হল।

অতঃপর সে রিমাসের জবানবন্দী নিতে লাগল।

— এদমুন্দ জেবরোভস্কিকে তুই কোত্থেকে জানিস? — দারোগাটি জিজ্ঞাসা করল রিমাসকে।

— কাকে?

— জেবরোভস্কিকে। বলছিলাম, যাকে ধরে আনা হয়েছে তাকে তুই কোত্থেকে জানিস?

— অ্যাঁ!.. ও তো এদমুন্দ নয় — ও অন্য নাম বলেছিল... ইয়াকভ! বই বাঁধানোর কাজ করে। পুণ্য-সপ্তাহে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। আমাদের কারখানার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। সেখানে চাকরির জন্য ধরেছিল। থাকে কোথায় তা বলে নি... কারখানার পাশের শুঁড়িখানায় দেখা হয়। একটু হলে আমি ক্ষেপে গেছিলাম আর কি — ভাবলাম আমার মেয়েটাকে বুঝি ফোঁসলাতে চায়। কিন্তু তা নয় বটে — ও তার কাছে খবরাদি নিল মাত্র। মেয়েটা আলেক্সতে সেলাই কারখানায় কাজ করে। এ সমস্তকিছু আমি হুজুরকে আগেই বলেছি, — পুলিশের দিকে মাথা নেড়ে বলল রিমাস। — উনি আমায় দশ রুবল দেবেন বলে কথা দিয়েছেন।

— বুঝলাম... নে এখানে এই প্রোটোকলের নিচে সই মার।

— আমি হুজুর মুখ্যুসুখ্যু মানুষ... আমাদের গাঁয়ে কোন পাঠশালাও নেই... আছে গিয়ে সেই বারো মাইল দূরে... টিপসই মারবো না কি?

— ঠিক আছে, মুখ্যুর হয়ে আমরাই সই মেরে দেব।

দারোগাটি পকেট থেকে দোমড়ানো-মোচড়ানো কিছু রুবল টেনে বার করল — পাঁচ, তিন ও এক রুবলের দুটি নোট। ঠিকঠাক করে

সকরুণ দৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে তাকাল। টেবিলের এক প্রান্তে ঠেলে দিল। অতঃপর মন পাল্টিয়ে বলল:

— আট রুবলই তোর পক্ষে যথেষ্ট। নে ধর, আর মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিস নে...

— আমার দশ পাবার কথা, — মিউ মিউ স্বরে বলল রিমাস।

— পাবার কথা বললেই হল... পরের বার বেশি পাবি। এখন যা ভাগ্।

ছোকরাটি বেরিয়ে যাবার পর দারোগাটি রোগা লিক্‌লিকে সহকর্মীটির দিকে দোমড়ানো-মোচড়ানো একটি নোট এগিয়ে দিল।

— নে ধর। আধাআধি করব — সৎভাবে... আমাদের কাজে সবই সাচ্চা হওয়া চাই।

কভনোর পুলিশ দপ্তরে এরূপ 'সাচ্চা'ভাবে কাজ করত শুধুমাত্র নিচের তলার কর্মচারী ও নিতান্ত সাধারণ পুলিশ নয়।

কভনোর নিরাপত্তা বিভাগের প্রধান ছিলেন নরম ও বিনয়ী প্রকৃতির এক কর্নেল — পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্ক ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ ইভানোভ। তিনি কারও সর্বনাশ কামনা করতেন না। কাজ করতেন একান্তই আইন মাফিক। কর্মক্ষেত্রে এ থেকে এক বিন্দুও নড়ন-চড়ন হত না।

সোমবার সকালে জেবরোভস্কির প্রাথমিক জবানবন্দীর সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। অতি সাধারণ ব্যাপার। রোমান্সের খোঁজে নেহাৎই ছেলেমানুষী খেলা। কিন্তু ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ কোন কাজই অসমাপ্ত ফেলে রাখতেন না। সেই দিন সকালেই পুলিশ দপ্তরে উপরোক্ত গ্রেপ্তার সম্পর্কে লিখিত বিবরণ পেশ করলেন।

দিনের নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কর্নেল অচিরেই বন্দীর কথা ভুলে গেলেন। দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর কাজে ফিরে এসে বিবরণ পেশ করার জন্য ক্যাপ্টেন চেলোবিতভকে ডেকে পাঠালেন। এ-কথা সে-কথার পর সবশেষে কর্নেল বললেন:

— ও হ্যা, প্রায় ভুলেই গেছিলাম, গ্লেব নিকোলাইয়েভিচ, গোপন কার্যকলাপের অভিযোগে গতকাল কোন এক ছোকরাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কী ব্যাপার আপনি একটু দেখবেন। একটু ভয়-টয় দেখিয়ে ছেড়ে দিন। কি এমন দোষ যে রূপকথা পড়তে দিয়েছিল...

— মাফ করবেন, মাফ করবেন ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ, — ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে প্রতিবাদ জানায় চেলোবিতভ, — ঘটনাটির আদ্যপান্ত আমি তলিয়ে দেখেছি। আমার মতে মিঃ জেবরোভস্কি ঠিক ততটা নির্দোষ নন, যতটা দেখে মনে হচ্ছে... সন্দেহ হয় এসব হ্যান্ডবিল ছাপানোর ব্যাপারে ও কি জড়িত নয়? জানাতে চাই যে ঠিক ওগুলোতে রেকোশ কারখানার কথা, শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে।

চেলোবিতভ তার ফাইল থেকে হেক্টোগ্রাফে ছাপা বেগুনী রঙের বিবর্ণ লাইন সহ কিছু কাগজ বার করল। কর্নেল হাড়ের হাতল লাগানো একটি আতস কাঁচ কাগজগুলির উপর ধরে পড়তে শুরু করলেন:

'আমাদের এই কভনোয় লৌহ সামগ্রী উৎপাদনকারী চারটি কারখানা আছে: স্মিদ, তিল্‌মানস্‌, রেকোশ ও পেত্রোভস্কি; কিন্তু এর কোনটিতেই শ্রমিকদের অবস্থা এমন শোচনীয় নয় যেমনটি আমাদের এখানে। আমাদের এখানে প্রায় শ'দুই লোক কাজ করে; অন্যান্য কলকারখানার মতন আমরাও তেরো ঘণ্টা ক'রে কাজ করি। অথচ আমাদের মাইনে অত্যন্ত কম, তাছাড়া আমরা ঠিকা কাজ করি, সংখ্যাভিত্তিক উৎপাদন হিসেবে। আর এমন কোন শনিবার যায় না যেদিন কারুর না কারুর মাইনে কেটে নেওয়া হয়।'

— আপনার মতে এতে মিঃ জেবরোভস্কির হাত আছে? কিন্তু ওর যে কুল্লে উনিশ বছর বয়স। নিতান্তই বালক।

— কীভাবে জানব, স্যার... সরকারবিরোধী প্রচারপত্র বিলানোর ব্যাপারে কেউ না কেউ তো দায়ী বটেই। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অপরাধীদের তালিকায় আপাতত তাদের নাম অজানা। আমাদের জন্য ভাল বলতে এর মধ্যে কিছুই নেই। আর কী এমন উনিশ-বিশ যে কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে: মিঃ জেবরোভস্কি অথবা অন্য কারুর... শোনা যাচ্ছে, ওয়ারশতে নিরাপত্তা দপ্তরে ভাল কাজের জন্য তিন হাজার করে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে... আমরাই বা কম কিসে? — এই বলে এ কথায় কর্নেলের কী প্রতিক্রিয়া হয় তা জানতে চেলোবিতভ ধীরে ধীরে চোখ তুলে ভ্রূকুটি ক'রে তাঁর দিকে তাকাল।

কর্নেল ইভানোভ কোন উত্তরই দিলেন না। উঁচু কলারের কোটটির

বোতামগুলি খুলে অডিকোলন মাখানো রুমাল দিয়ে মুখটি মুছে নিলেন। এমনকি বিকেলেও জুলাইয়ের গুমোট ভাবটি যায় নি।

— বৃষ্টিও হলে পারে... অসম্ভব গরম, — বললেন কর্নেল।

চেলোবিতভ কিন্তু কর্নেলের চিন্তাধারা আঁচ করতে পারল: ঘুঘু লোক বটে — সঙ্গে সঙ্গে সায় দিতে চায় না, এমন ভাব যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না... ক্যাপ্টেন কিন্তু ছাড়ার পাত্র নয়: আরব্ধ কাজ শেষ করতেই হবে।

— এই আরও একটি কাগজ দেখুন। পদ্ধতি একই তা লক্ষ্য করছেন — হেক্টোগ্রাফে ছাপা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্নেল আবার আতস কাঁচটি নিলেন।

'আমাদের এই কভনোয়, — পড়লেন তিনি, — আজ পর্যন্ত যদি কোন সাধারণ সংগ্রাম হয়ে থাকে, তাহলে তা পরিকল্পনাবিহীন অথবা স্বল্পস্থায়ী, অস্থায়ী, কোন সংগঠন ছাড়াই, তা ছিল তথাকথিত সুপ্ত ও অসচেতন সংগ্রাম। আর ঠিক সে কারণেই আমাদের অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না, বরং অবনতিই ঘটছে...

তাই আমাদের উৎসব পয়লা মে'তে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ ক'রে তাদের দাবী উপস্থাপিত করুক। এ উৎসব আমাদের কর্তব্য এমনভাবে বুঝতে সাহায্য করুক যাতে আমরা কারও থেকে পেছনে পড়ে না থাকি। আমরা যেন সংগ্রামে রত হই। এই সংগ্রাম পরে আমাদের পেঁাছে দেবে বিজয়ের দ্বারে...'

— বুঝলাম, — বললেন কর্নেল। — তবে আমার কাজ শেষ। এমনিতেই যা গরম। আপনি নিজেই খোঁজখবর নিয়ে যা ভাল বোঝেন করুন।

— না, না, তা হয় না। হয় আপনি পড়ুন, না হয় আমায় অনুমতি দিন। এ প্রচারপত্রটি পয়লা মে'র। দেয়াল থেকে তুলে আনা হয়েছে। দেখুন কেমন আঠার ছাপ দেখা যাচ্ছে। শুধু শুনুন কত বাড় বেড়েছে! আর এখন থেকেই আমরা যদি কোমর বেঁধে না লাগি, তাহলে সদর দপ্তরে কিন্তু আমাদের ওপর এক হাত নেবে'খন...

চেলোবিতভ অর্থপূর্ণভাবে ভুরু তুলল। তার খুদে-খুদে চোখদুটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদিক-ওদিক নাচতে থাকল:

'এ কথা সত্যি যে জার সরকার ধর্মঘট করার উপর নিষেধাজ্ঞা

জারি করেছে। নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জমায়েত হওয়ার উপর... — উচ্চস্বরে সে পড়ল। — কিন্তু অসংখ্য শ্রমিক জার সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ধর্মঘট সংগঠিত করেছে, গোপনে মিলিত হয়েছে, গোপনে একে অন্যকে সমর্থন জানিয়েছে আর একাধিকবার পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছে।' লিখেছে বটে!

চেলোবিতভ সমালোচনাসুলভ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বিজয়ীর দৃষ্টিতে কর্নেল ইভানোভের দিকে তাকিয়ে পড়ে যেতে লাগল। পড়ার বদলে বুঝি বা সে আবৃত্তি করছিল। মুখটি হয়ে উঠল ঈষৎ গোলাপী, সুপ্রশস্ত কপাল ও চুলবিহীন মাথায় দেখা দিল ঘামের চিহ্ন।

— কত বাড় বেড়েছে, শুনছেন! — কাগজটি নাড়িয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে সে। — সরকারকে গদীচ্যুত করার চক্রান্ত চলছে! যাতে সমূলে এ সংগ্রাম উচ্ছেদ করা যায় তার জন্য আমাদের দৃঢ় আর নির্মম হতে হবে।

ক্যাপ্টেনের উপর ন্যস্ত হল এ কাজের দায়িত্ব। সে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তদন্ত চালাল। আর সত্যি কথা বলতে কি সে নিজেই যেচে কাজটির ভার নিল এই আশায় বুঝি বা এর সাহায্যে আগে বাড়া যাবে — ভবিষ্যৎ বানানো সম্ভব হবে!..

কয়েক দিন বাদেই কর্নেল ইভানোভের টেবিলে এক গোপন-বার্তা রাখা ছিল। পুলিশ দপ্তরের জন্য সেটি প্রস্তুত করে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ। বার্তাটিতে আপাতত সুনির্দিষ্ট কিছু ছিল না, তবে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান কার্য যে ভয়ঙ্কর এক রাজনৈতিক চক্রান্ত উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করবে তার আভাস দেওয়া হয়েছিল।

— ভগবান করুন! — কর্নেল বলে উঠলেন। — হয়তো সত্যি সত্যিই কোন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করব...

— বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করবেন না। ফার্স্ট ক্লাশ ভাবে সবকিছু করব... ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ, আপনি কিন্তু কোনমতেই আমার এই উদ্যমের কথাটি ভুলে যাবেন না...

— তা আর বলতে... এখন শুধু ভাগ্য সহায় হলে হয়।

— আর আপনি, ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ, — ক্যাপ্টেন টেবিলের উপর অত্যধিক ঝুঁকে পড়ে বলল, — মাঝে-মধ্যে নিজেও জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। উপর থেকে কাজের রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবে, আর সেখানে

আপনার শ্রম ইতিমধ্যেই সুবিদিত হয়ে যাবে। এর মূল্যও কিন্তু কম নয় — এ আপনাকে বলে রাখলাম...

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ বেশ প্রফুল্ল মনে নিজের ঘরে ফিরল। ছোট্ট আলমারি থেকে টেনে বার করল নতুন একটি ফাইল। তাতে ছাপার অক্ষরে হেডিং ছিল: 'পুলিশ দপ্তরের অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র।' ফাইলটিতে সে সযত্নে লিখল: 'ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি ও তাঁর সহকর্মী কর্তৃক রেকোশে তাম্রঢালাই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির অভিযোগ।'

ক্যাপ্টেন আরও ভেবে যোগ করল:

'তৎসহ জার স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী একদল শ্রমিকের অংশগ্রহণের অভিযোগ।'

স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপ সে যে প্রমাণ করতে পারবে তাতে সে পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিল। যদিও সে সম্বন্ধে তখনও পর্যন্ত কোন প্রমাণই ছিল না। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ মিথ্যেভাবে কাজ সাজাতে ছিল ওস্তাদ।

চেলোবিতভ উঠল, ফাইলটি সরাল, তারপর বহুক্ষণ ধরে সেটির দিকে তাকিয়ে রইল — যেমন লোকে সপ্রশংস নয়নে তাকিয়ে থাকে কোন ভাল ছবির দিকে। অতঃপর প্রাথমিক জবানবন্দীর প্রোটোকল আর পুলিশ দপ্তরের জন্য প্রস্তুত গুপ্ত রিপোর্টগুলি ফাইলে পুরে রাখল। ফাইলে আরও একটি কথা যোগ করল: 'শুরু ১৮৯৭ সালের ২১শে জুলাই' — এবং তার প্রায় মেয়েসদৃশ ছোট্ট হাতদুটি মুছে নিল।

২

ফেলিক্স কভনোয় আসেন মার্চের মাঝামাঝি। বিদায় নেওয়ার আগে বেশ কয়েকবার দাশকেভিচের সঙ্গে দেখা হয় — কোনবার নিভৃতে, কোনবার বা তাঁরই সঙ্গে গুপ্ত কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে প্রেরিত ওসিপ ওলেখনোভিচের সঙ্গে একত্রে।

কভনোয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কোন সংগঠন ছিল না, এবং পোলীয় সোশ্যালিস্ট পার্টি পুলিশ কিছুদিন আগেই বিধ্বস্ত করে দেয়।

সে সময়ে কভনোয় বেশ কয়েক হাজার কলকারখানা-শ্রমিকের বাস ছিল। এটি ছিল লিথুয়ানিয়ার অন্যতম বৃহৎ শ্রমিক-অধ্যুষিত কেন্দ্র — ধাতু কারখানা, বাষ্পচালিত জাঁতাকল, কাঠ, সাবান, দেশলাই ও তামাক কারখানা... এ সব প্রতিষ্ঠানেই কাজ শুরু করার প্রয়োজন ছিল।

— খালি জায়গায়ই কাজ শুরু কোরো, — দাশকেভিচ বললেন। — ওসিপ — অভিজ্ঞ লোক, আর তোরও গুপ্ত কাজে প্রথম দিন নয়, ইতিমধ্যেই পোড়খাওয়া, — তিনি ফেলিক্সের মাথার রগটি দেখালেন। কোন এক কারখানা গেটের নিকট কৃষ্ণশতকীদের* সঙ্গে হাঙ্গামার চিহ্ন, — প্রায় অলক্ষিত ঈষৎ গোলাপী রঙের ক্ষতস্থানটি পেশাদার ভঙ্গিতে আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করলেন। — সেরে গেছে!.. আর মনে আছে কেমন সেলাই করেছিল? এখন তোর এই এক পোড়খাওয়ার জন্য কত গোবেচারাকে দেবে জানিস!.. — অতঃপর গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলেন: — তোমাদের উপর ভরসা করব। সংগ্রাম চালিয়ে যাবে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, যাতে লোকে দেখে, কে রক্ষা করছে তাদের শ্রেণীস্বার্থ... যাবে আলাদা-আলাদাভাবে। প্রথমে তুই, পরে ওলেখনোভিচ। ওই হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি নিয়ে আসবে। ভালভাবে লুকাবে, কিন্তু এমনভাবে যাতে সর্বদাই নাগালের মধ্যে থাকে।

বিদায় নেওয়ার দিন সকলে মিলল ওলেখনোভিচের ওখানে। স্ত্রী আন্না ও সন্তানসহ তিনি দের্জিনস্কির বাড়ির কাছেই থাকতেন। নির্দেশমূলক কথা হল, কামনা করা হল সাফল্য। সবকিছু যাতে ঠিকঠাক হয় তা দেখতে ফেলিক্সকে স্টেশনে ছাড়তে চললেন কেবল ওসিপ। তিনি দেখলেন, কেমন করে ফেলিক্স টিকিট কাটলেন, কেমন ভাবেই বা তিনি তাঁর ছোট্ট জীর্ণ সুটকেশ এবং বিছানা, বালিশ ও চাদর ভর্তি পুরনো হোল্ডঅলটি নিয়ে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলেন। কামরায় সে উঠল ট্রেন ছাড়ার একেবারে শেষ মুহূর্তে।

সপ্তাহ দুই বাদে ওলেখনোভিচও কভনোয় এসে পৌঁছলেন। ঝুড়ির তলায় লুকিয়ে নিয়ে এলেন হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি। পরদিনই ওসিপ কাজে

---

* কৃষ্ণশতকী — রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য জার আমলে পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত রাজতন্ত্রী গুণ্ডাবাহিনীর সদস্যদের নাম। কৃষ্ণশতকীরা বিপ্লবীদের খুন করত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের হুমকি দিত এবং ইহুদী নিধন দাঙ্গা বাধাত। — সম্পাঃ

বেরিয়ে পড়লেন — শহরতলীর শ্রমিক-অধ্যুষিত অঞ্চল পোপলাভে এক জুতোর কারখানায় সহকারী মাস্টারের পদ লাভ করলেন।

ওসিপের বয়স তখন চৌত্রিশ বছর। কপালের উপরিভাগে ইতিমধ্যেই টাকের আভাস। তাঁর দাড়ি ছিল, ছোট্ট করে ছাঁটা গোঁফ। এজন্য তাকে অনেক বয়স্ক দেখাত। মিলিটারিতে ছিলেন তিনি: ককেশাসে ছিলেন, ছাত্র আন্দোলনে যোগদানের জন্যই তাঁকে ওখানে সৈন্যরূপে পাঠানো হয়েছিল, অতঃপর পিটার্সবুর্গে এসে 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘের'* সদস্য হলেন। এরপর গা ঢাকা দেওয়ার প্রয়োজন হল। তাই চলে এলেন ভিলনোয়। ভবঘুরে জীবন যাপনের সময়ে মুচির কাজ শিখে নিয়েছিলেন এবং এখন তিনি একজন দক্ষ মুচি বলে স্বীকৃত।

কাজের ধান্ধায় ফেলিক্সকে বেশ কিছুকাল হাঁটাহাঁটি করতে হল। অবশেষে এক ছাপাখানায় সাময়িক কাজ পেলেন — মাঝে-মধ্যে সেখানে বাড়িতে বইবাঁধাই-এর কাজ দিত। রাতভোর লিখে যেতেন প্রচারপত্র, হাতে-লেখা সংবাদপত্র, আর যখন ওসিপ এলেন তখন সেগুলি হেক্টোগ্রাফে ছাপা হত। দিনের বেলায় ঘুরে ফিরতেন বিভিন্ন কল-কারখানায়। ঘুর ঘুর করতেন গেটের কাছে, পরিচিত হতেন শ্রমিকদের সঙ্গে। শুরুতে পড়তে দিতেন জনকল্যাণ সমিতির পুস্তকাগার হতে নেওয়া পুস্তিকা 'সর্বসাধারণের পঠনের নিমিত্ত'। সন্ধ্যা কাটত শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে। ঢুঁ মারতেন পানশালায়, শুঁড়িখানায়, সান্ধ্য আসরে — সর্বত্র, যেখানেই একত্রিত হত শ্রমিকরা।

এবং সর্বত্রই ফেলিক্স এমন আশাহীন, নীরন্ধ্র জীবন লক্ষ্য করলেন, যে হৃদয় মুচড়ে ওঠে। ভোর থেকে সেই গভীর রাত পর্যন্ত লোকে কাজ করত কল-কারখানায়, কাজ করত বারো-তেরো ঘণ্টা ক'রে...

পুরুষ মানুষেরা দুঃখ ভুলত ভোদকার মাধ্যমে। বিশেষ করে

---

* 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘ' — ১৮৯৫ সালে লেনিনের উদ্যোগে গঠিত অবৈধ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠন। সংগঠনটি ছিল, লেনিন লিখেছেন, বিকাশোন্মুখ প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী পার্টির ভ্রূণকোষ, যা শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আস্থা রাখে এবং প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয়। তা ঐক্যবদ্ধ করে পিটার্সবুর্গের বিক্ষিপ্ত মার্কসবাদী চক্রগুলিকে। — সম্পাঃ

শনিবারে — যখন মাইনে পেত, আর ঘরের বউরা তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার ফুরসুতই পেত না।

এমনই এক মদের আসরে ইয়াকভ (কভনোতে ফেলিক্স ‘পুস্তকবাঁধাই কর্মী ইয়াকভ’ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন) মিখাইল রিমাসের সঙ্গে পরিচিত হলেন। রঙ করা জুতো ও লাল রঙের শার্ট পরা তামাটে বর্ণের যুবকটির সঙ্গে ছিল হাসিখুশি, সজীব, মুখরা মেয়ে আনিয়া। ও ছিল রজেনব্লুম কারখানার তাঁতিনী।

সন্ধ্যাবেলায় রিমাসের প্রচণ্ড অসন্তোষ সত্ত্বেও ফেলিক্স মেয়েটিকে ছাড়তে গেলেন। দৃঢ় কণ্ঠে আনিয়া মিখাইলকে বলল:

— তুই বাড়ি যা, আমার ও ইয়াকভের পথ একই। কাল দেখা হবে, আমি তোর কাছে আসব।

রিমাস অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু শান্তভাবে পেছন ফিরল। পরের দিনও ইয়াকভের সঙ্গে আনিয়ার কিছু কাজ ছিল। রিমাসের মনে হিংসা দেখা দিল...

কভনোর অন্য ছোকরাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের ফেলিক্সকে আনিয়া প্রথম দেখাতেই পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছিল। সে খুলে বলল তার বাস্তব জীবনকথা, ফোরম্যানের কথা — যে নতুন কোন মেয়েকে ছেড়ে কথাই বলে না। বলল দিনে কুড়ি কোপেক মাইনের কথা — আর দিনটিও বা কী রকমের! কমপক্ষে তেরো ঘণ্টা, শীতে ঠান্ডা, গ্রীষ্মে গুমোট, তার উপর হামেশা তুলোর কণায় ভরা কর্মশালা...

ফেলিক্স জিজ্ঞাসা করলেন:

— তবে তোমরা ধর্মঘট কর না কেন? নিজেদের লুঠতে দিচ্ছ কেন, আর কেনই বা ফোরম্যানের বেহায়াপনা সহ্য করছ?

— আমাদের লোকেদের সঙ্গে মিলে কোনকিছুই করার জো নেই... ওদের কি কোনদিনও সচেতন করা সম্ভব!

— আর তুই চেষ্টা করেই দেখ না!

এই থেকেই সবকিছুর শুরু। আনিয়া ফেলিক্সের সঙ্গে তার বান্ধবীদের আলাপ করিয়ে দিল। কী কী দাবী তুলবে ও কীভাবে সে দাবী মালিকের কাছে উত্থাপন করতে হবে, কী করা যায় যাতে সমস্ত তাঁতিনী কাজ ফেলে বেরিয়ে আসে — এই সব ব্যাপারে শলা-পরামর্শ হল।

প্রধান দাবী — দিনের মাইনে আরও পাঁচ কপেক বাড়াতে হবে। আর ভবিষ্যতে ফোরম্যান যদি কোন মেয়ের পেছনে লাগে তাহলে তাকে বরখাস্ত করতে হবে।

কোন একদিন পুস্তকবাঁধাইকারী ইয়াকভের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে আনিয়া তার জামার তলা থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ খুঁজে বার করল।

— চেয়ে দেখ, ইয়াকভ, এতে আমাদের কারখানার ব্যাপারে লিখেছে। কাজের দিন কমানোর দাবী জানিয়েছে। এখন তাঁতিনীরা পিছু হঠবে না... আমাদের সবকিছু জানলই বা কী করে?..

পয়লা মে উপলক্ষে ওসিপের মাধ্যমে সমস্ত শহরে বিলানো নিজ হ্যান্ডবিলটি ফেলিক্স সহজেই চিনতে পারলেন। তাতে কভনোর শহরতলী আলেক্সতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, ওখানে রজেনব্লুম কারখানাটি অবস্থিত।

ফেলিক্স চূড়ান্ত খবরের অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। এটি ছিল তাঁর পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় প্রথম ধর্মঘট। কেউ ভাবতেও পারে নি যে কাপড়কলের ধর্মঘটী মহিলা শ্রমিকদের পেছনে আছে তরুণ পুস্তকবাঁধাইকারী ইয়াকভ...

সবকিছু চমৎকার এগুলো: মেয়েকর্মীরা দাবী জানাল ওদের যেন মালিকের কাছে যেতে দেওয়া হয়। ফোরম্যান অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও কিছু করতে পারল না। মালিক বেরিয়ে এল দেউড়িতে, আর আনিয়া ভাঙা ভাঙা গলায় তাঁতিনীদের দাবীগুলি পেশ করল।

— এ ব্যাপারে তোমরা বরং ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বোলো, সে-ই ঠিক করবে, — রজেনব্লুম পেছন ফিরে অফিসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর তাতেই সবকিছু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল... তাঁতিনীরা চেঁচামেচি শুরু করল, ছোট ছোট দলে একত্রিত হতে লাগল, দলগুলি ভাঙল, পুনরায় দলবদ্ধ হল এবং সর্বত্রই শোনা যেতে লাগল বিক্ষোভপূর্ণ হৈ-হল্লা:

— শোষণকারী!.. রক্তশোষণকারী!.. ছাড়্ কাজ! কারখানা ছেড়ে চল্!

দলে দলে মেয়েরা গেট অভিমুখে অগ্রসর হল, গেট খুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাস্তায় এসে পড়ল।

এবং হঠাৎই দেখল যে তাদের পেছন পেছন ছুটে আসছে ফোরম্যান। মালিকই ওকে পাঠিয়েছে। ফোরম্যান এসে একজনকে থামায়, তো অন্যজনকে, শুরু করল অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি। মার খাওয়া কুকুরের ন্যায় সকরুণ ওর চোখের দৃষ্টি।

— কী যে তোমরা কর!.. কী যে তোমরা কর!.. মালিক বলে পাঠিয়েছেন — তিনি রাজী। পাঁচ কপেকের জন্য আবার কথা!..

— এ হল গে অন্য কথা! তা আগে করলেই পারতে!..

ভিড় ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

— আর আমাদের মেয়েদের উপরেও যেন তুমি আর থাবা না বসাও! — চেঁচিয়ে উঠল এক বয়স্কা তাঁতিনী।

ফোরম্যান বলল:

— আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে'খন।

— এই যখন ব্যাপার, তখন চল গে কাজে লাগা যাক্... তবে দেখিস, ঠকাস না যেন!

এভাবেই ধর্মঘটের অবসান হল। আনিয়া আরও বলল যে গত সপ্তাহেই মালিক লাভজনক এক ফরমায়েশ পেয়েছে এবং সেই জন্যই অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যদি ধর্মঘট তার লোকসান ডেকে আনে...

কিছুদিন বাদে ওসিপ ওলেখনোভিচ তাঁর কারখানার চর্মকর্মীদের উত্তেজিত করে তুললেন এবং তারা কাজ ত্যাগ করল। মালিক শ্রমশিল্প দপ্তরে অভিযোগ জানাল। দপ্তরটি ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে জরিমানা ধার্য করল এবং ধর্মঘটীদের পুরনো মালিকের নিকট ফিরে যেতে বাধ্য করল।

প্রায়ই বিভিন্ন প্রচারপত্র কভনোর প্রতিষ্ঠানাদিতে দেখা দিতে লাগল। সেগুলি শ্রমিকদের নিজ অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে সংগ্রামের জন্য একত্রিত হতে আহ্বান জানাত, শিক্ষা দিত, নির্দেশ দিত কী করে ধর্মঘট করতে হবে, কী কী দাবী জানাতে হবে। ফেলিক্স লিখতেন জরিমানা, ধর্মঘট বিনষ্টকারী আর বিশ্বাসঘাতকদের সম্বন্ধে। লিখতেন যে এদের পুলিশের চেয়েও কোন অংশেই কম ভয় করা উচিত নয়। ধীরে ধীরে ওসিপ ও ইয়াকভের সহকারী দেখা দিল। তারা স্বেচ্ছায় দেয়ালে দেয়ালে প্রচারপত্র লাগিয়ে বেড়াত, গোপনে শ্রমিকদের মধ্যে

তা বিলি করত এবং সত্যের সরল কথাগুলি দিয়ে জনগণের চিন্তাশক্তি জাগিয়ে তুলত, তাদের সংগ্রামের জন্য জাগ্রত করত।

ফেলিক্স আরও বেশ কয়েকবার আনিয়া ও মিখাইল রিমাসের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাদের বই পড়তে দিয়েছিলেন, মাঝে-মধ্যে নিজেই পড়ে শোনাতেন, শ্রমিক শ্রেণীর দূরাদৃষ্টের কথা তুলতেন এবং এসবের জন্যই যে তাঁকে কঠোর মূল্য দিতে হবে তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

একদা পানশালার কাছে পরিচিত এক পুলিশ রিমাসকে থামাল। একপাশে নিয়ে গিয়ে তার খবরাখবর জানতে চাইল। আগেও সে রিমাসের খোঁজ-খবর নিয়েছে, কিন্তু এবার বলল অন্য কথা:

— কে তোদের মধ্যে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ায় তা নজরে রাখিস। আর আমাকে বলিস... বুদ্ধিমানের মত কাজ করবি — তো দশ রুবল পাবি। এ রকম টাকা মাটিতে গড়াগড়ি যায় না...

তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়ে পুলিশটি চলে গেল। সত্যিই তো — টাকা কখনও মাটিতে গড়াগড়ি যায় না। দশ রুবলের জন্য তো সারাটা মাস ঘানি টানা, আর এক্ষেত্রে — টুপ করে পকেটে পুরে নেও... রিমাস ও দিয়ে কী কিনবে তার স্বপ্ন দেখতে শুরু করল: এতে আনিয়ার জন্য একটা শাল ও নিজের জন্য একটা জামা হয়ে যাবে। সস্তা দেখে একটা জ্যাকেটও কেনা যেতে পারে। তাতেও কিছু বেঁচে যাবে... আনিয়ার সঙ্গে রেস্টুরেন্টেও যাওয়া যেতে পারে, নিজে খাবে বিয়ার, আনিয়া — লেমনেড...

প্রলোভনটি ছিল অসম্ভব রকমের এবং রিমাস পুস্তকবাঁধাইকারী ইয়াকভের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

...যে রাস্তায় ফেলিক্স থাকতেন স্কোয়ার থেকে ওলেখনোভিচ সরাসরি সেদিকে বাঁক নিলেন। থাকতেন তিনি ছোট্ট প্রাঙ্গণের দিকে আলাদা গেট সহ ছোটখাটো একটি বাড়িতে। প্রবেশ পথেই — এক ফালি জায়গা, কাঠের তক্তা দিয়ে পার্টিশন দেওয়া, দেওয়ালে ঝুলছে হাত-মুখ ধোয়ার পেটফুলা এক বেসিন, এবং ভেতরে ছাপা কটনের পর্দার পেছনে — দেওয়ালে সস্তা ওয়াল-পেপার লাগানো একটি ঘর। ঘরটিতে একটি জানলা, ছোট্ট একটি টেবিল ও খাট। এই হল সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি, অন্য কোনকিছুর জন্য জায়গাই ছিল না।

ওলেখনোভিচ চাবিটি বার করেন। দরজায় ঝোলানো তালাটি

খুলে ভেতরে ঢুকলেন। হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি রাখা ছিল খাটের তলায়। অবৈধ কাজের অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। টেবিলে — কিছু বই, বই বাঁধানোর যন্ত্র। ওসিপ একটি থলি দিয়ে হেক্টোগ্রাফ যন্ত্রটি মুড়ে ফেললেন, কালি ও কাগজ সরিয়ে রাখলেন।

এবার নিজ নিরাপত্তার বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন ছিল।

সুদীর্ঘ বছর অবৈধ কাজকর্মের ফলে ওলেখনোভিচের মধ্যে আসন্ন বিপদ অনুভব করার এক সহজাত প্রবৃত্তিই গড়ে উঠেছিল।

'কেউ যদি ফেলিক্সকে ধরিয়ে দিয়ে থাকে, — ওসিপ ভাবতে শুরু করলেন, — তাহলে পুলিশ আমার উপরেও হামলা করতে পারে। যতই কম আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করে থাকি না কেন, লোকে তো আমাদের একত্রে দেখেছে — যেমন বাড়ির মালিকেরাই। অর্থাৎ আজ অথবা কাল আমাকে খুঁজতে শুরু করবে... অবশ্য অবিলম্বেই কভনো থেকে গায়েব হওয়া যেতে পারে, তবে তা হবে রীতিমত সন্দেহজনক। শেষপর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।'

ওসিপ ফেলিক্সের গ্রেপ্তারের বিষয়ে দাশকেভিচকে খবর দিলেন এবং নিজে শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইত্যবসরে গুজব ছড়ালেন যে ভাল কাজের আশ্বাস পাওয়ায় তিনি লদ্‌জ শহরে চলে যাচ্ছেন।

শনিবার দিন ওলেখনোভিচ মাইনে পেলেন, মালিকের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে পাসপোর্টটি সঙ্গে নিয়ে স্টেশন অভিমুখে রওনা দিলেন। কিন্তু চললেন উল্টোদিকে — লিবাভায়, যেখানে তিনি আশ্রয় ও কাজের আশা করছিলেন।

৩

তদন্ত চলতে লাগল। ফেলিক্সের জবানবন্দীতে পরস্পরবিরোধী কোনকিছু খুঁজে পাবার আশায় প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে জেলদুর্গের অফিস ঘরে ডেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই বিষয়ে প্রশ্নাদি করত। কিন্তু নতুন কিছুই তিনি বলতেন না। জবানবন্দী কখনও নিত চেলোবিতভ কখনও বা ইভানোভ। ইভানোভের অধিকাংশ সময়ই কাটত মুসাবিদার

কাজে। কর্নেল তাড়াহুড়ো না করে ধীরেসুস্থে জবানবন্দী লিখে যেতেন — ঠিক যেন অসংখ্য সুতোর সাহায্যে জাল বুনে চলেছেন, লাইনের পর লাইন, কখনও বা একই বাক্যে ভরে যেত পুরো একটি পাতা। এ বাক্যগুলি শুধুমাত্র লম্বাই ছিল না, সেগুলি জটিলও ছিল। তা পড়ে কোনকিছু বোঝা ছিল একান্তই কঠিন ব্যাপার।

তবে ক্যাপ্টেন কিন্তু বন্দীর সংযত কথাগুলি থেকে প্রধান বিষয়টি বেছে নিয়ে খুব সংক্ষেপে ও তড়িঘড়ি লিখে যেত।

— তারপর... ইয়াং ম্যান, — ফাইলটি খুলতে খুলতে শুরু করতেন কর্নেল, — এখন বলুন তো দেখি, কী কী অবৈধ কাগজপত্র আপনি মিঃ রেকোশের ঢালাই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করেছেন?

কর্নেল ইভানোভ বলতেন বিনয়ের সঙ্গে, প্রায় স্নেহের সঙ্গে। তিনি সর্বদা পরিষ্কার ও ফিটফাট। গা থেকে ছড়াত মিষ্টি গন্ধ। ফেলিক্সের অবশ্য বেশি পছন্দ হত রুক্ষ ও চতুর স্বভাবের ক্যাপ্টেন চেলোবিতভকে। সে অন্তত ভান করত না, ভাল মানুষ সাজত না।

— কর্নেল সাহেব, আমি ইতিমধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিয়েছি, — আপত্তি করেন ফেলিক্স। — শ্রমিকেরা কিছু পড়ার জন্য বলেছিল। তাই সাধারণ কিছু বই আমি পড়েছিলাম অথবা তাদের দিয়েছিলাম। বইগুলি হল: 'সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ প্রসঙ্গে', 'জলবসন্ত কী জিনিস', 'মানবদেহের গঠন প্রণালী'... এ বইগুলি যে আমার বাড়িতে ছিল তা মানছি। কিন্তু রুশ সাম্রাজ্যে শিক্ষামূলক কার্যাবলি কি আইনবিরুদ্ধ?

ইভানোভ বহুক্ষণ ধরে নিরবে দের্জিনস্কির কথাগুলি লিপিবদ্ধ করার পর জিজ্ঞাসা করলেন:

— আচ্ছা, বলুন দেখি, এ কি সত্য যে আপনি শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য আর কাজের দিনের সময় কমানোর দাবিতে ডাক দিয়েছিলেন?

— না, এ সত্য নয়। আমি শুধু বলেছিলাম যে পিটার্সবুর্গে সরকার কর্তৃক আইন গৃহীত হয়েছে, যার ফলে লৌহ কারখানায় কাজের সময় দিনে সাড়ে দশ ঘণ্টা ধার্য করা হয়েছে। অথচ রেকোশের ওখানে শ্রমিকদের তেরো ঘণ্টা করে কাজ করতে বাধ্য করা

হচ্ছে। এ যে অন্যায় তা নিশ্চয়ই মানবেন। আমি শুধু সরকারী আইনের ব্যাখ্যা করেছিলাম মাত্র।

— আপনি কি উকিল? না? — রাগতে শুরু করলেন ইভানোভ। — মনে রাখবেন যে অবৈধ ওকালতিও আইনত দণ্ডনীয়।

— এটি নিশ্চয়ই আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তিগত কথাবার্তা ওকালতির আওতায় আসে না।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করত। পুলিশী তদন্তের ফাইল একপাশে সরিয়ে রেখে সে বিভিন্ন বিষয়ে অসংলগ্ন কথাবার্তা শুরু করত, যেমন জীবন সম্পর্কে, তুর্গেনেভের উপন্যাস সম্পর্কে, শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে, ফেলিক্সের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস সম্পর্কে। পরে সংক্ষিপ্ত মুসাবিদা খাড়া হত। আর তাতে চেলোবিতভ 'শুধুমাত্র' লৌকিকতার খাতিরে দের্জিনস্কিকে সই করতে বলত। কিন্তু এই 'শুধুমাত্র'টি পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত গুপ্ত বিবরণেরই অংশ ছিল এবং চেলোবিতভ তা প্রস্তুত করত কর্নেল ইভানোভের স্বাক্ষরের জন্য।

'গোপনীয়। বন্দী সম্পর্কিত।

বন্দী ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের পূর্ববর্ণিত বিবরণের পরে আজ আপনার নিকট ফরমে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি সহ অতিরিক্ত এই নিম্নলিখিত বিবরণটি পেশ করছি।

বর্তমান ঘটনার অবস্থা নিম্নলিখিতভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তী জবানবন্দীতে দের্জিনস্কি নিজেকে ভিলনোর প্রথম জিমনাসিয়াম অসমাপ্তকারী কুড়ি বছর বয়স্ক এক জমিদার পুত্র বলে ঘোষণা করেছে। কভনোয় এসেছে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিতে, পরে মত বদলেছে। শ্রমিকদের সঙ্গে হরদম মেলামেশার কথা একনাগাড়ে অস্বীকার করছে। অবশ্য গুপ্ত সূত্র ও সাক্ষ্যাবলি থেকে প্রমাণিত হয় যে মালিকেরা যাতে শ্রমিকদের মাইনে বাড়ায় ও কাজের ঘণ্টা কমায় তার জন্য সে তাদের দলে দলে একত্রিত হয়ে ধর্মঘট করার উপদেশ দিয়েছে। সর্বোপরি দোষী নিজেকে সোশ্যালিস্ট হিসেবে অভিহিত করে বলেছে যে যদি শ্রমিকেরা জেহাদ ঘোষণা করে, তাহলে গ্রামের লোকেরাও জেগে উঠবে। তারাও ক্রমশ ক্ষেপে উঠবে,

মিলিটারীতে যেতে অস্বীকার করবে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সম্রাটের সঙ্গে যখন হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে তখনই দেখা দেবে প্রজাতন্ত্র।'

আর ওলেখনোভিচের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ তাঁর গ্রেপ্তারির আগেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিল। ওসিপকে সে ঘুঘু বলে মনে করত। ওলেখনোভিচের আসা পর্যন্ত জুতো কারখানায় যে সবকিছু শান্তিপূর্ণ ছিল — জবানবন্দীর সময় তাই বলল কারখানার মালিক। মালিকের কাছে দাবী জানানোর কথা কারও মাথায়ই আসে নি। একমাত্র এই ওলেখনোভিচই কর্মীদের মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন। অখাদ্য খাবারের দোহাই দিয়ে শ্রমিকেরা খাবারের বদলে নগদ পয়সা হাতে পাবার দাবি জানাল। মাইনে বাড়ানো আর কাজের ঘণ্টা কমানোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। এই ওলেখনোভিচই সবাইকে কাজ ছেড়ে শেইনের কারখানায় চলে যাওয়ার মন্ত্রণা দিয়েছিলেন।

জুতো কারখানার মালিকের বিবৃতি থেকে তদন্তকারী যদিও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল, কিন্তু তবুও এ ঠিক তা নয় যার প্রয়োজন ছিল। অবশেষে চেলোবিতভের প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। ওলেখনোভিচের সন্ধান পাওয়া গেল। লিবাভায় গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে।

বন্দী ওলেখনোভিচকে কভনোয় নিয়ে আসা হল। কারাগারে তাঁকে ফেলিক্স দের্জিনস্কি ও অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে একই সেলে রাখা হল।

ভোর পর্যন্ত ফেলিক্স ও ওসিপ ফিস্‌ফিস করে নানা খবর আদান-প্রদান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন।

— অন্যান্যদের মনের অবস্থা কেমন? — ওলেখনোভিচ জিজ্ঞাসা করলেন।

— ভালই... কেউ-ই কোনকিছু স্বীকার করছে না। ভয় হয় একজন না নিজেকে বিকিয়ে দেয়। তবে সে কিছুই জানে না।

— আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তাহলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। — বললেন ওলেখনোভিচ। — পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত নেই। অন্যদের এটি বিশ্বাস করানো প্রয়োজন। বিচারকার্যের একটি মহড়াও হয়ে যাক। নতুনদের তা সর্বদাই সাহায্য করে, অর্থাৎ এতে তোরও সাহায্য

হবে। বিচারকমণ্ডলীর সভাপতির ভূমিকাটি আমি নিজেই নেব। আর আপাতত — ঘুম, ঘুম আর ঘুম...

জেলের অলিখিত আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত বিচারের মহড়ায় অংশ নিল সেলের সকল বন্দীই — প্রায় জনা কুড়ি লোক। দের্জিনস্কির সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক বন্দী ছাড়াও সেখানে ছিল খাজনা-না-দেওয়া কিছু লিথুয়ানীয় কৃষক, জমিদারের মিথ্যা অভিযোগে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দানে অংশগ্রহণকারী একদল বেলোরুশী। এরা বহুদিন ধরে বন্দী ছিল। সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ মাঠে কাজ থেমে আছে — এই বলে তারা অনুশোচনা করত... আরও ছিল বাহিনী থেকে পলাতক এক সৈনিক, গির্জার নিয়ম-কানুন না মানার অভিযোগে ধৃত এক বৃদ্ধ এবং দোকান থেকে চুরি করার সময় ধৃত এক ছোকরা...

বিচারের অভিনয়ের প্রতি সেলের বাসিন্দাদের আচরণ ছিল সম্মানজনক, — এতে তারা উপযুক্ত মনোযোগ আর যথেষ্ট গুরুত্বও আরোপ করে।

বিচারকমণ্ডলীতে ওলেখনোভিচ নিলেন এক বিদ্রোহী কৃষককে আর ওই সৈনিককে। তিনজন মিলে বসলেন খাবার টেবিল-সংলগ্ন বেঞ্চিতে। অন্যান্যরা দেয়ালের গা ঘেঁসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল মাচাতে। তখন গ্রীষ্ম। গোধূলির আলো এমনকি কারাকক্ষটিকে যথেষ্ট আলোকিত করে তুলেছে। বিচারালয়ের নিয়মানুসারে কাজ চালানো হল কেবল রুশ ভাষায়।

সর্বপ্রথম জবানবন্দী নেওয়া হল তরুণ কুরশিসের। ওর বয়স আঠারোরও কম। জবাব দিল সোজাসুজি আর দৃঢ়ভাবে — কোনকিছুই সে জানে না এবং নির্দোষ হিসেবে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেবার জন্য আদালতের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। কোন জেবরোভস্কি অথবা দের্জিনস্কিকে সে জানে না, এমনকি চোখেও দেখে নি। কারখানায় একটি লোক এসেছিল বটে, তবে নাম-ধাম কিছু বলে নি; একটি বই দিয়েছিল — ব্যস এই যা। কুরশিস এমনকি তা পড়েও দেখে নি। আগন্তুক আবার আসবে কথা দিয়েছিল, কিন্তু এরপর কারখানায় আর দেখা দেয় নি।

ওলেখনোভিচের প্রশ্নগুলির উত্তরে কুরশিস কেবল বলতে লাগল: জানি না, কানেও শুনি নি, কখনও দেখি নি। অনুরূপ উত্তর

'আদালত কক্ষে' সমর্থনসূচক গুনগুনানি জাগিয়ে তুলল।

— এই ঠিক... যতক্ষণ না ধরতে পারছিস, ততক্ষণ চোর চোর নয়। আগে তুই প্রমাণ কর, তারপর জেলে পোর, — বলে উঠল রুশ চার্চের কোন এক পাদ্রীর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান না দেখানোর অভিযোগে ধৃত বুড়ো ক্যাথলিক।

কুরশিসের পর ডাক পড়ল ফিওদরোভিচের, অতঃপর গবেনস্কির।

— তোমাদের কেন দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে? — ওলেখনোভিচ উভয়কেই প্রশন করলেন।

— জানি না, — বলল ফিওদরোভিচ। — ধর্মঘট করতে আমাদের কে ফুঁক দিয়েছিল আর কেনই বা আমরা শেইনের কারখানায় চলে গেছি ক্যাপ্টেন তা খুব জানতে চেয়েছিল।

— তাহলে তোমাদের ধর্মঘট করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, — ওলেখনোভিচ শুধরে দিলেন।

— সে রকমই দাঁড়াচ্ছে...

— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহলে কী ঘটেছিল?

— ব্যাপারটি ছিল এই। একদিন মালিক পদ্‌বেরিওজস্কি কারখানায় এসে হাজির হল। সঙ্গে কোন এক স্মৃতিস্তম্ভের জন্য চাঁদার খাতা। কোন্ স্মৃতিস্তম্ভ তা কিছুই না বলে পনেরো কোপেক ক'রে দিয়ে সই করতে আদেশ দিল। কে একজন বলে উঠল — কার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ? মালিক আবার কোন উত্তরই দিল না। আর শ্রমিকরাও থতমত খেয়ে গেল, ভয় পেয়ে গেল: ব্যাপারটি যদি আইনবিরুদ্ধ কিছু হয়। তাছাড়া পনেরো কোপেক বলেও কথা...

আর এতেই মালিক গেল চটে। শুরু করল চেঁচামেচি: এই দেখ কত সই পড়েছে। সব ওয়ার্কশপই ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। তোমাদেরটা আমি কি নিজের পকেট থেকে দেব? আর স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে মুখই বা দেখাব কেমন করে? শ্রমিকদের কিন্তু একই গোঁ: না আর না — ব্যস।

রেগেমেগে চলে যাবার সময় মালিক বলে গেল: 'তোমাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে তা এখন আমি বুঝলাম।'

পরের দিনই সন্ধ্যায় কাজ করার আদেশ দিল, তারপর রাতে এবং রবিবারে কাজ করতে বাধ্য করল। বলল, অর্ডার জরুরী। আর

ওভারটাইমের জন্য পয়সাও কমিয়ে দিল। অধস্তন কর্মীরা তা বরদাস্ত করতে পারল না। পয়সা না-কমাবার দাবী জানালে। আর মালিক পদ্‌বেরিওজস্কি খাওয়ার পয়সা মারত, যা খাওয়াত তা ছিল শুয়োরেরও খাওয়ার অযোগ্য। তাই তারা দাবী করল খাওয়ার পয়সা যেন নগদ হাতে দেওয়া হয়।

এরপর মালিক তো রেগে একেবারে আগুন।

— এখানে মালিক কে? আমি না তোমরা? যা মন চায় তাই করব। ভাল না লাগে — তোমরা চলে যাও। — এই বলে একটি লাঠি পাকড়াল, বুঝি বা লড়াই হোক এই চাইছিল...

কী আর করা? তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলে পদ্‌বেরিওজস্কির ওখান থেকে বিদায় নিলাম। শেইনের ওখানে কাজ পেয়ে গেলাম। সপ্তাহ দুই কাজ করলাম, তারপর সবাইকে পুরনো মালিকের কাছে ফেরত পাঠানো হল, আর তার সঙ্গে জরিমানা — মাথা পিছু পাঁচ রুবল...

— বিচারাধীন গবেনস্কি, তুমি কি ফিওদরোভিচের বিবৃতি সমর্থন কর? — জিজ্ঞেস করলেন ওলেখনোভিচ।

— সমর্থন করি। এ সবই সত্য। আর ওসিপ তুই নিজেও তো সেখানে ছিলি। তুই সব ভাল জানিস।

— এখানে আমি বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি, — তাকে থামিয়ে বললেন ওসিপ, — এবং বিচার করব আইনানুসারে আর ন্যায়সঙ্গতভাবে। আর যখন আমার বিচারের পালা আসবে তখন আমি নিজে উত্তর দেব।

— ঠিক! — পুনরায় বুড়ো বলল। — বিচার করা চাই বিবেক মেনে আর আইনমাফিক। — সে সম্পূর্ণভাবে ওলেখনোভিচকে সমর্থন করল আর নিজের 'দোষের' কথা ভেবে মনে মনে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের সঙ্গে তর্কে মত্ত হল।

— বলে যাও গবেনস্কি। শ্রমশিল্প দপ্তর তোমার উপর কেন জরিমানা বসিয়েছিল?

— আমরা কাজ ছেড়ে অন্য মালিকের কাছে চলে গিয়েছিলাম বলে। আর খোদ পদ্‌বেরিওজস্কি আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল।

— তুমি তা প্রমাণ করতে পার?

— শ্রমশিল্প দপ্তরের সিদ্ধান্ত তো রয়েছে। আমরা অভিযোগ করতে চেয়েছিলাম, দরখাস্তও তৈরি করেছিলাম। কিন্তু সেটি নেয় নি। আশি কোপেকের রেভিনিউ স্ট্যাম্প চেয়েছিল। এই দেখুন সিদ্ধান্তের নকলটা আমাদের কাছেই আছে, কিন্তু ওটা নাকি কার্যকর নয়।

— তুমি কি সেটি আদালতে পেশ করতে পার?

— কেন পারব না। ওটা আমার সঙ্গেই আছে।

গবেনস্কি পকেট থেকে ছিন্নভিন্ন একটি কাগজ বের করে পড়তে শুরু করল:

'পদ্‌বেরিওজস্কির কারখানা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে চলে যাওয়ার জন্য এতদ্বারা সর্বশ্রী ভোল্‌ফ, রিশেভস্কি, গবেনস্কি, ফিওদরোভিচ ও ওলেখনোভিচকে কভনোর শ্রমশিল্প দপ্তরের স্বপক্ষে প্রত্যেকের নিকট থেকে মোট পাঁচ রুবল করে জরিমানা ধার্য করা হচ্ছে এবং উক্ত ব্যক্তিদের পুনরায় কার্যক্ষেত্রে ফিরে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। ১৮৯৭ সনের ১৬ই জুন গৃহীত।'

— দেখ পরজীবীদের কাণ্ড দেখ। — সেলে রব উঠল। — একেবারে যেন ভূমিদাস প্রথা! মেহনতীদের মাথা গোঁজানোর জায়গা নেই!.. আর তোমরাও পিছু হটলে?

— এছাড়া উপায়? ওদের হাতে ক্ষমতা, — মাচায় বসা জনতার দিকে ঘুরে হতাশভাবে বলল গবেনস্কি।

— তুই ভয় পাস্ না। কাগজটি তুই আদালতে পড়িস, — কে একজন উপদেশ দিল।

— আদালত শ্রমশিল্প দপ্তরের দলিলটি মকদ্দমার কাজে ব্যবহার করবে, — এই বলে ওলেখনোভিচ গবেনস্কির হাত থেকে কাগজটি নিয়ে নিলেন।

সবশেষে বললেন ফেলিক্স। তিনি নিজেকে রক্ষা করলেন না, বরং আদালতের উপর দোষারোপ করলেন। ফেলিক্সের পক্ষে রুশ ভাষায় বলা সহজ ছিল না। প্রয়োজনীয় শব্দ চয়নের জন্য প্রায়শই থেমে যাচ্ছিলেন। মাত্রারও ভুল হচ্ছিল। মাঝে-মধ্যেই পোলীয় শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করছিলেন।

— আদালতে মাতৃভাষায় বলতে দেওয়া হয় না কেন? — নিজের বক্তব্য তিনি শুরু করলেন ওলেখনোভিচকে লক্ষ্য করে, বুঝি বা ওসিপ সত্যি সত্যিই ছিল বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি। — কেনই বা শ্রমিকদের পলাতক দাসদের মত মালিকের কাছে ফেরত পাঠান হয়, এমনকি জার সরকার নির্ধারিত সাড়ে দশ ঘণ্টা কাজের দিনের কথা ভুলে গিয়ে কেনই বা শ্রমিকদের দিনে চৌদ্দ ঘণ্টা খাটানো হয়? কেন এসব ঘটে?.. আমাকে বিপ্লবী বলা হয়, — নিশ্বাস নিয়ে বলে চললেন তিনি, — আমি নাকি অপরাধীদের গোষ্ঠীভুক্ত। কিন্তু কোন অপরাধটা আমি করেছি? স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছি এ জন্য অথবা মানুষকে সূর্যের সম্বন্ধে এবং জলবসন্তের সঙ্গে কী ভাবে লড়তে হবে সে সম্বন্ধে বই দিয়েছি বলে? অথবা আমি সত্য ও ন্যায়ের অনুসন্ধানে রত বলেই আমায় অপরাধী বলা হচ্ছে? আমি যে অপরাধীদের দলভুক্ত তা কে প্রমাণ করবে? এর কোন প্রমাণ নেই আর থাকতেও পারে না। ঠিক এ কারণেই আমার আত্মরক্ষার কোন প্রয়োজনই নেই। তাই আমি আমার ও আমার সাথীদের জন্য ন্যায়বিচারের দাবী জানাচ্ছি!

সেলে নীরবতা নেমে এল। শুধু কারাপ্রাচীরের বাহিরে দূরে কোথাও শোনা যাচ্ছিল রাস্তায় ঘোড়ার নালের খট্‌খট্‌ শব্দ আর ঘোড়াগাড়ির আওয়াজ...

ওলেখনোভিচ বিচারকের ন্যায় ভাবলেশহীন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন:

— গ্রেপ্তারের সময় তুমি নিজেকে জেবরোভস্কি নামে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?

— আত্মীয়স্বজনকে চিন্তার হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য... পুলিশ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার দেখে তাঁরা যাতে চিন্তিত না হন সে কারণে আজ পর্যন্ত আমি তাঁদের একটিও চিঠি লিখি নি। আপন জনের সঙ্গে ভাগ করা যায় সবকিছু — যেমন রুটি, আনন্দ, আর দুঃখের ভাগীদার হওয়া উচিত কেবল নিজেকে... আমার উত্তর মনে হয় সকলের বোধগম্য।

— বিচারাধীনের প্রতি বিচারকমণ্ডলীর কোন সদস্যের কোন প্রশ্ন আছে? -- পরিশেষে জিজ্ঞেস করলেন ওলেখনোভিচ।

কোন প্রশ্ন ছিল না। রায় নির্ধারণের জন্য আদালতে অল্পক্ষণের বিরতি ঘোষণা করা হল। ওসিপ বিচারকদের প্রতি ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন:

— দোষী?

— না!.. — নিশ্চিতভাবে দুজনেই উত্তর দিল।

ওলেখনোভিচ তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন:

— যদি ন্যায়বিচার করা যায় তো কেউই দোষী নয়... বিচারের কার্যের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

আনন্দে ঘর সরব হয়ে উঠল। বুড়ো দুহাতে হাঁটুর উপর তালি বাজিয়ে বলতে থাকল:

— আছে! সুন্দর এই ভুবনে এখনও সত্যের অস্তিত্ব তাহলে আছে!

সেই মুহূর্তে সকলের মনে হল জেলদুর্গের এই ঘরটিতে বুঝি বা সত্য ও ন্যায়ের রশ্মি এসে প্রবেশ করেছে।

'যদি ন্যায়বিচার করা যায়...'

কিন্তু ন্যায়ের অস্তিত্ব ছিল না। নিরাপত্তা বিভাগে রাজনৈতিক অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-চরিত্র চলছিল। তবে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আপাতত তা করা সম্ভব হল না।

কভনোর নিরাপত্তা বিভাগ থেকে, পুলিশ দপ্তর থেকে ভিলনো, লিবাভা — সর্বত্র খোঁজখবর শুরু হল। খবর গেল ওয়ারশতে, এমনকি সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে পর্যন্ত।

সপ্তাহ দুই বাদে কভনোর নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তার টেবিলে ভিলনো থেকে বাহক মাধ্যমে প্রাপ্ত গালার মোহর লাগানো একান্ত গোপনীয় একটি প্যাকেট রাখা ছিল।

কর্নেল নিজে সেটি খুলে পড়তে লাগলেন। তাতে ছিল জবানবন্দী, প্রমাণপত্র ও পুলিশ দপ্তরের উপদেশাবলি। ইভানোভ যতই পড়তে লাগলেন, ততই তার মুখ বিবর্ণ হতে লাগল। তদন্তের সফল পরিসমাপ্তির জন্য মালমশলা ছিল তাতে নিতান্তই সামান্য।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভকে তিনি ডেকে পাঠালেন।

— আবার শুধু ফাঁকা আওয়াজ? — ভিলনো থেকে পাওয়া কাগজপত্রগুলি দেখিয়ে বলে উঠলেন কর্নেল। — কোথায় গেল আপনার

সব প্রতিশ্রুতি, — বলেছিলেন না, সব প্রমাণ করে ছাড়বেন? এরূপ রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালতে মামলা তোলা যে নিতান্তই লজ্জার ব্যাপার তা কি আপনি বোঝেন, মহামান্য ক্যাপ্টেনসাহেব? অসম্ভব! এ একেবারে সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা! আমাদের মুখে চুনকালি...

ঠিক এই মুহূর্তে ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচকে দেখলে কেউই তাঁকে সহৃদয় ব্যক্তি বলে ভাবতে পারত না — চোখে বিদ্যুতের ঝলক, নাকের উপরিভাগে ভুরুদ্বয় মিশে গেছে, আর ঠোঁটদুটি ভীষণ কোঁচকানো।

— অযথাই এই হুজুগে মাতা গেছে — এখন বুঝুন ঠেলা! — এই বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

অতঃপর সামান্য ঠাণ্ডা হবার পর জিজ্ঞাসা করলেন:

— ওলেখনোভিচের ব্যাপারে আপনার মত কী? এই দেখুন! — একটি কাগজে কয়েকটি লাইনের তলায় নখের দাগ বসিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন।

এতে বলা হয়েছে যে এ বছরের বসন্তে ভিলনোতে নিরাপত্তা বিভাগের কোন এক চর আলেক্সেই মইসেইয়েভকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যাকারীরা এখনও বেপাত্তা। কিন্তু ভিলনো থেকে জানতে চেয়েছে এই হত্যাকাণ্ডে ওসিপ কি জড়িত থাকতে পারে না।

চেলোবিতভ তৎক্ষণাৎ কর্নেলের কথাটি লুফে নিয়ে বলল:

— ঠিক বলেছেন। জড়িত আছে। আর ঠিক এটিরই আমাদের প্রয়োজন।

— কিন্তু সে সময়ে ওলেখনোভিচ ওলরেডি কভনোয় ছিল, — ইভানোভ প্রতিবাদ জানালেন। — কোন রকমেই সে হত্যাকাণ্ডে অংশ নিতে পারে না।

— সেটা ওর ব্যাপার। ওলেখনোভিচ যে দোষী নয় তা ও নিজেই প্রমাণ করুক, — নির্লজ্জভাবে বলল চেলোবিতভ।

চেলোবিতভের সঙ্গে মিলে সাজানো মামলাটি হঠাৎ যদি আদালতে 'না চলে' সেই ভয়ে ইভানোভ আগেভাগেই কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। কভনোর পুলিশ-প্রধানের কাছে তিনি যথাযোগ্য এক রিপোর্ট পাঠালেন। তাতে তিনি বললেন যে বিচারাধীনদের আদালতের হাতে

সপার বদলে তাদের বিরুদ্ধে যেন সরাসরি সরকারী ব্যবস্থাবলম্বন করা হয়।

'আরও যোগ করছি, — ইভানোভ লিখলেন, — যে অভিযুক্ত অভিজাত ফেলিক্স দের্জিনস্কি যেমন তার দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিশ্বাসে, তেমনি তার ব্যবহারে ও চরিত্রে ভবিষ্যতে সর্ববিধ অপরাধে সক্ষম এক বিপজ্জনক ব্যক্তি।

প্রমাণ মিলেছে যে আপাততে সে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের উত্তেজিত করছে হরতাল আর ধর্মঘট সংগঠিত করতে। আর ঠিক এ কারণেই দের্জিনস্কির উপর দোষারোপ করা যেতে পারে যে সে এক অপরাধমূলক গুপ্ত সমাজের সঙ্গে জড়িত। এই সমাজটি 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘ' নামে পরিচিত। তদুপরি সমাজ-বিপ্লবের প্রচার, সরকারবিরোধী রচনাদি প্রকাশ এবং বিদ্রোহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব জাগিয়ে তোলায় সে দোষী।'

কর্নেল ইভানোভের রিপোর্টটি ধাপে ধাপে অনেক হাত ঘুরল — পুলিশ দপ্তর থেকে সেটি গেল গভর্নর-জেনারেলের অফিসে, সেখান থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে। অতঃপর দোষীদের সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করা হল স্বয়ং সম্রাটের দরবারে। শেষে রিপোর্টটি কভনো ফিরে এল সর্বোচ্চ আদেশ সহ: বন্দী দের্জিনস্কি ও ওলেখনোভিচকে আদালতের বিচার ছাড়াই প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসারে মাথাপিছু তিন বৎসরের জন্য নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হোক।

১৮৯৮ সালের ১০ই জুন ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে জেলের অফিস ঘরে ডেকে পাঠিয়ে সর্বোচ্চ আদেশটি ঘোষণা করা হল।

দের্জিনস্কিকে যে সর্বোচ্চ আদেশটি পড়ে শোনানো হয়েছে তার প্রমাণস্বরূপ জেলার তাঁকে সই করতে আদেশ দিলেন এবং স্বহস্তে বন্দীর সইটি সার্টিফাই করলেন।

অতঃপর রয়ে গেল শুধু পরবর্তী কয়েদী দলের জন্য অধীর প্রতীক্ষা।

গ্রেপ্তারের কথা ফেলিক্স কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের কাউকেই লিখলেন না — এমনকি বোন অথবা পিসিমাকেও নয়। কী দরকার? তড়িঘড়ি তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করার প্রয়োজনই বা কী? তাঁর এই দুর্ভাগ্যের কথা তাঁরা বরং কিছু দেরি করেই জানুক আর অযথা আশঙ্কাও তাঁদের ভাগে বরং কিছু কমই বর্তাক...

গ্রেপ্তারের প্রায় মাস ছয় বাদে নববর্ষের আগেই তিনি বোন আলদোনাকে লিখলেন। তখন অবশ্য চুপ মেরে থাকার কোন অর্থও ছিল না: ইতিমধ্যে পুলিশ নিঃসন্দেহেই সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা ও আলদোনাকে খুঁজে বার করেছিল।

এভাবেই আলদোনার সঙ্গে শুরু হয় তাঁর পত্রালাপ। তাঁদের মধ্যে এই চিঠি লেখালেখির পালা বহু বছর ধরে চলে।

এইটি হল কভনোর জেলখানায় বসে লেখা চিঠি।

'প্রিয় আলদোনা! চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই...

তুমি আমায় 'বেচারি' বলে অভিহিত করেছ। এটি মারাত্মক ভুল। অবশ্য এও সত্যি যে নিজেকে আমি সন্তুষ্ট এবং সুখীও বলতে পারব না। তবে তার কারণ এ নয় যে আমি জেলে আছি। আর এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি যে 'স্বাধীনভাবে' থেকেও যারা অর্থহীন জীবন যাপন করছে আমি অন্তত তাদের চেয়ে অনেক বেশি সুখী। জেলের জীবন কিংবা অর্থহীন স্বাধীন জীবন — এ দুয়ের মধ্যে আমায় যদি একটি বেছে নিতে বলা হয় তাহলে আমি অবশ্যই প্রথমটি বেছে নেব। অন্যথায় বেঁচে থাকাই বৃথা। সে হেতুই, যদিও আমি জেলে, তা সত্ত্বেও আমি কিন্তু ভেঙে পড়ি নি। জেলের জীবন এ জন্যও ভাল যে এখানে নিজ অতীত জীবনের দোষগুণ বিচারের জন্য অফুরন্ত সময় পাওয়া যায়। এবং এর ফলে আমারই উপকার হবে... মনের দিক থেকে যারা দুর্বল শুধু তাদের কাছেই জেল ভয়ঙ্কর জিনিস...

হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে আরও বছর খানেক এখানে আমায় কাটাতে হবে। সুতরাং ১৮৯৮ সনে তুমি আমায় যে শুভেচ্ছা জানিয়েছ তা পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না।

...জেল যে অসহনীয় জায়গা তা ভেব না... আমার অনেক বই

আছে। পড়াশোনায় ডুবে থাকি। জার্মান ভাষা শিখছি। স্বাধীন অবস্থায় আমার যা ছিল এখন বরং প্রয়োজনীয় সবকিছুই তার চেয়ে বেশি বই তো কম নয়...'

দিন কাটছিল অসম্ভব একঘেয়েমীর মধ্য দিয়ে। কভনোর জঘন্য এই জেল জীবন থেকে অব্যাহতি লাভ করে নির্বাসনের দীর্ঘ পথ কবে পাড়ি দেবে সকলে তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল। তবে মনে হত জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে তাড়াহুড়োর কোন লক্ষণই নেই।

ওসিপ ওলেখনোভিচকে ভিলনোর জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। বিদায়কালে তিনি বরাবরকার মত রসিকতা ক'রে বললেন:

— তিন বছরের নির্বাসন দণ্ড এখন আর ঠেকায় কে... দেখা যাক ভিলনোয় আবার কী বোনাস পাই। তাদের কাছে সবকিছুই আশা করা যায়...

তিনি গেটের দিকে পা বাড়ালেন। দরজার কাছে এসে পুনরায় পেছন ফিরলেন। জেলের কামরার ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

— সুখে থাক, ফেলিক্স। হয়তো আবারও দেখা হবে। এখন চলি!

ফেলিক্সের স্মৃতিতে তাঁর সেই চেহারাটি চিরকাল অম্লান থাকে — মাঝারি উচ্চতা, বাদামী-লাল রঙের দাড়ি, প্রশস্ত কপাল, কোঁচকানো আর হাসিমাখা দুটি চোখ। সর্বদাই তিনি তাঁর সুখ কামনা করতেন।

কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সাক্ষাৎ হল না... সাইবেরিয়ার নির্বাসন স্থান, পথিমধ্যের হাজতে আর কয়েদখানায় ওলেখনোভিচের পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

ফেলিক্সকে কিন্তু সেখানে বহুদিন বসে থাকতে হল। হপ্তার পর হপ্তা কাটতে থাকে, অথচ নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত দের্জিনস্কি কিন্তু কভনোর জেলফটকেই রয়ে গেলেন।

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি তাঁকে চালান দেওয়া হল। প্রথমে — ট্রেনে নিজ্নি নভ্গোরদ পর্যন্ত। রাশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী ও আসামীদের দলগুলি যতদিন পর্যন্ত না এসে সেখানে জমায়েত হল ততদিন তাঁকে সেখানকার হাজতে বাস করতে হল। আগস্ট মাসে, যখন ভলগার উজান বেয়ে তরমুজ ভর্তি বজরা দেখা দিতে শুরু করল, তখন আসামীদের নিয়ে আসা হল

কয়েদখানা থেকে বহুদূরে অবস্থিত পাণ্ডববর্জিত কোন এক জেটিতে। তাদের স্থান হল বজরার একেবারে নিচের তলায়। পায়ের নিচে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর কাঠের ছাদটিও যেন নিচু হয়ে একেবারে মাথায় এসে ঠেকছিল।

মানুষের ওজনের চোটে বজরাটি বুঝি বা ডুবে যেতে চাইছিল। বজরার চারিদিকের কালচে হয়ে আসা রেলিংগুলির উপর নরমভাবে আছড়ে পড়ছিল ছোট ছোট ঢেউ। আলকাতরা, শুট্‌কি মাছ ও দড়াদড়ির কটু গন্ধ ছাড়ছিল।

সেদিনের সকালটি ছিল পরিষ্কার ও ঝরঝরে। নদীর ওপর সূর্যদেব সবে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছেন। তার গোলাপী আলোয় উদ্ভাসিত বালু, জল আর অদূরবর্তী শহর। সেলে কিন্তু তখন ছিল অন্ধকার ও গুমোট।

বজরার দিকে দ্রুত এগিয়ে এল একটি গাধা-বোট। মোটাসোটা শণের একটি দড়ি তা থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। বেশ কষে সেটি বাঁধা হল। আর গাধা-বোটটি অতি মন্থরগতিতে কোন রকমে বজরাটি টেনে নিয়ে চলল ওকা নদীর ভাঁটি পানে। টেনে নিয়ে চলল সেখানে, যেখানে ওকা মিশে গেছে ভলগার সঙ্গে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম নির্বাসন

১

ফন্ ক্লিনগেনবের্গ ছিলেন ভিয়াৎকা গ্রুবের্নিয়ার গভর্নর-জেনারেল। তাঁর লেখার টেবিলের কোণে গাদা গাদা ফাইলের স্তূপ। সেগুলিতে ছিল ভিয়াৎকায় প্রেরিত নির্বাসিতদের কাগজপত্র। গভর্নর-জেনারেলের প্রধান সহকারী একে একে তা খুলে নির্বাসিতদের নাম-ধাম ও তাদের সম্ভাব্য নির্বাসনস্থলের ঠিকানা আউড়ে যাচ্ছিল।

— 'ফেলিক্স দের্জিনস্কি। নলিনস্ক... — পড়ল সে। — অপ্রাপ্তবয়স্ক। এ মাসেই একুশ বছর পূর্ণ হবে।'

— এ যে দেখছি একেবারে কাঁচাবয়সী। তা ওকে পাঠিয়েছে কোন দোষে?

— কভনোর মজুরদের ভেতর বিপ্লবমূলক প্রচারের অভিযোগে। এতে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের আদেশও রয়েছে।

— ওঃ-হো-হো...

গভর্নর-জেনারেল দুঃখিতভাবে মাথাটি দোলালেন। অতঃপর সামনে খোলা দের্জিনস্কির কেসটিতে তাঁর অতি সাধারণ মতটি লিপিবদ্ধ করলেন: 'উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে'।

সহকারী অন্য নির্বাসিতদের কেসগুলি পেশ করে যেতে লাগল। কিন্তু দের্জিনস্কির নামটি গভর্নর-জেনারেলের মন থেকে যায় না। এর সপ্তাহ দুই বাদে গভর্নর-জেনারেল সমীপে নির্বাসিত দের্জিনস্কি এক আবেদনপত্র দাখিল করলেন। ক্লিনগেনবের্গ জিজ্ঞাসা করলেন:

— যে ছোকরাটিকে আমরা নলিনস্ক পাঠিয়েছিলাম এ কি সেই একই লোক?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

— তা ও আবার কী চায়?

— নির্বাসনস্থলে একা একাই যেতে চায়। দু'সপ্তাহ জেলে বসে আছে তা তার পছন্দ নয়।

— ওকে আমার কাছে হাজির করতে বলুন।

দের্জিনস্কিকে ক্লিনগেনবের্গের কামরায় হাজির করা হল। গভর্নর-জেনারেল কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে দেখলেন। প্রথম অভিজ্ঞতাটি মোটামুটি ভালই: চক্‌চকে জুতো, প্যাণ্টটিও কোঁচকানো নয়; দেখেই বোঝা যায় যে সেটি বিছানার তলায় রাখার অভ্যাসটি রপ্ত করেছে। পরিষ্কার জামা... পরিপাটি তাতে সন্দেহ নেই।

— তা কী ব্যাপার, ইয়াং ম্যান। বাপ-মা আপনাকে এমন কুশিক্ষা দিয়েছে? — নির্বাসিতের উদ্দেশে বললেন ক্লিনগেনবের্গ। — একেবারে রাজ-অপরাধ পর্যন্ত গড়িয়েছেন দেখছি!

— আমার বাবা-মা মারা গেছেন, — ফেলিক্স জবাব দিলেন, — আর তাঁদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু বলা হোক তা আমি চাই না।

জবাবটি কিছুটা তীব্র ছিল, তবে ক্লিনগেনবের্গ তা মোটামুটি মেনে নিলেন: তা ঠিক বটে, বাপ-মা'কে অবশ্যই শ্রদ্ধা করা উচিত।

— তা আপনি বুঝি একা একা নিজের নতুন বাসস্থানে যেতে চান?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আর সেখানে আমি যেতে চাই কোন পাহারাদার ছাড়াই। পাহারাদারদের পথ-খরচা দেবার মত পয়সাও আমার নেই।

— তবে আপনি যে নলিনস্কের বদলে পের্ম বা অন্য কোথাও যাবেন না তার গ্যারাণ্টি কোথায়?

— গ্যারাণ্টি কেবলমাত্র আমার মুখের কথায় — সৎ লোকের কথায়।

— সৎ লোক? — নাকে ঝোলা চশমাটির উপরের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করলেন তিনি। — মানুষের সততা একেবারে ছোটবেলা থেকেই প্রকাশ পায়, মিঃ দের্জিনস্কি। আর আপনি যৌবনের এই সন্ধিক্ষণেই নির্বাসিতদের তালিকায় নাম লিখিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার জন্যে আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছেন।

ভেতরে রক্ত কেমন টগবগিয়ে উঠল তা কেবল ফেলিক্সই অনুভব করতে পারলেন। একান্তই ইচ্ছাশক্তির ফলে নিজেকে সামলে নিয়ে আর রাগটি হজম করে বললেন:

— মাফ করবেন, মহামান্য গভর্নর, কিন্তু শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর রেওয়াজও নিশ্চয়ই নেই। আর তাছাড়া নিজ সহালাপীকে বসতে বলাটাও মনে হয় নিতান্তই শিষ্টাচার সম্মত... আমি যদি এ চেয়ারটি নিই তাতে নিশ্চয়ই আপনার কোন আপত্তি নেই। — জবাবের প্রতীক্ষা না করেই চেয়ারটি টেনে তিনি টেবিলের ধারে বসলেন।

ক্লিনগেনবের্গ এতই হতভম্ব হয়ে গেলেন যে এই যুবকটিকে কী উত্তর দেবেন তা ভেবেই পেলেন না। কী সাহস — সে কিনা তাঁকে শিষ্টাচার শেখাতে চায়। কী আস্পর্ধা।

— মহামান্য গভর্নর-জেনারেল, আমি আপনার কাছে হাজির হয়েছি আমার নিজ কাজে, — তাঁকে ভাবতে দেবার কোন সুযোগ না দিয়েই ফেলিক্স বলে যেতে লাগলেন। — কিন্তু আপনি নিজেই যখন কথা তুললেন, এখন আমিও নিজ মত ব্যক্ত করতে চাই... সুশিক্ষার প্রধান শর্তটিই হল অন্যের প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার। মানুষের মর্যাদার অবমাননা করা উচিত নয়।

— আপনি কি বলতে চান যে আপনার ওই বিপ্লবীরা শিক্ষিত লোক?

— অবশ্যই! মানুষের মর্যাদা যাতে অপমানিত না হয়, মানুষ যা ভাবে তা যাতে সোজাসুজি বলতে পারা যায় তার জন্যই আমরা সংগ্রাম করছি...

— তাই মহামহিম সম্রাট এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দায়িত্ববোধহীন লোকেদের উত্তেজিত করতে চান আপনারা?! মনে রাখবেন আমরা সম্রাটের সেবক। একান্ত বিশ্বাস ও সততার সঙ্গে তাঁর সেবা করাই আমাদের ধর্ম। রাশিয়ার কেন্দ্রস্থলে যাতে নির্মল আবহাওয়া বিরাজ করতে পারে সেই আশায় মনুষ্য সমাজের যত জঞ্জাল, রুশ সাম্রাজ্যের যত আবর্জনা আমাদের সুদূর এই গুবের্নিয়াগুলিতে পাঠানো হয়...

— এ কথা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে খাটে না। আমরা নিজেদের জঞ্জাল অথবা আবর্জনা মনে করি না, — দের্জিনস্কি প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর বুকে যে আগুনটি জ্বলে উঠেছিল তা তিনি নিভাতে পারলেন না। — অর্থাৎ আপনি কি বলতে চান, মহামান্য গভর্নর-জেনারেল,

যে সরকারী কর্মচারীরা এখানে ঝাড়ুদার অথবা খোলাখুলি বললে ধাঙড়ের ভূমিকা পালন করছে?..

— ইয়াং ম্যান, মুখ সামলে কথা বলুন! — ক্রিনগেনবের্গ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। — এখন যেতে পারেন... আমার সিদ্ধান্ত জেলারের মাধ্যমে জানাব।

— অশেষ ধন্যবাদ...

ছোকরার স্পর্ধিত ব্যবহারে ক্রিনগেনবের্গ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। এমন ভাব বুঝি-বা সে তাঁরই সারির লোক! অথচ জিমনাসিয়াম অসমাপ্তকারী ওই যুবকটি জানে না যে তাকে শেষ করার পক্ষে গভর্নরের মুখের একটি কথা অথবা ছোট্ট একটি ইঙ্গিতই যথেষ্ট!

কিন্তু সমস্ত যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও — কোন এক অজানা কারণে — এই যুবকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে গভর্নর-জেনারেলের মন সায় দিল না। হতে পারে যে ফেলিক্সের অদম্য আত্মমর্যাদাবোধই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল।

এ ঘটনার পর আরও কিছুদিন কেটে গেল। অবশেষে একদিন জেলার খবর দিল যে গভর্নর-জেনারেল তাঁকে একা নলিনস্ক যেতে দিতে সম্মত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কোন পুলিশ পাহারাও থাকবে না।

হাবাগোবা গোছের বুড়ো এক পুলিশ তাঁকে নদীর জেটি পর্যন্ত ছাড়তে চলল। প্রথমেই সে তাঁকে টিকিট-কাউন্টারে নিয়ে এসে নিজ উপস্থিতিতে নলিনস্কের টিকিট কাটতে বাধ্য করল। অতঃপর ভিয়া নদীর উজানগামী স্টীমারের ডেকে তুলে দিল। এমনকি ফেলিক্সের পোঁটলাটাও সে নিজে উঠিয়ে দিল। আর 'মোতি' নামের স্টীমারটি যখন জেটি ছেড়ে ধীরে ধীরে জল কেটে এগিয়ে চলল তখন সে একান্ত আন্তরিকভাবে হাতদুটিও নাড়াল।

ফেলিক্সও জবাবে তুষার-শুভ্র 'মোতি'-র ডেকে দাঁড়িয়ে পুলিশের উদ্দেশে হাত নাড়লেন। অবশেষে তিনি মুক্ত! মুক্ত জেল আর ছোট্ট সেলের গণ্ডি হতে। সন্দেহ নেই যে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত এক ব্যক্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন থেকে তিনি প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিতে পারবেন, পারবেন শরতের এই মিষ্টি সূর্যকিরণের নিচে

মাথা পাততে। আর ধারে-কাছে প্‌লিশের নজরও দিবারাত্র ঘ্‌রে ফিরবে না।

স্টীমারটি নলিনস্কে পেণছল সকালবেলায়। জাহাজঘাটায় নানান লোকের ভিড় — কেউ বা কাউকে নিতে এসেছে, কেউ বা কোন কাজ না থাকায় নবাগতদের দেখতে অথবা নতুন কিছ্‌ শোনার বা কোন অভিজ্ঞতা লাভের আশায় ছ্‌টে এসেছে...

ফেলিক্সকে থানায় গিয়ে তাঁর বাসস্থান সম্বন্ধে খবর দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কে জানে কোথায়ই বা তিনি জায়গা পাবেন, আর কখনই বা খবর দেবেন? হতবুদ্ধির মত এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে তিনি ভাসমান জেটিতে পা ফেললেন। অতঃপর পায়ের নিচের নড়বড়ে তক্তা ধরে নেমে এলেন ঘাটে।

— আপনি কি নির্বাসনে? — ফেলিক্সের সামনে এসে হাজির হল এক য্‌বক। তার টুপির নিচ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কোঁকড়ানো চুল, পরনে গলবন্ধ কোট ও পায়ে হাই ব্‌ট, কোমরে পাতলা ককেশীয় বেল্ট।

— তা বটে। কিন্তু আপনি ব্‌ঝলেন কী করে যে আমি নির্বাসিত?

— এ আর এমন কী কঠিন! রতনে রতন চেনে! — এই বলে আগন্তুক হো হো করে হেসে উঠল। — এখন আস্‌ন আলাপ করা যাক: আলেক্সান্দর ইভানোভিচ ইয়াকশিন... তা আপনি উঠবেন কোথায়?

— এখনও জানি না... — ফেলিক্স নিজের নাম বললেন।

— তাহলে আমার ওখানেই যাওয়া যাক। মনে ধরলে থাকবেন। না ধরলে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে।

নদীর পার ধরে যেতে যেতে সে ফেলিক্সকে 'কোত্থেকে আসছেন?' 'কোন্ দলের?' 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি অথবা নৈরাজ্যবাদী?' ইত্যাদি নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করল।

— কভনো থেকে... কোন বিশেষ দলভুক্ত নই, তবে মার্কসবাদীদের উপর আস্থা আছে, — সাবধানে জবাব দিলেন ফেলিক্স।

— তাহলে আমরা একই পথের পথিক! — উল্লসিত হয় ইয়াকশিন। — নলিনস্কে বেশ কিছ্‌ নির্বাসিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের বাস আছে। আজই তাঁদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব...

অবশেষে তাঁরা নদীর তীরে অবস্থিত একটি কাঠের বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন।

ফেলিক্স নদীতে গিয়ে হাতমুখ ধুতে গিয়েছিলেন। জল ছিল ভীষণ ঠান্ডা, ঠিক যেন কুয়োর জল। ফেলিক্স কেবল ভেজা তোয়ালে দিয়ে গা মুছলেন এবং সারা শরীর সতেজ ও সজীব হয়ে উঠল।

সন্ধ্যেবেলায় অন্যদের সঙ্গে মিলতে গেলেন তাঁরা। সেখানে চলল চা-পান। সঙ্গে মুখরোচক কেক। ফেলিক্স কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কোন্ টক-মিষ্টি ফল দিয়ে কেকগুলি তৈরি করা হয়েছিল...

খাবারের টেবিলে দেখাশোনার ভার নেন বাদামী চুলের সুন্দরী তরুণী কন্যা — মার্গারিতা ফিওদরোভনা।

নানান কথাবার্তা হল। বিষয় পাল্টাচ্ছিল একের পর এক। প্যারিসে আবিষ্কৃত বায়োস্কোপ নামক বিস্ময়কর এক যন্ত্রের বিষয়ে গল্প হল। যন্ত্রটি ছোটদের খেলনা — ম্যাজিক লণ্ঠনের অনুরূপ। তবে তফাৎ হল এই যে এতে পর্দায় সবকিছু জীবন্ত দেখায় আর লোকেরা চলাফেরা করে।

টেবিলের অপর প্রান্তে নতুন এক বই — 'রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ' নিয়ে আলোচনা জমেছিল। পিটার্সবুর্গের এক প্রকাশালয় থেকে তা প্রকাশিত হবে। লেখক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুঁজিবাদ বিকাশের অনিবার্যতা প্রমাণ করেছেন, নারোদবাদীদের উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছেন। বইটির কিছু কিছু অংশ ইতিমধ্যেই লোকের হাতে হাতে ফিরছে, তাদের মনে ইতিমধ্যেই প্রচন্ড সাড়া জাগিয়েছে।

এ-কথা সে-কথার পর শুরু হল সাহিত্য এবং বিশেষত তুর্গেনেভের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা। মার্গারিতা ফিওদরোভনা লেখকের কথায় একেবারে পঞ্চমুখ। ফেলিক্স কিন্তু তাঁর প্রচন্ড প্রতিবাদ জানালেন। ব্যস, দেখতে দেখতে সকলেই তর্কে যোগ দিল।

— তুর্গেনেভ চমৎকার মনস্তত্ত্ববিদ, — বললেন মার্গারিতা ফিওদরোভনা। — কী নিপুণ হাতে তিনি চরিত্র চিত্রন করেন তা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে! — এই বলে তিনি সবার কাপে চা ঢাললেন এবং চীনা মাটির চা-পাত্রে ঢাললেন গরম জল। তাঁর মধ্যে এক সুউষ্ণ আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা অনুভব করা যাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল উনি বুঝি বা এই নির্বাসন জীবনের সঙ্গে নিজেকে

পরিপূর্ণভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। অথবা হতে পারে যে শোক ভুলবার অভিপ্রায়ে সেটা ছিল তাঁর ভান মাত্র...

— মানলাম, — জবাব দিলেন ফেলিক্স। — তুর্গেনেভ যদি একান্ত অবাস্তব চরিত্রই অঙ্কন করে থাকেন, তবে কেনই বা কথার সেই মারপ্যাঁচ আর কেনই বা সেসব নমনীয়তা?.. দাঁড়ান, দাঁড়ান! — হাত উঠিয়ে মার্গারিতা ফিওদরোভনার পক্ষ সমর্থনকারী অধীর ব্যক্তিটিকে থামিয়ে বললেন, — আমার কথাটি আগে শেষ করতে দিন... এতে লেখক কি মনোবলহীন দোদুল্যমান আর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করছেন না? বাজারভের কথাই ধরা যাক্। সে একান্তই নিঃসঙ্গ আর জগতের কোনকিছুতেই তার কিছু যায় আসে না। একেবারে কৃত্রিম চরিত্র।

— এ ঠিক তা নয়!.. — উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন মার্গারিতা ফিওদরোভনা। — বাজারভের মত লোকেরা আপনার কি কখনই নজরে পড়ে নি?

— অবশ্যই পড়েছে। তবে লেখকের কাছে আমাদের কামনা কোন এক বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়, তাঁর কাছে আমরা আশা করব সামগ্রিক ঘটনার পরিপূর্ণ চিত্রাবলি। সামগ্রিক ঘটনা! ওই উপন্যাসে আপনি কি বাজারভের সমভাবী আর কোন চরিত্র খুঁজে পান? পান না। সে একা এবং নিষ্কর্মা। এই আমাদের কথাই ধরা যাক্। এই আমি আর আপনি — সুদূর নির্বাসনেও আমরা কি নিঃসঙ্গ? আমরা কি বিচ্ছিন্ন? অবশ্যই নয়। এতেই আমাদের শক্তি! আর কোথায় সেই ভবিষ্যতের লোকেরা, ভবিষ্যতের সংগ্রামী সেইসব বিপ্লবী প্রলেতারীয়রা?.. তুর্গেনেভ আপনার ভাল লাগে, আর আমি কিন্তু তাঁকে স্বীকারই করি না। উনি আমাদের চিন্তা করতে শেখান, শেখান না সংগ্রামী হতে, কাঁদতে শেখান অথচ শেখান না অভিশাপ দিতে। সৌন্দর্য উপভোগ করার ডাক দেন, কিন্তু তা সৃষ্টি করতে শেখান না। অথচ সৃষ্টিতেই কি ভবিষ্যতের সৌন্দর্য নয়? তুর্গেনেভের সব নায়কই ভালমানুষ আর দয়ালু। কিন্তু বাস্তবে কি এ সত্যি? ধনী আর গরিবদের মধ্যে বিদ্যমান সামাজিক ফারাকই বা কোথায়, আর কোথায়ই বা শোষণকারীদের সঙ্গে সংগ্রামের চিত্র?

— আপনি দেখছি একেবারে ফ্যানাটিক, মিঃ দের্জিনস্কি! —

অবশেষে ফেটে পড়ল ফেলিক্সের পাশের লোকটি। — ব্যাপারটা এভাবে দেখাই উচিত নয়।

— উচিত! আমি একেবারে স্পষ্ট চিন্তাধারাসম্পন্ন লোক হতে চাই।

— তা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব একটা সহজ হচ্ছে না, — হেসে উঠলেন মার্গারিতা ফিওদরোভনা।

সকলেই হেসে উঠল, আর তর্কের উত্তেজনাও হঠাৎ কেটে গেল। ইতিমধ্যে রাতও হয়ে এসেছিল। শিগগিরই সবাই বাড়ির পথ ধরল।

অতঃপর যখন কেবল ফেলিক্স আর ইয়াক্‌শিন রয়ে গেলেন, দের্জিনস্কি জিজ্ঞাসা করলেন:

— এই মার্গারিতা ফিওদরোভনা মহিলাটি কে?

— পিটার্সবুর্গে বেস্‌তুজেভ কোর্সে পড়াশুনো করতেন। অবৈধ সাহিত্যের জন্য গ্রেপ্তার করেছে। দু'বছরের নির্বাসন দণ্ড হয়েছে। ওনার পদবী — নিকোলেভা।

২

মফঃস্বল শহর নলিনস্কে সে সময়ে হাজার পাঁচেকের মত লোক বাস করত। নিকটবর্তী রেল লাইন থেকে শহরটির দূরত্ব ছিল প্রায় দেড়শ মাইল। তাই শীতকালে ভিয়া নদীর জল যখন জমে বরফ হয়ে যেত, তখন শহরটি সমগ্র জগত হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু সে শহরে একটি জিমনাসিয়াম ও কলেজ ছিল। আর তাছাড়াও সেখানে যে বেশ বড় একটা লাইব্রেরীও ছিল তা জেনে দের্জিনস্কির বিশেষ আনন্দ হল। প্রধান শিল্পসংস্থা বলতে ছিল একটি তামাক কারখানা। এছাড়াও আশে পাশের অঞ্চলে মাদুর আর শীতের জুতোও তৈরি হত।

রুশ সাম্রাজ্যের এই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে প্রেরিত নির্বাসিতদের যদিও মুক্ত মানুষ হিসাবে গণ্য করা হত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হত। নলিনস্কে খোদ শহরের বাইরে যাবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আর

সীমারেখাগুলি পুলিশের নির্দেশাবলি থেকে জানতে পারা যেত। পুব দিকে নলিনস্ক থেকে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত মুকা গ্রাম পর্যন্ত যাবার অনুমতি ছিল, আর দক্ষিণে — শহর থেকে মাইল খানেক দূরে নদীর তীর পর্যন্ত।

অন্যান্য বাধ্যতামূলক বিধিনিষেধও ছিল। নির্বাসিতরা থিয়েটার ক্লাবে যোগদান করতে পারত না, স্কুলে পড়াতে পারত না, কোথাও কোন বক্তৃতা দিতে পারত না এবং সাধারণত কোথাও মজুরি নিয়ে কাজ করতে পারত না। আর সরকারী তহবিল থেকে দিনে প্রত্যেকের জন্য পনেরো কোপেক করে ধার্য ছিল। তবে তা পেত শুধু বিশেষ শ্রেণীর — অর্থাৎ অভিজাত বংশের নির্বাসিতরা। এরা ছাড়া আর অন্য সকলে মাথাপিছু দশ কোপেক করে পেত...

দু'সপ্তাহ পর ফেলিক্স আলদোনাকে চিঠি লিখলেন।

'ছাড়া পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তোমাকে চিঠি দেব বলে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু কেন জানি না তা আর হয়ে ওঠে নি...

চৌদ্দই আগস্ট আমি ছাড়া পেয়েছিলাম। মশা, মাছি আর ছারপোকাকে যদি ভাল জিনিসের আওতায় ফেলা যায় তো পথ খুবই ভাল ছিল। পথের থেকে জেলেই আমি বেশি সময় কাটিয়েছি। ওকা, ভলগা, কামা আর ভিয়াৎকা নদী পাড়ি দিয়েছিলাম স্টীমারে করে। অসম্ভব ধরনের খটমটে পথ। আমাদের ভীষণ ছোট্ট একটি সেলে পুরে রেখেছিল।

আলো-বাতাসহীন এই সেলটিতে আমরা হাঁসফাঁস করতাম। যদিও আমরা সকলে সেখানে বাস করতাম যৎসামান্য পোশাক পরে, তবুও মনে হত আমরা যেন বাস করছি একটি অগ্নিকুন্ডে — গা বেয়ে ঘাম পড়ত দরদর ধারায়। এ ধরনের আরও অনেক সুযোগ-সুবিধা সেখানে ছিল। তবে থাক্ সে কথা। আর এ সম্বন্ধে ভেবেও কোন লাভ নেই। কারণ আমার বর্তমান অবস্থার এ থেকে বের হবারও কোন পথ দেখছি না।

বর্তমানে আমি নলিনস্কে আছি। এখানে আমায় থাকতে হবে তিন বছর। তাও আবার আমায় যদি মিলিটারিতে অথবা সাইবেরিয়ায় চীনা বর্ডারে আমুর নদী অঞ্চলে অথবা অন্য কোথাও না পাঠায়। তামাক কারখানাটির কথা বাদ দিয়ে এ অঞ্চলে কাজ পাওয়া একান্তই

অসম্ভব ব্যাপার। ও কারখানাটিতে অবশ্য মাসে সাত রুবলের মত রোজগার করা যায়...

কিছু বইও এখানে আছে। আছে একটি সরকারী গ্রন্থাগারও। এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই। জেলের কথা ভুলে থাকতে চাই। অবশ্য তা প্রায় ভুলেই গেছি। তবে আমি যে স্বাধীন নই তা কিছুতেই ভুলতে পারি না। কারণ এখনও আমি স্বাধীন মানুষ নই...

নলিনস্কের উপর দিয়ে ভিয়াৎকা থেকে কাজান পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে... রাস্তা তৈরি করুক, এই রাস্তাগুলি পুঁজিবাদের বিকাশও ঘটাক: শোষকদের উন্নতির জন্য রাস্তাগুলি সহায়ও হোক! তবে রাস্তাগুলির সঙ্গে এখানে প্রবেশ করবে স্বাধীনতারও বাণী, তাদের পক্ষে বিপজ্জনক সেই বাণী অর্থাৎ 'আলো ও রুটি' এসে প্রবেশ করুক। আর তখনই, ঠিক তখনই হবে আমাদের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা!..

বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্ট আমাদের কোনভাবেই কাবু করতে পারে না। তার কারণ এ সবেরও বহু ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে আমাদের জীবনের প্রকৃত আদর্শ। যদিও আমাদের এই আদর্শের জন্ম হয়েছে খুবই হালে, কিন্তু এর বিকাশের নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই, — তা অমর...

আজ এখানেই শেষ করছি। আমার চিন্তাধারার জন্য আমার উপর রাগ কোরো না। আমি একেবারে সোজা কথার লোক, আর ঠিক সে কারণেই আমার উপর রাগ করাও কঠিন।'

হেমন্তে নলিনস্ক শহর প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভেসে যায়। রাস্তাঘাট হয়ে উঠে চলার অযোগ্য। তবে অচিরেই এল শীত। রাতভোর হল বরফপাত। আর সকালে সারা শহর ঢেকে গেল শাদা বরফে। সর্বত্র মনে হল উৎসব-উৎসব ভাব।

সে দিনটি ছিল রবিবার। তাই ফেলিক্সের কারখানায় যাবার কোন তাড়াই ছিল না। ওখানে তিনি প্যাকারের কাজ করতেন। প্রাতরাশের আগে তিনি চিঠি লিখতে বসলেন। নিজের চিন্তাধারা আলদোনাকে জানাতে তিনি ভালবাসতেন, ভালবাসতেন তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু তাকে বলতে। বোনের চিঠিগুলিই ছিল তাঁর পূর্বের জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র সেতুস্বরূপ।

'পরশু আর গতকাল তোমার দুটি চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে মনে হল যে তুমি আমার উপর মোটেই সন্তুষ্ট নও। আর তার কারণ এই যে তুমি আমাকে বিন্দুমাত্রও বুঝো না বা জানো না। আমায় তুমি জানতে সেই শিশু আর কিশোর হিসেবে। তবে এখন আমার মনে হয় যে আমি সাবালক এবং আমার আছে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। আমার এ জীবন আমাকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, ঠিক যেমনটি হয় ঝড়ের দাপটে বুড়ো বটের বেলায়। কিন্তু তা বলে জীবন আমায় বদলাতে পারবে না। এখন আমার পক্ষে পেছন ফেরা অসম্ভব। আমার জীবনের নানাবিধ বাস্তব ঘটনা আমাকে এদিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমি অল্প কালের জন্য পড়ে আছি জনহীন এক সমুদ্র তীরে, এর ফলে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে নতুন উদ্যমে আমি আগে, আরও আগে এগিয়ে যেতে পারব, লিপ্ত হতে পারব নতুন সংগ্রামে আর লড়ব সেই শেষ পর্যন্ত। আর আমার এই সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে কেবল আমার মৃত্যুতেই...

আমি দেখেছি আর প্রতিদিনই দেখছি যে প্রায় সমস্ত মেহনতীই নিদারুণ কষ্টে আছে। তাদের এই দুঃখ আমার মনে সাড়া জাগিয়েছে। মেহনতীদের এই দুঃখ আমার সবকিছু বাধা ঝেঁটিয়ে বিদায় ক'রে তাদের মুক্তির জন্য তাদেরই সঙ্গে একত্রে সংগ্রামে আমাকে লিপ্ত করেছে...'

৩

পুলিশ কর্তৃপক্ষ চোখে চোখে রাখে দের্জিনস্কিকে। দারোগা রিপোর্ট পাঠালেন ভিয়াৎকার গভর্নর-জেনারেলের কাছে:

'নির্বাসনে দিন যাপনকারী দের্জিনস্কি লোকটি হচ্ছে রগচটা আর বদমেজাজী। ভাববাদী এই ব্যক্তিটি রাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল শত্রুতা পোষণ করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ওর চালচলন মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং এরই মধ্যে ও বেশকিছু লোককে প্রভাবিত করেছে। অথচ আগে এরা সবাই ছিল বিশ্বস্ত ব্যক্তি...

আরও এক নির্বাসিত ব্যক্তি — বেলোজেরির পেটি-বুর্জোয়া

আলেক্সান্দর ইয়াক্‌শিনের চালচলনও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই লোকটি উক্ত দের্জিনস্কির সঙ্গে মিলে নলিনস্কের ভেতর দিয়ে যাতায়াতকারী নির্বাসিতদের জন্য খাদ্যদ্রব্য, কাপড়চোপড় আর টাকাপয়সা সংগ্রহ করে।

এখানে আরও যোগ করতে হয় যে ফেলিক্স দের্জিনস্কি আমাদের অনুমতি ছাড়াই তামাক কারখানায় কাজ নেয় এবং এখানকার শ্রমিকদের মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তারে লিপ্ত হয়। আপন ক্ষমতা খাটিয়ে আমি উক্ত কারখানা থেকে দের্জিনস্কিকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করলাম।'

নলিনস্কের দারোগার রিপোর্ট পড়ে গভর্নর-জেনারেল তাঁর এক পুরনো বন্ধু আলেক্সেই লপুখিনকে চিঠি লিখলেন। লপুখিন তখন সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। চিঠিতে লেখা ছিল: 'জানা যাচ্ছে যে আমার অধীনে এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে ভিয়াংকা গুবের্নিয়ায় নির্বাসন দন্ড যাপনকারী আলেক্সান্দর ইয়াক্‌শিন এবং ফেলিক্স দের্জিনস্কির চালচলন যথেষ্ট সন্দেহ সৃষ্টি করছে।'

তারপর গভর্নর-জেনারেল নলিনস্ক থেকে প্রাপ্ত গুপ্ত বার্তার সারমর্মটি যোগ করলেন। তাতে তিনি বিশেষ জোর দিলেন রাজতন্ত্রের প্রতি প্রবল শত্রুতা কথাটির উপর। পরিশেষে আপন মত ব্যক্ত ক'রে লিখলেন: 'আমার মতে, দের্জিনস্কি ও ইয়াকশিনের নির্বাসন দন্ড ভোগের স্থান পরিবর্তন করা উচিত। এদের পাঠানো হোক আমার শাসনাধীন সুদূর স্লবোদস্কয় মহকুমার কাইগরোদস্কয়ে গ্রামে।'

নলিনস্কের পুলিশ ইন্স্‌পেক্টরকে নতুন নির্দেশ দিলেন গভর্নর-জেনারেল। নির্দেশের সঙ্গে একই প্যাকেটে একটি মনি-অর্ডারও পাঠালেন তিনি। এই টাকাগুলো এসেছিল ভিলনো থেকে গভর্নরের ঠিকানায়। নির্বাসিতের বোন — আলদোনা বুলগাক তা পাঠিয়েছিলেন। গভর্নরের কাছে লিখিত চিঠিতে ভদ্রমহিলা তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ ক'রে বললেন তিনি যেন অনুগ্রহ ক'রে পঞ্চাশটি রুব্‌ল তাঁর ভাইয়ের নামে পাঠিয়ে দেন এবং কে তা পাঠিয়েছে সে বিষয়ে যেন নিরব থাকেন। অন্যথায় ভাই তা গ্রহণ করবে না — সে এটাকে পরিবারের উপর এক অতিরিক্ত খরচের চাপ বলে বিবেচনা করবে।

'দু'বার নির্বাসিতদের' বিদায় জানাতে সমবেত হল গোটা উপনিবেশ। ফেলিক্স উস্কানি দেন ইয়াকশিনকে:

— চল, আমরা যেতে অস্বীকার করব! জোর করে তুলুক আমাদের ঘোড়ার গাড়িতে... অন্তত স্বেচ্ছাচারের প্রতি আমাদের মনোভাব তো প্রকাশ করা হবে!

— পাগলদের খেপিয়ে কী লাভ, ফেলিক্স? এতে কাকে আমরা অবাক করব?

সবাই হাসিঠাট্টা ক'রে তাঁদের বিদায় জানায়। কিন্তু তাদের সবার অন্তরে ছিল দারুণ ব্যথা। বিদায় দিতে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে মার্গারিতা নিকোলেভাও ছিলেন। তাঁর হাতে বিদায়ীদের জন্য খাবারের একটি পুঁটলি।

কাইগরোদস্কয়ে ছিল শ'খানেক কাঠের বাড়ি। দু'টি গির্জা — একটি পাথরের, অপরটি কাঠের। আর মাটির বাঁধের ধারে ছিল স্ত্রগানোভ সওদাগরদের লবণ গোদাম। এই বাঁধ এককালে তাতারদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে কাইগরোদের দুর্গ। চারিদিকে — নির্জন বনজঙ্গল, দুর্গম জলাভূমি।

কাইগরোদস্কয়ে পৌঁছতে সপ্তাহখানেক লাগল। দের্জিনস্কি আর ইয়াকশিনকে সরাসরি দারোগার কাছে নিয়ে আসা হল। নির্বাসিতদের তার হাতে তুলে দিয়ে পাহারাদার পুলিশ তাকে প্রাপ্তিপত্রে সই করতে বলল। পাহারাদারের বাড়ি যাওয়ার তাড়া ছিল — সামনেই বড়দিন। সে সেদিনই যাত্রা করল। যাওয়ার আগে দের্জিনস্কিকে পঞ্চাশটি রুবল দিয়ে গেল।

কাইগরোদস্কয়েতে থাকার জায়গা খুঁজে পেতে খুব একটা কষ্ট হল না। প্রথম বাড়ির মালিকই নির্বাসিতদের জন্য ছোট একটি পরিষ্কার কামরা খালি ক'রে দিল। মাসে চার রুব্‌ল ক'রে নেবে। আর মালিক নিজে সপরিবারে চলে গেল বাড়ির অন্য কামরায়।

লুজিয়ানিনদের ওই বাড়িটি ছিল গ্রামের এক প্রান্তে, বেড়ার ধারে — হাওয়া আর ঝড়তুফানের খুব দাপট ওখানে। গ্রাম থেকে বার হলেই চোখে পড়ে — একেবারে কামা নদী অবধি বিস্তৃত তুষারাচ্ছন্ন সমভূমি। তবে নদীটি তখন বইছে গভীর তুষারের নিচে।

লুজিয়ানিনদের আঙ্গিনাটি ঘিরে ছিল খুঁটির পুরনো বেড়া। পথেও অসংখ্য খুঁটি পড়ে রয়েছে — বসন্তে তুষার গলা জলে যখন রাস্তাঘাট ভরে যায় তখন এরই উপর দিয়ে লোকেরা চলাফেরা করে।

পরের দিন গৃহকর্তার কাছ থেকে স্কি নিয়ে নবাগতরা বেরিয়ে পড়লেন তাঁদের নতুন জায়গাটি দেখতে। তাঁদের উভয়েরই গায়ে ছিল জেলের কদর্য লোমের কোট, মাথায় কান-ঢাকা টুপি, হাতে দস্তানা। কিন্তু এমন পোশাকেও হাড়-কাঁপানো শীতের হাত থেকে রক্ষা নেই। কামার তীর থেকে দূরে দিগন্তের কাছে দেখা যায় কালো বনরেখা। নদীটি চলে গেছে উত্তর-পূবে। কোত্থেকে পাওয়া একখানি স্কুল-মানচিত্র দেখে তাঁরা বুঝলেন যে কামা পরে কোথাও দক্ষিণাভিমুখী হয়ে ভলগায় গিয়ে পড়েছে।

— তুষারের নিচে বইলেও নদীটি আসলে তো ভলগায়ই গিয়ে পড়ছে, — আপন মনে কী একটা ভাবতে ভাবতে বলেন ফেলিক্স। পরে যোগ করেন: — গরমের সময় একখানি নৌকো নিয়ে ভাঁটির দিকে রওয়ানা দিলেই হয়!.. জায়গাগুলি ফাঁকা, মানুষজন নেই, কেউ দেখতেই পাবে না…

— তুই একটা নেমক-হারাম, তোকে সবে এখানে নিয়ে এসেছে, আর তুই এরই মধ্যে পালাবার ফন্দি করছিস! — তামাশা করে ইয়াকশিন।

— কী আর করা, এসব ভাবলেও মন একটু হালকা হয়…

ফেলিক্স কাইগরোদস্কয়ে থেকে নুলিনস্কে মার্গারিতা নিকোলেভ্নাকে চিঠি লিখলেন:

'গতকাল নববর্ষ শুরু হল! অভিনন্দন নিন! যাত্রা করার সময় আপনার দেওয়া খাবারটুকু কালই শেষ করেছি। এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছিলাম যাতে নতুন বছরে কিছু একটা মুখে দেওয়া যায়। এমনকি কফিও খেয়েছি!.. কয়েদীদের কোট আর দস্তানা পরে বন্দুক বগলে নিয়ে আজ এমনকি শিকারেও বেরিয়েছিলাম, তবে খালি হাতেই ফিরেছি। দেখা গেল, আমাকে দিয়ে শিকারী হবে না।'

আলদোনাকেও লিখলেন:

'… আমার চোখগুলোতে সত্যিই ব্যথা করছে। চিকিৎসা করাচ্ছি। কারণ আমি বাঁচতে চাই, এবং চোখ ছাড়া বাঁচা অসম্ভব।

তোমার শেষ চিঠিখানি আমি পেয়েছি হাসপাতালে — কিছুকাল আমাকে ওখানে থাকতে হয়েছে। হয়তো অনেকদিনই আমাকে হাসপাতালে থাকতে হত যদি না সম্প্রতি একটা ব্যাপার ঘটত।

এতদিন আমি ছিলাম নলিনস্কে — শহরটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং বহির্বিশ্ব থেকে খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয়। তবে আমাদের গভর্নর মহাশয়ের হঠাৎ কী খেয়াল হল। তিনি ঠিক করলেন যে আমার ওখানে মন বসছে না। জানি না, আমি কী দিয়ে নিজের প্রতি তাঁর এরূপ করুণার উদ্রেক করলাম। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন ৪০০ মাইল উত্তরে একটি গ্রামে। প্রচুর বনজঙ্গল আর ডোবানালা আছে এখানে। গ্রামটি নিকটতম জেলা শহর থেকে ২৫০ মাইল দূরে। আমার এক সাথীরও একই অবস্থা। অন্ততপক্ষে এটাও ভাল যে কথা বলার লোক রয়েছে। কাইগরোদস্কয়ে গ্রামটি বেশ বড়, পঞ্চাশ বছর আগে এটা একটা শহর ছিল। এখানে ১০০ ঘর লোক রয়েছে। কৃষক-বাসিন্দার সংখ্যা প্রায় ৭০০।

আমি থাকি দ্বিতীয় নির্বাসিতের সঙ্গে। শাদা রুটি এখানে মোটেই নেই। মাংসের অভাব — খেতে হয় বরফে জমানো মাংস। জেলা শহরের চেয়ে জিনিসপত্রের দাম হয়তো এখানে কিছুটা বেশি। আমরা নিজেরাই রান্নাবান্না করি... একটি সামোভার* কিনেছি। শিকারের পক্ষে জায়গাটি চমৎকার; এমনকি মাঝেমধ্যে দু'একটা পয়সাও কামানো যায়। শিগগিরই হয়তো আমাদের জন্য শিকারী বন্দুক পাঠানো হবে...

আমার চিঠিগুলো, সম্ভবত, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পড়ে দেখবে। একবার দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ওদের আদালতের কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম, কেননা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ ছাড়া চিঠি পড়ার অধিকার ওদের নেই। এই জন্যই আমরা এখানকার আঞ্চলিক প্রশাসনের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছি — ওরা আমাদের চিঠিই গ্রহণ করতে চায় না...'

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মার্গারিতা নিকোলেভার চিঠি এল। ফেলিক্স সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন। তিনি লিখলেন:

'আপনি বলছেন যে আমার মধ্যে আপনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন আমাদের আদর্শের প্রতি আমার আনুগত্য। কিন্তু আদর্শ এবং সে

---

* সামোভার — চায়ের জল গরম করার পাত্রবিশেষ। রাশিয়ায় আজও এর খুব ব্যবহার আছে। — সম্পাঃ

আদর্শের প্রতি আনুগত্য যেকোন সংবেদনশীল ও কর্তব্যপরায়ণ লোককেই আকর্ষণ করে। এবং আমাদের ভবিষ্যৎ হচ্ছে সংগ্রাম!..'

কাইগরোদস্কয়ে নির্বাসনের দিনগুলো কাটে বড় ধীরে ধীরে। জীবন হয়ে উঠে ভীষণ একঘেয়ে...

ফেলিক্স যে-সমস্ত চিঠি লিখতেন এবং পেতেন কেবল তা-ই তাঁর জীবন কিছুটা রঙিয়ে তুলত, তার মাধ্যমে তিনি অনুভব করতেন আত্মীয়স্বজনের সান্নিধ্য। ডাক আসত সপ্তাহে একবার। এই দিনগুলোতে সব সময় ফেলিক্স কান পেতে থাকতেন: ডাকগাড়ির ঘণ্টা বাজছে না তো!

পরে নলিনস্ক থেকে আরও একটি চিঠি এল। বরাবরকার মত তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন।

'গতকাল সন্ধ্যায় আপনার চিঠিখানা পেয়েছি, — লিখেন তিনি মার্গারিতা নিকোলেভাকে। — মনে হচ্ছে, আমার অভিভাবকরা চিঠিখানা পড়ে নি। ওটা এসেছে সম্পূর্ণ বন্ধ খামে। কী ঠিক সময়েই না চিঠিটা পেয়েছি। গতকালই কেন যেন আমার বিশেষ খারাপ লাগছিল। বই হাতে নিয়ে অনেকখনই বসে ছিলাম, কিন্তু পড়া আর হয় নি।

আমার চিঠিগুলো ইতিমধ্যে আপনি পেয়েছেন নিশ্চয়ই। আমার চিঠি এখনও আটকাচ্ছে না, অন্ততপক্ষে ডাকঘরে আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলা হয় নি। ওরা চিঠি পড়ে খোলাখুলিভাবে, অতি নির্লজ্জভাবে নাক গলায় পরের ব্যাপারে, নির্দেশ অনুসারে ওয়ার্ডার যেকোন সময় নির্বাসিতের ঘরে ঢুকতে পারে। আমি যখন ভাবি যে কোন গোয়েন্দার নোংরা, কুকর্মে কলুষিত হাত আপনার কিংবা আমার চিঠিগুলো স্পর্শ করতে পারে তখন এমনকি আমার গা শিউরে ওঠে। ফলে অনেক সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে চুপ থাকতে হয়, সংযমী হতে হয় এবং যা লিখতে চাই তা লিখি না।

এখন প্রতিদিন পড়তে বসি। আট ঘণ্টার মত পড়াশোনা করি। বাইরে প্রায় বেরোই না। আমার কী হয়েছে? কী ঘটল? বুঝতে পারছি না।

আপনি আমার মানসিক অবস্থা, আমার ভাবধারণা এবং আমার আত্মিক জীবনের বিষয়ে জানতে চান। আমি নিজেই কি তা জানি?

বর্তমান অবস্থায় আমি মোটেই সন্তুষ্ট নই, বৃহৎ কর্ম থেকে বিচ্ছিন্নতা আমাকে পীড়িত করছে... সময় সময় আমার মনে হত যে আমি মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্টের ভার গ্রহণ করতে পারব। কিন্তু সে মোহ আর বেশি দিন থাকল না। বাস্তব জীবনের চাপে পড়ে নিজেকে এখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষই মনে হচ্ছে...

বর্তমানে 'জের্মিনাল' পড়ছি — বিশেষ করে ধর্মঘটের বর্ণনাগুলো। অতীত আমাকে এতই অভিভূত করে ফেলে যে আমার মাথা ঘুরতে শুরু করে...'

পরের চিঠিখানা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত:

'আপনার শেষ চিঠিখানা পেলাম খোলা অবস্থায়। নিজের কাজ তারা হাসিল করে নিয়েছে। তবে চিঠিপত্রের সেন্সর-ব্যবস্থা সম্পর্কিত নির্দেশাবলির সঙ্গে আমি যে পরিচিত সেই মর্মে স্বাক্ষর দানে অস্বীকার করেছি। যা হবার হবে, কিন্তু আমার নিজের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আমি স্বেচ্ছায় সম্মতি দেব না। নিজের বিবেককে আমি বেচতে পারি না। তারা এরই অপেক্ষায় আছে! এখন থেকে আপনাকে খুব কম চিঠিই লিখব। আশা করি, আমার অবস্থা আপনি বুঝবেন, বুঝবেন যে এছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

ফেব্রুয়ারির শেষে আমাকে সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং পরীক্ষার জন্য স্লবোদস্কয়ে-তে নিয়ে যাওয়া হবে — সামরিক শিক্ষার জন্য আমি উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করা হবে। তবে ট্রেনিং-এ যেতে হবে নির্বাসনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর। আপাতত আমাকে আইন ব্যাখ্যার দাবি জানিয়ে সেনেটে অভিযোগ-পত্র পাঠিয়েছি...'

বোনকে ফেলিক্স একটু অন্য ধরনের চিঠি লিখতেন — তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন, এমন ভাব করতেন যেন প্রকৃত অবস্থার চেয়ে তিনি নির্বাসনে অনেক ভালই আছেন।

'তোমার দু'টো চিঠিই আমি পেয়েছি। গভর্নরের মাধ্যমে ৫০ রুব্‌ল পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ, তবে সেটা করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখন আমার চিঠিপত্র পড়া হয়, তাই অনেকদিন লিখি নি এবং ভবিষ্যতেও খুব কম লিখব। দিন কয়েক আগে আমি জেলা শহর থেকে ফিরেছি — ওখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে। তবে অসুস্থ ফুসফুসের জন্য আমাকে

চিরতরে বাদ দেওয়া হল। ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও এখানে চিকিৎসা করানো অসম্ভব: এখানে আসে শুধু তরুণ ডাক্তাররা, ওদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এখানকার জলবায়ু স্যাঁতসেঁতে। আমাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করেছি, তবে এতে কোন ফল হবে বলে মনে হয় না। প্রচুর কাজ করি — পড়ি ও শিখি। তোমার ছেলেদের শরীর কেমন? আমার হয়ে ওদের স্নেহ-চুম্বন দিও এবং রুদলফ্‌কে বোলো যে আমাদের কল্যাণে সে সুখে থাকবে; এবং একদল লোক যাতে অন্যদের শোষণ না করে এবং তাদের ঘাড় ভেঙ্গে না বাঁচে, যাতে পুঁজিতন্ত্রের বিলোপ ঘটানো যায়, যাতে বিবেক বিক্রয়ের অবসান ঘটানো যায়, মানবজাতি যে ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে যাতে তা দূর করা যায় তার জন্য সে যদি তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে চায় তাহলে সে স্বাধীনভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলতে পারবে; তাহলে ভবিষ্যতে আর তাকে ডাকাতের মত লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করতে হবে না, কেননা তখন আর কেউ তাকে নির্যাতন করবে না। আমার কথাগুলো যদি তার মনে কোন সাড়া না পায়, সে যদি কেবল নিজের জন্য বাঁচতে চায় এবং কেবল নিজের সুখেরই জন্য চিন্তিত হয় তাহলে তার কপালের মন্দ আছে... আমি যা সর্বোত্তম সুখ এবং নিজের জন্য পবিত্র বলে গণ্য করি তাকে তা-ই করতে বলার দরুন আমার উপর তোমরা রাগ কোরো না...'

৪

গৃহস্বামীর ঘরে দরজার ও-পাশে শোনা গেল ভারী পদক্ষেপ, ফিস্‌ফিস। ফেলিক্স দরজাটি একটু খুললেন। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল লুজিয়ানিনদের পড়শী গাব্রিল চেসনোকোভ। সে চাষা। দাড়িগুলো তার কালো, আর চোখদু'টি জিপসিদের মত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। ফেলিক্স তাকে ভালই জানতেন — গাব্রিল প্রায় সন্ধ্যায়ই তাঁদের কাছে আসা-যাওয়া করত, গল্প করত বিভিন্ন বিষয়ে। লোকটি সে কুণ্ঠাহীন, মুখে কথা বাধে না, কিন্তু এবার তাকে ভীত মনে হল, দ্বিধাগ্রস্তভাবে পায়ের ভর বদলাচ্ছে, টুপিটি হাতে নিয়ে দলছে!

— কী খবর গাব্রিল, কিসের জন্য এসেছ?

— একটু দয়া করুন, বাবু...

— আমি আবার বাবু কবে হলাম, — হেসে ফেলেন ফেলিক্স। — আমি নির্বাসিত বিদ্রোহী, আর তুমি আমাকে বাবু বলে ডাকছ... আচ্ছা, এসো, বসো!

— হাজার হলেও আমাদের মত চাষাভুষো তো আর তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না! তোমার নামটি বড় জবর, সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখাই মুশকিল। তাই বাবু বলে ডাকি। ঠিক না হলে মাফ করবে...

ফেলিক্স অতিথিকে বসালেন একটি টুলে, নিজে বসলেন বিছানায়।

— তারপর বলো তোমার খবর কী?

— খ্রীষ্টের দোহাই, আমাকে তুমি বাঁচাও, বাবু। চিরকাল মনে রাখব।

— কী চাই?

— তোমার কাছে কিছুটা টাকা হবে? ভীষণ দরকার! — বলে চেসনোকোভ।

— অনেক টাকা চাই?

— কী আর বলি, যখন একদমই নেই তখন সামান্যও আমাদের কাছে অনেক: দু'রুবল নব্বই কোপেক। বকেয়া বাকী শোধ করতে হবে... খাজনাদার বলে গেছে, টাকা না দিলে আমার গাইটি নিয়ে নেবে। তিন দিন সময় দিয়েছে। আর গাই ছাড়া আমার গতি কী হবে? না খেয়ে মরে যাব।

— সে কোন মোটা টাকা নয়... সত্যি বলতে কি, আমার কাছেও টাকার বস্তা নেই, তবে মদত করব।

ফেলিক্স পকেট থেকে তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা বের করলেন। বোন যে পঞ্চাশ রুবল পাঠিয়েছিলেন তা ছিল হিসাবের বাইরে, তা তিনি অন্য কাজে লাগাবেন বলে ঠিক করেছিলেন।

— নাও! ধনী হলেই ফেরত দিও!

— অবশ্যই দেব, তুমি নিঃসন্দেহে থাক!.. বনে গিয়ে কয়লা পুড়িয়ে টাকা রোজগার ক'রে তোমাকে ফেরত দেব... তুমি আমাকে বড় বাঁচালে, বাবু!..

কাটল শীত। এল বসন্ত। সূর্যস্নাত দিনগুলিতে ফেলিক্স প্রায় বাড়িতেই থাকতেন না। নদীর তীরে বসে বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতেন কিংবা বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াতেন বনেজঙ্গলে। এমনকি সময় সময় বাড়িতে শুতেও আসতেন না। কাইগরোদস্কয়ের দারোগা এ ধরনের ঘোরাফেরা সুনজরে দেখত না। দের্জিনস্কি গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে চলে গিয়েছিলেন শুনে সে তাঁকে কড়াকড়িভাবে সাবধান করে দিল। ফেলিক্স কথা দিলেন যে তিনি আর কোথাও যাবেন না, কিন্তু একদিন পরেই তিনি আবার বনে বেড়াতে চলে গেলেন এবং বাড়ি ফিরলেন পরের দিন।

জেনেশুনেই তিনি এ কাজ করতেন — নিজের দীর্ঘ অনুপস্থিতে দারোগাকে অভ্যস্ত করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। দিনে দিনে সিদ্ধান্ত স্থির হতে থাকে: পালাতে হবে। নির্বাসন থেকে পালাতেই হবে। সে এক দুঃসহ যাতনা!..

দারোগা দেখল যে ফেলিক্স মাছধরা আর শিকারে মত্ত। শেষপর্যন্ত সে হাল ছেড়ে দিল। কিন্তু ফেলিক্স সময় সময় চলে যেতেন চল্লিশ মাইল দূরে — নলখাগড়ায় ভরা আদভ হ্রদে। হ্রদটি গহন বনে, তার জল আলকাতরার মত কালো, তীরগুলি জলায় ভরা।

কখনও কখনও ফেলিক্স লুজিয়ানিনদের নৌকো নিয়ে চলে যেতেন কামা নদীর উজান কিংবা ভাঁটি বেয়ে। বাড়ি ফিরতেন কয়েকদিন কাটিয়ে। এবার নিজের একখানা নৌকো হলেই হয়। তবে একটি ঘটনা তাঁর সহায় হল।

গাভ্রিল চেসনোকোভ বহুদিন থেকেই ফেলিক্সকে পরিশ নদীর তীরে যাওয়ার জন্য বলছে। ওখানে সে সারা সপ্তাহ কয়লা পোড়ায়, গ্রামে আসে কেবল রবিবারে — খাবার-দাবার নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। পরিশ নদী খুব একটা কাছে ছিল না।

একদিন ফেলিক্স সত্যিই চেসনোকোভের সঙ্গে রওয়ানা দিলেন। পথে যেন কথায় কথায় তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন — সে কামা নদীর নিম্নভাগে গিয়েছিল কিনা, ওখানে কোন রকমের অসুবিধা আছে কি, স্রোত কিরূপ, কোন্ কোন্ নদী এসে পড়ছে ওতে।

পরে শুরু হল নৌকোর কথা: নৌকো ছাড়া জেলে জেলেই নয়। এই পরিশের কথাই ধরা যাক: হেঁটে তার তীরে পৌঁছোনো অসম্ভব,

কাদায় পা আটকে যাবে। তখন গাব্রিল চেসনোকোভ ফেলিক্সকে বলল যে নলখাগড়ার বনে সে ছোট একখানি পরিত্যক্ত নৌকো দেখেছে, ওটা খুব একটা ভাল নয়, তবে সামান্য মেরামত করলেই কাজে লাগতে পারে — তখন একেবারে পের্ম অবধিও যাওয়া যাবে!

নৌকোখানি তাঁরা ঝুপড়ির কাছে টেনে আনলেন, দেখলেন ভাল করে। চেসনোকোভ কথা দিল যে সে তা মেরামত করে দেবে, দাঁড়ও বানাবে। ফেলিক্স জিজ্ঞেস করলেন কত দিতে হবে, কিন্তু চেসনোকোভ রাগ করে:

— ও কথা আর জিজ্ঞেস করবে না, বাবু। তা ভাল নয়! আমরা উপকারের দাম দিই উপকার দিয়েই...

পরিশের তীরে বেশি থাকতে চাইলেন না ফেলিক্স: দারোগাকে সন্দিহান করতে তিনি অনিচ্ছুক। পরদিনই তিনি বাড়ি ফিরলেন। এবার খাদ্যদ্রব্যের কথা ভাবা দরকার।

তাঁকে খাদ্যসামগ্রী জোগাত গৃহকর্ত্রী প্রাসকোভিয়া নিকিতিচনা। ফেলিক্স তার কাছেই গেলেন। তবে এবার তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছুর দাম চুকিয়ে দিতে চাইলেন। প্রাসকোভিয়া নিকিতিচনা যে বাক্সটিতে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এল এমনকি সেটারও দাম জিজ্ঞেস করলেন।

— তোমার কী হল! — পয়সা নিতে অস্বীকার করল প্রাসকোভিয়া নিকিতিচনা। — ফেরার পর দিলেই চলবে। আর ওই বাক্সটার দাম দিতে চাইছ কেন? ওটা তো আর একেবারেই নিয়ে নিচ্ছ না...

ফেলিক্স তামাসা করেন: পয়সা হাতে থাকতেই হিসেব চুকনো ভাল, পরে উড়ে যাবে... প্রাসকোভিয়া নিকিতিচনা কী যেন বুঝতে পারল। পয়সা নিল, বাক্স থেকে নুনের পুঁটলিটা বের ক'রে তাতে আরও কিছুটা নুন যোগ করল।

— নুন একটু কম দিয়েছিলাম, কোথাও আটকা পড়লে অসুবিধা হবে: রুটিরই মত নুন ছাড়া গতি নেই...

ইয়াকশিনের সঙ্গে এরূপ কথা হল: ফেলিক্স পায়ে হেঁটে পরিশ নদী অবধি যাবেন, তারপর নৌকোতে ক'রে সোজা পের্ম অবধি। আর পরে কী হয় দেখা যাবে... এটা অবশ্য ঠিক যে কামা নদী হলেই ভাল হত, জিনিসপত্র নিয়ে এত দূরপথ হাঁটতে হত না, কিন্তু এখানে

নৌকো নিয়ে আসতে অনেক সময় নষ্ট হবে, তার উপর তাতে ঝুঁকিও রয়েছে — চারিদিকে অনেক জেলেই তাঁর পরিচিত, তাই তাঁকে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

দের্জিনস্কি ও ইয়াকশিন এই যুক্তি করলেন যে, যখন সবকিছু ফাঁস হয়ে যাবে তখন ইয়াকশিন যেন এক গুজব রটিয়ে দেয়: দের্জিনস্কি ডাক্তার দেখাতে নলিনস্ক গেছেন, আর ওখান থেকে যাবেন ভিয়াৎকায় গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে — কাইগরোদস্কয়ে থেকে তাঁর স্থানান্তরনের বিষয়ে কথা বলতে চান... এতে সময়ও বাঁচবে, অনুসন্ধানেও অসুবিধা ঘটবে!

রাত ফর্সা হতেই ফেলিক্স চুপিচুপি পথে বেরিয়ে পড়লেন। মাঠ পেরিয়েই বুনো পথ ধরে রওয়ানা দিলেন আদভ হ্রদের দিকে।

সেদিন ছিল ১৮৯৯ সালের ২৮শে আগস্ট। ফেলিক্স মনে মনে হাসলেন: দু'দিন পরেই তাঁর জন্মদিন। নিজের জন্য তিনি তৈরি করছেন এক অপূর্ব উপহার: স্বাধীনতা!

গাভ্রিল চেসনোকোভ ফেলিক্সকে বিদায় জানাতে তীরে এল। সে অবশ্যই বুঝতে পেরেছিল, নির্বাসিতের নৌকোয় কী প্রয়োজন, কোথায় তিনি যেতে চাইছেন এবং কেনই বা ঠিক এই পরিশের তীর থেকে। কিন্তু চেসনোকোভ এমন ভান করল যে সে কিছুই অনুমান করতে পারছে না। ফেলিক্সও নিশ্চিত যে চেসনোকোভ তাঁর মতলব বুঝতে পারছে, কিন্তু অভিনয় চালিয়েই গেলেন, এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আদভ হ্রদে মাছ ধরতে যাচ্ছেন।

তখন সকাল। বেশ ঠাণ্ডা। জলের উপরে ঘন কুয়াশা।

— কেউ জিজ্ঞেস করলে বোলো: হ্রদের দিকে গেছে, একদিন পরে ফিরবে বলে কথা দিয়েছে, — সতর্ক করে দেন ফেলিক্স। তারপর নৌকোটি জলে ঠেলে দিয়ে তাতে উঠে পড়েন। নৌকো তীর ছেড়ে চলে গেল।

ফেলিক্স যতই পের্মের নিকটবর্তী হতে লাগলেন, কামার তীর ততই উঁচু ও খাড়া হতে থাকে। দু'তীরে শত শত বছরের পুরনো ফারগাছ। দিনে তা ঘন সবুজ, রাতে ভীষণ কালো। ফেলিক্সের মনে হল, তিনি যেন গভীর গিরিখাত ধরে নৌকো বেয়ে যাচ্ছেন, তার তীরগুলি মালাকাইটের। জায়গাগুলি এখানে নিভৃত, নির্জন। তাতে

পলাতকের কী আনন্দ! সময় সময় ক্লান্ত হয়ে ফেলিক্স দাঁড় টানা বন্ধ করে দিতেন, এবং তখন স্রোত তাঁকে বয়ে নিয়ে যায় বিশাল পাষাণ তীরগুলির পাশ দিয়ে।

পের্মের উপকণ্ঠে পৌঁছে ফেলিক্স তীরে নেমে পড়েন। পোশাক বদলে রওয়ানা দিলেন স্টেশনের দিকে: সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ ও ওয়ারশর ট্রেন পের্ম হয়েই যায়। ট্রেনখানা দিনের বেলাই ছাড়ে।

ফেলিক্স দের্জিনস্কির মাতাপিতা:
ইয়েলেনা ইগনাতিয়েভনা এবং এদমুন্দ-রুফিন ইওসিফোভিচ।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি — ৮ বছর বয়সে।

মা এবং ভাই কাজিমির (বাঁয়ে) আর স্তানিস্লাভের সঙ্গে ফেলিক্স দের্জিনস্কি (মাঝখানে), ১৮৮৯ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ১৮৯৬ সাল।
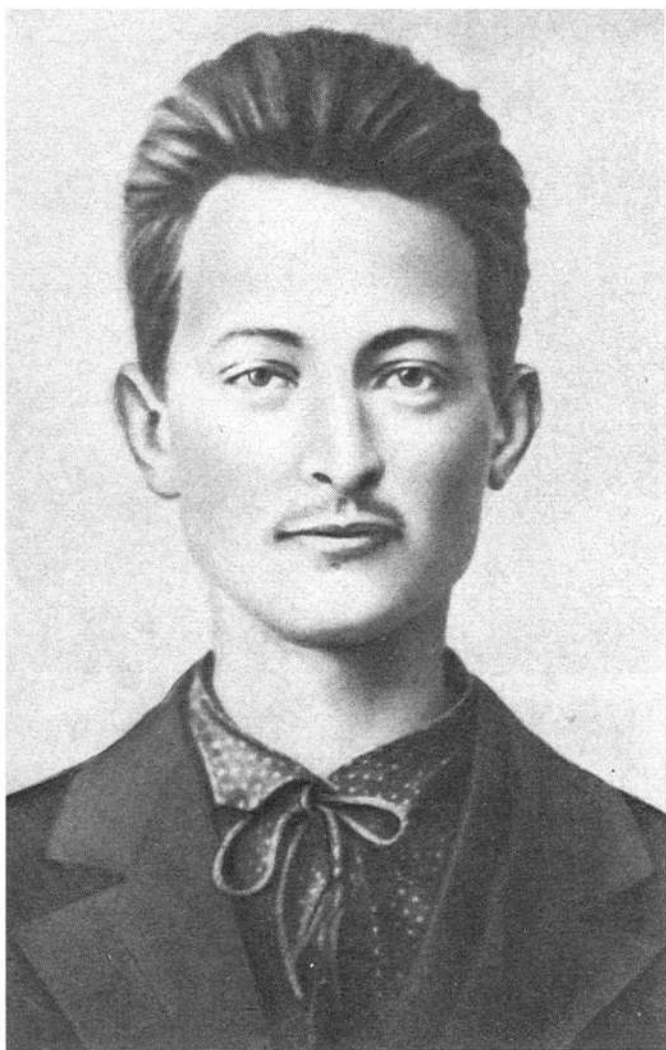
ফেলিক্স দের্জিন্‌স্কি। কভনো জেলে। ১৮৯৮ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ক্রাকোভ, ১৯১১ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ওরিওল সেণ্ট্রেল জেলে। ১৯১৪ সাল।
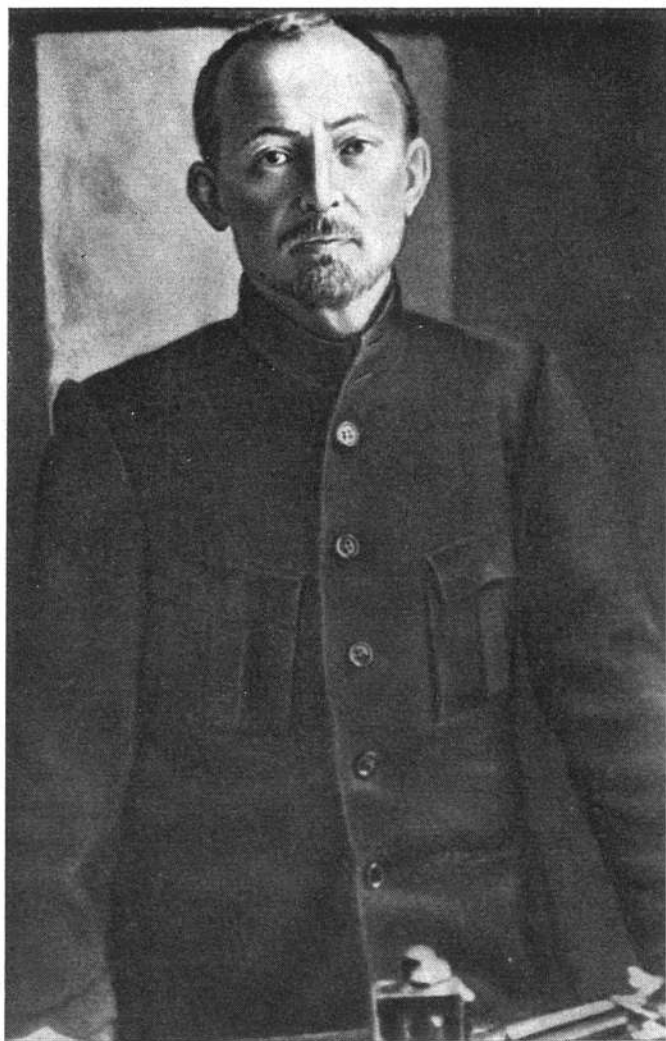
ফেলিক্স দের্জিন্স্কি। ১৯১৮ সাল।

লুগানো-তে পুত্র ইয়াসিক সহ ফেলিক্স দের্জিনস্কি ও সোফিয়া দের্জিনস্কায়া। সুইজারল্যান্ড, ১৯১৮ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ১৯১৯ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ১৯১৯ সাল।

১৯২১ সালে মস্কোর রেড স্কোয়ারে নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের একটি রেজিমেণ্টকে রাষ্ট্রের সম্মানসূচক পতাকা প্রদান কালে ফেলিক্স দের্জিনস্কি।
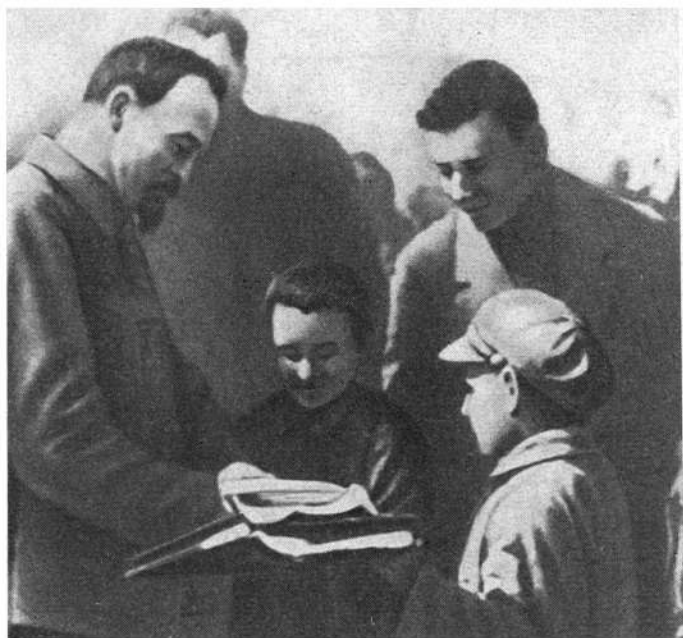
মস্কোর রেড স্কোয়ারে শিশুদের মধ্যে ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ১৯২৫ সাল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি তাঁর কাজের ঘরে। ১৯২১ সাল।

সাইবেরিয়া সফর কালে ফেলিক্স দের্জিনস্কি। ১৯২২ সাল।

স্ত্রী সোফিয়া ও পুত্র ইয়াসিকের সঙ্গে
ফেলিক্স দের্জিন্স্কি। ১৯২৫ সাল।

ফেলিক্স দের্জিন্‌স্কি। ১৯২৬ সাল।

চতুর্থ অধ্যায়

শতাব্দীর শুরুতে

১

ফেলিক্স ভিলনোয় ফিরলেন শরতে। রাত্রে তিনি আলদোনার বাড়িতে এসে উঠলেন। ভাইয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে বোন তো থ হয়ে গেলেন।

— আমি এসেছি, আলদোনা, দরজা খোলো...

আলদোনা সঙ্গে সঙ্গেই ভাইয়ের গলা চিনতে পারলেন। কিন্তু দরজা খুলেই তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন: তাঁর সামনে অচেনা একটি লোক। এক হাতে বাতি তুলে এবং অপর হাতে গাউনের কলার ধরে তিনি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন পুরুষের মুখের দিকে। আলদোনার মুখের ভাব দেখে ফেলিক্স বুঝতে পারলেন যে তিনি অনেক বদলে গেছেন।

— কী? চেনা যাচ্ছে না বুঝি?

তাঁর পায়ে ছিল গোড়ালী-ক্ষয়ে-যাওয়া হাইবুট, যা তিনি পেয়েছিলেন কাইগরোদস্কয়েতে, গায়ে ছিল হাঁটু অবধি লম্বা তুলো-কোট, মাথায় — টুপি, আর পিঠে ঝুলছে বস্তার মত এক ব্যাগ। তাঁকে ঠিক মরসুমী-মজুরের মত দেখাচ্ছে। পথে ফেলিক্স নিজেও নিজের পরিচয় দিলেন দল-থেকে-বিচ্ছিন্ন-হয়ে-পড়া মরসুমী-শ্রমিক বলে।

আলদোনা দেখলেন, ভাই ভীষণ শুকিয়ে গেছে, ভেতরে ঢুকে গেছে তার ধূসর-সবুজ চোখ... এতে তিনি অন্তরে কী এক চাপ অনুভব করলেন।

— হায় ভগবান! কী করে চিনি বল্! — বোন জড়িয়ে ধরেন ফেলিক্সকে। — কোত্থেকে এসেছিস? আয়, ভেতরে আয়, তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় খুলে ফেল, পরে বলবি সবকিছু। তবে আগে স্নান করে নে...

আলদোনা ভাইকে নিয়ে গেলেন ছোট্ট বৈঠকখানায়। ফেলিক্স ছোটদের ঘরের দরজাটি একটু খুললেন: ওখানে ঘুমোচ্ছে আলদোনার ছেলেমেয়েরা।

— ওদের সামনে আমাকে কাজিমির বলে ডাকবে। ওরা ভাবুক যে ওদের বড় মামা এসেছে।

— সে কিসের জন্য?

— তাই দরকার। আমি যে এখন পলাতক...

— তাহলে তুই...

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই! ওই অভিশপ্ত কাইগরোদস্কয়েতে বেকার বসে থেকে থেকে আমি হয়রান!.. তোমার এখানে বেশি দিন থাকব না।

— কী যে বলিস! — আলদোনা একটু লাল হয়ে ওঠেন, তিনি ভাবলেন যে বিস্ময় প্রকাশ করাতে হয়তো ভাইয়ের মনে লেগেছে। — তা যতদিন প্রয়োজন হয় ততদিনই থাক না।

পলায়নের পর পরই আত্মীয়দের বাড়িতে এসে হাজির হওয়া — সে ছিল বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। কিন্তু ফেলিক্স ভাবলেন যে পুলিশ যতদিন তাঁর পলায়নের বিষয়ে টের না পাচ্ছে এবং যতদিন না দেশজোড়া তল্লাসী চালাচ্ছে ততদিনে তিনি বাড়িতেও কিছু সময় কাটাতে পারবেন, নিজের জন্য অধিক নিরাপদ এক আশ্রয়ও খুঁজে নেবেন।

সত্যি, এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না তাঁর। ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্থা তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। নির্বাসনে থাকার সময় ফেলিক্স যে-সমস্ত দুঃসংবাদ পান দেখা গেল তা আসলে যাকিছু ঘটেছে তার অতি তুচ্ছ একটি অংশমাত্র। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন ডাক্তার দাশকেভিচ। প্ররোচকের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত হয়েছেন ওলেখনোভিচ। সাথীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। এমন একটি গুপ্ত স্থানও আর ছিল না যেখানে গিয়ে ফেলিক্স তাঁর প্রত্যাবর্তনের খবর দিতে পারেন।

বোনের বাড়িতে এসে হাজির হওয়ার এক ঘণ্টা আগেই ফেলিক্স এ সমস্তকিছু জানতে পান ওলেখনোভিচের স্ত্রী আন্নার কাছে। সন্ধ্যা অবধি স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি ক'রে ফেলিক্স সর্বাগ্রে গেলেন জারেচিয়ে-তে। ওখানে কোনকালে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন

ওসিপ ওলেখনোভিচ। জীবনে কখন কী ঘটবে কে জানে, তাই তাঁরা কভনোর জেলে থাকার সময়ই পরস্পরের ঠিকানা টুকে নেন। ফেলিক্স দেন আলদোনার ঠিকানা, ওসিপ — আন্নার।

আন্না ওলেখনোভিচ ফেলিক্সের সঙ্গে কথা বলতে বেরোলেন অন্ধকার বার-বারান্দায়। এই বারান্দাই বাড়িওয়ালার ঘরের সঙ্গে যুক্ত করছে তাঁর কামরাটি। সংক্ষিপ্ত আলাপ। আন্না বললেন যে ওসিপকে পাঠানো হয়েছে পূর্ব সাইবেরিয়ার কোথাও, আর দাশকেভিচের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তবে তারা ঠিক কারা — তিনি বলতে পারলেন না। আন্না ওসিপের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছেন, কিন্তু কোথায় যাবেন তা এখনও অজ্ঞাত। তাছাড়া এত দূরের পথে ছোট শিশুকে নিয়ে বেরোতে ভয়ও হয়...

পরের দিন ফেলিক্স বোনকে ইউলিয়ার কাছে পাঠালেন একটি সংবাদ দিয়ে: তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। ইউলিয়া উত্তরে জানালেন: লাইট পোস্টের আলো জ্বলার ঠিক পর পরই তিনি জামকোভি পার্কে ফেলিক্সের জন্য অপেক্ষা করবেন।

দূর থেকেই ফেলিক্স চিনতে পারেন ইউলিয়াকে — উনি তাঁরই দিকে আসছেন। দমকা হাওয়ায় মাথাটি একটু নুইয়ে টুপিটি ধরে রেখে তিনি তাকান পথচারীদের দিকে। তিনি মন দিয়ে দেখেন, কিন্তু ফেলিক্সকে চিনতে পারেন না... হ্যাঁ, সে কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়! পরের প্রশস্ত ওভার-কোটে ফেলিক্সকে কেতাদুরস্ত সাহেবের মত দেখাচ্ছে। পেছন থেকে পড়ছে লাইট পোস্টের আলো, তাঁর মুখটি আছে গভীর অন্ধকারে।

ইউলিয়া থামলেন। হঠাৎ ছুটলেন ফেলিক্সের দিকে। তাঁর হাতদুটি ধরে উজ্জ্বল মুখটি তুলে চাইলেন।

— এ কি তুমি!.. ফেলিক্স!

তাঁরা চলতে লাগলেন পার্কের বিশ্রী পথ ধরে। হেমন্ত কাল তখন। চারিদিক থেকে বইছে হাড়-কাঁপানো হাওয়া। অনেকখন তাঁরা ঘুরলেন রাতের শহরে। খারাপ আবহাওয়ার দিকে তাঁদের কোন খেয়ালই নেই। অনেক কথা হল। স্মরণ করলেন পুরনো ঘটনাবলি এবং কথাবার্তা, বললেন নিজেদের লক্ষ্যের বিষয়ে যে-লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা বেঁচে থাকেন

এবং যা তাঁদের করে ঐক্যবদ্ধ। পরে নির্জন এক জায়গায় তাঁরা একটি বেঞ্চি খ্‌জে পেলেন। ইউলিয়া ঠাণ্ডায় জমে যেতে লাগলেন। ফেলিক্স নিজের ওভারকোটের প্রশস্ত প্রান্ত দিয়ে তাঁকে ঢেকে ফেললেন। তাঁরা আলাপ চালিয়ে গেলেন শান্ত গলায়। পথের লোকেরা তাঁদের বাদলা রাতে আশ্রয়হীন প্রেমিক বলে ধরে নিল। তাঁদের জন্য লোকেদের সহান্‌ভূতি হল।

— তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, এখানে কী ঘটছে, — বলেন ইউলিয়া। — পোলীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয়তাবাদীরা সর্বত্রই বড্ড মাতব্বরি করছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে যে একমাত্র তারাই নাকি পোল্যাণ্ডে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করছে, র্‌শ প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে নাকি তাদের পথের মিল নেই, এক কথায় রাশিয়া ছাড়াই তারা নাকি সমস্তকিছ্‌ করে ফেলবে...

— ও কথা আমি শ্‌নেছি!

ফেলিক্স তখন ইউলিয়াকে জ্‌কের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটির বিষয়ে বললেন।

— প্রসঙ্গত, তুমি জান ও কী করছে? — জিজ্ঞেস করেন ফেলিক্স।

— অবশ্যই জানি — ও এখানেই চাঁই হয়ে আছে, তবে ভিলনোয় দেখা দেয় ক্বচিৎ।

— তা আমাদের যারা টিকে আছে তাদের কী খবর, কোথায় তারা?

— ভিলনোয় এখন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্থার কোনে অস্তিত্বই আর নেই। আছে কেবল ছড়ানো-ছিটানো কিছ্‌ লোক। এই হচ্ছে অবস্থা, ফেলিক্স...

— তার মানে এমন একজন লোক চাই যে এদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে, সংস্থার প্‌নঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

— কে তা পারবে? বিশ্বাস কোরো, ভিলনোর কারখানাগ্‌লির শ্রমিকদের কাছে তোমাকে যেতেই দেওয়া হবে না, ওদের ভীষণ প্রভাবিত করেছে পোলীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয়তাবাদীরা... হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই! — ফেলিক্সের প্রতিবাদপ্‌র্ণ দ্‌ষ্টি লক্ষ্য ক'রে বলেন ইউলিয়া। — তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে ভিলনো থেকে দ্‌রে কোথাও পাঠিয়ে দেবে। জ্‌ক যেকোন উপায়ে তোমাকে পাঠাবেই পাঠাবে।

— মনে হচ্ছে, ব্যাপারটি তুমি একটু অতিরঞ্জিত করছ, ইউলিয়া, —

চিন্তিতভাবে বলেন ফেলিক্স। — নতুন কোন কমরেডের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পার?

— কালই কোনকিছু করার চেষ্টা করব! কিন্তু তোমার একটুও জিরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই? তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। পরিবর্তনের জন্য বিদেশে গেলেও তো পার, ফেলিক্স?

— কিছুতেই না! তাহলে আমি কি বেকার বসে থাকার জন্যই হাজার হাজার মাইল দূর থেকে পালিয়ে এসেছি?!

ইউলিয়া যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সবকিছু ঠিক তেমনি ঘটল। ভিলনোয় পুস্তক-বাঁধাইকারীর প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটি গুপ্ত আন্দোলনের ভেতরে জানাজানি হয়ে যেতেই জুকের শিবিরে এমন সব ব্যবস্থা গৃহীত হল যাতে যতসই অজুহাতে তাঁকে শহরের বাইরে পাঠানো যায়। সফল পলায়নের জন্য ফেলিক্সকে তারা অভিনন্দিত করল, স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে সমবেদনা প্রকাশ করল এবং চিকিৎসার জন্য অনতিবিলম্বে ইতালি, সুইজারল্যান্ড অথবা কার্লসবাদে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিল... বিদেশে ঢের শান্তিতে থাকা যাবে! আর এখানে তো অনেককিছুই ঘটতে পারে! ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। ভিলনোয় সবাই তাঁকে চেনে। দের্জিনস্কি গ্রেপ্তার হলে অন্যদেরও হাতে হাত-কড়া পড়বে...

শেষ পর্যন্ত ফেলিক্সকে ভিলনো থেকে তড়িঘড়ি উধাও-ই হতে হল...

২

নির্বাসনদন্ড যাপনকারী দের্জিনস্কির স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতে কাইগরোদস্কয়ের দারোগা গ্রিজলোভ প্রথম দিকে কোন উদ্বেগই প্রকাশ করল না। চলে গেছে তো কী হয়েছে! ফিরতে তো হবেই। বাছাধন যাবে আর কোথায়! তবে শিগগিরই গ্রিজলোভের আশঙ্কা বাড়তে লাগল।

লুজিয়ানিন গিন্নির সঙ্গে সাক্ষাতের পরই গ্রিজলোভের টনক নড়ল। কুয়োর ধারে লুজিয়ানিনের বউকে দেখে সে একথা-সেকথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, দের্জিনস্কি কি দূরে কোথাও গেছে। ভদ্রমহিলা

তো হতভম্ব হয়ে গেল। উল্টোপাল্টা কীসব বলতে শুরু করল। চোখের দিকে তাকাতে পারে না। হাতের আঙুলগুলি কাঁপছে — যেন কোনকিছু চুরি করেছে। বলে, 'ওর ব্যাপার-স্যাপার আমার জানা নেই, আমায় কিছুই বলে না...' ওর হাবভাবে পুলিশ কর্মচারীর সন্দেহ জাগল: ও কোনকিছু জানে নিশ্চয়ই, বলতে চাইছে না।

সময় কাটতে লাগল, অথচ দের্জিনস্কির কোন পাত্তা নেই। ইয়াকশিন ফিরে এল। সে বলল যে কাইগরোদস্কয়ে থেকে যাওয়ার সময় দের্জিনস্কি বাড়িতেই ছিলেন এবং তাঁর কোথাও কোন শিকারে যাওয়ার কথা ছিল না।

গ্রিজলোভের ভীষণ আশঙ্কা হচ্ছিল। ঘটনাটির কথা উপরওয়ালাদের আপাতত সে জানাল না। ঠিক করল নিজেই খুঁজে বার করবে। দের্জিনস্কি সাধারণত কোথায় শিকারে যায় লুজিয়ানিনদের কাছে সে তা জেনে নিল। পরদিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়ল পরিশ নদীর উদ্দেশ্যে।

চলল সে বুনো পথ ধরে, উঁচু জায়গা আর শুষ্ক জলার উপর দিয়ে। ঘর্মাক্ত ঘোড়া শ্বাস ফেলছে কষ্টে।

পরিশের তীরে তার দেখা হল কাইগরোদস্কয়ের এক চাষার সঙ্গে। ও ওখানে কাঠের কয়লা পোড়াচ্ছিল।

— এই, তুমি থাক কোথায়! — ঘোড়া থেকে না নেমেই হাঁক দিল দারোগা।

— কাইগরোদস্কয়েতে থাকি, হুজুর।

— নাম কী?

— গাভ্রিল চেসনোকোভ...

— তা গাভ্রিল, তুমি নির্বাসিত দের্জিনস্কিকে চেন?

— তা আবার চিনব না, হুজুর! আমরা যে পড়শী। উনি লুজিয়ানিনদের ভাড়াটে, আর আমরা থাকি পাশেরই বাড়িতে।

— তুমি এখানে ওকে দেখ নি?

— দেখেছি বটে, হুজুর। এখানে উনি মাছ ধরছিলেন। আমার ঝুপড়িতেই দু'দিন কাটিয়েছেন।

— তা এখন ও কোথায়?

— সে কী করে বলব... ছিপ আর বন্দ্বক কাঁধে ফেলেই চলে গেলেন। এখন নিশ্চয়ই বাড়িতে...

— তা গেছে কোন দিকে? — অধীরভাবে জিজ্ঞেস করল দারোগা।

— আদভ হ্রদের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। ওই ওদিকে, — হাত নেড়ে অনির্দিষ্টভাবে দেখাল কয়লা-পর্ড়িয়ে।

— গেছে অনেক আগে?

— তা তো ঠিক মনে নেই, হ্বজ্বর। গত কাল দ্বপ্বরের আগে, কিংবা তরশ্ব দিন। সব দিনই তো আমার কাছে সমান, ঠিক একেবারে কয়লার মত — কোন ফারাক দেখি না...

— ভীষণ মনভোলা লোক তো তুমি, — রাগ করে দারোগা। — তা হ্রদে যাওয়ার পথটথ আছে?

— আছে, তবে বড় খারাপ। হ্বজ্বর আপনার ঘোড়াটিকে খাটিয়ে মারবেন... নদীর পার ধরেই যান। আমাদের চাষাভুষোরা ওখানে কেবল শীতের সময়ই যায় — স্লেজে করে...

চেস্নোকোভের সঙ্গে আলাপের পর দারোগার মনে আশার সঞ্চার হল। এবার হয়তো ঈশ্বরের দয়ায় দের্জিনস্কির খোঁজ মিলবে! গ্রিজলোভ এমনকি তাঁর উপর রাগ করল না — কেবল খ্বঁজে পেলেই বাঁচে...

— দের্জিনস্কি এখানে যদি দেখা দেয় তো বল — শিগগির যেন কাইগরোদস্কয়ে ফেরে! এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার কাছে হাজির হয়! দেখো, ভুলো না কিন্তু!

— তা কেমন ক'রে হয়, হ্বজ্বর! সবই বলব আপনার কথামত। ওঁকে তো কেবল আমার ঝুপড়ির পাশ দিয়েই যেতে হবে।

চেসনোকোভ তাকিয়ে রইল চলে-যাওয়া দারোগার দিকে এবং মনে মনে একটু হাসল।

পর্লিশ কর্মচারী গ্রিজলোভ মিছেই আদভ হ্রদে গিয়েছিল। ক্লান্ত হয়ে রেগেমেগে রাত্রে ফিরল গ্রামে। ঘোড়াটিকে অল্পের জন্য মেরে ফেলে নি।

সকালে সে গেল লর্জিয়ানিনদের বাড়িতে। এজাহার নেওয়ার জন্য। ইয়াকশিন যেন সহসা বলে ফেলল, ডাক্তার দেখানোর জন্য দের্জিনস্কির নলিনস্ক যাওয়ার কথা ছিল।

গ্রিজলোভের মনে ফের আশার সঞ্চার হল — সত্যিই হয়তো ও নলিনস্ক গেছে এবং শিগগিরই ফিরে আসবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে সে তার উপরওয়ালা — শেভেলিয়ভের কাছে রিপোর্ট লিখতে বসল।

বিভিন্ন সংস্থা ঘুরেফিরে সপ্তাহ বাদে রিপোর্টটি পৌঁছল গভর্নর-জেনারেলের অফিসে।

১৮৯৯ সালের ৩০শে অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে দিকে দিকে গোপন সার্কুলার প্রেরিত হয়। তাতে পলাতক রাষ্ট্রীয় অপরাধীদের নামের তালিকা ছিল — ওদের খুঁজে বার করতে হবে।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি তখন ওয়ারশতে।

জারের প্রতীক এবং গোল সরকারী মোহর চিহ্নিত সার্কুলারটি ওয়ারশয় পৌঁছল কর্নেল ইভানোভের নামে। দু' বছর আগে কভনোয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংস্থার বিলোপ ঘটানোর জন্যই প্রমোশন দিয়ে তাঁকে ওয়ারশয় বদলি করা হয়।

'এ কি সেই দের্জিনস্কি যাকে আমরা কভনোয় ধরেছিলাম? — নামটির দিকে তাকিয়ে ভাবলেন কর্নেল। — হ্যাঁ, ও-ই বটে...'

জটিল ভাষায় লেখা সার্কুলারটি কোন মতে কষ্টেসৃষ্টে পড়ে ইভানোভ ক্যাপ্টেন চেলোবিতভকে ডেকে পাঠালেন। চাকুরী জীবনে পদোন্নতি হওয়ার পরও কর্নেল কিন্তু এই অধ্যবসায়ী তদন্তকারীর কথা ভুলে যান নি। তাকেও ওয়ারশয় বদলির দাবি তুললেন।

— গ্লেব নিকোলাইয়েভিচ, দাদা এই কাগজটি একবার দেখে দেবেন। ছাইভস্ম কী লেখে বোঝা মুশকিল — না আছে দাঁড়ি, না কমা। এক-একটা বাক্যই অর্ধেক পৃষ্ঠা... এতে আমাদের ওই সোহাগ-চাঁদ দের্জিনস্কির বিষয়ে বলা হচ্ছে। মনে পড়ছে? বেটা জুচ্চোর নির্বাসন থেকে সেই পালিয়েছে ঠিকই! চারিদিকে খোঁজা হচ্ছে। এবার আমাদের এদিকেই দেখা দেবে... আপনি একটু খেয়াল রাখবেন আর কি। দেখুন তো, কী বজ্জাত — ঠিকই পালিয়েছে!

এতদিনে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের খুব একটা পরিবর্তন হয় নি। কেবল ধারাল চোখগুলোই আরও ভেতরে ঢুকেছে — এই যা। ওয়ারশর পুলিশ দপ্তরে সে নিরাপত্তা বিভাগের সিক্রেট সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে ছিল।

সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে আগত সার্কুলারটি মুহূর্তের মধ্যে পড়ে ফেলে চেলোবিতভ আসল ব্যাপারটি বুঝে নিল।

— ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ, আমার মনে হয় পলাতক দোর্জিনস্কি পোল্যান্ড রাজ্যে অবশ্য-অবশ্যই আসবে। ওর মত ঘুঘুদের আমার জানা আছে। দেশের টান, ছেলেবেলার স্মৃতি, ভাইবন্ধুদের মায়া ইত্যাদি সব সেণ্টিমেণ্ট্যাল ব্যাপার ওকে অবশ্যই আমাদের এলাকায় নিয়ে আসবে... ব্যস, তখনই আমরা বেটাকে পাকড়াও করব। আমার মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি এসেছে, পরে আপনায় বলব...

— ভাল কথা! তাহলে গ্লেব নিকোলাইয়েভিচ, আশা করি এবারও আপনি আমায় ডোবাবেন না।

এই এক্ষুণি চেলোবিতভ যে চমৎকার বুদ্ধির কথা বলল তা আসলে কিন্তু কিছুই নয়। কথাটি বলেছে কেবল নিজের দাম বাড়ানোর জন্য। সোশ্যাল-রেভলিউশনারি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবং নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংগ্রামে কিছু ব্যবস্থা সে ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। তবে তার মতে এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থাটি হল — এই সমস্ত সংগঠনে নিজেদের লোক অর্থাৎ গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেওয়া। তার মনোনীত গুপ্তচরেরা প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হত, বিপ্লবীরা এদের অনেককে প্ররোচক গণ্য ক'রে প্রাণেও মেরেছে। এতে করার কী আছে! আপন নিরাপত্তার ব্যাপারে গুপ্তচরেরা নিজেরাই ভাবুক। তারা নিজেরাই জানে, কোন্ কাজে হাত দিচ্ছে এবং কিসের জন্য টাকা পাচ্ছে।

নিজ পরিকল্পনার মত চেলোবিতভ রওয়ানা দিল ওয়ারশ দুর্গে। তার হাতে ছিল জেল পরিচালকের নামে লেখা একখানা নির্দেশনামা — 'পুলিশ কর্মচারি মিঃ চেলোবিতভের বিচার-বিবেচনা ও ইচ্ছা অনুসারে' তাকে বন্দীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া হোক।

জেলখানায় ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের নজর গিয়ে পড়ল একদল কয়েদীর উপর। ছ' মাস আগে ওয়ারশর উপকণ্ঠে ওরা পুলিশের এক গুপ্তচরকে খুন করে। বন্দীরা জানত যে ওদের ভাগ্যে কী আছে। কয়েদীদের অপরাধের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না, কিন্তু সরকারী অভিযোক্তা অন্যদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ওদের মৃত্যুদণ্ডের দাবি জানালেন।

প্রহরী বন্দীদের এক-একজন ক'রে নিয়ে এল জেল-দারোগার

কামরায়। চেলোবিতভ প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ শুরু করে একই কথা দিয়ে:

— কী ভায়া, ফাঁশির হুকুম হয়েছে শুনেছিস?

এ প্রশ্নে কয়েদীর কীরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ ঠিক করত, এর সঙ্গে আর আলাপ ক'রে সময় নষ্ট করা উচিত হবে কিনা। কাউকে-কাউকে সঙ্গে সঙ্গেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়, আর কারো-কারো সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যায় — তাদের বিষয়ে জেনে নেয় প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য। শেষে সাতজন কয়েদীর ভেতর চেলোবিতভের মনে ধরল দু'জনকে — পঁচিশ বছর বয়েসী কাঠ মিস্ত্রি আন্দ্রেই সেতকোভিচ ও রুটিওয়ালা কান্দিবকে। তবে সেতকোভিচকেই ওর বেশি পছন্দ হয়: তার জানাশোনা লোকের সংখ্যা অনেক, তার যোগাযোগ আছে শ্রমিকদের সঙ্গে, যাদের বিষয়ে নিরাপত্তা বিভাগ বিশেষ আগ্রহী।

সেতকোভিচ বিপদে পড়ে একেবারে মনমরা হয়ে আছে।

— কী আর করা, — চেলোবিতভের প্রশ্নের জবাবে নীরস গলায় বলে সে, — যা হবার তা হবেই... আপনাকে শুধু এইটুকুই বলব, হুজুর, আমি কোন অপরাধ করি নি। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি...

— হলেও হতে পারে... এখন দোষী আর নির্দোষ — তাতে কিছু যায় আসে না, ফাঁশিতে ঝুলতে হবেই, — কঠোরভাবে বলে চেলোবিতভ। — অভিযোগ পড়েছিস? ওতে সবকিছু স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে। সরকারী অভিযোক্তা যখন লিখেছে, আদালত তা অমান্য করবে না। পড়েছিস অভিযোগ?

— পড়েছি, — কয়েদী এত আস্তে বলল যে প্রায় শোনাই গেল না।

— জেলে ঢোকার আগে রোজগার তো ভালই হত বোধ হয়?

— মন্দ নয়...

— ব্যস, আর এবার বউ তোর ভিখ মাগবে... ছেলেমেয়ে আছে?

— আছে... এক বছরের ছেলে আর এক মেয়ে।

কয়েদী করুণ চোখে তাকাল পুলিশ ক্যাপ্টেনের দিকে। চেলোবিতভ বুঝল যে ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছে।

— হুজুর, যেভাবে পারেন আমার মদদ করুন। নির্দোষ আমি... ছেলেমেয়ের জন্য দুঃখ হয়।

—তা আমি বুঝি, — সমবেদনা জানানোর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চেলোবিতভ। — বউ না হয় পথে গিয়ে ভিখ মেগে পেট পালবে। কিন্তু বাচ্চাগুলোর কী দশা হবে?.. ভুখা মরে যাবে যে।

সেতকোভিচ হাত দু'টি দিয়ে মাথা চেপে ধরে কনুই ঠেকাল টেবিলে।

— মদদ করুন, হুজুর! আপনার পায়ে ধরছি।

— মদদ অবশ্য করা যায়...

— আপনি যা চান তা-ই করব! যা চান!.. — সেতকোভিচের চোখে দেখা গেল আশার দৃষ্টি।

— বুঝলাম... তোর কাছ থেকে কোন সাহায্য আমার অবশ্য দরকার নেই। কেবল তোর বাচ্চাদুটোর জন্য মন কাঁদছে... তা তুই অবশ্য একটি কাজ করতে পারিস... — ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ এমন ভান করল যেন এই চিন্তাটি এক্ষুণি তার মাথায় এসেছে। — তা আমি তোর মুক্তির জন্য চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে তুই... তবে তুই সময় সময় আমাকে এসে বলবি তোদের মধ্যে কে মানুষ ক্ষেপিয়ে বেড়ায়... সব সময় নয়। এই ধর, মাসে একবার। কেমন?

সেতকোভিচ ঘন ঘন চোখের পলক ফেলতে লাগল।

— তার মানে, হুজুর, আমাকে জুডাস হতে হবে?

— না, তা কেন হতে যাবি? এখন যেমন আন্দ্রেই আছিস ঠিক তেমনিই থাকবি! আমাদের দু'জন ছাড়া আর কেউ-ই কোনকিছু জানবে না। তাছাড়া কাজ তো আর মুফ্‌তে করবি না — মাসে মাসে কিছু টাকাও পাবি।

— না, এ কাজ করতে আমি রাজী নই। বেইমানের কাজ আমার দ্বারা হবে না।

— তা তোর ইচ্ছা। নিজেই তো মদদ করতে বলেছিস। এবার বেছে ফেল... বাঁচার সাদ থাকলে মত দে। না থাকলে — মর গে। তোর জায়গায় আমি হলে রাজী হয়ে যেতাম। ভেবে দেখ। তবে বিচারের আগে ঠিক করে ফেল, নতুবা পরে দেরি হয়ে যাবে... দিন দুয়েকের মধ্যে ফের জেলে আসব, তখন ডেকে পাঠাব।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ প্রায় নিশ্চিতই ছিল যে সেতকোভিচ রাজী হয়ে যাবে। একটু যন্ত্রণা ভোগ করবে, দু'-এক রাত ঘুমোবে না — তারপর রাজী হবেই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে চেলোবিতভ দেখেছে যে যারা একটু অবস্থাপন্ন তারাই তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করে, তাদের মরতে কষ্ট হয়। আর কাঙালদের কী-ই বা আছে — ওদের আবার বাঁচা আর মরা... সেতকোভিচকে নিয়ে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের বেশ আশা আছে — ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত রাজী হবেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ওয়ারশর সেণ্ট্রেল জেলে সে আজ অযথাই সময় নষ্ট করে নি।

খোশ মেজাজে চেলোবিতভ গাড়িতে এসে বসল। অফিসের সময় তখন শেষ হয়ে গেছে। তবে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ ঠিক করল যে বাড়ির পথে নিরাপত্তা বিভাগে একবার ঢু মেরেই যাবে — উপরওয়ালার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে হবে। কর্নেল ইভানোভ তখন অফিসে ছিলেন না। তাঁর পাশের কামরায় বসে ছিল বাকাই — ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লোকটি সে জোয়ান, হ্যাংলা-পাতলা, খাটো। কালো চশমা পরেছে বলে তার চোখের প্রকৃত ভাবটিই বোঝা যাচ্ছে না।

— সাহেব কোথায় গেছেন? — কামরার খোলা দরজার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে চেলোবিতভ।

— সাহেব কোথায় গেছেন এবং নিরাপত্তা বিভাগে কী ঘটছে তা বলা নিষেধ... — তামাসা করে বলে বাকাই।

— ভীষণ সাবধানী লোক তো আপনি, মিখাইল ইয়েগরোভিচ। নিরাপত্তা বিভাগে কাজের জন্যই যেন জন্মেছেন... কর্নেল ইভানোভ কোথায় গেছেন এতে এমন কী গোপন ব্যাপার আছে?

— জানি না... খুব জরুরী দরকার?

— না, তেমন একটা জরুরী নয়, তবে কাল উনি, মনে হয়, কয়েক দিনের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন; একটা কাজে আমায় উনার সম্মতি পেতে হবে।

— তাহলে ক্যাপ্টেন একটু অপেক্ষা করুন। সাহেবের শিগগিরই ফেরার কথা।

— না, অপেক্ষা করতে পারব না... আজ আমার বাড়িতে

পারিবারিক উৎসব — বউয়ের নাম দিবস। আপনি অনুগ্রহ করে কর্নেলকে বলবেন যে নতুন গোয়েন্দা বাছাইয়ের কাজ ভালই এগুচ্ছে। দিন দুয়েকের মধ্যে সরাসরি এখান থেকে, নিরাপত্তা বিভাগ থেকে ওর পলায়নের আয়োজন করব। কর্নেলের অনুমতি পেলেই হল। দেখলেন তো আপনার কাছে আমি কিছুই গোপন করছি না।

আন্দ্রেই সেতকোভিচের সঙ্গে আলাপের বিশদ বর্ণনা দিল চেলোবিতভ।

— কর্নেলকে সাগ্রহেই সবকিছু বলব, — কথা দিল বাকাই। — তবে নতুন গোয়েন্দার বিষয়ে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে জানানো উচিত নয় কি? আমার মনে হয় এরূপ নিয়ম আছে।

— আরে না না, এ তো একেবারে ছুঁচো!.. তবে আমার নজরে এখন অন্য একটি লোকও রয়েছে — সে ব্যাপারই আলাদা। ওকে পাকড়াও করতে পারলে একেবারে সোজা পিটার্সবুর্গে রিপোর্ট দাখিল করতে হবে, আর আপনারা তখন আমাকে অভিনন্দিত করবেন 'ভ্লাদিমির পদক' লাভের জন্য। এবং পুরস্কারও পাব! — চেলোবিতভ বিশ্রী হাসি হাসল।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ যখন চলে গেল, বাকাই ফের তার কাজে মনোনিবেশ করল। পড়তে লাগল নতুন গোপন রিপোর্টগুলো। তার দায়িত্ব ছিল নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক এবং ওয়ারশ পুলিশ দপ্তরের জন্য গোপন রিপোর্টসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করা।

বাকাই ওয়ারশয় এসেছে সম্প্রতি। এর আগে সে ছিল ইয়েকাতেরিনোস্লাভ শহরে। ওখানে পুলিশ দপ্তরে সে নিজেকে দক্ষ কর্মী বলে প্রতিপন্ন করেছে। বাকাই অংশ নিয়েছে চের্নিগোভের গোপন ছাপাখানা এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগ্রামী সংগঠন বিলোপের অভিযানে। ওয়ারশয় সে গভর্নর-জেনারেলকে হত্যার ষড়যন্ত্র ফাঁশ করে দেয়। শোনা যেত, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে মিখাইল বাকাইয়ের নাকি প্রভাবশালী কোন লোক রয়েছে যে তাকে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সবাই ভাবল, শিগগিরই সে ওখানে উচ্চ পদ লাভ করবে।

কেউ বলতে পারল না, এই গুজব কতদূর সত্য। তবে এ কথা ঠিক যে ওয়ারশর নিরাপত্তা বিভাগে বাকাইয়ের প্রচুর খাতির ছিল। তার

ভাগ্যে অনেকেরই হিংসা হত, অনেকেই তাকে ভয় পেত এবং তার তোয়াজ করত।

কর্নেল ইভানোভ যখন ফিরলেন, বাকাই তাঁকে মনোনীত গোয়েন্দার পলায়ন আয়োজনের ব্যাপারে চেলোবিতভের অনুরোধের কথাটি জানাল।

— কোত্থেকে পালাবে?

— বোধ হয় আমাদের এখান থেকে।

— এমতাবস্থায় আমি রাজী আছি, চেলোবিতভকে বলে দেবেন। তবে কেবল সাবধান করে দেবেন, দুর্গ থেকে যেন পলায়ন আয়োজন করা না হয়। এতে বিপ্লবীদের মনে সন্দেহ জাগবে: দুর্গ জেলে পরিণত হওয়ার পর ওখান থেকে একটি কয়েদীও পালাতে পারে নি। না থাক... — ভাবনায় পড়লেন ইভানোভ, পকেট থেকে বার করলেন ভাল কাজের জন্য পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত সোনার সিগারেট কেইস; একটি সিগারেট ধরালেন। — না থাক, কোন পলায়ন আয়োজনের দরকার নেই। আগামী সপ্তাহেই একদলের বিচার শুরু হবে। সবুর করা যাক। সেতকোভিচকে এবং লোক-দেখানোর জন্য আরও কাউকে যাতে ছাড়া যায় কথা বলে সে বন্দোবস্ত করে নেব। তা-ই বলবেন চেলোবিতভকে।

সেদিন ছিল ১৮৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার। তবে গ্রিগোরিয়ান পঞ্জিকা মতে — নতুন বছরের ১৩ই জানুয়ারি। ইউরোপে তখন নববর্ষের প্রায় দু'টি সপ্তাহই কেটে গেছে, কিন্তু রুশ সাম্রাজ্য সবে কেবল নববর্ষে পা ফেলছে। সেদিন ওয়ারশ নববর্ষ বরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল বিপুল সমারোহের মধ্যে। উৎসবের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ২২ বছর বয়সী পলাতক ফেলিক্স দের্জিনস্কিও। সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন প্রাক্তন এই জমিদার-পুত্র।

স্বাধীন অবস্থায় তখন চলছে পঞ্চম মাস। পরে বোন আলদোনাকে তিনি লিখেছিলেন:

'জীবন আমার মধ্যে গড়ে তুলেছে — যদি এভাবে ব্যক্ত করা যায় — অদৃষ্টবাদী অনুভূতি। যাকিছু ঘটেছে (নতুন গ্রেপ্তার) তার জন্য আমি দুঃখিত নই এবং হা-হুতাশও করছি না। হতাশা কী জিনিস আমি জানি না।

গ্রীষ্মকালে কাইগরোদস্কয়েতে কেবল শিকার করেই সময় কাটিয়েছি।

সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কখনও পয়দল আর কখনও বা নৌকোতে ক'রে ছুটেছি শিকারের সন্ধানে। কোন বাধাবিপত্তিই আমাকে থামাতে পারে নি।

তুমি ভাবছ, এই শিকারী জীবন হয়তো আমাকে কিছুটা শান্ত করেছে? মোটেই না! আমার মনঃপীড়া দিনে দিনে বাড়তে থাকে। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীতের বিভিন্ন স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বহু উজ্জ্বলতর ছবি, আর নিজের মধ্যে অনুভব করি ক্রমবর্ধমান অসারতা। প্রায় কারোরেই সঙ্গে আমি ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে পারতাম না। নির্বাসনের জীবনই আমাকে বিষিয়ে তুলে... আমার সমস্ত শেষ শক্তি একত্র ক'রে পলায়ন করলাম। বেশি দিন আমি মুক্ত ছিলাম না, তবে ওই সময়টুকু আমি বাস করেছি মানুষের মত।'

ওয়ারশয় ফেলিক্স সাক্ষাৎ করলেন পোলীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাট ইয়ান রসলের সঙ্গে। কেবল মাস কয়েক আগে উনি নির্বাসন থেকে ফেরেন। রসল ছিলেন পোল্যাণ্ডের প্রথম মার্কসবাদীদের মধ্যে একজন, ছিলেন 'প্রলেতারিয়েত'* পার্টির সদস্য, তবে এই পার্টি ভেঙে দেওয়ার পর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন, গ্রেপ্তার হন এবং বেশ কয়েক বছরের জন্য নির্বাসন দণ্ড লাভ করেন।

তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে ওয়ারশর পুরনো পাড়ার একটি স্কোয়ারে।

ইয়ান রসল নিজেই দের্জিনস্কির কাছে এলেন। তিনি তাঁকে চিনতে পারেন জীর্ণ কোটের ডান পকেটে ঝুলন্ত 'ওয়ারশ টাইমস' পত্রিকাটি দেখে।

— এ কি তুমি নির্বাসন থেকে পালিয়েছ? — মাটির তলার এক শুঁড়িখানায় ঢুকে দু' গ্লাস বিয়ারের ফরমায়েশ দিয়ে একটি খালি জায়গা বেছে নিয়ে বসার পর জিজ্ঞেস করলেন রসল।

এখানে, শুঁড়িখানার দূরের কোণটিতে ছিল ভীষণ অন্ধকার, এমনকি দিনের বেলাও ওখানে মোমবাতি আর কেরোসিনের আলো জ্বলত। ফেলিক্স মাথা নাড়লেন:

---

* 'প্রলেতারিয়েত' — পোলীয় সমাজতান্ত্রিক পার্টি। গঠিত হয় ১৯০০ সালে। 'প্রলেতারিয়েত' পার্টির ছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক কর্মসূচি। তবে পার্টি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পন্থাও অবলম্বন করে। — সম্পাঃ

— পালিয়েছি একমাস আগে... এই সময়ের মধ্যে আমার ভিলনোয়ও যাওয়া হয়ে উঠেছে। ওখান থেকে আমাকে বিদেশে পাঠাতে চাইছিল, কিন্তু আমি সরাসরি ওয়ারশতে এসে পেঁৗছেছি।

— সাবাস! — অনুমোদন করেন রসল।

রসলের ছিল প্রশস্ত কাঁধ, বিশাল মুখাবয়ব, মোটাসোটা গড়ন। হাতদু'টি ছিল খাঁটি ধাতুকর্মীরই হাত।

ইয়ান ভিলনোর খবরাদি জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়ারশ সম্পর্কে অনেককিছু বললেন। তবে কথা বলার সময় একটি নাম কিংবা একটি পদবীও উচ্চারণ করলেন না।

এ ব্যাপারটি ফেলিক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

— তোমার বলার ভঙ্গি সত্যিই চমৎকার, — হেসে ফেলেন তিনি। — ধরা মুশকিল। লোকের নামধাম ছাড়াই...

রসলের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে।

— আর তোমার বিষয়েও আমি ঠিক সে রকম ভেবেছিলাম: জোয়ান ছোকরা তবে কাজ জানে খাসা। কথা বলে সাবধানে, সারাক্ষণ ধরে কারো নাম উচ্চারণ করে নি... এবার আমি যা বলি মন দিয়ে শোন: আমি থাকি মকোতভে, তবে আমার ওখানে আসা তোমার উচিত হবে না। আমাদের বাড়িটি 'নিষিদ্ধ এলাকায়'। জানি, পুলিশ আমায় চোখে চোখে রাখছে। এ ছাড়া অন্যরকম হতেই পারে না। নিজেই বিচার কোরো: হালে আমি নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছি, স্ত্রী ছিলেন পুলিশের নজরে, তাঁকে কভনোয় পাঠানো হয়, ফেরেন সম্প্রতি। বড় ছেলে আজ অবধি জেলে। পুরো পরিবারটাই কয়েদীদের নিয়ে গড়া। বাদ পড়ে কেবল ছোট ছেলে আন্তন, তোমার চেয়ে একটু ছোট হবে। ও এখনও এসব ব্যাপারে জড়িত হয় নি। ওর মাধ্যমেই যোগাযোগ রেখো। বন্ধুর মত মিলেমিশে চলাফেরা করবে... তা রাত কোথায় কাটালে?

— প্রথম রাত স্টেশনে, পরে যে তোমাকে খুঁজে বার করেছে তার ওখানে।

— ওভাবে চলবে না! থাকার ব্যাপারে কিছু একটা ভাবতে হবে। তবে আজ মকোতভে গিয়ে থাকবে। ঠিকানা মনে রেখো। বলবে, কর্মকার পাঠিয়েছে। তাহলে এবার দু'জনেই সরে পড়ি। আন্তনকে

কাল সকালেই তোমার কাছে পাঠাব। ও আরও একজন লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে।

ওয়ারশয় এই ভাবেই শুরু হয় ফেলিক্সের জীবন।

অপূর্ব ছেলে আন্তন। দেখতে ঠিক বাপের মত। কেবল একটু খাটো এবং কাঁধ সামান্য সরু। তার রুক্ষ চুলগুলো সে কিছুতেই আঁচড়াতে পারত না। ওগুলো সব সময় খাড়া থাকত। সেই জন্যই হয়তো গুপ্ত আন্দোলনকারীদের মধ্যে তাকে ঝাঁকড়া-চুলো বলে ডাকা হত। আন্তনের বয়েস ছিল কুড়ি বছর। বাবা ও মা'র অনুপস্থিতে সে মাসির কাছে থেকেছে। চুণকাম মিস্ত্রির কাজ করেছে। হেমন্তে মা-বাবা ফিরে এলে সে ভর্তি হয় শিল্প কলেজে।

আন্তন যে লোকটির সঙ্গে ফেলিক্সের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিল তাঁর নাম ছিল স্তানিস্লাভ মালিনোভস্কি। তিনি মকোতভে দের্জিনস্কির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মালিনোভস্কির ছদ্মনামটি ছিল অদ্ভুত — উলান। তিনি ফেলিক্সেরই সমবয়সী, তবে ধারাল দাড়ির জন্য তাঁকে অনেক বড়ই দেখাত। পড়াশোনা করেছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে, তবে কোর্স শেষ না করেই ছুতোরের পেশা আয়ত্ত করতে লাগলেন। অবশ্য কেবল অবৈধ পার্টি কাজের জন্যই তিনি এ পেশা গ্রহণ করেন। মালিনোভস্কির ওয়ার্কস্-শপটি ছিল ওয়ারশ শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে, জেরুসালেম স্ট্রিটে। ওখানেই তিনি থাকতেন — ছুতোরদের বোর্ডিং-হাউসে। ঠেসাঠেসি করে থাকত সবাই, খাটে কুলোত না, অনেকেই রুক্ষ তোশক পেতে ঘুমাত ছুতোর-মিস্ত্রির টেবিলে।

পরে এসে হাজির হন আরও একজন লোক — মিখাইল দিতেরিক্স। ইনি ছিলেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র। অবৈধ সাহিত্য যোগানোই ছিল তাঁর কাজ। এর জন্য প্রায়ই তাঁকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে যেতে হত — ওখানে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাট এবং পোলীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ক্রমশই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।

ডাক্তাররা দিতেরিক্সকে বললেন যে তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। তা অবশ্য তাঁর অসুস্থ চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল — গালগুলো ভেতরে ঢুকে গেছে, চোখগুলো ফুলা ও লাল। তবে নিজের রোগ সম্পর্কে দিতেরিক্স কাউকেই কোনকিছু বলতেন না এবং ভাইবন্ধুরা চিকিৎসার কথা উল্লেখ করলে হামেশাই এক জবাব দিতেন:

— ব্যস, এই এবার পিটার্সবুর্গ থেকে মালটি নিয়ে এসেই দক্ষিণের দিকে রওয়ানা দেব, সোজা ক্রিমিয়ায়! ওখানে বেশ গরম আছে!

মিখাইল বারবারই 'মালের' জন্য পিটার্সবুর্গ যান, কিন্তু ক্রিমিয়া যাওয়ার জন্য তাঁর আর সময় হয় না।

মাঝেমধ্যে ওয়ারশয় আসা-যাওয়া করতেন ইউলিয়ান মার্খ্লেভস্কি — পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির বৈদেশিক ব্যুরোর কর্মী তিনি। এক-দুদিনের জন্য আসতেন এবং ফের উধাও হয়ে যেতেন। ওয়ারশর গুপ্ত আন্দোলনের কাজ সম্পর্কে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং সত্যিই, হালে তা বেশ সক্রিয় আকার ধারণ করেছে।

অনতিদীর্ঘ, ঘন দাড়িওয়ালা মার্খ্লেভস্কি লোকটি ছিলেন হাসিখুশি, এবং তাঁকে সবাই চমৎকার একজন বাগ্মী ও তার্কিক মনে করত। শ্রমিক সভাতে প্রায়ই গরম তর্ক বাধত দুই দলের মধ্যে: এক দল চাইত রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে মিলে যেতে, অন্য দল ছিল এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।

এই সমস্ত তর্কে সর্বদাই মার্খ্লেভস্কির পক্ষ নিতেন দের্জিনস্কি আর আন্তন রসল। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের মতামত সমর্থন করতেন: যেখানে কথা হচ্ছে সবার শত্রু — জারতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্র নিয়ে, সেখানে জাতিবর্ণ ভেদাভেদ না করে লিপ্ত হওয়া চাই এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে।

ওই সময় ওয়ারশ সংগঠনটি নিরাপত্তা বিভাগের দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়। তখন রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে মিলে যাওয়াই ছিল কাম্য। তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যাটি সমাধানের আগে পোলীয় ও লিথুয়ানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এক অখন্ড সংগঠনে। এই উদ্দেশ্যেই ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে ফেলিক্স গেলেন ভিলনোয়।

বোনকে দেখার ইচ্ছা ফেলিক্সের অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না: বোন আলদোনা এবং পিসিমা সোফিয়া ইগনাতিয়েভনার বাড়ির ধারেকাছে এখন নিশ্চয়ই পুলিশ পাহারা রয়েছে — দেখলেই ধরে ফেলবে। অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে ফেলিক্স কেবল

ইউলিয়াকেই তাঁর আগমনের খবর দিলেন, এবং তাঁরা ফের দেখা করলেন জামকোভি পার্কে।

ইউলিয়া বললেন:

— তুমি এসেছ দেখে আমি খুব আনন্দিত, ফেলিক্স, তবে তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ — সাবধানে থেকো! আমি নিজেই অল্পের জন্য ওয়ারশয় যাই নি, তবে যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে। তোমাকে অবশ্য ওখানে খুঁজে পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। তবে এবার ব্যাপারই আলাদা — নববর্ষ উৎসবে নিশ্চয়ই ওয়ারশয় আসব। আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

— ঠিক বলতে পারছি না, — বলেন ফেলিক্স। — সবকিছুই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে।

— তাহলে আমার মাসির বাড়িতে এসো। তোমার মনে আছে, কোথায় তিনি থাকেন? ওখানে নিরাপদ, আমরা নিশ্চিন্তে তাঁর ওখানে মিলতে পারি।

...সে ছিল ১৮৯৯ সালের শেষ শুক্রবার।

ওয়ারশর রেল স্টেশনে সবকিছু সত্ত্বেও ফেলিক্স ইউলিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন। জলিবুজ-এ আত্মীয়দের বাড়ি অবধি পেঁছিতে তাঁকে সাহায্য করেন তিনি।

ইউলিয়ার আত্মীয়রা কিছুতেই ফেলিক্সকে চিনতে পারলেন না। তিনি তাঁদের বাড়িতে একবার এসেছিলেন সেই বছর পাঁচেক আগে। তখন ফেলিক্স ও ইউলিয়া দু'জনেই জিমনাসিয়ামে পড়ছিলেন...

৩

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আন্দ্রেই সেতকোভিচ ওয়ারশয় কাজ খুঁজতে লাগল। এ ছিল চেলোবিতভের আদেশ। সেতকোভিচ অনুতপ্ত যে পুলিশে কাজ করতে রাজী হয়েছে: বিচার হয়েছে যেমনটি হয়ে থাকে, কারোর হল সাজা, কেউ কেউ পেল মুক্তি — তাদের মধ্যে আন্দ্রেইও। মিছিমিছি সে এই বিশ্বাসঘাতকের কাজ করতে রাজী হয়েছে! ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের সাহায্য ছাড়াই সে ছাড়া পেত,

কেননা সে যে অপরাধ করেছে তার কোন সাক্ষীপ্রমাণ ছিল না... তবে এখন দেরি হয়ে গেছে! মরার পর মকরধ্বজ দিয়ে লাভ কী! পুলিশে কাজ করবে বলে কাগজে সই দিয়েছে — তাই এবার কাজ করতেই হবে...

আন্দ্রেই ঘুরতে থাকে কারখানায়-কারখানায়, জিজ্ঞেস করে, খালি জায়গা আছে কিনা, মাইনে কত, মালিক ভাল লোক কিনা... মাইনের কথা সেতকোভিচ জিজ্ঞেস করে এমনিতেই, লোক দেখানোর জন্য। যেকোন বেতনেই সে এখন কাজ করতে রাজী আছে। আন্দ্রেই যখন জেলে ছিল, বাড়িতে বউ-বাচ্চা অনাহারে দিন কাটিয়েছে, হাতে যা টাকাপয়সা ছিল সবই খরচ হয়ে গেছে। চেলোবিতভের দেওয়া পাঁচিশ রুব্‌ল দিয়ে কোনমতে বেঁচে থাকে তারা।

একদিন সেতকোভিচ ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হল জেরুসালেম স্ট্রিটের দমানস্কি ওয়ার্কস্‌-শপে। কর্মশালাটি ছিল রাস্তা থেকে একটু ভেতরে, মালিকের বাড়ির পাশে। দুপুরের বিরতির সময় কর্মশালায় ঢুকে জিজ্ঞেস করে, ওখানে শ্রমিকের প্রয়োজন আছে কিনা।

— তা তুই কী করতে জানিস? — জিজ্ঞেস করে ছুতোর নুরকোভস্কি।

— আমি কাঠের মিস্ত্রি — মেহগনি নিয়ে কাজ করি...

— তা কোন দোষে এখন বেকার ঘুরছিস?

— সবে জেল থেকে বেরিয়েছি, — কোনকিছু গোপন করল না সেতকোভিচ। — নির্দোষ ব'লে খালাস করে দিয়েছে। ছ'মাস ছারপোকার খাবার জুগিয়েছি...

নুরকোভস্কি জিজ্ঞেস করল, কেন আন্দ্রেই জেলে গিয়েছিল। যখন সে জানতে পারল যে ছেলেটি 'রাজনৈতিক' কারণে নির্যাতন ভোগ করেছে, কথা দিল যে তাকে সে সাহায্য করবে। সম্ভব হলে এমনকি কিছু টাকা-কড়িরও বন্দোবস্ত করে দেবে। কেবল মুখটি বুজে থাকতে হবে — এই যা। নুরকোভস্কি আন্দ্রেইকে সপ্তাহখানেক বাদে আসতে বলল।

জেরুসালেম স্ট্রিটের ওয়ার্কস্‌-শপে সেতকোভিচের আবির্ভাব ছিল নিতান্তই আপতিক ঘটনা। তবে চেলোবিতভকে সে যখন সমস্তকিছু বলল, এবং বিশেষ করে, জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী

হিসেবে তাকে সাহায্য দেওয়া হবে — এই ব্যাপারটি, তখন ক্যাপ্টেন বুঝে নিল যে ওই কর্মশালায় বেশ দাঁও মারা যাবে...

আরও একটি ব্যাপারে চেলোবিতভের আগ্রহ দেখা গেল। সে বাকাইকে তার মনের কথা বলল।

— আপনি জানেন, আমি কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি? — বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কামরায় ঢুকে বলল চেলোবিতভ। — ওয়ারশয় সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রচারপত্র এবং কভনোয় দের্জিনস্কি আর ওলেখনোভিচকে গ্রেপ্তার করার আগে আবিষ্কৃত ঘোষণাপত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। আর তারও আগে কিছুটা পেয়েছিলাম ভিলনো শহরে, — ওগুলিও এই রকমের। একই সাইজ, একই ভাষা... আর যদি জানতে চান তো বলি: পুরনো ও নতুন সমস্ত প্রচারপত্রে একই হাতের লেখা।

— তা কী সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন শুনি? দের্জিনস্কি আর ওলেখনোভিচ লোকগুলিই বা কারা? — জিজ্ঞেস করে বাকাই।

— সিদ্ধান্ত হচ্ছে এরূপ: পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সার্কুলার অনুযায়ী নির্বাসন থেকে পালিয়েছে ফেলিক্স দের্জিনস্কি, সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। বাচ্চা! কিন্তু আমি আপনাকে বলব ও পাকা লোক। কভনোয় কাজ করেছে। ও যে আমাদের এলাকায় এসে হাজির হবে তা আমি আগেই অনুমান করতে পেরেছি। আর এখন আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত। ও-ই আবার সরকারবিরোধী প্রচারপত্র ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তবে এবার ওয়ারশয়... ওকে ধরতে না পারলে আমার নামই ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ নয়!

গুপ্তচর সেতকোভিচকে চেলোবিতভ হুকুম করল:

— দমানস্কির ওয়ার্কস্-শপে যেকোন একটা কাজে লেগে যা। প্রতিদিন এসে বলবি ওখানে কী ঘটছে।

যে রকম কথা হয়েছিল, ২রা জানুয়ারি ফেলিক্স গেলেন আন্তন রসলের কাছে — পরে দু'জনে মিলে যাবেন মুচিদের এক মিটিংয়ে। আন্তন যখন পুরনো কোটটি গায়ে চড়িয়ে টুপি পরছে, মা তখন ছেলের দিকে আশঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। তাঁর চোখে ছিল গভীর বেদনার ছাপ, তিনি যেন বুঝেছিলেন যে এবার ছেলেকে হারাতে পারেন।

— তোরা বাড়িতেই থাক না বাবা। শুনেছি শহরে নাকি আবার পুলিশেরা খোঁজাখুঁজি করে বেড়াচ্ছে...

— আচ্ছা মা, তুমি কি হামেশা বাড়িতে বসে থাকতে?.. তাহলে কীসের জন্য তোমাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল?

— আমি না হয় অন্য ব্যাপার, ছিলাম একা। আমি মরলে কাঁদবে এমন কেউও ছিল না।

ইয়ান রসল ছেলেকে সমর্থন করলেন:

— ছেলেটাকে জ্বালাবে না, বুঝলে গো? যা-ই বল, ওকে তো আর নিজের কাছে ধরে রাখতে পারবে না। আমাদের খুন যে এক — শ্রমিকের খুন।

তবে ছেলের জন্য বাবাও তাঁর উদ্বেগ গোপন করতে পারলেন না। মুখে তিনি উৎসাহপূর্ণ কথা বলছেন, কিন্তু চোখ এদিকে ছলছল করে উঠছে।

সেদিন মিটিংটা ভালই চলল। ৬ই জানুয়ারি আরও এক সভা ডাকা হল।

তবে একদিন এরূপ এক সভাতে গিয়ে ফেলিক্স অল্পের জন্য ধরা পড়েন নি। দেরি হয়ে যাওয়াতে তিনি ছুটতে থাকেন দু'তলার দিকে। দরজার হাতল ধরে সামান্য টান দিতেই দেখলেন ভেতরে এক পুলিশ বসে আছে। ঠিক পুলিশকেও দেখলেন না, দেখলেন কেবল তার টুপিটা, কাঁধের ব্যাজ আর নীল কোটের আস্তিন...

ওৎ পেতে বসে আছে! সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বুদ্ধি খেলল: ফেলিক্স ধড়াম ক'রে দরজাটি বন্ধ করে, তাতে বাইরের দিক থেকে ঝোলানো চাবিটি দিয়ে তালা মেরে একসঙ্গে কয়েকটি সিঁড়ি টপকাতে-টপকাতে ছুটতে থাকেন নিচের দিকে। এবার ফাঁদে পড়ল পুলিশেরা।

রাস্তায় বেরিয়ে সভার আরও কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে তিনি সাবধান করে দিলেন। তাই সে সন্ধ্যায় পুলিশ সংগঠকদের কাউকেই আটক করতে পারল না।

এর কিছুকাল পরেই দিন কয়েকের জন্য ফেলিক্স চলে গেলেন মিনস্কে। আন্তন আর মালিনোভস্কিকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বলে গেলেন, তাঁরা যেন গা বাঁচিয়ে চলেন এবং পিটার্সবুর্গ থেকে প্রাপ্ত সাহিত্য যেন ভাল জায়গায় লুকিয়ে রাখেন।

মিনস্কে কংগ্রেস চলে। ওতে পোলীয় ও লিথুয়ানীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি দুটির মিলনের প্রশ্নটি মীমাংসিত হচ্ছিল। মিলনের স্বপক্ষে ভোট দিল সবাই। গঠিত হল যুক্ত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। এতে দের্জিনস্কিও থাকলেন। রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে মিলনের পথে এ ছিল আরও একটি পদক্ষেপ।

ফেলিক্স সুখী। গুপ্ত আন্দোলনকারীদের কর্মে সুফল পাওয়া যেতে লাগল। ওয়ারশয় ফিরে ফেলিক্স দেখা করলেন মালিনোভস্কির সঙ্গে। মালিনোভস্কি তাঁকে জানালেন যে অবৈধ সাহিত্যের একাংশ বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়েছে, আর বাকী কিছুটা লুকিয়ে রাখা হয়েছে জেরুসালেম স্ট্রিটের দমানস্কি ওয়ার্কস্-শপের প্রাঙ্গণে।

আরও একটি সভা সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়...

আর ২৩শে জানুয়ারি রবিবার ফেলিক্সকে গ্রেপ্তার করা হয় কালিক্স্ত্ স্ট্রিটে — জুতো কারখানার কর্মী গ্রাৎসিয়ান মালাসেভিচের ফ্ল্যাটে।

ওয়ারশর পুলিশ দপ্তরের দলিলাদিতে ঘটনাটির নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে।

দলিল নং ১।

'ওয়ারশ বিচার কক্ষের অভিশংসক মহোদয় সমীপেষু,

ওয়ারশ শহরের কিছু কলকারখানায় প্রচারপত্রের আকারে সরকারবিরোধী রচনাদি আবিষ্কৃত হয়। এটিই হচ্ছে আপনার কাছে আনীত অভিযোগের কারণ।

তদন্তে জানা গেছে যে এই সমস্ত রচনা প্রচার করে ১৯০০ সালে ওয়ারশয় সংগঠিত এক গুপ্ত সমিতির সদস্যরা, যাদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে — সরকার এবং পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়মিতভাবে স্থানীয় শ্রমিকদের উস্কানি দান।

পরিস্থিতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা:

গত বছর ডিসেম্বর মাসের গোড়াতে ওয়ারশ দুর্গ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং পরে নিরাপত্তা বিভাগে গোয়েন্দা হিসেবে নিযুক্ত এক ব্যক্তি চাকুরির সন্ধানে দমানস্কির ওয়ার্কস্-শপে এসে উপস্থিত হয়। আদল্ফ নুরকোভস্কি নামে ওখানকার এক শ্রমিক যখন

জানতে পারে যে উপরোক্ত ব্যক্তিটি রাজনৈতিক কারণে কয়েদ খেটেছে, সে তাকে ছয় রুবলের ভাতা দেওয়ার অঙ্গীকার করে...

নুরকোভস্কি এবং অন্যান্য লোকেদের আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে উক্ত গোয়েন্দাটি তাদের আমন্ত্রণ ক্রমে তাদেরই সঙ্গে পরপর দু'টি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকে। মিটিং দুটি আয়োজিত হয় কালিকস্তু স্ট্রিটে এবং ভোলস্কি শহরদ্বারে যথাক্রমে ২রা এবং ৬ই জানুয়ারি তারিখে। মিটিংয়ে পঠিত হয় সামাজিক-বৈপ্লবিক চরিত্রের নিষিদ্ধ সব পুস্তিকা এবং অনেকে তাতে জঘন্য ভাষণও দান করে।'

দলিল নং ২।

ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের ১৯০০ সালের গুপ্ত রিপোর্টের ফাইল থেকে।

'গোয়েন্দা 'কভাশনিয়ার' গোপন রিপোর্ট, ১৯০০ সালের ৩রা জানুয়ারি।

কালিকস্তু স্ট্রিটের ৭ নং বাড়িতে, জুতো কারখানার কর্মী গ্রাৎসিয়ান মালাসেভিচের ফ্ল্যাটে অনুষ্ঠিত হয় অবৈধ এক সভা। তাতে উপস্থিত থাকে কুড়িজন শ্রমিক। এর নেতৃত্বে ছিল 'পুস্তক-বাঁধাইকারী' ছদ্মনামধারী এক অজ্ঞাত ব্যক্তি যে ওখানে জারতন্ত্র উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সঙ্গে পোলীয় শ্রমিক পার্টির মিলনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে বক্তৃতা দান করে। তাছাড়া 'পুস্তক-বাঁধাইকারী' সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের সেন্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে বেআইনী সাহিত্য সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।'

'এরই সঙ্গে গোয়েন্দা 'কভাশনিয়া' জানায় যে চলতি বছরের ২৩শে জানুয়ারি রবিবার সকাল ১০টার সময় জুতো কারখানার কর্মী মালাসেভিচের ফ্ল্যাটে আরও এক সভা বসবে। তাতেও 'পুস্তক বাঁধাইকারীর' উপস্থিতি আশা করা যাচ্ছে।'

দলিল নং ৩।

'সেন্ট-পিটার্সবুর্গ... পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা সমীপেষু,

ওয়ারশর পুলিশ দপ্তরের পরিচালক ইভানোভের কাছ থেকে।

প্রেরিত হয় ১৯০০ সালের ২৪শে জানুয়ারি অপরাহ্ন ৩টা ৫০ মিনিটের সময়।

২৩শে জানুয়ারি পুলিশ এক শ্রমিক সভায় হানা দিয়ে 'পুস্তক-বাঁধাইকারী' নামধারী এক প্ররোচককে গ্রেপ্তার করে। এই প্ররোচকই হচ্ছে ভিয়াৎকা থেকে পলায়নকারী ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি যার জন্য দেশজোড়া অনুসন্ধান চলছে।

শ্রমিকদের মাধ্যমে দের্জিনস্কি পরিচিত হয় 'পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির' কর্মসূচির সঙ্গে এবং তা তার মনঃপুত হয় নি। তাই সে নিজস্ব একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করে এবং শ্রমিকদের নিয়ে 'পোল্যান্ড রাজ্যের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক ইউনিয়ন' নামে এক নতুন পার্টি গঠনের প্রয়াস পায়। দের্জিনস্কির কর্মসূচি অনুসারে এই নতুন পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে — সমগ্র রাশিয়ার শ্রমিকদের একটি ইউনিয়নে ঐক্যবদ্ধকরণ এবং বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিলোপ সাধন ও সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার গঠন আর তারপর সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোটা দেশের পুনর্গঠন...'

দলিল নং ৪।

পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অধিকর্তা সমীপেষু,

ওয়ারশর পুলিশ দপ্তরের পরিচালকের কাছ থেকে।

'আজ আপনার কাছে পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মসূচির একটি অংশ প্রেরণ করছি যা আপন হাতে লিখেছে নির্বাসন থেকে পলায়নকারী রাষ্ট্রীয় অপরাধী এবং বর্তমানে বন্দী ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি। উক্ত অংশটি অপরাধমূলক সংগঠনটির সুদূরপ্রসারী অসৎ উদ্দেশ্য — অর্থাৎ রুশ সাম্রাজ্যের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরোধী উদ্দেশ্যই ফাঁশ করে।

উল্লিখিত কর্মসূচির অংশটি আলাদাভাবে যোগ করা হল।'

এ ছিল পুনর্জীবিত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির কর্মসূচি। হাতে-লেখা অসমান ছত্রগুলি সেই সমমতাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করছিল, যাদের জন্য প্রলেতারিয়েতের সুখ, জনগণের সুখ হচ্ছে ব্যক্তিগত সুখেরই সমান।

৪

ওয়ারশ দুর্গ… এ ছিল ব্রেস্ত-লিতোভস্ক দুর্গ কিংবা কভনোর ভূগর্ভস্থ কেল্লারই মত পশ্চিম সীমান্তে রুশ সাম্রাজ্যের অন্যতম ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক ঘাঁটি। তবে কালক্রমে দুর্গ তার সামরিক তাৎপর্য হারিয়ে পরিণত হয় কারাগারে।

জানুয়ারির মেঘলা এক দিনে অবৈধ সভায় ধরা ব্যক্তিদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দুর্গে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জেলের কদর্য এক গাড়িতে ক'রে। ছাদ টিন দিয়ে মোড়া। গাড়ির ভেতরে অন্ধকার, কেবল সামান্য একটু আলো প্রবেশ করছে লোহার জাল লাগানো ছোট্ট একটি জানলা দিয়ে। গাড়িটি চলছে অনেকখন — ভীষণ ক্লান্তিকর পথ। সেপাই দেখছে যাতে বন্দীদের কেউ কথা না বলে। আর ফেলিক্স এদিকে আক্ষেপের সঙ্গে ভেবেই চলেছেন: এরূপ অসাফল্যের কারণ কী, সভার কথা পুলিশ জানল কী করে? তবে এটা পরিষ্কার যে তারা হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, এমনকি হাতের কাছে একখানি গাড়িও রেখেছিল।

পাথরের উপর ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়িটি থামল। গেট খুলে গেল।

বন্দীদের যে ভবনটিতে নিয়ে গেল তার উপর বড় একটি রোমান সংখ্যা আঁকা ছিল: X, এর মানে তাদের পোঁছানো হল ওয়ারশ দুর্গের দশ নম্বর বিভাগে।

আন্তন আর স্তানিস্লাভকে পুলিশ ধরতে পারে নি — এই ভেবে ফেলিক্সের হৃদয় অব্যক্ত আনন্দে ভরে ওঠে। কিন্তু সে আনন্দ অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। পরদিন ভোরবেলা জেল পরিদর্শক তাদের উভয়কেই নিয়ে এল একটি সাধারণ কারাকক্ষে। তাদের সঙ্গে আরও ছ' জন। সবাইকে ওই রাতেই গ্রেপ্তার করেছে। ফেলিক্স তাদের জানতেন, তবে দেখা হয়েছে কেবল মিটিংয়েই। এ থেকে একটি সিদ্ধান্তই টানা যায়: গুপ্ত আন্দোলনকারীদের পেছনে নিশ্চয়ই কেউ লেগেছে।

ফেলিক্স এ ব্যাপারে কথা বললেন আন্তন আর স্তানিস্লাভের সঙ্গে। তারা একমত: পুলিশের দালাল ছাড়া ও কিছুতেই ঘটতে পারে না। কিন্তু কে?.. এই কারাকক্ষের কেউ হতে পারে কি?.. চোখে ধুলো দেওয়ার

উদ্দেশ্যে পুলিশরা তাদের সবার সঙ্গে দালালটাকেও তো গ্রেপ্তার করে আনতে পারে!

যখন জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল, কয়েদীদের বিভিন্ন কক্ষে গুঁজে দেওয়া হল, আর ফেলিক্সকে একা ঢুকিয়ে দিল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতদের সেলসংলগ্ন করিডরের পাশেই আলাদা একটি কক্ষে। এবার সাথীদের সঙ্গে কথা বলা যেত কেবল জেল প্রাঙ্গণে বেড়ানোর সময়। আশেপাশে কোন পাহারাদার না থাকলে তাঁরা কারাকক্ষের দেয়াল ঠোকাঠুকি ক'রে ভাব বিনিময় করতেন।

আন্দ্রেই সেতকোভিচ জেলে আসার পর থেকে অত্যন্ত অস্থির আছে, — এ রকম আচরণে ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ মোটেই সন্তুষ্ট নয়। ও কয়েকবার দুর্গে এসে সেতকোভিচকে ডেকে পাঠায় — যেন জেরা করতে, তবে আসলে কিন্তু জানতে চায় বন্দীরা কী বলাবলি করছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের সঙ্গেও সেতকোভিচ মিষ্ট ব্যবহার করল না — কখনও চুপ মেরে বসে থাকে, আর কখনও ভীষণ চটে ওঠে। চেলোবিতভ বকশিসের লোভ দেখাল, তবে সে অস্বীকার করল:

— বকশিসে আমার কী হবে? বউ আমার ব্যাপার-স্যাপার জানলে আর উপায় থাকবে না। আমি কীভাবে ওকে টাকা দেব?.. আপনি, হুজুর, আমায় বরং জেল থেকে ছেড়েই দিন! অন্যদের তো এমনিতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর আমি ফের ছারপোকার খাবার জোগাচ্ছি। এমন কোন কথা ছিল না।

চেলোবিতভ ওকে বোঝায়: এটা প্রয়োজন সর্বাগ্রে তার, সেতকোভিচের মঙ্গলেরই জন্য — তাতে তার সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটবে। তবে সেতকোভিচকে কিছুতেই রাজী করানো গেল না।

একদিন বেড়ানোর সময় উত্তেজিত আন্তন চুপিচুপি ফেলিক্সকে বলল:

— বেইমানী করেছে ছুতোর সেতকোভিচ! নিজেই আমার কাছে স্বীকার করেছে। এক কামরায় আছি। ওর ভয়, যদি বউ জেনে ফেলে...

— আর অন্যদের যে ফাঁশিকাঠে ঝুলাতে বসেছে — তাতে ওর ভয় নেই?

— কী করা যায়? — আন্তন থামল এবং নুইয়ে পড়ল, যেন জুতোর ফিতে বাঁধার প্রয়োজন রয়েছে।

— সর্বাগ্রে বিশ্বাসঘাতককে তাড়ানো চাই। সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে, কেউ যেন ওর সামনে কোন কথা না বলে।

আরও কয়েকদিন কাটল। একটু হাওয়া পাওয়ার জন্য কারাকক্ষের জানলা খুলতেই ফেলিক্স নিচে দেখতে পেলেন সেতকোভিচকে — অপর এক কয়েদীর সঙ্গে হাঁটছে। ফেলিক্স জোর গলায় হাঁক দিলেন:

— এই! তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক! নেমক-হারামের কাছ থেকে দূরে থেকো!

কয়েদীরা মাথা তুলল, কিন্তু দশ নম্বর বিভাগের জানলায় কেউ ছিল না।

সেতকোভিচের সঙ্গী তাকে বলল:

— কেউ যেন হুঁশিয়ার করে দিল: আমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক। নিজের ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। তাহলে তুই...

বন্দী হঠাৎ মোড় ফিরে সেতকোভিচকে ছেড়ে বিপরীত দিকে চলে গেল।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের সময় সেতকোভিচ ফের তার খালাসের কথা উঠাল।

— তোর এত তাড়া কিসের, অ্যাঁ? সময় এলেই খালাস করে দেব, — সান্ত্বনা দিল চেলোবিতভ। —আর এখন তোকে ছাড়া আমার কিছুতেই চলবে না।

— আমাকে ধরে রেখে লাভ কী! সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। জানলা দিয়ে চেঁচায়... ভগবানের দোহাই, আমাকে আপনি ছেড়ে দিন...

— ঠিক আছে, ঠিক আছে! সময় হলেই ছেড়ে দেব। কামরায় বসে থেকে থেকে খারাপ লাগলে পাশের ঘরে গিয়েই বিশ্রাম করতে পারিস। ওখানে তাজা হাওয়া।

সেতকোভিচকে পাশের কামরায় পৌঁছে দিয়ে চেলোবিতভ নিজের জায়গায় ফিরল। এক ঘণ্টা পরে সে ফের করিডরে বেরুল। ওখানে কার্বলিক এসিডের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশের ঘরের দরজায় ঠেলা দিল, কিন্তু দরজা খুলল না — ভেতর থেকে কী দিয়ে বন্ধ।

কোন অমঙ্গল ঘটেছে টের পেয়ে চেলোবিতভ প্রহরীকে ডাকল

এবং দু'জনে মিলে ঠেলা-ধাক্কা দিয়ে দরজাটি খুলেল। চেলোবিতভ দেখে: সেতকোভিচ আত্মহত্যা করেছে — দেয়ালের একটি গজালে নিজেরই বেল্ট গলায় দিয়ে ঝুলছে...

দের্জিনস্কি এবং অন্যান্য কয়েদীদের বিচার শুরু হতে অনেকদিন লাগে। তা তরান্বিত করার জন্য কারোর কোন ঠেকা ছিল না। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে ক্ষণিকের সাক্ষাৎ এবং বাইরে থেকে আসা চিঠিপত্রই ছিল একমাত্র আনন্দ। তবে দেখাসাক্ষাতের আদেশ মিলত ক্বচিৎ, বিশেষ করে কয়েদীদের সেদ্‌লেৎস জেলে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাই ঘটছে। আর চিঠিপত্রও আসত মাঝেমধ্যে। লিখতেন কেবল আলদোনা।

আন্তন রসলের জন্য দেখাসাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। প্রথমে তার কাছে আসেন বাবা, তাঁরা কথা বলেন দুই ঝাঁঝারির ফাঁক দিয়ে। পাহারারত সেপাই দাবি করল, তাঁরা যেন রুশ ভাষায় আলাপ করেন। আন্তন জেদ ধরল, রাগারাগি করল, তাই সেপাই তাঁদের সাক্ষাতে বাধা দিল। পরে জেলার ঘোষণা করল: 'কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে কয়েদী আন্তন রসলকে ছয় মাসের জন্য সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।' আন্তনের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। সে নিজেকে সর্বদাই স্বাস্থ্যবান বলে মনে করত, এবং যখন কাশি দেখা দিল ও অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে বিস্মিতই হল। পা কামড়াতে লাগল। জেলের ডাক্তার দেখে বলল: ক্ষয়রোগ আর বোন টি-বি। বোন টিউবারকুলোসিস — হাড়ের যক্ষ্মা, খুবই মারাত্মক রোগ, তখনকার দিনে এ রোগ সারানো যেত না। রোগ বাড়তে থাকে। আন্তনের অপারেশন হল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। পাশের হাসপাতাল থেকে ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার বলল, আন্তনের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং জেল থেকে মুক্তিই হতে পারে তার একমাত্র চিকিৎসা...

তখন গ্রীষ্মকাল। কারাকক্ষগুলিতে লোকের ঠাসাঠাসি, গরম, গুমোট হাওয়া। আন্তনের মাচা থেকে ওঠারই শক্তি নেই। ফেলিক্স যেভাবে পারেন তার শুশ্রূষা করেন, তাকে দুশ্চিন্তা করতে দেন না, বই পড়ে শোনান এবং কামরার অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত করেন...

একদিন তিনি আন্তনকে বললেন:

— আন্তন, তোমার বেড়াতে যাওয়া উচিত, তাজা হাওয়ায় ঘোরাফেরা না করলে চলবে না। ডাক্তার কী বলেছে শুনেছ তো?

— কিন্তু আমি যে হেঁটে যেতে পারব না...

— পারবে, — বললেন ফেলিক্স। — আমি তোমাকে উঠোনে নিয়ে যাব।

— আরে না, না...

— আমি সবকিছু ভেবে রেখেছি। তৈরি হয়ে নাও! সারি বাঁধার সময় হয়ে গেছে।

বেড়াতে যাওয়ার আগে কয়েদীদের করিডরে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়াতে হত। তারপর গুণা শেষ হলেই তারা উঠোনে যাওয়ার অনুমতি পেত। ফেলিক্স আন্তনকে বিছানা থেকে উঠতে সাহায্য করলেন। তাকে নিজের পিঠে নিয়ে তার পাদু'টি হাত দিয়ে ধরে লাইনে দাঁড়ালেন।

ডিউটিরত সেপাইটি সারিবদ্ধ কয়েদীদের বুকে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে মেরে গুণে চলেছে। দের্জিনস্কির কাছে পেঁছে অবাক হয়ে সে থেমে গেল।

— এ আবার কী তামাসা হচ্ছে, অ্যাঁ? লাইন মে সে নিকাল যাও!

— ও অসুস্থ কয়েদী আন্তন রসল। ওর হাওয়া দরকার, নতুবা ও এখানে মারা পড়বে।

— জেলের নিয়ম: কয়েদী নিজে চলাফেরা করবে। এভাবে যেতে দিতে পারি না...

ফেলিক্স দাঁতে দাঁত চেপে বললেন:

— আচ্ছা শুনুন তো, আপনি খৃষ্টান? আপনার বুকে ক্রুশচিহ্ন আছে!? আমি যে আপনাকে বলছি: লোকটি মরণাপন্ন, ওর হাওয়া চাই। আমার কথা বুঝতে পারছেন?

ফেলিক্সের লাল চোখ দেখে সেপাইটি বলল:

— ঠিক আছে, নিয়ে যাও, তবে... এই-ই শেষ বার!

সেদিন থেকে ফেলিক্স সর্বদা বেড়ানোর সময় আন্তনকে পিঠে করে উঠোনে নিয়ে যেতেন।

গ্রেপ্তারের দেড় বছর পরে আন্তন রসলকে মুক্তি দেওয়া হয়। পুলিশের নজর বন্দী অবস্থায় তাকে পাঠানো হয় কভনো শহরে। তখন তার মাকেও ওয়ারশয় বসবাস নিষিদ্ধ ক'রে দিয়ে ওখানে পাঠিয়ে

দেওয়া হয়। বাবা ইয়ান রসলও ফের গ্রেপ্তার হয়ে ওয়ারশর একটি জেলে ছিলেন। আর বড় ভাই তখন পর্যন্তও নির্বাসন থেকে ফেরে নি... এরূপই ছিল জার রাশিয়ায় অগ্রণী শ্রমিক পরিবারের অদৃষ্ট!

আন্তন রসল তার মামলার রায় শুনে যেতে পারে নি। অল্পকাল পরেই নির্বাসনে সে মারা যায়।

নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় বছর শেষ হতে চলেছে, অথচ ফেলিক্স ও তাঁর সাথীরা তখনও সেদ্‌লেৎস জেলে পড়ে রয়েছেন — সবাই তাঁরা রায় শোনার অপেক্ষায়। কারাগারের জীবন তাঁদের সংগ্রামী মনোবল ধ্বংস করে দিতে পারে নি।

'... তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ যে প্রথম গ্রেপ্তার এবং কারাদণ্ডের পর আমি নিজ কর্তব্য থেকে পিছ-পা হই নি... — বোন আলদোনাকে লেখেন ফেলিক্স। — তবে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমার মত লোকেদের ব্যক্তিগত সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাখ্যান করতে হবে, দেশ ও দশের সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে...

তুমি জানতে চেয়েছ, আমি এখন দেখতে কেমন। তোমায় যথাসম্ভব সঠিক বর্ণনাই দিতে চেষ্টা করব। আমি এতই পরিণত হয়ে উঠেছি যে অনেকেই মনে করে আমার বয়েস ২৬ বছর হবে। অথচ এখন পর্যন্ত আমার দাড়িগোঁফও গজায় নি। আমার মুখের ভাবটি সাধারণত বেশ বিষণ্ণ এবং কেবল কথাবার্তা বলার সময়ই মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তবে যখন আমি তর্কে মেতে যাই এবং দৃঢ়তার সঙ্গে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করি, তখন আমার চোখের ভাব আমার বিরোধীদের জন্য এমন কঠোর হয়ে ওঠে যে তাদের অনেকেই আমার মুখের দিকে তাকাতে পারে না। চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে, তাই এখন আমাকে দেখলে শ্রমিকই মনে হবে, কালকের জিমনাসিয়াম ছাত্র নয়... কপালে এরই মধ্যে তিনটে গভীর বলিরেখার উদয় হয়েছে, এবং চলি আমি আগেরই মত কুঁজো হয়ে। ঠোঁটগুলি প্রায়ই শক্ত ক'রে চেপে রাখি। তাছাড়া এখন আমি ভীষণ রগচটাও...'

'আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই স্বল্পকালীন জীবনেই আমার এমন বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে যা নিয়ে গর্ববোধ করতে পারে কেবল বুড়োরা। সত্যিই যারা আমার মত জীবন যাপন করে তারা বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। আমি

অর্ধেক ঘৃণা করতে কিংবা অর্ধেক ভালবাসতে জানি না। আমি হৃদয়ের অর্ধেকটা দিতে জানি না। আমি সারা হৃদয় দিতে পারি কিংবা একেবারেই দেব না। জীবনে আমি কেবল বেদনাই সহ্য করি নি, বাঁচার সমগ্র আনন্দটুকুও উপভোগ করেছি। আজ আমাকে কেউ যদি বলে: কপালের বলিরেখাগুলির দিকে একবার চেয়ে দেখ্, চেয়ে দেখ তোর অস্থিচর্মসার শরীরের দিকে, বর্তমান জীবনের দিকে, চেয়ে দেখ এবং বুঝতে চেষ্টা কর্ যে জীবন তোকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তাহলে আমি তাকে জবাব দেব: জীবন আমাকে নয়, আমি জীবনকে ধ্বংস করেছি, জীবন আমার মধ্যে থেকে সবকিছু নিঃশেষ করে নি, বরং আমি নিজে জীবনের কাছে সমস্তকিছু প্রাণ ও হৃদয় ভরে নিয়েছি!

...আশা করছি, মাস দুয়েক বাদে আমাকে, খুব সম্ভব, পূর্ব সাইবেরিয়ার ইয়াকুতিয়া অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। স্বাস্থ্য এক প্রকার — ফুসফুস আমাকে সত্যিই সামান্য উদ্বিগ্ন করছে।

মতিগতি অস্থির: কারাকক্ষের নিঃসঙ্গতা আমার উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। তবে আমার মনোবল যা আছে তাতে বেশি না হলেও আরও হাজার বছর কুলোবে... আজও আমি জেলে দেখতে পাচ্ছি, কীভাবে জ্বলছে এক অনির্বাপিত অগ্নিশিখা: এ অগ্নিশিখা হচ্ছে — আমার এবং এখানে নির্যাতিত আমার ভাইবন্ধুদের হৃদয়। নিজ স্বাস্থ্যের কথা আমাকে ভাবতে হয় না, কেননা এখানে এটা হচ্ছে অপরের দায়িত্ব। খাবার পাই ঠিক ততটা, যতটা প্রয়োজন কেবল টিকে থাকার জন্য, তাতে খরচ হয় দিনে সাড়ে সাত কোপেক। তবে জল খাও যত ইচ্ছে এবং মুফতে...

খুব সম্ভব ভিলনো থেকে শিগগিরই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন আমারই জানাশোনা এক মহিলা। দেখতেই পাচ্ছ, বেঁচে আছি এবং লোকেও আমার কথা ভুলে যায় নি। আর বিশ্বাস কোরো, জেলে দিনযাপনকারী বিত্তশালী, কিন্তু প্রিয়জন বঞ্চিত ব্যক্তি, জেলে দিনযাপনকারী কপর্দকহীন, কিন্তু ঘরে-বাইরে প্রিয়জন বেষ্টিত ব্যক্তির চেয়ে শতগুণ অসুখী... সেই জন্যই আমি তোমার চিঠিপত্রের জন্য, তোমার মহৎ হৃদয়ের জন্য এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য তোমার কাছে গভীর কৃতজ্ঞ...'

আলদোনার কাছে লিখিত চিঠিতে ফেলিক্স যে পরিচিতা মহিলার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি হলেন ইউলিয়া। ইউলিয়া ফেলিক্সের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেয়েছিলেন।

জেলখানায় ফেলিক্সকে আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হল:

— আপনার ভাবী স্ত্রীকে আসছে রবিবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ফেলিক্স জেলারকে ধন্যবাদ জানালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না: কে এই ভাবী স্ত্রী এবং কোত্থেকেই বা তাঁর উদয় হল? গুপ্ত আন্দোলনে নিজেদের প্রায়ই বর-কনে বলে ঘোষিত করা হত — জেলখানার বাইরের সাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে। হয়তো ইউলিয়া? কিন্তু কেন? ইউলিয়ার কাছ থেকে বহুদিন ধরে কোন খবর নেই। শেষ এবং একমাত্র চিঠিটি তিনি পাঠিয়েছিলেন ওয়ারশ দুর্গে। চিঠিটি ছিল প্রীতি ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ, ইউলিয়া তাতে ফেলিক্সকে উৎসাহিত করেন ও সমর্থন জানান; বলেন যে সবই ভালয় ভালয় কেটে যাবে এবং 'ভাইয়েরা' তাঁর কথা কখনও ভুলে না। অবৈধ পত্রালাপে 'ভাইয়েরা' বলতে বোঝানো হত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির লোকেদের।

পরে ইউলিয়া উধাও হয়ে যান। 'ওকে গ্রেপ্তার করে নি তো?' — প্রায়ই ভাবতেন ফেলিক্স।

এবার এল নতুন চিঠি। চিঠিখানি ছিল সংক্ষিপ্ত, ভাষা যথাসম্ভব সংযত। তা শুরু হয় এভাবে: 'প্রাণপ্রিয় ফেলিক্স...' ইউলিয়া পারিবারিক সংবাদ জানান, 'ভাইদের' তরফ থেকে শুভেচ্ছা দেন। তবে যেজন্য চিঠিখানি লেখা হয় সেই প্রধান কারণটির উল্লেখ ছিল একেবারে শেষে। ইউলিয়া লেখেন, 'আমি কোনকিছু গোপন না করেই জানিয়ে দিলাম যে অনেকদিন থেকেই আমরা দু'জনে বর-কনে বলে স্বীকৃত এবং বসন্ত কালেই আমাদের বিয়ে হবে। এর ভিত্তিতেই গভর্নর-জেনারেলের দপ্তরে আমাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হয়। আগামী রবিবার সেদলেৎস-এ তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব। সেদিন সন্ধ্যায়ই ওয়ারশ ফিরে যাব। তোমার মানসিক শান্তি কামনা করি। শিগগিরই দেখা হচ্ছে!' এবং নিচে স্বাক্ষর: 'তোমারই ইউলিয়া'।

সেদলেৎস জেলে সাক্ষাতের ঘরটি দেখতে ছিল বড় একটি কারাকক্ষের মত — ঠাণ্ডা ও ফাঁকা। তারের জালের দুই পার্টিশান দিয়ে ঘরটি দুভাগে বিভক্ত। মাঝখানে অপ্রশস্ত করিডর। ঠিক চিড়িয়াখানার খাঁচার মত। দরজা খুলতেই ডোরা-কাটা পোশাক পরা কয়েদীরা জালের দিকে ছুটে যায় নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে বার করতে। কয়েদীদের আগমনের অপেক্ষায় অধীর আত্মীয়রা গলা বাড়িয়ে অন্যদের পেছন থেকে দিচ্ছে উঁকিঝুঁকি। আর তারের দুই পার্টিশানের মধ্যবর্তী করিডরে পায়চারি করছে পাহারারত সেপাই — তার কোমর থেকে ঝুলছে তলোয়ার, মাথার টুপিতে চমকাচ্ছে ধাতব প্রতীক।

ফেলিক্স ঢুকলেন একেবারে শেষে। অতি কষ্টে সামনের দিকে এগুলেন। ইউলিয়া দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় তাঁর মুখোমুখি, বিহ্বল হয়ে তাকাচ্ছেন কয়েদীদের মুখের দিকে।

— ইউলিয়া, ইউলিয়া! — ডাকলেন ফেলিক্স। — এই যে আমি এখানে, ইউলিয়া!

শেষপর্যন্ত ইউলিয়া তাঁকে দেখতে পেলেন। চারিপাশে সে কী অকল্পনীয় গোল — প্রত্যেকে চেষ্টা করে অন্যদের চেয়ে জোরে চেঁচাতে, যাতে কেবল তার কথাই শোনা যায়। বলা কথা বিলীন হয়ে যায় সোরগোলে। একই কথা বলতে হয় কয়েকবার ক'রে।

ফেলিক্স দু' হাতের তালু মুখে রেখে তার ফাঁক দিয়ে চেঁচালেন, চেষ্টা করলেন প্রতিটি শব্দ আলাদা-আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে।

— আসার জন্য ধন্যবাদ!.. লক্ষ্মী মেয়ে!

— ফেলিক্স, ডার্লিং! — চেঁচালেন ইউলিয়া। — আমি তোমাকে খুব জরুরী একটা কথা বলতে চাই, আমায় শুনতে পাচ্ছ?

ফেলিক্স মাথা নাড়লেন, যদিও কষ্টে শুনতে পেলেন কেবল তাঁর আলাদা-আলাদা কথা। ইউলিয়া জালে কপাল ও গাল চেপে কথা বলেন, তাঁর চামড়ায় তারের দাগ পড়ে যায়।

— ফেলিক্স, আমি তোমায় ভালবাসি এবং আমি চাই তুমি যেন একথা জান! যখনই তুমি ফের না কেন আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব! বুঝলে?

ফেলিক্স কান খাড়া করে শুনলেন। কান একেবারে তারে লেগে

আছে। ইউলিয়া যা বললেন তা বিশ্বাস করতে প্রথমে এমনকি তাঁর ভয়ই হল। তবে ইউলিয়া আবার ওই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন এবং ঠোঁটে হাতের আঙুলগুলো ঠেকিয়ে তাঁকে চুম্বন পাঠালেন।

ফেলিক্সের পক্ষে এখন এই লোহার জাল কী দুঃসহই না ছিল। তাঁর কাছে ঘৃণার্হ হয়ে উঠেছিল পাহারারত সেপাইটি, যে সময় সময় ইউলিয়াকে ফেলিক্সের কাছ থেকে আড়াল করে রাখে। ইউলিয়া ফেলিক্সকে জড়িয়ে ধরতে চান, তিনি হাসেন এবং মনে হল, এক সময় তিনি কেঁদেও ফেলেন...

ইউলিয়া ফেলিক্সকে আরও বললেন যে শিগগিরই তাঁকে ভিলনো থেকে চলে যেতে হবে — খুব সম্ভব সুইজারল্যান্ড যাবেন। ডাক্তাররা তা-ই সুপারিশ করছেন। তবে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ...

সেপাই তার কোটের প্রান্তদেশ ঠেলে দিয়ে পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে দেখেই জোর গলায় বলল:

— মুলাকাৎ খতম! যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন চলে যান! কয়েদীলোগ লাইন মে খাড়া হো যাও!

সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ শোনা গেল; কাটল কেবল দশ মিনিট।

সেপাই পেছন ফিরে আবার চেঁচাল:

— মুলাকাৎ খতম! সবলোগ চলে যাইয়ে!..

ফেলিক্স ঝাঁঝরির কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং অনেকখন তাকিয়ে রইলেন ইউলিয়ার দিকে। ইউলিয়া তাঁকে কী যেন বলছেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না। কেবল ঠোঁট নড়া দেখে তিনি অনুমান করলেন যে ইউলিয়া তাঁকে বলছেন: 'ভালবাসি...' দরজার চৌকাঠে থেমে ফের পেছন ফিরে তাকালেন। লোহার জাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন ইউলিয়া, কপালে ও গালে তার লাল-লাল দাগ।

কারাকক্ষে ফিরে ফেলিক্স সঙ্গে সঙ্গেই ইউলিয়াকে চিঠি লিখতে বসলেন।

তারপর বালিশের তলা থেকে একটি চামড়ার মলাট বার করলেন — দেখতে অনেকটা পকেট ব্যাগেরই মত। তাতে একটি ফোটো ছিল, জেলেই তোলা হয় দলিলপত্রের জন্য। ফোটোটির উল্টো পিঠে তিনি লিখলেন:

'আমাদের প্রিয় শহর ভিলনোয় আমরা একসঙ্গে যে সময়টি

কাটিয়েছি এই ফোটো তারই কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিক এবং প্রবাস জীবন যাতে সয়ে যেতে পার তার জন্য তোমায় শক্তি জোগাক। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং হাজার হাজার মাইল দূরে নির্বাসিত তোমার এই ফেলিক্সেরই মত দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রেখো।

১৯০৯ সন'।

দের্জিনস্কির তথাকথিত হাজত-বাসই চলে প্রায় দু' বছর। প্রথম গ্রেপ্তারের সময় যেমনটি ঘটেছিল এবারও পুলিশ দপ্তর খোলা বিচার চালাতে সাহস পেল না: একমাত্র গোয়েন্দার গুপ্তবার্তার ভিত্তিতে অত্যন্ত বেশি অভিযোগ আনীত হয়েছে। ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকে খোলা বিচার থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং এই মামলায় জড়িত কয়েদীদের সরাসরিভাবে রুশ সাম্রাজ্যের কোন দূরাঞ্চলে নির্বাসনে প্রেরণের সুপারিশ দিলেন। সতর্ক চেলোবিতভ এরূপ প্রস্তাব সমর্থন করল: ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী, বিচার শুরু হলে সমস্ত গোয়েন্দা জাল খুলতে হবে। সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে স্বয়ং সম্রাটকে এই মামলার বিষয়ে অবগত করা হল, এবং শিগগিরই এল উচ্চতম আদেশ — দের্জিনস্কিকে দ্বিতীয়বার নির্বাসনে পাঠানো হোক। এবং ফের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসারে। এবার সুদূর ইয়াকুতিয়া প্রদেশে।

সেদলেৎস জেল থেকে কয়েদীদের মস্কোর বুতির্কি জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বইছিল ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস। কেউই জানত না ঠিক কখন কয়েদীদের জেল থেকে বার করা হবে। বন্দীদের আত্মীয়স্বজনেরা সারা রাত জেলের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, কখন জেলের গেট খুলবে। তারা ক্ষণিকের জন্য হলেও একটি বার তাদের আপন জনকে দেখতে চায়, — কে জানে এটাই হয়তো শেষ দেখা!

অপেক্ষমাণ লোকেদের মধ্যে আলদোনা আর ইউলিয়াও ছিলেন। তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন পরস্পরের গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে। ফেলিক্সের মানা না মেনেই তাঁরা সেদলেৎসে আসেন।

তখনও খুব অন্ধকার। লণ্ঠনের মিটমিট আলোতে কারা-মিনারের ঘড়িটি দেখে বোঝা গেল যে ভোর হতে দেরি নেই। জেলের উঁচু গেটের ওপাশে হঠাৎ যেন কাদের চলাফেরার শব্দ শোনা গেল, ভেসে এল

মানুষের কণ্ঠস্বর। ইউলিয়া শুনতে পেলেন লোহার শিকলের ঝঞ্ঝনানি। ঝঞ্ঝনানি কখনও বাড়ে, কখনও কমে। ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে ওঠে মানুষের গলার আওয়াজ।

জেলের গেটের কাছে হাওয়ায় দুলতে থাকে দু'টি কেরোসিনের লণ্ঠন। রাস্তার ভিড় এগিয়ে যায় আলোর দিকে। সবাই কথা বলে ফিসফিস ক'রে। গেট দিয়ে বেরল সৈনিকেরা, হাতে তাদের বন্দুক। লোকগুলোকে গেট থেকে হটিয়ে দিয়ে তারা খুঁটির মত খাড়া হয়ে এক করিডর সৃষ্টি করল — এর ভেতর দিয়ে যাবে কয়েদীরা।

গেট সম্পূর্ণ খুলে গেল। সঙ্গীন লাগানো বন্দুক বাগিয়ে ধরে বার হল প্রহরীরা, আর তাদের পেছনে দেখা গেল নির্বাসিতদের। হাত দিয়ে পায়ের বেড়ির শিকলগুলো ধরে তারা ধীরে ধীরে চলেছে সারিবদ্ধভাবে। প্রতিটি সারিতে চারজন করে।

আলদোনা ও ইউলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ফেলিক্সকে দেখতে পেলেন। তিনি যাচ্ছিলেন — তাঁদের দিক থেকে — একেবারে ডান পাশ দিয়ে। গায়ে কয়েদীদের ধূসর এক গাউন, কোমরে তা সরু বেল্ট দিয়ে বাঁধা, মাথায় কানাতহীন বনাতী টুপি, পিঠে ঝুলছে একটি থলে।

তাঁর চোখদু'টি কাউকে যেন খুঁজছে। এবং যাঁদের এত দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদেরই হঠাৎ দেখতে পেলেন। মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একেবারে কাছে ঘেঁসে চুপিচুপি বললেন:

— তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, আমার লক্ষ্মীরা!.. সুখে থাক!

প্রকৃত সুখ বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে কোন একটি চিঠিতে আলদোনাকে ফেলিক্স লিখেছিলেন:

'ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দুঃখ কোরো না, সুখ — সে চিন্তাহীন এবং ঝড়ঝঞ্ঝাহীন জীবন নয়, সুখ হচ্ছে প্রাণেরই একটি অবস্থা...'

পঞ্চম অধ্যায়

সাইবেরিয়ায়...

১

উচ্চ এবং রৌদ্রতপ্ত একটি খুঁটির তলায় হেলান দিয়ে বসে ফেলিক্স চিঠি লিখছেন আলদোনাকে। চারিদিকে খুঁটির মজবুত বেড়া। ফেলিক্স যেখানে বসে ছিলেন সেখানে হাওয়া বইছিল না। জায়গাটি রৌদ্রোজ্জ্বল এবং বসন্তকালেরই মত উষ্ণ। ফেলিক্স কোট আর টুপি খুলে সূর্যের দিকে মুখ করে বসেছেন। অন্যান্য নির্বাসিতরাও সূর্যের উত্তাপ উপভোগ করছে।

তবে ওই রৌদ্রতপ্ত জায়গাটি ছেড়ে কয়েক পা দূরে গেলেই অনুভূত হয় আঙ্গারা নদীর দিক থেকে প্রবাহিত কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় কীভাবে গায়ের চামড়া হিম হয়ে যাচ্ছে। কারা-প্রাঙ্গণ পার হওয়ার সময় কয়েদীরা ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে গাউন দিয়ে গা ঢাকা দেয়। যেন বরফ ভরা শীতকাল...

ফেলিক্স বোনকে লিখলেন যে তিনি রয়েছেন আলেক্সান্দ্রভস্ক জেলে — জন্মভূমির মাটি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে।

'...আমি এখন পূর্ব সাইবেরিয়ায় — তোমাদের কাছ থেকে, আপন মাটি থেকে ছয় সহস্রাধিক মাইল দূরে, তবে আমার সঙ্গে রয়েছে নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত সাথীরা, — লেখেন ফেলিক্স। — আমি এখনও স্বাধীন নই, এখনও জেলে। বসন্তের অপেক্ষা করছি: তখন জমাট নদীগুলি গলবে এবং আমরা আরও ৩-৪ হাজার মাইল উত্তরের দিকে যাত্রা করব...

কী যে তোমাদের লিখি? মাতৃভূমির জন্য ভীষণ মন টানছে, — সেটা তোমরা জান। তবে তারা আমার হৃদয়ে ধ্বংস করতে পারে নি মাতৃভূমির প্রতি আমার ভালবাসা, আমার আদর্শ যার জন্য আমি লড়ছি, ধ্বংস করতে পারে নি সেই আদর্শের বিজয়ে আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস এবং বিরহের মধ্যেই আমি এখানে বেঁচে আছি। তবে

আমার মন ছুটে যায় আমার ভাইদের কাছে, এবং আমি সর্বদা তাদের সঙ্গে। যখন মনে হয় যে বেদনা মাথার খুলিটি ভেঙে চুরমার করে দেবে, তখন অবশ্য মন সত্যিই ভীষণ ভার হয়ে ওঠে, সবকিছুতে ঘৃণা জাগে; তবে কেবল এই বেদনাই আমাদের মনুষ্যত্ব দান করে, এবং আমরা দেখি সূর্যালোক, — যদিও আমাদের মাথার উপরে এবং আমাদের চারিপাশে রয়েছে দুর্ভেদ্য লৌহ জাল আর কারা প্রাচীর। তবে থাক এসব কথা। নিজের জীবন সম্পর্কে দু'-একটি কথা লিখি। আমি আছি আলেক্সান্দ্রভস্ক জেলে, ইর্কুৎস্ক থেকে ৬০ মাইল দূরে। সারাদিন আমাদের কক্ষগুলি খোলা, বড় কারা-প্রাঙ্গণে আমরা ঘোরাফেরা করতে পারি। পাশেই — নারীদের জেল, বেড়া দিয়ে বেষ্টিত। আমাদের এখানে বইপুস্তক আছে, আমরা কিছু পড়াশোনা করি, তবে বেশির ভাগ সময়ই কথাবার্তা বলে এবং হাসিঠাট্টা ক'রে কাটাই, আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে প্রকৃত জীবনের ব্যঙ্গানুকৃতিতে মেতে থাকি। দেশ থেকে চিঠিপত্র এবং খবরাখবরই হচ্ছে আমাদের একমাত্র আনন্দ...

সেদলেৎস থেকে সুদীর্ঘ দু'মাসের পথ আমায় অত্যন্ত ক্লান্ত করে তুলেছে। সামারা শহর থেকে একনাগাড়ে দশদিন চলতে হয়েছে কোথাও না থেমে ও বিশ্রাম না ক'রে। এবার আমাকে অবশ্যই নিজের স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে হবে, কেননা স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙে পড়েছে। সুখের বিষয় যে বসন্ত এসেছে, দিনগুলি এখন উষ্ণ ও সূর্যস্নাত, এবং হাওয়া এখানে পার্বত্য ও শুষ্ক — দুর্বল ফুসফুসের জন্য তা বিশেষ উপকারী। আর জেল আমাকে খুব একটা বিরক্ত করে না, কারণ প্রহরীকে দিনে কেবল একবারই দেখি, এবং সারা দিন আমি সাথীদের সঙ্গে তাজা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াই।'

কাটল দেড় মাস। ফেলিক্স আরও একখানি চিঠি লিখলেন। আলেক্সান্দ্রভস্ক সেণ্ট্রেল জেল থেকে এটাই শেষ চিঠি।

'মনে হয় ১২ই মে আলেক্সান্দ্রভস্ক থেকে চলে যাব... — জানান তিনি বোনকে, — অতঃপর পথিমধ্যে মাস দেড়েক থাকব, কেননা ভিলিউইস্ক অবধি আমাকে আরও চার হাজার মাইল অতিক্রম করতে হবে। তার মানে, তোমাদের কাছ থেকে আমায় বিচ্ছিন্ন করবে দশ হাজার মাইল, আর তোমাদের সঙ্গে যুক্ত করবে...

এ হবে এক মজার সফর — আমরা একশো জন লোক, যাব নদী পথে। পথিমধ্যে ভাইবন্ধুদের সঙ্গেও দেখা হবে — কভনো ছাড়ার পর পাঁচ বছর ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

আশা করি ইয়াকুৎস্কে সামান্য চিকিৎসার অনুমতি পাব, হালে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে।'

এই চিঠিখানি ফেলিক্স পাঠিয়েছিলেন এপ্রিলের শেষের দিকে। আর এর কিছুকাল পরেই আলেক্সান্দ্রভস্ক সেণ্ট্রেল জেলে এমনসব ঘটনা ঘটে, যা চিন্তিত ও আতঙ্কিত করে কেবল ইর্কুৎস্কের গভর্নর-জেনারেলকেই নয়, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টকেও।

আলেক্সান্দ্রভস্কের ঘটনাবলি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বয়ং মহামান্য সম্রাটকেও অবগত করতে বাধ্য হন।

ঘটনার মূলে ছিল মামুলি একটি ব্যাপার। ফেলিক্স যেমন আলদোনাকে লিখেছিলেন, রাজনৈতিক নির্বাসিতরা আলেক্সান্দ্রভস্ক জেলখানায় বেশ স্বাধীনতা উপভোগ করত। জেল এলাকা থেকে তাদের বাইরে কোথাও যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তবে তারা কক্ষ থেকে ইচ্ছামত প্রাঙ্গণে যেতে পারত, ওখানে যতক্ষণ খুশি থাকতে পারত, রাত্রেই কেবল ফিরতে হত। আরও কীসব সুযোগসুবিধে ছিল, এবং তা কেবল রাজনৈতিক বন্দীর জন্য, ফৌজদারী অপরাধীদের জন্য নয়। সুবিধেগুলি তেমনকিছু উল্লেখযোগ্য নয়, তবে তা ছিল সিম্বোলিক ও বহু শতাব্দীর পুরনো।

হঠাৎ একটি ব্যাপার ঘটল। একদল বন্দীকে ভিলিউইস্ক প্রেরণের আগে গভর্নর-জেনারেল রাজনৈতিক নির্বাসিতদের সমস্ত সুবিধে তুলে দিয়ে তাদের ফৌজদারী অপরাধীর সমপর্যায়ে নিয়ে এলেন।

গভর্নর-জেনারেলের স্বেচ্ছাচারিতার খবর সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নির্বাসিতদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড় কারাকক্ষে সমবেত হল কয়েদীরা। সভাপতিত্ব করলেন দের্জিনস্কি। দরজায় রাখা হল নিজেদের প্রহরী: জেলরক্ষকরা দরজা বন্ধ ক'রে দিলে সভার অংশগ্রহণকারীরাই ফাঁদে পড়বে। সভা চলল অল্পক্ষণ, জানানো হল অবৈধ নির্দেশ বাতিলের এবং খোদ জার প্রশাসন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আগের নিয়মশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি। আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করা হল জেল পরিচালক লিয়াতোস্কেভিচকে। লিয়াতোস্কেভিচ

জাতিতে পোলিশ। বছর তিরিশেক আগে পোলিশ বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য ওকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। তখন থেকে বহু কিছু ঘটে গেছে — লিয়াতোস্কেভিচ মুক্তি পেল, তবে সাইবেরিয়ায়ই থেকে গেল, বিয়ে করল নির্বাসিত এক বাসিন্দার মেয়েকে, নিজের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রম বলে স্বীকার করল, জেল পরিদর্শকের চাকরি নিল এবং শেষপর্যন্ত হল জেলের পরিচালক।

লিয়াতোস্কেভিচ রাজনৈতিক কয়েদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করল, সে মনে করল যে এতে তার মর্যাদার হানি ঘটবে। তবে প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে এবং তাদের দাবিদাওয়া শুনতে সে রাজী হল।

পরিচালকের কাছে রওয়ানা দিলেন দের্জিনস্কি আর স্লাদকোপেভসেভ, যাঁর সঙ্গে ফেলিক্সের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে সাইবেরিয়ার পথে। তবে ফেলিক্স কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগেই অল্পের জন্য সমস্তকিছু পণ্ড করে দেন নি। জেলখানার এক তলায় লিয়াতোস্কেভিচের কামরায় ঢুকে করমর্দনের জন্য লিয়াতোস্কেভিচের প্রসারিত হাতটি লক্ষ্য না করেই পোলীয় ভাষায় বলে বসলেন:

— আপনিও কি এখানে জেলে বাস করছেন? — লোহার মোটা শিক লাগানো জানলা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন তিনি। — আমরা দু'জনই পোলিশ, তবে এখানেই আমাদের আসল মিল নয়। আসল মিল — আমরা উভয়েই জেলে। তবে আপনি জেলার, আর আমরা রাজনৈতিক নির্বাসিতরা আপনার কাছে এই দাবি জানাচ্ছি যে অনতিবিলম্বেই যেন অবৈধ নির্দেশাবলি বাতিল করা হয়...

— ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যদি এরূপে উদ্ধত ভাষায় কথা বলতে চান তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসব না, — রাগ করে লিয়াতোস্কেভিচ। — আমি যে আগে থেকে সাবধান করে দিয়েছি — কোন আল্টিমেটাম দেওয়া চলবে না। তাছাড়া এটা হচ্ছে মহামান্য গভর্নর-জেনারেলের সিদ্ধান্ত।

— এমতাবস্থায় আমাদেরও কিছু বলার নেই। আমরা আপনাদের জেলে স্বাধীন এক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করব যা রুশ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা এবং নিয়মকানুন কিছুই মানবে না... তা-ই জানিয়ে দিন গভর্নর-জেনারেলকে।

দের্জিনস্কি পেছন ফিরেই বেরিয়ে পড়লেন। মিখাইল স্লাদকোপেভ-সেভ চললেন তাঁর পেছন পেছন — ঘন দাড়ির আড়ালে মুচকি হাসি। স্লাদকোপেভসেভ বললেন:

— তুমি তো দেখছি বড্ড গরম লোক, ফেলিক্স। তোমার স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের কথা শুনে লিয়াতোস্কেভিচ অল্পের জন্য হার্ট-ফেল করে নি।

— কিন্তু আমরা সত্যি সত্যিই প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করব! তা জার শাসন মানবে না! সাফল্য অর্জনের ব্যাপারে এটাই হবে আমাদের একমাত্র পন্থা।

কারা-প্রাঙ্গণে প্রতিনিধিদের জন্য অধীর অপেক্ষা করে নির্বাসিতরা। কক্ষে ঢুকে ফেলিক্স তাদের লিয়াতোস্কেভিচের সঙ্গে আলাপের বিষয়ে বলেন।

— আমার একটি প্রস্তাব আছে, — শেষ করেন ফেলিক্স। — তা হল: জেল থেকে জেলকর্মীদের বার ক'রে দিয়ে গেট বন্ধ করে দেব, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দাবি পূরণ হবে না, ততক্ষণ কাউকেই এখানে ঢুকতে দেব না। কর্তৃপক্ষকে বুঝতে দেওয়া হোক যে সেণ্ট্রেল জেলে কয়েদীদের মামুলি কোন বিদ্রোহ চলছে না, তারও চেয়ে ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটছে। তা-ই জানুক রাজধানীতে, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে।

ফেলিক্সের প্রস্তাব সবাই মেনে নিল। 'প্রজাতন্ত্র' পরিচালনার জন্য নেতৃমণ্ডলী গঠিত হল। তাতে থাকলেন দের্জিনস্কি, স্লাদকোপেভসেভ এবং নির্বাসিত খতিলভ — বয়স্ক লোক, অতীতে ছিলেন 'নারোদনায়া ভলিয়া'পন্থী। নেতৃমণ্ডলীর প্রধান হলেন ফেলিক্স দের্জিনস্কি।

কোন এক কয়েদীর লাল শার্ট ছিঁড়ে পতাকা তৈরি করা হল, আর তাতে শাদা ফিতে সেলাই করে লেখা হল 'স্বাধীনতা!'

আর এ দিকে মিখাইল স্লাদকোপেভসেভ একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে রওয়ানা দিলেন প্রহরীদের ডেরায়। ওখানে গোঁফওয়ালা মোটা এক দারোগার সঙ্গে ছিল জনা কয়েক সেপাই। জনা পনেরো কয়েদী ডেরায় ঢুকতেই ঠেসাঠেসি শুরু হয়ে গেল।

দারোগাটি সেপাইদের সঙ্গে তাস খেলছিল। আগন্তুকদের দিকে তাকাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে।

— মাননীয় দারোগাবাবু, — আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করলেন স্লাদকোপেভসেভ, — আজ থেকে এখানে ঘোষিত হচ্ছে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, যা নিজেই পাহারার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাই আপনি ও আপনার লোকেরা সবাই এই জেলের সীমানা ছেড়ে চলে যান। অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ এখানেই রেখে যাবেন।

— কী কী? — পুরনো তাসগুলো একদিকে সরিয়ে দিয়ে, দাড়িওয়ালা কয়েদীর মুখের দিকে ভ্যাবাচ্যাকা দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে উঠে দাঁড়াল দারোগা।

— আপনি আমার কথা বুঝেন নি? — জিজ্ঞেস করলেন স্লাদকোপেভসেভ। — বলছি, আপনাদের জেল ছেড়ে চলে যেতে হবে। মিঃ লিয়াতোস্কেভিচকে গিয়ে বলবেন এ বিষয়ে। ভবিষ্যতে কথাবার্তা হবে গেটের জানলা দিয়ে। তাহলে চলুন এবার।

— তা বড় সাহেব জানেন? — বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করে দারোগা।

— জানেন, জানেন...

— তাহলে আর আপত্তি করতে পারি না, — দারোগা আশঙ্কাপূর্ণ চোখে তাকাতে লাগল ডেরা ভর্তি নির্বাসিতদের মুখের দিকে।

দারোগা খাপ সমেত পিস্তল আর তলোয়ার খুলে টেবিলে রাখল। তাকে অনুসরণ করল সেপাইরা। ডেরায় প্রবেশের মুখে এক জায়গায় কয়েকটি বন্দুক রাখা ছিল, ওগুলিও পেল রাজনৈতিক নির্বাসিতরা।

জেলের পাহারাকে — দারোগা সহ দশজন সেপাইকে — সেণ্ট্রেল জেল থেকে বার করে দেওয়া হল। ভারি গেটগুলি খিল মেরে বন্ধ করে দিয়ে গাছের গুঁড়িটুঁড়ির সাহায্যে এক ব্যারিকেড গড়ে তুলল কয়েদীরা। আর গেটের উপরে উত্তোলিত হল লাল এক পতাকা।

আলেক্সান্দ্রভস্ক জেলে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র ঘোষণার ব্যাপারটি ইর্কুৎস্কের গভর্নর-জেনারেলকে এবং সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। জেলে বিশৃঙ্খলার বিষয়ে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে অবিলম্বে তার দেন স্বয়ং গভর্নরই। ইর্কুৎস্ক থেকে যখন এই সমস্ত আশঙ্কাজনক খবর প্রেরিত হয়, তখন আরও একটি ঘটনা ঘটে — সন্ত্রাসবাদীরা পিটার্সবুর্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সিপিয়াগিনকে খুন করেছে। পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক

খোঁজা শুরু হয়ে গেল। ঠিক হল, বেশি প্রচার না করে অনতিবিলম্বেই বিশৃঙ্খলা দূর করতে হবে, এবং যথা সম্ভব শান্তিপূর্ণ উপায়ে।

ইর্কুৎস্কের গভর্নর-জেনারেল তাঁর টেলিগ্রামের জবাবে ঠিক এরূপই নির্দেশ পেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জেলে সৈন্য নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের 'ভীতি প্রদর্শন ক'রে' আত্মসমর্পণে বাধ্য করার আদেশ দিলেন।

সকালবেলা মিখাইল স্লাদকোপেভসেভের নেতৃত্বে গেটে পাহারারত 'প্রজাতন্ত্রীয় রক্ষীবাহিনী' খবর দিল যে সৈন্যরা সেন্ট্রেল জেল ঘিরে ফেলছে আর জেলের পরিচালক লিয়াতোস্কোভিচ রাজনৈতিক নির্বাসিতদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। নতুন সভা ডেকে ঠিক করা হল যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে। আলোচনা পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল তিন ব্যক্তির উপর। ফেলিক্স দের্জিনস্কির বদলে অন্য একজনকে নেওয়া হল। তা অবশ্য তিনি নিজেও তাতে সম্মতি দেন। স্লাদকোপেভসেভ বললেন:

— আল্টিমেটাম দেওয়া, বিদ্রোহ করা — এই সব হল গে তোমার কাজ, ফেলিক্স। তাতে তোমাকে ছাড়া চলবেই না। তবে এই ব্যাপারে দরকার কূটনীতি — ডিপ্লোমেসি... আর তুমি তাতে বিফলই হবে!

ঠিক হল যে লিয়াতোস্কোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন স্লাদকোপেভসেভ। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হলেন প্রাক্তন এক উকিল। নাম সেগুনিন। উদারনীতিক ও গণতন্ত্রী, অতি দয়ালু লোক তিনি। লোকে বলে যে সেগুনিন নাকি অভিযুক্ত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পক্ষে ওকালতি করার সময় তাদের একজনকে সরাসরি আদালত কক্ষ থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

ফেলিক্স সভা চালিয়ে যান, আর প্রতিনিধিরা রওয়ানা দিলেন গেটের দিকে। জেল কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে সম্মতি-অসম্মতি জানানোর অধিকার ছিল সভারই।

কথাবার্তা চলল খিড়কি দিয়ে — খিড়কিটি দেখতে অনেকটা গোলা-মুখের মত। একদিকে লিয়াতোস্কোভিচ, অপর দিকে — নির্বাসিতদের প্রতিনিধি। জেল পরিচালকের পেছনে শ' পা দূরে সঙ্গীন-লাগানো-বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই সারি সৈনিক।

লিয়াতোস্কোভিচ জেলের পুরনো নিয়ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি

দিল, তবে বিদ্রোহের উদ্যোগীদের যে জবাবদিহি করতে হবে না সে ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা দিল না। কথাবার্তা অচল অবস্থায় এসে পৌঁছল। লিয়াতোস্কেভিচ একেকবার কোথায় চলে যায়, আবার ফিরে আসে, কথাবার্তা শুরু হয় — এবং ফের কোন ফল হয় না।

সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সন্ধ্যার দিকে কথাবার্তা থামিয়ে দেওয়া হল।

ঘনিয়ে এল আশঙ্কাপূর্ণ রাত। কয়েদীরা উত্তেজনার সঙ্গে জটিল পরিস্থিতি নিয়ে বিচারবিবেচনা করতে লাগল, ঘটনা-প্রবাহ কোন গতিতে বইবে সে বিষয়ে মত প্রকাশ করল তারা। রাতটি ছিল সুন্দর, নির্বাসিতরা প্রাঙ্গণে এসে ভিড় করল। কাষ্ঠনির্মিত উচ্চ দেয়ালের ওপাশ থেকে — আর ওপাশে ছিল ফৌজদারী অপরাধীদের জেল — হঠাৎ কার গলা শোনা গেল:

— এই, প্রজাতন্ত্র! সংবাদ আছে! সিপিয়াগিনের কথা পড়ো। কাগজটি ধরো!.. এই ছুঁড়লাম!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালের ওপাশ থেকে খবরকাগজে মোড়া একটি পাথর এসে পড়ল।

সিপিয়াগিন লোকটি কে তা কম লোকেই জানত। তবে ফেলিক্সের ঠিকই মনে পড়ল: আরে এ যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী! ওর আবার কী হয়েছে?

মোমবাতির আলোয় কাগজটি খুলে সবাই সিপিয়াগিন সম্পর্কিত সংবাদটি খুঁজতে লাগল। কাগজটির নাম ছিল — 'পূবের সংবাদ', প্রকাশিত হয় ইর্কুৎস্কে। কাগজের এক প্রান্ত ছেঁড়া, এবং বোঝা গেল না কাগজটি কত তারিখের।

শেষ পৃষ্ঠায় একেবারে নিচে ছোট্ট একটি খবর চোখে পড়ল। তাতে জানানো হচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদীরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সিপিয়াগিনকে খুন করেছে।

এ সংবাদে সবাই ভীষণ উল্লসিত হয়। ভোর অবধি চলে ধুমধাম। সবাই গান গায়, কবিতা আবৃত্তি করে, ভাবতে আরম্ভ করে পিটার্সবুর্গের ঘটনা এখানকার ঘটনাবলির উপর কী প্রভাব ফেলবে। সবাই সকালের অপেক্ষায় থাকে, সে রাতে কেউ-ই ঘুমলো না।

সন্ত্রাসের উপকারিতা নিয়ে তর্ক জমে গেল। ফেলিক্স নিজের মত ব্যক্ত করেন:

— সিপিয়াগিন গেছে — অন্য কেউ ওর জায়গায় বসবে, আর জারতন্ত্র থেকেই যাবে। তা ধ্বংস যখন করবে তো একেবারে সমূলেই ধ্বংস কোরো...

অধিকাংশ নির্বাসিতই ফেলিক্সের সঙ্গে একমত হতে পারল না।

সকালবেলা সেণ্ট্রেল জেলে এলেন স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল। গভর্নর খুব দাম্ভিক লোক; কথা বললেন অনিচ্ছার সঙ্গে এবং শেষপর্যন্ত হুমকি দিলেন যে আদেশ অমান্য করলে সৈন্যরা গুলি ছুঁড়ে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবে। হুমকির সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে গভর্নর এক সংকেত দিলেন, এবং সৈন্য বাহিনী পরিচালনাকারী লেফ্‌ট্যানাণ্ট সৈন্যদের বন্দুক প্রস্তুত রাখার হুকুম দিল।

— গু-লি ভর-র! — শোনা গেল তার আদেশ।

কয়েদীরা এই হুমকিতে কোন সাড়াই দিল না। গেটের উপরে উড়তে থাকে লাল পতাকা — তা স্বাধীনতা সংগ্রামে ডাক দেয়।

— এই এখন ফেলিক্সকে দরকার, — সৈনিকদের প্রস্তুতি লক্ষ্য ক'রে বলেন স্লাদকোপেভসেভ। — শান্তিপূর্ণ কথাবার্তা এবার শেষ হতে চলেছে... বেশ ঠিক আছে, তোমরাও বন্দুক নাও তো দেখি, — বলেন তিনি সশস্ত্র নির্বাসিতদের। — আমরাও ভয় দেখাতে জানি।

খিড়কি থেকে দু'টি বন্দুকের নল বেরিয়ে এল, এবং বিপরীত পক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই তা লক্ষ্য করল।

— এই, গুলি কোরো না বলছি, — হুঁশিয়ার করে দেন স্লাদকোপেভসেভ।

শেষ দিকে আবার এল লিয়াতোস্কেভিচ।

— ভদ্রমহাশয়গণ, এ আপনারা কী করছেন! রক্তপাত হয়ে যাবে যে...

— আমরা শুরু করি নি...

— মহামান্য গভর্নর-জেনারেল আপনাদের শেষ শর্তগুলো জানিয়ে দিতে বলেছেন: আপনাদের গেট খুলতে হবে, অস্ত্র দিতে হবে এবং পতাকাটি সরিয়ে ফেলতে হবে। এর পরই রাজনৈতিক অপরাধীদের তাদের আগের সুযোগসুবিধে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের কোন শাস্তি হবে না।

রাজনৈতিক কয়েদীদের সভা এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি জানাল না।

সবাই মিলে ব্যারিকেডগুলো সরিয়ে দিল, অস্ত্র নিয়ে গেল প্রহরীদের ডেরায়, পতাকা নামিয়ে নিল, খুলে দিল গেট।

আলেক্সান্দ্রভস্ক স্বাধীন প্রজাতন্ত্র — যা রুশ সাম্রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা এবং নিয়মাদি মানতে অস্বীকার করে — টিকে থাকে অসম্পূর্ণ তিনটি দিন। তবে এটাই ছিল জার রাশিয়ায় ঘোষিত প্রথম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র, এবং তার নেতৃত্ব দেন বিপ্লবী ফেলিক্স দের্জিনস্কি।

২

নৌ-চলাচল শুরু হওয়ার পর একদল নির্বাসিতকে পয়দল পাঠানো হল তিনশো মাইল দূরে অবস্থিত কাচুগায়। জায়গাটি লেনা নদীর উজানের দিকে। ওখান থেকে নদীপথে গাধাবোটে ক'রে নির্বাসিতদের যেতে হবে ইয়াকুৎস্ক প্রদেশের ভিলিউইস্ক অবধি।

গন্তব্য স্থলে নির্বাসিতদের পৌঁছার আগেই ওখানে গোপন নির্দেশাদি প্রেরিত হয়: রাষ্ট্রীয় অপরাধীদের কোথায় পাঠাতে হবে এবং কোথায় রাখতে হবে। নির্দেশ পৌঁছানো হয় গভর্নরদের মাধ্যমে — এক গভর্নরের কাছ থেকে তা যায় অন্য গভর্নরের কাছে। ইর্কুৎস্কের গভর্নর-জেনারেল তাঁর পড়শী — ইয়াকুৎস্কের গভর্নর-জেনারেলকে লম্বা একখানি চিঠি লিখে পাঠালেন: রাজনৈতিক অপরাধের অভিযোগে নির্বাসিত দের্জিনস্কিকে কড়া নজরে রাখা হোক।

নির্বাসিতরা ধীরে ধীরে পথ ধরে এগুতে থাকে। ফেলিক্স আর মিখাইল স্লাদকোপেভসেভ চলেন একসঙ্গে পাশাপাশি এবং অবিরাম কথা বলে যাচ্ছেন। মিখাইলের জন্মকর্ম তাম্বভ গুবের্নিয়ায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি গল্প করেন তাঁর আপন শহর শাৎস্ক-এর বিষয়ে।

মিখাইলকে গ্রেপ্তার করা হয় পিটার্সবুর্গে — 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘ' নামক মার্কসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে, এবং ফেলিক্সেরই মত তাঁকেও পাঁচ বছরের নির্বাসনে পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়।

— তুমি জান, আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? — দল ছেড়ে একটু এগিয়ে যাওয়ার পর দের্জিনস্কিকে জিজ্ঞেস করলেন মিখাইল।

— ভিলিউইস্ক, — উদাসীনভাবে জবাব দেন ফেলিক্স।

— তা তো বুঝলাম — ভিলিউইস্ক, কিন্তু তুমি কি শুনেছ যে তোমার ওই ওয়ারশ দুর্গেরই মত এসব অঞ্চল থেকেও কেউ কখনও পালাতে পারে নি?

— কিন্তু ও কাজ তো পথিমধ্যে করা যেতে পারে, — হাসেন ফেলিক্স।

— ওই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে বাতচিত করতে চাই...

পলায়নের ব্যাপারে আগেও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে: আলেক্সান্দ্রভস্ক জেলে থাকার সময়ই তাঁরা প্রথম পরিকল্পনা গড়েন।

— কাচুগায় আমার এক বন্ধু রয়েছেন। উনি ওখানে নির্বাসনে আছেন। ওঁকে খুঁজে বার ক'রে ওঁর কাছ থেকেই উপদেশ নেওয়া যেতে পারে। — ফেলিক্স ওসিপ ওলেখনোভিচের কথা বলছিলেন।

— তবে ভায়া ভুলে যেও না যে আমরা এখন সাইবেরিয়ায়। এখান থেকে পলায়নের জন্য দেওয়া হয় চার বছরের সশ্রম কারাদন্ড।

— তা দেওয়া হয় কেবল অসফল পলায়নের জন্য, — তাঁকে শুধরে দেন ফেলিক্স। — প্রথমে তো ধরা চাই... আর রাস্তা থেকে পালাতে হলে তা শুরুতেই পালানো ভাল।

পথিমধ্যের জেল। তা কাচুগায় প্রবেশের মুখে অবস্থিত, ইয়াকুৎস্কের রাস্তার ধারে। চারিদিকে কালো হয়ে যাওয়া কাঠের পুরনো বেড়া দিয়ে ঘেরা এই জেলটি।

গেট খুলতেই নির্বাসিতরা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল — আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি আর প্রহরীরা।

সকাল বেলা ফেলিক্স ও স্লাদকোপেভসেভ জেলের অফিস-ঘরে গিয়ে গমনাগমনের কাগজপত্র সই করিয়ে নিলেন। ওতে লেখা ছিল যে ইয়াকুৎস্ক জেলার কেবল ভিলিউইস্ক অঞ্চলেই তাঁদের বাস করার অধিকার আছে। অতঃপর ফেলিক্স আর স্লাদকোপেভসেভ বেরলেন ওলেখনোভিচের সন্ধানে। ফেলিক্স জানতেন যে তিনি বাস করেন নিজনি স্ট্রিটে। তবে তা দু'বছর আগের কথা, এর মধ্যে অনেককিছুই বদলাতে পারে।

ওসিপ পুরনো ঠিকানাতেই ছিলেন। নির্বাসিতদের স্বাগত জানালেন তাঁর স্ত্রী আন্না। আন্নাকে ফেলিক্সের ভাল মনে নেই। তবে আন্না তাঁকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারলেন।

— এবার তাহলে এখানে দেখা হল! — সানন্দে হাসতে হাসতে বলেন আন্না। অতিথিদের ভেতরে নিয়ে যান।

— ভাবি নি যে আপনিও এখানে, — বলেন ফেলিক্স।

— আরে ওসিপকে ছাড়া আমার কি গতি আছে... মেয়েকে নিয়ে এখানেই চলে এলাম। দু'বছর হতে চলল।

ওসিপ কাঠ চালানকারীর কাজ করেন শুনে ফেলিক্স ও স্লাদকোপেভসেভ রওয়ানা দিলেন তাঁর কর্মস্থলে — নদীতে।

তাঁরা ওখানে পৌঁছে দেখেন, ওসিপ হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে একটি লাঠি দিয়ে নিজের দিকে গাছের পিচ্ছিল কিছু গুঁড়ি টানছেন। ফেলিক্স তাঁকে নাম ধরে ডাকতেই তিনি পেছন ফিরে তাকালেন, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন না। তবে হাতের লাঠি না ফেলেই তিনি ফেলিক্সের দিকে এগিয়ে এলেন।

— আরে কাকে দেখছি! এ হতেই পারে না!.. তোমাকে যে এখানে দেখতে পাব এ কথা আমি কখনও ভাবি নি, ফেলিক্স! — ফেলিক্সকে আলিঙ্গন ক'রে উল্লসিতভাবে বলেন ওলেখনোভিচ। — তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

— ভিলিউইস্ক।

— আ-চ্-ছা, — টেনে উচ্চারণ করেন ওসিপ। — খারাপ ব্যাপার, ফেলিক্স।

— সেই জন্যই তো তোমাকে খুঁজে বার করেছি। সলাপরামর্শ দরকার।

— ঠিক আছে, কথা হবে... এই ছোকরারা! — কাজের সঙ্গীদের দিকে ফিরলেন তিনি। — তোরা আমাকে ছাড়াই কাজ কর। বন্ধুরা এসেছে।

তাঁরা নিজনি স্ট্রিটে ফিরলেন। আর আন্না ওদিকে রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত।

— তুমি কী ক'রে জানলে যে অতিথিদের নিয়ে আসব? — স্ত্রীর কাঁধ জড়িয়ে ধরে সস্নেহে জিজ্ঞেস করেন ওসিপ।

— তোমরা আর যাবেই বা কোথায়? তা খেতে বসে পড়ো...

— এবার তাহলে খবর-সবর বলো। নতুন কী ঘটেছে? হাত-কড়া পড়েছে অনেকদিন?

— তিন বছর হতে চলল জেলে জেলে ঘুরছি। মুক্ত ছিলাম কুল্লে চার মাস। সামান্য কাজ করেছি...

ফেলিক্স প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বন্ধুর দিকে। প্রথমে তাঁর মনে হল যে ওসিপ অনেক বদলে গেছেন। তবে ভাল ক'রে দেখে মনে হল — এ সেই আগেরই ওসিপ: সেই চোখা দাড়ি, সেই জ্বলন্ত চোখ, কেবল মাথার সামনের দিকে টাক পড়া শুরু হওয়াতে কপাল আরও প্রশস্ত হয়ে উঠেছে।

গুপ্তচরকে খুনের অভিযোগে ওসিপের দণ্ড হয়। ছয় বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। পাঠানো হয় নের্চিনস্কে। তবে পথিমধ্যে — তা ঘটে বিচারের এক বছর পরে — সশ্রম কারাদণ্ড থেকে অব্যাহতি দিয়ে আলেক্সান্দ্রভস্ক সেণ্ট্রেল জেলে রেখে দেয়। তারপর চালান করে কাচুগায় — নির্বাসনে।

আসলে কিন্তু গোয়েন্দাকে হত্যা করে বলসেভিচ। নির্বাসনে সে যখন জানতে পারল যে তার বদলে ওলেখনোভিচ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, সে তখন নিজেই তার অপরাধ স্বীকার করল। এতে ওসিপ কঠোর পরিশ্রম থেকে রক্ষা পেলেন।

— তাহলে তুমি জানতে, আসলে কে খুন করেছে? — জিজ্ঞেস করেন ফেলিক্স।

— অবশ্যই, জানতাম... — জবাব দেন ওসিপ। — আমি স্বীকার করি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার গলায়ই দড়ি পড়ে। ওদের অপরাধীর প্রয়োজন ছিল — কেউ একজন হলেই হল। যদি সঙ্গে সঙ্গেই বলসেভিচকে সন্দেহ করত, তাহলে গোটা ভিলনোর সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সংগঠনই ধ্বংস হয়ে যেত। বলসেভিচ তখন ছিল দুবভোইয়ের যোগাযোগকারী। ছোকর্যাটির জন্য কষ্ট হয়, বেচারাকে নের্চিনস্ক পাঠানো হল... তবে শুনেছি ও নাকি পথ থেকে পালিয়েছে।

মিখাইল ও ফেলিক্সের আগমনের কারণ সম্পর্কে কথা উঠল। ওসিপ মন দিয়ে শুনলেন।

— তোমাদের ভিলিউইস্ক যাওয়া চলবে না, — বলেন তিনি। —

ওখান থেকে মানুষ ফেরে না। কোনকিছু একটা ভাবতে হবে... কালই দেখা করা যাক।

নির্দিষ্ট সময়ে ফেলিক্স ও মিখাইল এলেন নিজানি স্ট্রিটে। ওসিপ আগে থেকেই পরিকল্পনা তৈরি করে রাখেন।

— ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম, — বলেন তিনি। — কাচুগা থেকে তোমাদের নৌকোতে করে নিয়ে যাবে — উজানের দিকে নদী অগভীর, পাথর আছে। আর ভের্খোলেনস্কে তোমাদের চাপিয়ে দেবে ঢাকা গাধা-বোটে। পুরো একটি দল জমা না হওয়া পর্যন্ত দিন কয়েক তোমাদের ওখানে রাখবে। ভের্খোলেনস্কে ডাক্তার আর্খাঙ্গেলস্কিকে খুঁজে বের কোরো। তোমাদের কথা উনার জানা থাকবে। উনাকে তোমরা নিজ নিজ রোগের কথা বোলো, আর ডাক্তার তোমাদের চিকিৎসার সুপারিশ করবেন। ব্যস, তোমাদের যাওয়া মুলতুবি থাকবে। যেই মাত্র দলটি চলে যাবে অমনি পালাবে। প্রথমে নদীপথে, ভাঁটি বেয়ে। যাবে জিগালোভো অবধি। ওখানে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে রেলপথের দিকে রওয়ানা দেবে। যাবে গ্রামের পথ দিয়ে। খবরদার, সড়ক দিয়ে কিছুতেই চলাফেরা করবে না। ভান করবে যে তোমরা সওদাগর — যেমন ইর্কুৎস্কের। এখানে ম্যামথের হাড়ের জন্য সওদাগরেরা প্রায়ই যাওয়া-আসা করে।

সবই করা হল ওলেখনোভিচের পরামর্শ অনুসারে।

দিন কয়েক পরে নির্বাসিতদের দলটি ভের্খোলেনস্কে পেঁছিল। এক দারোগার সঙ্গে দের্জিনস্কি আর স্লাদকোপেভসেভ আঞ্চলিক হাসপাতালে এসে হাজির হলেন। দারোগাটিই ডাক্তার আর্খাঙ্গেলস্কিকে গিয়ে বলল যে চেক-আপের জন্য দু'টি কয়েদীকে নিয়ে এসেছে। পুরনো এক শাদা স্মক পরা বুড়ো ডাক্তার ভীষণ অসন্তোষের সঙ্গে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন: — নিষ্কর্মাদের দেখতে তাঁর মোটেই ইচ্ছা নেই, তবুও অপেক্ষা করতে বললেন। ওষুধের গন্ধে ভরা প্রতীক্ষা কক্ষে অনেক লোক — ডাক্তার একের পর এক রোগী দেখেই চলেছেন, নির্বাসিতদের দিকে তাঁর যেন কোন খেয়ালই নেই। শেষ পর্যন্ত দারোগা আর অপেক্ষা করতে না পেরে ফের ডাক্তারের কাছে গেল।

— এদের আবার কী দেখব, অ্যাঁ! — ফের রাগের সঙ্গে বলেন ডাক্তার। — নির্বাসনে যেতে মন নেই — সে-ই হচ্ছে এদের একমাত্র

রোগ... আপনাকে আমি খুবই মান্য করি দারোগা সাহেব... তাই দেখব... ডাকুন তাহলে!

— এক একজন করে? — জিজ্ঞাসা করে দারোগা।

— আরে না, এক সঙ্গেই ডাকুন।

নির্বাসিতরা ভেতরে ঢুকলেন, দারোগা থেকে গেল প্রতীক্ষা কক্ষে।

— শুনি, কী হয়েছে তোমাদের? — অনেকটা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার যাতে প্রতীক্ষা কক্ষেও শোনা যায় তাঁর গলা। — আরে তোমরা ষাঁড়ের মত সুস্থ! ঠিক আছে কাপড় খোলো তো...

ডাক্তার অনেকখন ওঁদের পরীক্ষা করে দেখলেন — চোখ টিপলেন, হৃৎস্পন্দন শুনলেন — এবং শেষে আস্তে আস্তে বললেন:

— আপনাদের ব্যাপার আমার জানা আছে... সত্যিই আপনাদের ভিলিউইস্ক যাওয়া উচিত হবে না। আমি ঠিকই লিখে দেব যে আপনারা অসুস্থ। আপনাদের ভিলিউইস্ক যাওয়া — মানেই মৃত্যু।

আর্খাঙ্গেলস্কি প্রতীক্ষা কক্ষের দরজা খুলে দারোগাকে ডাকলেন।

— দারোগা সাহেব, ব্যাপার-স্যাপার বাস্তবিকই খারাপ। ওদের যক্ষ্মা! হ্যাঁ যক্ষ্মা!.. খাবারদাবার কম পাচ্ছে! ওদের এখানেই রেখে দিতে হবে, এবং অনেক দিনের জন্য... তা-ই বলবেন কর্তৃপক্ষকে। আমি তো লিখেই দিচ্ছি।

ডাক্তার আঞ্চলিক হাসপাতালের সীল-দেওয়া একখানি ফরম নিয়ে সব ডাক্তারেরই মত অস্পষ্ট হস্তাক্ষরে আপন মন্তব্য লিখে দিলেন:

'ইয়াকুৎস্ক জেলায় নির্বাসন দণ্ড ভোগের জন্য গমনরত রাজনৈতিক অপরাধীদ্বয় — মিখাইল দ্মিত্রিয়েভিচ স্লাদকোপেভসেভ এবং ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি — বাস্তবিকই ফুসফুসের যক্ষ্মায় ভুগছে। এদের উভয়েরই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছে এবং ভীষণ শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিয়েছে যার জন্য বর্তমানের এই ঠাণ্ডা আর্দ্র আবহাওয়ায় উক্ত অপরাধীদের পক্ষে নির্বাসন স্থান অভিমুখে যাত্রা সম্ভব হবে না। এদের অবস্থা অতি শোচনীয়।'

এইভাবে ভের্খোলেনস্কে রয়ে গেলেন দু'জন নির্বাসিত।

ঠিক হল, পালাবেন তাঁরা মাঝরাতের পরে — গ্রাম তখন নিরব এবং মানুষের অলক্ষ্যে নদীর তীরে পেঁাছা যাবে।

সবই প্রস্তুত। সবকিছু বারবার যাচাই করে নেওয়া হল। আসল

জিনিস — নৌকা, নৌকার বন্দোবস্ত করেছেন ডাক্তার। সন্ধ্যের সময়ই নৌকাটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখার কথা ছিল তাঁর।

পলাতকরা জানলা খুলে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে পড়ল — প্রথমে ফেলিক্স, আর স্লাদকোপেভসেভ তাঁকে জিনিসগুলো ধরিয়ে দিলেন। পোঁটলা-পুঁটলি অনেক, কয়েদী আর নির্বাসিতদের হামেশাই রাজ্যির জিনিসপত্র জমে যায়।

সাবধানে ছিটকিনি খুলেই চুপ মেরে বসে রইলেন।

জ্যোৎস্না রাত। চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল নিঃস্তব্ধ রাস্তাঘাট। কেবল ঘরবাড়ির কালো ছায়া এসে পড়েছে মাটিতে। দূর থেকে ভেসে আসে রাতের চৌকিদারের লাঠির শব্দ।

ঘন ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা রাস্তা ধরে কিছু দূর গিয়েই নদীর দিকে মোড় নিলেন এবং ফের চুপ মেরে বসে রইলেন: কোন জেলে জাল পাতছে। ছোট্ট এক টিলার পেছনে লুকিয়ে থেকে ওর চলে না যাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে লাগলেন। তারপর এক দৌড়ে নৌকার কাছে ছুটে গেলেন। দাঁড় পরখ ক'রে নৌকাটি ঠেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা অনুভব করলেন, স্রোত কীভাবে তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে... মুক্তি!

রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতে তাঁদের কুড়ি মাইলের মত পথ বওয়া দরকার — এরপর তাঁরা নিজেকে বিপদমুক্ত বলে গণ্য করতে পারে। কিন্তু এক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সামনে তাঁরা শুনতে পেলেন ছুটন্ত জলের ক্রমবর্ধমান শব্দ। নৌকাখানি দ্রুত চলতে থাকে তীর এবং লম্বা একটি দ্বীপের মধ্যেকার সংকীর্ণ জলধারার উপর দিয়ে। শব্দ ধীরে ধীরে পরিণত হয় গর্জনে, এবং কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রালোকে তাঁরা দেখতে পেলেন ময়দা-কল আর বাঁধ। পথ বন্ধ...

এই সংকট থেকে তাঁরা যখন মুক্তি পেলেন, তখন ভোর হয়ে গেছে। ক্লান্ত ও শক্তিহীন দুই পলাতক ভাঁটির দিকে ভাসতে লাগলেন। নদী ছেয়ে গেল ধূসর কুয়াশায়, অদৃশ্য হল তীর এবং আকাশ। ঠাণ্ডা লাগল। পলাতকেরা ওভারকোট পরে নিজেদের একটু গরম করে নিলেন। স্লাদকোপেভসেভ ফের দাঁড় টানতে বসলেন।

এবার পলাতকরা নতুন এক বিপদে পড়লেন। ধাক্কা, আঘাত এবং মড়্ মড়্ শব্দ... নৌকাখানি ধাক্কা খেল পড়ে থাকা ডালপালাহীন একটি

গাছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই গেল উল্টে। স্লাদকোপেভসেভ তীরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন, তবে তৎক্ষণাৎই জলে ঝাঁপ দিলেন: ভেজা ওভারকোটটি ফেলিক্সকে জলের তলায় টানছে; তিনি পিচ্ছিল ডালপালা আঁকড়ে ধরেন, কিন্তু ওগুলো ভেঙে যায়। ফলে তীব্র স্রোত তাঁকে তীর থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেল। কোন মতে জল থেকে বেরলেন দু'জনে। ভিজে জবজবে, অসাড়: জল ছিল বরফের মত ঠান্ডা। উভয়েই আশাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন উল্টে-যাওয়া অপসৃয়মান নৌকাটির দিকে। নৌকার আলকাতরা-মাখানো তলদেশ কখনও ভেসে ওঠে ঢেউয়ের উপরে, কখনও ডুবে যায় জলে। শেষে তা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

— এবার তাহলে কী করা? — জিজ্ঞেস করেন স্লাদকোপেভসেভ।

— সর্বাগ্রে ধুনি জ্বালাতে হবে।

ডালপালা জড় করে আগুন ধরিয়ে তাঁরা কাপড়চোপড় শুকাতে লাগলেন। দেখা গেল যে তাঁরা পড়ে আছেন ছোট্ট একটি নির্জন দ্বীপে এবং নদীর তীর থেকে তা খুব একটা দূরে নয়। কুয়াশা কেটে যেতেই অনতিদূরে তাঁদের চোখে পড়ল একটি গ্রাম — দশ-বারো ঘরলোক থাকে ওখানে। তীর বরাবর আছে বড় একটা রাস্তা। তাঁদের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলল — ভেলায় ক'রে অপর পারে রওয়ানা দেওয়া যায়। কিন্তু ভেলা তৈরি হবে কী দিয়ে? দ্বীপে কেবল কয়েকটি মাত্র গাছ। তা কী দিয়েই বা ওগুলো কাটা যায়। কুড়ুল এবং অন্যান্য সমস্ত জিনিসই তো এখন নদীর তলায়।

আর গ্রামের লোকে ততক্ষণে তাঁদের দেখে ফেলেছে। তারা ভাবল: লোকদু'টি নিশ্চয়ই নৌকাডুবির পরে বেঁচে গেছে। দেখা গেল, জনা কয়েক চাষা বড় একটি নৌকায় বসে তীব্র স্রোতের বাধা ভেঙে দ্বীপের দিকে আসছে। ভাববার মত বেশি সময় ছিল না। ওলেখনোভিচের উপদেশ স্মরণ করলেন তাঁরা। ঠিক করলেন, সওদাগর বলেই নিজেদের পরিচয় দেবেন, ইয়াকুৎস্ক যাচ্ছেন ম্যামথের হাড় কেনার জন্য।

চাষাদের নৌকা তীরে ভিড়ল। ওঁদের দু'জনকে দ্বীপ থেকে নিয়ে গেল গ্রামে। সারা পথ 'সওদাগরেরা' পোড়া কপাল নিয়ে হা-হুতাশ করলেন: টাকাপয়সা মালপত্র সবকিছু খোয়া গেছে... তবে তাঁরা চাষাদের বকশিস ভালই দিলেন: পাঁচ রুব্ল। এবং ফের

'সওদাগরেরা' দ্বঃখ করতে আরম্ভ করলেন: থেকে গেছে কুল্লে ষাট র্বব্ল, আর ছিল প্রায় হাজার খানেক, এখন নদীতে গিয়ে খোঁজো গে... একটি পাসপোর্টও গেছে — এবার এক পাসপোর্ট দিয়ে দ্ব'জনের কাজ চালাতে হবে...

এই অ্যাডভেঞ্চারের অপ্র্ব সমাপ্তি ঘটল। চাষারা তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগল: পরমেশ্বরের দয়ায় আপনারা নিজেরা তো বেঁচে গেছেন, আর বাকী সবকিছ্ব — মাম্বলি ব্যাপার। যে-টাকা আছে তা দিয়েই এখন বাঁচতে পারবেন। শেষে তারা বলল যে 'সওদাগরদের' ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে তারাই জিগালোভো অবধি পেীছিয়ে দিয়ে আসবে, আর ওখানে তাঁরা নিজেরাই দরকার মত সমস্ত বন্দোবস্ত করবেন। 'সওদাগরদের' রাজী করাতে বেশিক্ষণ লাগল না। তাঁরা ঘোড়ার গাড়িতে বসে পড়লেন এবং রওয়ানা দিলেন জিগালোভো অভিম্বখে।

আর পরে ঘোড়ার গাড়িতে করে তাঁরা চলতে লাগলেন গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, অতিক্রম করলেন ব্বরিয়াতিয়ার স্তেপাঞ্চল এবং দিন কয়েক বাদে একে-ওকে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে ছোট্ট ও নির্জন একটি স্টেশনে এসে উপস্থিত হলেন। তবে স্টেশনে এলেন ঠিক সময় মত — ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে। ট্রেন ছাড়ার সময় আগেভাগেই জেনে নিয়েছিলেন।

পোল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য ফেলিক্সের ভীষণ তাড়া। তাছাড়া ভিলনো কিংবা ওয়ারশ ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না তাঁর। বিদেশের মাটিতে পাড়ি জমাতে হলে চাই পাসপোর্ট, পোশাকপরিচ্ছদ।

ইউলিয়ার কোন খবরই জানেন না ফেলিক্স।

ভিলনোয় পেীছে — সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা ক'রে — ফেলিক্স পপলাভস্কি স্ট্রিটে এলেন, সোফিয়া ইগনাতিয়েভনার বাড়িতে। ওখানেই তিনি জানতে পারলেন যে আলদোনা শহরে নেই — ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রামে চলে গেছেন, ফিরবেন জিমনাসিয়াম খোলার কিছ্ব আগে। গত যাত্রার মত এবারও সারা রাত কাটল আলাপ আলোচনায়, পলাতকের জন্য মানানসই পোশাকপরিচ্ছদের খোঁজে। সবাই শ্বতে গেল দেরিতে। সকালে ঘ্বম থেকে উঠে ফেলিক্স তাড়াতাড়ি ম্বখে সামান্য কিছ্ব দিয়েই ইউলিয়ার ওখানে চলে গেলেন।

ইউলিয়া বাড়িতে ছিলেন না: তিনি তখন স্বইজারল্যাণ্ডে, থাকেন

জেনেভা হ্রদের নিকটে অবস্থিত ছোট্ট এক শহরে। ইউলিয়ার মা ফেলিক্সকে চিনতে পারলেন না। আর তিনিও নিজের পরিচয় দিলেন না, কেবল বললেন যে তিনি ইউলিয়ার স্কুলের সাথী, কী একটা নামও ভেবে বলে গেলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মা বললেন যে ইউলিয়া অনেকদিন থেকেই অসুস্থ বোধ করছিলেন, তবে সে দিকে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না, আর বসন্তে কাশি শুরু হল, রক্ত দেখা দিল, এবং তখনই পরিবারের ডাক্তার মেয়েকে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যনিবাসে যেতে বাধ্য করলেন।

ভিলনোয় ফেলিক্সের অন্য কোন কাজ ছিল না এবং সেদিনই — ভাগ্য পরীক্ষা না ক'রে — ওয়ারশয় চলে গেলেন। কিছুকাল পরেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল বিদেশে — ক্রাকোভে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পলায়নের পরে

১

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি আলদোনা ভাইয়ের চিঠি পেলেন। বহু প্রতীক্ষিত চিঠি। তিনি তাঁর পলায়নের কথা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন: সোফিয়া ইগনাতিয়েভনা সমস্ত সতর্কতার সঙ্গে আলদোনাকে ভিলনোয় ডেকে পাঠান এবং ভাইঝিকে সেই রাতের ঘটনার বিষয়ে অবগত করেন যখন ফেলিক্স তাঁর বাড়িতে উঠেছিল। দু'জনেই কাঁদলেন। চিঠির অপেক্ষায় রইলেন।

ফেলিক্স লিখলেন সুইজারল্যান্ডের লেইজেন শহর থেকে। ভাগনেদের খবরাখবর জানতে চান, তাদের ফোটো পাঠাতে অনুরোধ করেন, সবাইকে শুভেচ্ছা দেন। নিজের বিষয়ে লিখলেন সামান্য:

'অনেকদিন তোমাদের সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়ে ওঠে নি। এবার আমি বিদেশে — সুইজারল্যান্ডে। থাকি উঁচুতে, পর্বত শিখরে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১½ মাইল উপরে। আজ সারা দিন মেঘলা ভাব। চারিদিক অপরিষ্কার, স্যাঁতসেঁতে। বৃষ্টি পড়ছে, এবং জানি না তা কোত্থেকে: উপর থেকে কিংবা নিচ থেকে...

আমার একজন বন্ধু আছেন এখানে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্যনিবাসে রয়েছেন। একমাত্র তাঁর জন্যই আমি এখানে আছি। সম্প্রতি আমি এখানে এসেছি — এই দিন কয়েক আগে।'

অসুস্থ বন্ধুটি হলেন ইউলিয়া। ফেলিক্স ইউলিয়াকে খুঁজে পান যক্ষ্মারোগীদের স্বাস্থ্যনিবাসে, কাঁচ-লাগানো স্বচ্ছ একটি বাড়িতে। তা অবস্থিত পর্বতের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে। প্রচুর আলো-বাতাস আছে ওখানে। ফেলিক্স সঙ্গে সঙ্গে পেঁছিতে পারেন নি ও-জায়গায়। তাঁর কাছে ঠিকানা ছাড়া আর কিছুই ছিল না: না টাকাপয়সা, না পাসপোর্ট।

পালিয়ে প্রথমে যান ক্রাকোভে, পরে গিয়ে পেঁাছেন বার্লিনে। বার্লিনে তাঁর অপেক্ষা করেন মার্খলেভস্কি*। দের্জিনস্কির অপেক্ষা করছিল অন্যান্য লোকেরাও যাদের সঙ্গে তখনও তাঁর পরিচয় ঘটে নি। বার্লিনে তখন পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সম্মেলনের আয়োজন চলছে।

স্টেশনে ফেলিক্সের সঙ্গে দেখা করেন ইউলিয়ান মার্খলেভস্কি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন — পুরুষ আর নারী। নারীটি ছিলেন খাটো আর তাঁর পুরুষ সঙ্গীটির পাশে তাঁকে মনে হল একেবারে ছোট্ট খুকী। পুরুষটির গায়ে বোতাম খোলা হালকা কোট, মুখে চাপ দাড়ি, দাঁতে আটকে আছে পাইপ আর মাথায় হামবুর্গের বন্দর কর্মীদের মত কালো টুপি, মনে হল ষোলআনা নাবিক।

— ইয়ান তিশ্কো, — ফেলিক্সকে অভিবাদন জানিয়ে নিজের পরিচয় দেন তিনি।

তরুণী মহিলাটির পদবী ফেলিক্স ঠিক বুঝতে পারেন নি, তবে তাঁর নামটি মনে থাকল — রোজা। বয়স বছর তিরিশ হবে। তাঁর চেহারা সুন্দর ছিল এমনটি অবশ্য বলা যায় না, তবে বড় বড় চোখদুটি এবং ঘন অক্ষিপক্ষ্মগুলি তাঁর চেহারায় লাবণ্য জোগায়।

— আর আমরা আপনার বিষয়ে সবকিছুই জানি, — প্ল্যাটফর্ম থেকে রাস্তায় নেমে যাওয়ার পর বলেন রোজা। — আপনি এরই মধ্যে দু'বার নির্বাসন থেকে পালিয়েছেন, আর আপনার গ্রেপ্তারের খবর 'ইস্ক্রায়'** প্রকাশিত হয়।

— তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন, কী বিখ্যাত ব্যক্তি আমি! — হেসে ওঠেন ফেলিক্স। — আমি তা জানতামই না।

— তদুপরি আমরা যে একই জায়গার লোক — দু'জনেই ভিলনো থেকে, — যোগ করেন তিশ্কো। — আমাদের শহরটির প্রতি

---

* ইউলিয়ান মার্খলেভস্কি — প্রখ্যাত পোলিশ কমিউনিস্ট, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। — সম্পাঃ

** 'ইস্ক্রা' — সারা রাশিয়ার বিপ্লবী মার্কসবাদীদের অবৈধ রাজনৈতিক সংবাদপত্র। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা। 'ইস্ক্রা'র প্রধান কর্তব্য ছিল — রাশিয়ায় মার্কসবাদী পার্টি গঠন। সংবাদপত্রটির প্রকৃত অনুপ্রেরক, সংগঠক আর পরিচালক ছিলেন লেনিন। — সম্পাঃ

আমার ভীষণ মায়া আছে, যদিও বহুকাল ওখানে যাই নি।

— আমি আপনাকে ভালই বুঝি, — বলেন ফেলিক্স। — জন্মস্থানের সবকিছুই অপূর্ব, ঠিক যেন শৈশবের স্মৃতি...

— এ সবই ঠিক, — সম্মতি জানান ইউলিয়ান মার্খলেভস্কি, — তবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করছে চিন্তাধারা আর দৃষ্টিভঙ্গির অভিন্নতাও।

— সত্যিই তাই, — অনুমোদন করেন তিশ্‌কা। — ইউলিয়ান ওয়ারশয় আপনার কাজের বিষয়ে আমায় বলেছে। সত্যিই, আপনি অনেককিছু করেছেন...

— দুঃখের বিষয়, তা অনেকদিন আগের কথা। তাছাড়া তেমন বেশিকিছুই করি নি... কাজের মধ্যে একটি কাজই করেছি — শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেককে পোলীয় সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করা গেছে: প্রথমে জুতো কারখানার কর্মীদের আর পরে ছুতোর, ধাতুকর্মী আর রুটিওয়ালাদের। ওয়ারশতে তখন দু'হাজারেরও বেশি রুটিওয়ালা ছিল।

লিউস্টগার্টেন-এর কাছেই কোথাও মার্খলেভস্কির বাড়িতে গভীর রাত অবধি আলাপ-আলোচনা চলল। ওখানে এলেন আদল্‌ফ ভারস্কি; ফেলিক্স এঁকে ওয়ারশ থেকেই অল্পসল্প চিনতেন। এলেন সদা প্রাণবন্ত ও তেজস্বী গানেৎস্কি — ইনিই আবার কিউবা। গুপ্ত আন্দোলনে তাঁকে এই নামেই ডাকা হত। রোজা বার কয়েক রান্নাঘরে গিয়ে কফি তৈরি করেন। ফিরে এসে আলোচনায় যোগ দেন।

বার্লিনে প্রথম দিকে ফেলিক্স মার্খলেভস্কির বাড়িতে উঠলেন। অতিথিরা যখন চলে গেলেন, ফেলিক্স জিজ্ঞেস করলেন:

— এই রোজা মেয়েটি কে? ওর চোখদু'টি কী অপূর্ব...

— রোজা?.. এ যে লুক্সেমবুর্গ — তিশকার স্ত্রী।

— ও?! এত তরুণী! — বিস্মিত হন ফেলিক্স।

কল্পনা করাই কঠিন ছিল যে ইনিই সেই রোজা লুক্সেমবুর্গ যিনি অনেকগুলো বইয়ের লেখক। তাঁর বই ফেলিক্স এমনকি নির্বাসনেও পড়েছেন...

-- রোজার সঙ্গে মিলে আমরা 'স্প্রাভা রবত্‌নিচা' নামে একটি খবরকাগজ ছাপাই। ও অতি চমৎকার লোক, বুদ্ধিমতী এবং যেমনটা দেখতেই পাচ্ছ, কফিও মন্দ তৈরি করে না, — হাসেন মার্খলেভস্কি।

২

শিগগিরই বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয় পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রতিনিধিদের সম্মেলন। ফেলিক্সের আগমনের দিনে ইউলিয়ান মার্খলেভস্কির বাড়িতে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের সবাই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আরও কয়েকজন প্রতিনিধি এলেন ওয়ারশ, লদ্‌জ, ক্রাকোভ, জেনেভা থেকে। তবে সব মিলিয়ে খুব একটা বেশি লোক হল না: একটি বড় খাবার টেবিলের চারিপাশে প্রায় সবারই জায়গা হয়ে গেল।

অধিবেশন চলল একটি দিন। সম্মেলন শেষ হল পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বৈদেশিক কমিটি নির্বাচনের পর। দের্জিনস্কির উপর একসঙ্গে অনেকগুলি দায়িত্ব ন্যস্ত হল — সম্পাদকের কাজ, পার্টি সংবাদপত্র ও অবৈধ সাহিত্য প্রকাশ। পোল্যান্ড রাজ্যে অবস্থিত পার্টি সংগঠনগুলিকে সাহিত্য জোগানোর সমস্ত ভারও ছিল তাঁর উপর।

ভাইবন্ধুরা ফেলিক্সকে এই পরামর্শ দিলেন, কাজে হাত দেওয়ার আগে তিনি যেন নিজের চিকিৎসার দিকে মন দেন, এবং পরে ক্রাকোভে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংবাদপত্রের প্রকাশনা শুরু করতে পারেন।

— হ্যাঁ, আরও একটি ব্যাপার, — বলেন মার্খলেভস্কি, — তোমার ছদ্মনামটাও বদলাতে হবে। 'ইয়াৎসেক', 'পুস্তক-বাঁধাইকারী' — এই সব নাম পুলিশের ভাল জানা আছে। তা তোমাকে এবার কী বলে ডাকি?

— তোমাদের যেমন ইচ্ছে...

— তাহলে তোমার নামদাতাই হতে হচ্ছে... 'ইউসেফ' তোমার মনে ধরে? ব্যস, তাহলে চমৎকার!

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেলিক্স সুইজারল্যান্ড চলে গেলেন।

ঘোড়ার গাড়িটি এসে থামল ছোট্ট এক হোটেলের কাছে। হোটেলটি পাহাড়ের চিত্রোপম স্থানে, ওখানে ছিল কেবল একটি মাত্র গাছ। রাত কাটানোর ব্যাপারে হোটেল মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলিক্স তার কাছে স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার পথটি জেনে নিলেন। ওই

স্বাস্থ্যনিবাসে ইউলিয়া। সুটকেসটি কামরায় রেখে তিনি সেখানেই রওয়ানা দিলেন।

একজন নার্স ফেলিক্সকে বারান্দায় পেঁছিয়ে দিল। নার্সটির ব্লাউজের হাতায় এবং স্কার্ফে নীল ক্রুশ-চিহ্ন। স্কার্ফটি কাঁধ স্পর্শ করছে। বারান্দায় আরাম-কেদারায় কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে অসুস্থ নারীরা।

অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান ফেলিক্সকে দেখেই ইউলিয়া একটু উঠে বসলেন এবং তাঁর মাথাটি চেপে ধরে অনেক-অনেকখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

— আমি তোমার জন্য কত অপেক্ষা করেছি, ফেলিক্স! এবার সবই ভাল হবে! তাই না?

— হ্যাঁ, তাই! তাহলে শেষপর্যন্ত দেখা হল। আমিও এই সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলাম... তোমাকে তো মোটেই মন্দ দেখাচ্ছে না!

— সত্যি? আমি খুব খুশি... আমি যখন জানতে পেলাম যে তুমি ক্রাকোভে চলে এসেছ, সেই মুহূর্ত থেকেই আমি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

অনেক কথা হল — যেমনটি হামেশা হয়ে থাকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রথম সাক্ষাতে। ফেলিক্স ডাক্তারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন: তাঁরা তাঁকে চিকিৎসা করতে বাধ্য করেন, অথচ তাঁর দরকার স্রেফ একটু বিশ্রাম। ইউলিয়া বললেন যে শীতে ভিলনোয় ফেরার কথা ভাবছেন: স্বাস্থ্যনিবাসের চেয়ে শীতই তাঁর স্বাস্থ্যের বেশি উন্নতি ঘটায়।

লেইজেনে ফেলিক্স এক সপ্তাহ থাকেন। প্রতিদিন সকালে স্বাস্থ্যনিবাসে যান। ডাক্তার রোগীদের দেখে যাওয়ার পরই ইউলিয়া বারান্দায় নেমে আরাম-কেদারায় শুতেন এবং ফেলিক্স বসতেন তাঁর পাশে। যখন ঘণ্টা দুয়েকের জন্য আর্দ্র কুয়াশা কেটে গিয়ে সূর্য দেখা দিত, ডাক্তার ইউলিয়াকে স্বাস্থ্যনিবাসের ধারেকাছেই কিছুক্ষণের জন্য বেড়াতে যাওয়ার অনুমতি দিতেন।

— পনেরো মিনিটের বেশি নয় কিন্তু! — হামেশাই বলতেন ডাক্তার, এবং বলতেন তা ইউলিয়ার চেয়ে ফেলিক্সকেই বেশি উদ্দেশ্য ক'রে।

ফেলিক্সের আগমনে ইউলিয়া অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন। খিদে বাড়ল, দুর্বলতা গেল।

— তুমি যাদুকর, ফেলিক্স! — বলেন সুখী ইউলিয়া। — আমি নিজেকে পুরোপুরি সুস্থ বোধ করছি...

তবে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে নি। একদিন ডাক্তার ফেলিক্সকে নিজ কামরায় ডেকে নিয়ে বললেন:

— আমি আপনাকে আনন্দিত করতে চাই, — বলেন তিনি। — ম্যাডামের অবস্থা যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে... তবে তা ছলনাও হতে পারে। হেমন্তে তাঁকে বাড়ি ফেরাই ভাল। আমাদের এই পরিবর্তনশীল আর্দ্র আবহাওয়া থেকে দূরে থাকাই ভাল। তবে বসন্তে ফের এখানে চলে এলে মন্দ হবে না। চলে যাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে আপনি নিজেই বলুন... মনে রাখবেন যে ফুসফুসের রোগে যারা ভুগে তারা সাধারণত নিজের অসুখের মর্মান্তিক পরিণামে বিশ্বাস করে না।

— আপনি কি মনে করেন যে ইউলিয়ার অবস্থা খুবই শোচনীয়?

— আমি আপনাকে তা বলি নি, তবে... — ডাক্তার কেবল হাতদুটি নাড়লেন।

ইউলিয়ার চলে যাওয়ার প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে যায়। ডাক্তারের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে ফেলিক্স তাঁকে বললেন সে বিষয়ে। তিনি ইউলিয়াকে জানালেন যে ডাক্তারের মতে দিনে দিনে তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এবং এখন বাড়ি ফেরা যেতে পারে।

— দেখলে তো! — আনন্দিত হন ইউলিয়া। — মানে, আমার সবই ঠিক আছে!

একদিন পরে ইউলিয়া চলে গেলেন। বার্লিন হয়ে যেতে হবে ভিলনোয় — পথটাই এরূপ। ফেলিক্স তার দিলেন মার্খলেভস্কিকে। ইউলিয়াকে ওয়ারশর ট্রেনে বসতে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানালেন তাঁকে।

ওই দিনগুলিতে আলদোনাকে তিনি লেখেন:

'তোমার প্রথম চিঠিখানার উত্তর দিই নি বলে তুমি আমার উপর রাগ কোরো না — মানসিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। যেমনটি দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখন জেনেভায় পৌঁছে গেছি।

সমস্ত সময়টা আমি কাটিয়েছি জেনেভা হ্রদের আশপাশের

পাহাড়পর্বত আর উপত্যকায় ঘোরাফেরা ক'রে। তবে কাজ ছাড়া বসে থাকায় অত্যন্ত একঘেয়ে লাগছে!.. এখানে আমি বেশিদিন থাকব না।'

এবার থেকে বহু বছর ফেলিক্সকে কাটাতে হবে বিদেশে। তিনি স্বাধীন, কিন্তু প্রবাসী।

তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে ধীরে ধীরে। কী যেন কী একটি কারণে — হয়তো দেশের প্রতি টান, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ কিংবা জেনেভা হ্রদ থেকে প্রবাহিত আর্দ্র বাতাসের দরুন — তিনি পুরোপুরি সেরে উঠতে পারছিলেন না।

বার্লিনে মার্খলেভস্কির কাছে ফেলিক্স চিঠি লিখতেন ক্বচিৎ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউলিয়ানের সমস্ত প্রশ্ন তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। কোনকিছু একটা ঘটেছে সন্দেহ ক'রে ইউলিয়ান অফিসিয়েলভাবে একখানি চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি ফেলিক্সকে অনুরোধ করলেন অনতিবিলম্বে জাকোপানে-তে গিয়ে ডাক্তার ব্রনিস্লাভ কশুতস্কির সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিসের জন্য জাকোপানে যেতে হবে তা চিঠিতে লেখা ছিল না। মার্খলেভস্কি সংকেত-বাক্যও জানালেন: 'আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আমি আপনার পরামর্শ নিতে চাই!' এর উত্তর হওয়া উচিত: 'ভাল কথা, আমি আপনায় দেখব, ইয়াং ম্যান।'

ফেলিক্সের চরিত্র জেনে পত্রের শেষে মার্খলেভস্কি লিখলেন:

'ওখানে নিজের আসল নাম বলবেন না, নতুন ছদ্মনাম ব্যবহার করবেন। পরবর্তী নির্দেশ কশুতস্কির মাধ্যমে। নির্দেশগুলো সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের আদেশ মনে ক'রে পালন করবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই আপনাকে সুইজারল্যান্ড থেকে প্রত্যাহার করতে হচ্ছে বলে ক্ষমা চাইছি।'

ইউলিয়ান নিজের চাতুরীতে মনে মনে একটু হাসলেন। খামখানা বন্ধ করে ডাকঘরে নিয়ে গেলেন। একই সঙ্গে চিঠি পাঠালেন উচ্চ তাত্রি পর্বতের নিকটস্থ গহন স্বাস্থ্যকর স্থান — জাকোপানে-তে। চিঠিতে তিনি ব্রনিস্লাভ কশুতস্কিকে নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত করলেন। মার্খলেভস্কি ও কশুতস্কি এককালে 'প্রলেতারিয়েতে' কাজ করেছেন, এবং গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে উভয়েই পোল্যান্ড রাজ্য থেকে বিদেশে চলে যান।

ইউলিয়ানের চিঠিখানা ফেলিক্স সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বলে গণ্য করলেন। নিজের সংগঠনের সমস্ত ব্যাপারে কঠোরতম শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাবান ফেলিক্স কয়েকদিন পরেই ক্রাকোভে গিয়ে পৌঁছেন এবং ওখানে দেরি না করে জাকোপানে-তে চলে যান। এখানে তিনি ডাক্তার কশুতস্কিকে অনায়াসেই খুঁজে পান। ডাক্তার কাজ করতেন 'ভ্রাতৃ সহায়তা' নামক এক ছাত্র সংস্থায়। সংস্থাটি চলত ধনী পৃষ্ঠপোষকদের অর্থ-সাহায্যে। ছাত্রদের জন্য জাকোপানে-তে 'ভ্রাতৃ সহায়তা' সমিতির একটি ছোট যক্ষ্মা হাসপাতালও ছিল।

ফেলিক্স নির্দেশ মত ডাক্তারের কাছে এলেন — সরাসরি হাসপাতালে। নিজের পরিচয় দিলেন ইউসেফ দমানস্কি নামে। কশুতস্কির সঙ্গে একান্তে তিনি সংকেত বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, উত্তর পেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই গোবেচারার মত ডাক্তারের পরীক্ষাধীন হলেন।

— আপনাকে আমি কী আর বলি, মিঃ দমানস্কি, — ওয়াশিং বেসিনের কাছে দাঁড়িয়ে হাতে সাবান মাখতে মাখতে গুরুগম্ভীর মুখে বলেন ডাক্তার। — আপনাকে আমাদের স্বাস্থ্যনিবাসে থেকে যেতে হবে...

— কিন্তু আমার তো ভিন্ন নির্দেশ রয়েছে, — আপত্তি করেন ফেলিক্স, — আমাকে আপনার আজ্ঞাধীনে কাজ করতে হবে...

— ঠিক তাই, — তাঁর কথায় বাধা দেন কশুতস্কি। — ইউলিয়ান সে সম্পর্কে আমায় জানিয়েছে।

অতঃপর তিনি ফেলিক্সের দিকে মার্খলেভস্কির চিঠিটি বাড়িয়ে দেন। ফেলিক্স চিঠিখানি পড়েন, তাঁর ভুরু ক্রমশই উপরের দিকে উঠতে থাকে। পরে তিনি কপাল কুঁচকে রাগান্বিতভাবে কশুতস্কির দিকে তাকালেন। ডাক্তার গম্ভীর হওয়ার জন্য শত চেষ্টা করেও পারলেন না — শেষ পর্যন্ত হেসে ফেলেন। দের্জিনস্কির মুখটি কোমল হয়ে এল, তিনিও হাসতে আরম্ভ করেন:

— হুঁ, ষড়যন্ত্রকারীর দল!.. আপনারা আমায় বেশ পটিয়েছেন তাহলে!

মার্খলেভস্কিকে রসিকতাপূর্ণ একখানি চিঠি লিখলেন ফেলিক্স। এভাবেই দমানস্কি ছদ্মনামে তিনি জাকোপানের দাতব্য চিকিৎসালয়ে — 'ভ্রাতৃ সহায়তায়' থেকে গেলেন।

দু'মাস বাদে চলে যান ক্রাকোভে। যাওয়ার আগে তিনি লেখেন:

'...পাহাড়ী জীবন মানুষকে কল্পনায় বিভোর করে তোলে, তবে আমায় কল্পনায় বিভোর হলে চলবে না। জাকোপানে থেকে চলে যাচ্ছি। দু'মাসের চিকিৎসায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আমি সেরে উঠেছি। কাশি কমেছে। বিশ্রামও হল। শহরের জন্য মন টানছে। ক্রাকোভেই এই টাকায় ভাল থাকতে পারব। এখন শীতকাল, আর ওখানকার জলবায়ু কেবল গ্রীষ্ম ও বসন্তেই খারাপ। ক্রাকোভে খাবার-দাবারও জাকোপানের চেয়ে, এমনকি 'ভ্রাতৃ সহায়তার' চেয়েও ঢের সস্তা।'

ফেলিক্স ক্রাকোভে চলে গেলেন — কেবল শীতকাল কাটানোর জন্য। তবে ওখানে থাকলেন দুই বছরেরও বেশি। থাকতে হয় সংগ্রামেরই স্বার্থে।

৩

পোলীয় প্রবাসীরা ক্রাকোভে থাকাটাই বেশি পছন্দ করত। ক্রাকোভ শহরটি মাতৃভূমিরই কাছে। স্থাপত্যে আর জীবন ধারায় শহরটি দেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাছাড়া সর্বত্র শোনা যায় পোলিশ ভাষা। কেবল সম্রাট ফ্রানজ্ জোসেফের প্রতিকৃতি এবং রাস্তাঘাটে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান পুলিশই স্মরণ করিয়ে দেয় যে এখানে বিদেশ। তবে ট্রেনে করে সীমান্ত পর্যন্ত মাত্র দেড় ঘণ্টার পথ — এর পরেই শুরু হয় দেশের মাটি...

চার জনে বসে আছেন দুপুর বেলা — ফেলিক্স, ভারস্কি, ডাক্তার কশুতস্কি আর স্তাভিনস্কি। ভারস্কি ছিলেন 'চের্ভোনি শ্তানদার' পত্রিকার প্রকাশক। স্তাভিনস্কি সম্প্রতি বাধ্য হয়ে ওয়ারশ থেকে ক্রাকোভে পলায়ন করেন, তবে প্রায়ই পোল্যাণ্ডে যাওয়া-আসা আছে তাঁর: ওখানে অবৈধ সাহিত্য নিয়ে যান। তিনি খবর নিয়ে এলেন যে তাঁদের একজন বাহককে পুলিশ গুপ্ত ফ্ল্যাটে গ্রেপ্তার করেছে। বাহকটির সঙ্গে ছিল প্রচুর অবৈধ সংবাদপত্র আর পুস্তকাদি। দরজায় ঠোকা দিতেই বেচারাকে ধরে ফেলে।

ঘটনাটির কথা বলেই স্তাভিনস্কি চুপ ক'রে গেলেন। সবাই চুপ --- খবরটি তাঁদের স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

ফেলিক্স বেশ কয়েক মাস যাবৎ অবৈধ সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচার করে চলেছেন।

এই সময়ের মধ্যে চালু করা হয় দুটি গুপ্ত ছাপাখানা, 'চের্ভোনি শ্তানদার' পত্রিকা আর পার্টির প্রচারকর্মীদের জন্য অন্যান্য বইপুস্তকাদি সরবরাহের সুব্যবস্থা করা হয়। সবই চমৎকার চলতে লাগল — কিন্তু হঠাৎ পর-পর কয়েকটি অসাফল্য।

— কী ঘটছে তা যতদিন পরিষ্কার না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সাহিত্য সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। নিশ্চয়ই আমাদের ভেতরে কোন গুপ্তচর ঢুকেছে।

— এ হতেই পারে না, — আপত্তি করেন ভারস্কি, — হালের মাসগুলোতে আমাদের কাছে একটিও নতুন লোক আসে নি।

— কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। ব্যাপারগুলি অত্যন্ত বেশি সন্দেহজনক...

— আমার আপাতত সবই ঠিক আছে, — বলেন কশুতস্কি। — তা হয়তো এ জন্য যে আমার হাতে আলাদা প্রচার-ব্যবস্থা রয়েছে।

ডাক্তার কশুতস্কি তখনও 'ভ্রাতৃ সহায়তায়' কাজ করছেন এবং একই সঙ্গে গ্যালিসিয়ার ভেতর দিয়ে অবৈধ সাহিত্য সরবরাহের কাজেও লিপ্ত রয়েছেন।

— তবে আমি মনে করি যে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই, — বলেন স্তাভিনস্কি। — সবকিছু বিচার করা দরকার, ব্যাপারগুলো তলিয়ে দেখা চাই, দেখাসাক্ষাতের স্থান-ঠিকানা বদলে দেওয়া চাই। সংগঠনকে পড়ার মালমশলা না দিলে চলবেই বা কী করে?

— বোধ হয় স্তাভিনস্কি ঠিক কথাই বলছে, — সম্মতি জানান ফেলিক্স। — সাহিত্যের জোগান বন্ধ করা যায় না, এবং সেই সঙ্গে...

— তোমায় একটা কথা বলি, ইউসেফ, — বলেন স্তাভিনস্কি। — আমি লোকটি ভাগ্যবান। বলো, আমি ফের ওয়ারশতে যাই, আর আমার পেছন পেছন যাবে আমাদেরই কোন একজন লোক, যেমন ধরো ওই কিউবা-ই। ও দেখবে আমার পেছনে ফেউ লাগে কিনা। আমার যাওয়ার

ব্যাপারে জানবে খ্বেই অল্প কয়েকজন ব্যক্তি — ধরা যাক তিনজন। যদি ওয়ারশয় আমার পেছনে 'ল্যাজ' দেখা যায়, তাহলে বোঝাই যাবে যে এদের মধ্যে কেউ একজন গোয়েন্দা।

— ভাল ব্দ্ধি! — সজীব হয়ে ওঠেন ফেলিক্স। — আর পরে আমরা একে একে অন্যদেরও পরীক্ষা করে দেখে নেব, কে বেইমান... ঠিক আছে, এ ব্যাপারে আরও কথা হবে!

তখন বসন্ত কাল। ফুলভরা সব্জ মাঠের উপর দিয়ে বন পেরিয়ে গেলেন তাঁরা নদীর ধারে। বাল্র খাড়া পাড়ে লাঠির ডগায় সিগারেটের প্যাকেট লাগিয়ে তাতে রিভলভার থেকে গ্লি ছ্ঁড়তে লাগলেন। রিভলভারটি আনেন দের্জিনস্কি।

— শিগগিরই এটা হয়তো আমাদের কাজে লাগবে! — প্যাকেটটির দিকে নিশানা করে বলতে থাকেন দের্জিনস্কি। — দেখলে তো, লেগেছে! আর এবার তোমরা... প্রত্যেকে একটি করে গ্লি! ভাববে যে আর কোন গ্লি নেই, একই বারে লক্ষ্যভেদ করা চাই!..

দিন কয়েক বাদে ফেলিক্স নিভৃতে স্তাভিনস্কির সঙ্গে ফের নিষ্ফলতার বিষয়ে আলোচনা শ্র্ করেন। তাঁরা ঠিক করলেন যে গত সাক্ষাতে নির্ধারিত পরিকল্পনাটি বাস্তবে র্পায়িত করতে হবে।

ফেলিক্স বলে দিলেন বাহকের নাম, সাক্ষাৎ-স্থল এবং সেই সময়, যখন ওয়ারশয় বাহক এসে হাজির হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়।

স্তাভিনস্কি সেদিন সন্ধ্যার ট্রেনেই চলে গেলেন। সঙ্গে নিলেন কিছ্ অবৈধ সাহিত্য। তাঁকে দেখাচ্ছিল বেশ ফিটফাট, অতিরিক্ত মোটা মধ্যবয়সী একজন লোকের মত: ভেতরে, নিচের পোশাকের তলায়, কোমরবন্ধে ল্কনো ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রায় ষোলো কিলোগ্রাম অবৈধ বইপ্স্তক আর কাগজপত্র।

৪

ওয়ারেশ প্লিশ দপ্তরের অধিকর্তা ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ ইভানোভের মেজাজ ছিল খোশ। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ আসন্ন অভিযানের প্র্ণ সাফল্যের ব্যাপারে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে। খিল

খিল ক'রে হেসে, আনন্দে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে গ্লেব নিকোলাইয়েভিচ তোষামোদের সঙ্গে সাহেবকে বোঝাতে লাগল:

— বিশ্বাস করুন, ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ, সবকিছুই এগুচ্ছে চমৎকার! এবার ওদের শুধু কেবল ধরে ফেললেই লেঠা চুকে যায়। ধরেই জেলে... আর তারপর পুরস্কারের অপেক্ষা করুন। অমন সাফল্যের জন্য বেশ মোটা কিছুই মিলবে। তা 'সেণ্ট ভ্লাদিমির' অর্ডার ছাড়াও। কোটের বুকে একটা অর্ডার ঝুললে কোন ক্ষতি হবে না... আর আমাকে সৎকাজের জন্য একটা নতুন খেতাব দিলেই চলবে! তাহলে আপনিই আমার একমাত্র ভরসা, ভ্লাদিমির দরমিদনতোভিচ...

মকোতভে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের গুপ্ত ছাপাখানার সংগঠকদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে কথা হচ্ছিল। এর সন্ধান পাওয়া যায় অতি সম্প্রতি — তাও কোন এক বেইমানের সাহায্যে। এবার পুলিশ শুধু সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল যখন বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার এবং তাদের ছাপাখানা বিলোপ করতে পারবে।

নতুন গোয়েন্দাটির ছদ্মনাম ছিল প্রভোরনি*, এবং ও ছিল আসলে ভীষণ চট্‌পটে লোক। গুপ্ত আন্দোলনে সে অতি সাধারণ ভূমিকা পালন করে। অবৈধ সাহিত্য সরবরাহ করাই ছিল তার কাজ।

ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ নতুন গোয়েন্দার উচ্চ মূল্য দিত। তার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। তাকে নিয়ে কত বড় বড় আশা আছে তার। বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাকাইয়ের সঙ্গে একাধিকবার সে তার প্রভোরনির বিষয়ে আলোচনায় মেতে উঠেছে। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ বাকাইয়ের সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে খোলাখুলিভাবেই কথা বলতে ভালবাসত, মাঝে-মধ্যে সে তার সঙ্গে সলাপরামর্শও করত... তাছাড়া আজকাল যেকোন সময় বাকাইকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে বদলি ক'রে নিয়ে যেতে পারে, আর এর তো একটা মানে ছিল...

— প্রিয়বর মিখাইল ইয়েগরোভিচ, — বাচালের মত বলে যায় চেলোবিতভ, — আমি আপনাকে বলতে চাই যে গুপ্ত গোয়েন্দার পদে, বেইমানীর কাজে আমরা একমাত্র তাদেরই নিই যারা বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম... আপনি হয়তো বলবেন — নির্লজ্জের কাজ? তা ঠিকই। বিশ্বাসঘাতকতা করতে সক্ষম লোকেদের দেখা যায়

* 'প্রভোরনি' — এ রুশ শব্দটির অর্থ তৎপর। — অনুঃ

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে। তাই তো আমাদের গোয়েন্দাদের ভেতর হরেক রকমের লোক রয়েছে। আর আপনার-আমার কাজই হচ্ছে — এই সমস্ত লোকেদের রুশ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রেরণ করা যাতে তারা, বলা যেতে পারে, ভেতর থেকে এই সমাজের একটা চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে...

চেলোবিতভ বলছিল প্রেরণার সঙ্গে।

— প্যারিসের সিক্রেট পুলিশের চীফের ডায়েরি আপনি পড়েন নি?.. একবার পড়ে দেখবেন! নিজের জন্য মূল্যবান অনেকিছুই ওতে খুঁজে পাবেন। ওই ভদ্রলোকটি লিখছেন: 'দুনিয়ায় এমন নিপুণ কোন বেড়াল নেই যে ইঁদুর ধরতে পারে দস্তানা পরে।' অ্যাঁ? খাসা বলেন নি? তাই আমিও মনে করি যে গোয়েন্দাকে কর্ম স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, তাকে দস্তানা পরানোর কোন প্রয়োজন নেই। তবে সর্বদা জানা চাই, কার সঙ্গে কাজ করছেন। যেমন, আমি কাজ করতে ভালবাসি গা-ছাড়া লোকেদের সঙ্গে। এরূপ লোক দিয়ে এমনকি দড়িও পাকানো যায়। ওদের অন্তর একেবারে ফাঁকা — না আছে মায়ামমতা, না ঘৃণা-শত্রুতা। ওরা সবকিছু করতে রাজী, যা বলবেন তা-ই করবে, ওরা বিবেকের কোন ধার ধারে না — কেবল টাকাটা দিলেই হল। আমাদের প্রভোরনি হচ্ছে সেই ধরনেরই গোয়েন্দা... হ্যাঁ হ্যাঁ! — একটু থামে চেলোবিতভ। — এরূপ নাম আপনার মনে আছে — দের্জিনস্কি? পলাতক সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। ওকে ফের ইয়াকুৎস্ক অঞ্চলে নির্বাসনে পাঠানো হয়। এবং ফের পালিয়েছে — মাঝপথ থেকেই পালিয়েছে! আমার জানার মত ও এখন ক্রাকোভে আছে এবং বেআইনী কাগজপত্র ছাপাচ্ছে ও বিলি করছে। তা ওরই পেছনে আমি প্রভোরনিকে লেলিয়ে দিয়েছি! কাজটি মন্দ হয় নি, কী বলেন, অ্যাঁ? — চেলোবিতভ আত্মতুষ্টির সঙ্গে হাসল। — না হয়েছে, অনেক বকবক করে ফেলেছি। এবার যাওয়া যাক। — এবং ঘড়ির দিকে তাকিয়ে যোগ করল: — আজ ছাপাখানায় হানা দিচ্ছি।

কিন্তু সে রাতের ঘটনাবলি কর্নেল ইভানোভ আর ক্যাপ্টেন চেলোবিতভের সমস্ত বড় বড় পরিকল্পনাই একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।

আগে থেকে সমস্ত সতর্কতাই অবলম্বন করা হয়: পুরো এলাকাকে

এলাকা ঘিরে ফেলা হয়, অভিযানে যোগ দেয় পুরো একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী।

দু'ফ্ল্যাটের লম্বা বাড়িটির কাছে ওরা এল রাত্রে। গুপ্ত তথ্য অনুসারে, অবৈধ ছাপাখানায় কাজ শেষ হয় রাত দশ-এগারোটার সময়, ছাপা কাগজপত্র সঙ্গে সঙ্গেই গোদামে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আর ওখান থেকে বাহকরা তা দিকে দিকে নিয়ে যায় বিলির জন্য।

জানলাগুলোর কাছে পুলিশ খাড়া করে রেখে একজন পুলিশ ক্যাপ্টেন দরজায় ঠোকা দিল। কান পেতে শুনল। কোন সাড়া না পেয়ে ফের ঠোকা দিল। ভেতরে কারও সাবধানে চলার শব্দ শোনা গেল। কেউ একজন অনুচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

— কে?

— টেলিগ্রাম! — জবাব দেয় ক্যাপ্টেন।

— কাল নিয়ে আসবেন, এখানে রিসিভ করার কেউ নেই, — ভেতর থেকে বলল লোকটি, অতঃপর সব নিরব হয়ে গেল।

তখন বন্দুকের কুঁদা দিয়ে পুলিশরা দরজায় আঘাত করতে লাগল। কিন্তু ঘর থেকে কোন সাড়াশব্দ এল না।

— হুজুর, ওই যে ওখানে কাগজ জ্বালাচ্ছে! — পাশের জানলাটি দেখিয়ে দিয়ে বলল এক পুলিশ।

অন্ধকারে, মোটা কাপড়ের পর্দার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল অনুজ্জ্বল অগ্নিশিখা।

— দরজা ভাঙো! — হুকুম দিল ক্যাপ্টেন।

দরজায় পড়তে লাগল কুঁদার নতুন আঘাত। পুলিশরা কাঁধ দিয়ে দরজা ঠেলতে লাগল। দরজা মড়্মড়্ ক'রে উঠল, কিন্তু ভেঙে গেল না। ঠিক ওই মুহূর্তে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ক্যাপ্টেন কেমন এক অদ্ভুত শব্দ ক'রে মাটিতে পড়ে যায়। দ্বিতীয় গুলিতে আহত হল সেই পুলিশটি যে এই কিছুক্ষণ আগে ক্যাপ্টেনকে কাগজ জ্বলার ব্যাপারটি জানায়। বাকী সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ে বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক দারোগা কেন যেন খাপ থেকে তলোয়ার খুলে জানলার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু তক্ষুণি আরও একটি গুলির আওয়াজ শোনা গেল, এবং আরও একটি পুলিশ অফিসার গুলির আঘাতে নিহত

হল। ভাঙা জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল ধোঁয়া, ছড়াল পোড়া কাগজের গন্ধ। দারোগা হুকুম দিল:

— জানলায় গুলি চালাও! দরজা ভাঙো!

পুলিশ গুলি ছুঁড়ে, দরজায় আঘাত করে কুঁদা দিয়ে। ঘরের ভেতর থেকেও গুলি ছোঁড়া হচ্ছে... শেষ পর্যন্ত দরজা কব্জা থেকে সশব্দে খসে পড়ল। পুলিশরা ভেতর পানে ছুটল। মেঝেতে জ্বলছে প্রচুর কাগজপত্র। আগুনের ধারেই রিভলভার হাতে দাড়িওয়ালা একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। খালি হাতটি দিয়ে সে আগুনে কাগজ ফেলেই চলেছে। লোকটি নিশানা না ক'রেই পুলিশদের দিকে গুলি ছুঁড়ল, এবং পরে রিভলভারের নলা মুখে পুরে ট্রিগার টিপল। কোন শব্দ হল না: ক্লিপে গুলি ফুরিয়ে গেছে।

লোকটিকে পুলিশ ধরে ফেলল। বেঁধে থানায় পাঠিয়ে দিল। জেরার সময় সে তার নাম বলল — কাস্পশাক। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরই দিল না। গুপ্ত ছাপাখানা দখল করতে গিয়ে নিরাপত্তা বিভাগকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। মারা পড়ল ক্যাপ্টেন ভিন্নিচুক, দারোগা ওর্দানোভস্কি ও আরও দু'জন নিম্নপদস্থ কর্মচারী। পরে এজন্যই বরখাস্ত হন ওয়ারশ পুলিশ দপ্তরের অধিকর্তা কর্নেল ইভানোভ।

তবে চেলোবিতভের ফের কিছুই হল না — সে গোঁফে তা দিয়ে বেড়াতে লাগল: তার গুপ্ত তথ্যাদি ঠিকই ছিল, আর বাদবাকি যা ঘটেছে তার জন্য সে মোটেই দায়ী নয়।

মকোতভে ছাপাখানা বিধ্বস্ত হওয়ার অনতিকাল পরেই দেৎর্জিনস্কি ব্যাপারটি নিয়ে ইউলিয়ান মার্খলেভস্কির সঙ্গে আলোচনা করেন। এবার তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে গুপ্ত আন্দোলনে গোয়েন্দা ঢুকেছে। তদুপরি তিনি এমনকি জানতেনও যে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের এই গোয়েন্দাটি কে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফের যাচাই করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বরাবরকার মত স্তাভিনস্কিকেও ডাকলেন।

বসে আছেন তিনজন — ইউসেফ, মার্খলেভস্কি ও স্তাভিনস্কি। স্তাভিনস্কি তাঁর শেষ ওয়ারশ সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বললেন।

— আমি এবার ভাগ্যে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি! — কাহিনী শেষ ক'রে উচ্চ কণ্ঠে বলেন স্তাভিনস্কি। — কথা মতই নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত জায়গায় গেলাম। তবে গেলাম সামান্য আগে — কী ঘটছে

তা দেখার জন্য। দেখি: এলাকা ঘিরে ফেলেছে, স্পাইরা ঘোরাফেরা করছে, ওদের এক মাইল দূর থেকেও চেনা যায়। পুলিশরা টহল দিচ্ছে। ভাবলাম, আমার দফা রফা করে ছাড়বে!.. রাস্তা পেরিয়ে অন্য পাশে চলে যাই এবং — একটা গলিতে ঢুকেই দে ছুট। আর ফ্ল্যাটটিতে সত্যিই পুলিশ ওৎ পেতে বসে ছিল। তা অবশ্য আমি পরের দিন জেনেছি। ভাগ্যিস, বাহক সেদিন আসে নি।

— আর যদি আসত — বিপদে পড়ত?

— নিশ্চয়ই! ওর ভাগ্য ভাল যে...

— নিরাপত্তা বিভাগ সবকিছু কোত্থেকে জানতে পেরেছে? — শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করতে থাকেন দের্জিনস্কি।

— বিশ্বাসঘাতকতা... সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কেউ বেইমানী করেছে, — নিশ্চিতভাবে বললেন স্তাভিনস্কি।

— কে এরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?

— শেষ অভিযানের বিষয়ে যারা জানত তাদেরই মধ্যে কেউ একজন হবে। ওয়ারশ যাওয়ার আগে যে চারজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা হয়েছিল তাদেরই একজন। এবার সহজেই গোয়েন্দাকে ধরা যাবে।

— হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি যা ভাবছ তার চেয়ে অনেক সহজেই এখন বেইমানকে চেনা যাবে।

— তার মানে? — জিজ্ঞেস করে স্তাভিনস্কি, চোখে আশঙ্কার ছাপ।

— মানে খুবই পরিষ্কার। বেইমান হতে পারে কেবল আমাদের দু'জনের মধ্যে একজন: তুমি কিংবা আমি, অন্য কেউ নয়। — ফেলিক্স শান্ত চোখে তাকালেন স্তাভিনস্কির দিকে: — তুমি কিংবা আমি।

স্তাভিনস্কির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি চায়ের গ্লাসটি হাতে নিলেন, কিন্তু হাত ভীষণ কাঁপতে লাগল, — গ্লাসটি ফের রেখে দিলেন।

— বুঝতে পারছি না, ইউসেফ। এখানে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। তৃতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই ছিল...

— তৃতীয় কোন লোক ছিল না। একমাত্র তুমিই ওয়ারশতে গিয়েছিলে। একমাত্র তুমিই নিরাপত্তা বিভাগে খবর দিতে পার। তোমাকে গুলি করে মারা উচিত, তবে পার্টি আদালতই তোমার বিচার

করবে। এবার যেতে পার। বিচার এড়ানোর চেষ্টা কোরো না।

স্তাভিনস্কি চলে গেলে ইউলিয়ান জিজ্ঞেস করলেন:

— কিন্তু স্তাভিনস্কি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে ব্যাপারে তুমি এত নিশ্চিত কেন?

— ও যেদিন ওয়ারশ যায় তার আগে আমি ওকে বলেছিলাম: আমাদের দু'জন ছাড়া তোমার সফর সম্পর্কে আরও দু'জন জানবে। কিন্তু আমি কাউকে কোনকিছু বলি নি। স্তাভিনস্কির দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তাকে কেউ সন্দেহই করছে না, আর কাউকে যদিও সন্দেহ করা হয় তো অবশ্য অন্য কাউকে করা হবে...

স্তাভিনস্কি সেদিনই ক্রাকোভ থেকে পালাল। বিশ্বাসঘাতকের বিচার হয় তার অনুপস্থিতে। পার্টি আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। কয়েক মাস পরে পুলিশের দালাল প্রভোরনিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল ওয়ারশর নিভৃত এক রাস্তায়।

প্রায় ওই সময়েই অবৈধ সংবাদপত্র 'চের্ভোনি শ্তানদার'-এর পাতায় সন্ত্রাসের প্রতি সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মনোভাবের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়:

'যেখানে আমাদের সংগঠন রক্ষার স্বার্থ এবং জার গোয়েন্দার জীবনের মধ্যে সংঘাত ঘটে, সেখানে বলপ্রয়োগ উদ্দেশ্যহীন অপরাধ থেকে পরিণত হয় মহৎ লক্ষ্যপূর্ণ কর্তব্যে, এবং তা এমনকি অনিবার্যও হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক সংগ্রামের উপায় হিসেবে সন্ত্রাস নীতিগতভাবে বর্জনীয়। তবে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসি সন্ত্রাস পরিত্যাগ করে না।'

কথাগুলি দের্জিনস্কির।

৫

রুশ সাম্রাজ্যের ঘটনাবলি ক্রমশই মারাত্মক রূপ নিতে লাগল। জারের প্রতিকৃতি এবং গির্জার প্রতীক হাতে নিয়ে রাজ প্রাসাদের দিকে গমনরত শোভাযাত্রীদের উপর হল গোলাবর্ষণ। মারা পড়ে

পিটার্সবুর্গের অনেক শ্রমিক। যারা তখনও জারের অনুগ্রহ লাভের আশা পোষণ করেছিল তারা যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। ১৯০৫ সালের 'রক্তাক্ত রবিবারের' — ৯ই জানুয়ারির — পরে সারা দেশে শুরু হয় শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, কঠোর নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল।

এই গণ-বিক্ষোভের ঢেউ পোল্যান্ড রাজ্যকেও আলোড়িত করে। পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি কাছে থেকে লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যে ফেলিক্স দের্জিনস্কি ক্রাকোভ ছেড়ে ওয়ারশ চলে আসেন। এই ভয়াবহ সময়ে অবৈধ অবস্থায় থেকে তিনি পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রকৃত নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন।

এবার তিনি ছিলেন তাঁর আপন গতিতে, বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিবেশে, যার জন্য জেলে ও নির্বাসনে এত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মনে হল যে অতীতে যাকিছু ঘটেছে তা ছিল সেই মহান কর্মযজ্ঞেরই ভূমিকা স্বরূপ, যে কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে করেছিলেন নিবেদিত।

ইউলিয়ার মৃত্যুর পর ছ'মাস কেটে গেছে। বোন আলদোনাকে যে অপ্রতিহত ঔদাসীন্যের কথা লিখেছিলেন তা মন থেকে দূর হয়ে যায়। এবার তিনি কাজে মেতে ওঠেন, সমস্ত আত্মিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে সংগ্রামে নেমে পড়েন।

ফেলিক্স যে-সমস্ত শহরে ছিলেন তার মধ্যে একটি শহরকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। শহরটির নাম লদ্‌জ। এটি — টেক্সটাইল শ্রমিকদের শহর। এটি — পোল্যান্ড রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। প্রথম স্থানে ওয়ারশ। তবে সব জায়গার মত লদ্‌জ শহরেও কেবল প্রত্যক্ষ শত্রুদের — অর্থাৎ জারতন্ত্র, নিরাপত্তা বিভাগ, পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়তে হয় নি, অন্য দুশমনদের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছে। এরা হল — পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয়তাবাদীরা। পিল্‌সুদস্কি ওরফে জুক হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেন নি। লদ্‌জের মত বিশাল এক শিল্পকেন্দ্রে নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

সেন্ট-পিটার্সবুর্গের 'রক্তাক্ত রবিবারের' সংবাদ যখন দেশের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছে, ওয়ারশ ও লদ্‌জে সঙ্গে সঙ্গেই পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ঘোষণাপত্র দেখা দেয়।

'শ্রমিকগণ! — আহ্বান জানানো হয় বৈপ্লবিক ঘোষণাপত্রে। — এই

সংগ্রামে আমাদের আগুয়ান থাকতে হবে। এই সংগ্রামের মাধ্যমেই সমগ্র রাশিয়ার মেহনতী মানুষ জার সরকারের পতন ঘটাবে। রাশিয়া এবং পোল্যান্ডের শ্রমিক জনতার ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের উপরই নির্ভর করছে জনগণের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ...'

ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয় 'চের্ভোনি শ্তানদার' সংবাদপত্রেও।

যে-সংবাদপত্রে পোল্যান্ডের শ্রমিকদের প্রতি আবেদন ছাপা হয় তাতেই ইউসেফ ওয়ারশর ঘটনাবলির কথা লেখেন। তিনি নিজেই তার সাক্ষী ছিলেন। গোপনীয়তার খাতিরে সংবাদটি ছাপানো হয় পত্রাকারে — কোন এক কাল্পনিক মাসিকে তার বোনঝি যেন চিঠি লিখছে।

'প্রিয় মাসিমা! তাজা ঘটনাবলির প্রভাবে চিঠিখানা লিখছি এলোমেলো ও অসংলগ্নভাবে। আপনাকে জানাতে চাই যে বুধবার বিকালে এবং বৃহস্পতিবারে আমরা পিটার্সবুর্গ সম্পর্কে ছয় হাজার প্রচারপত্র বিলি করেছি। শনি ও রবিবারে — আরও দু'হাজার...

এর পরিণামে বৃহস্পতিবার দিনই ওয়ারশর অনেকগুলি কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়। শুক্রবার ধর্মঘট করে বাদবাকি কল-কারখানাগুলি। শ্রমিকরা কারখানায়-কারখানায় গিয়ে কাজ থামিয়ে দেয়। সবাই সাগ্রহে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং তাদেরই অনুসরণ করে। শনিবার দিন দুপুরের পরে ওয়ারশয় সমস্তকিছু থেমে যায়: রুটি কারখানা, ঘোড়ার গাড়ি, ট্রাম। কোন পত্র-পত্রিকা বার হয় নি। আর তারও আগে হরতাল করে প্রধান টেলিফোন স্টেশনের টেলিফোন-অপারেটররা, তবে তাদের জায়গায় পুলিশ আর সৈনিক নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এতে লাভ হয় নি: শনিবার সর্বত্রই লাইন কাটা ছিল।

শনিবার সকাল থেকেই শহরের উপকণ্ঠস্থ ভলিয়া ও তার আশেপাশের পথঘাট শ্রমিক লোকে ভরে যায় — তারা চলতে থাকে শহরের কেন্দ্রের দিকে। বেলা এগারোটার দিকে বিপুল এক জনতা জমায়েত হয় গ্রজিবভ্স্কায়া স্কোয়ারে। ভরোনিয়া স্ট্রিটে ব্যারিকেড তোলা হয়। তিওপ্লায়া স্ট্রিটে আমার সাক্ষাৎ হয় এক রক্তাক্ত শ্রমিকের সঙ্গে। পুলিশরা তার মুখে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করেছে। পরে শুনতে পাই কোন এক নারীর করুণ চিৎকার, পুলিশরা কোথাও তাকে টেনে নিয়ে যায়!

মার্শাল্‌কোভ্‌স্কায়া স্ট্রিটে হুজারেরা তলোয়ার হাতে জনতার পেছন পেছন ধাওয়া করে...'

পিটার্সবুর্গের হত্যাকাণ্ডের পর সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ওয়ারশ গুবের্নিয়ায়, এবং অচিরে সমগ্র পোল্যান্ড রাজ্যে সামরিক আইন জারি করা হয়। ওয়ারশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে ছিল পঞ্চাশ হাজার সৈন্য। আর সারা পোল্যান্ড রাজ্যে জার সরকার মোতায়েন করে আড়াই লক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী। প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে সংগ্রামে সরকার প্রায় সেই পরিমাণ সামরিক শক্তিই নিয়োগ করে যে-পরিমাণ শক্তি কুতুজভ ব্যবহার করেছিলেন নেপোলিয়নের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে...

মে মাসে ঘটনাবলি চরম সীমায় পৌঁছে।

সবে ভিস্টুলা তীরে সূর্যোদয় হয়েছে। বাতাস ও মাটি তখনও গরম হয়ে ওঠে নি। প্রভাতের শীতল ও নির্মল বাতাসে একটু জড়সড় হয়ে শহরের সমস্ত প্রান্ত থেকে শোভাযাত্রীরা এগুতে থাকে সমাবেশ কেন্দ্রের দিকে। প্রথম দিকে তারা ছিল যেন সাধারণ পথচারী, এবং রাস্তার পুলিশরাও তাদের দিকে কোন নজর দিল না। তাছাড়া এমনিতেও পুলিশের আচরণ অনেকটা অদ্ভুত মনে হল: যেখানে খোলাখুলিভাবে শোভাযাত্রীরা সমবেত হতে থাকে, এমনকি সেখানেও তারা ভয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

শোভাযাত্রীদের প্রধান কেন্দ্রটি ছিল মার্শালকোভস্কায়া স্ট্রিটের কাছে। ওখানে প্রথম খবরগুলি এল: শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, পুলিশ হস্তক্ষেপ করছে না। শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক এসে জানাল যে রাস্তায়-ঘাটে প্রচুর লোক এবং তাদের সবারই রয়েছে সংগ্রামী মনোভাব। মকোতভে শোভাযাত্রীরা সৈন্যদের ছাউনির কাছে গিয়ে এক বৈপ্লবিক গান গাইল। ছাউনির জানলা দিয়ে দুটি লাল ঝান্ডা বেরিয়ে এল: মিছিলের অংশগ্রহণকারীদের সৈনিকরা অভিবাদন জানাচ্ছে।

অতি সাধারণ হিসাব মতও শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে কমপক্ষে কুড়ি হাজার লোক।

— অপূর্ব! — সহর্ষে বলেন ফেলিক্স। তিনি আর গানেৎস্কি মে-দিবসের শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। — তবে এবার একটু জিরিয়ে

নেওয়া উচিত নয় কি? কী বল, কিউবা? পুলিশের আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

মকোতভ ছাউনির সামনে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রার বিষয়ে যে-লোকটি খবর দিল সে কিন্তু আপত্তি জানালে:

— সে চলবে না, কমরেডরা... এখন লোকেদের রাস্তা থেকে হাতে ধরে তো টেনে আনা যাবে না! ওরা চায় কেন্দ্রের দিকে যেতে, উইয়াজ্‌দভস্কায়া অ্যাভিনিউতে।

— মিছেই তোমরা এ কাজ করতে যাচ্ছ, — উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন দের্জিনস্কি। — আগে থেকেই তো ঠিক ছিল যে শোভাযাত্রা আয়োজিত হবে কেবল শহরের আবাসিক এলাকাগুলিতে। সেই সিদ্ধান্ত কেউ-ই বাতিল করে নি।

ভলিয়া অঞ্চল থেকে আগত সংবাদবাহক জানাল যে তাদের এলাকায়ও গুজব রটেছে যে শোভাযাত্রা নাকি সমাপ্ত হবে জেরুসালেম অ্যাভেনিউতে অথবা উইয়াজ্‌দভস্কায়া অ্যাভিনিউতে।

— কিন্তু কে তা বলল?..

— জানি না!

— তাহলে এক কাজ কোরো, — সিদ্ধান্ত নেন ফেলিক্স। — অঞ্চলগুলি থেকে যারা এসেছে, তাদের সবাই এক্ষুণি ফিরে গিয়ে অন্যান্যদের সতর্ক করে দাও — আর কোথাও যেতে হবে না! নতুবা উস্কানি দিতে পারে।

সংবাদবাহকদের চলে যাওয়ার আধঘণ্টা পরেই উইয়াজ্‌দভস্কায়া অ্যাভেনিউর দিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এল। প্রথমে এক-একটি গুলির, তারপর এক ঝাঁক গুলি, এবং ফের অল্পক্ষণ পর-পরই এক-একটি গুলি...

সবাই জানলার দিকে ছুটে গেল। গুলি চলতে থাকে, কিন্তু কোথায় তা ঠিক করা মুশকিল ছিল।

— চল! মিলব এখানে। ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

ফেলিক্স পকেট থেকে রিভলভারটি বার করে বেল্টের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

ছুটে স্কোয়ার পেরিয়ে সঙ্কীর্ণ অলিগলি দিয়ে সবাই গিয়ে পড়ল

জেরুসালেম অ্যাভেনিউতে। ভিস্টুলা নদীর দিক থেকে ছুটছে ভীতসন্ত্রস্ত লোকেরা।

— কোথায়? কোথায় গুলি হচ্ছে? — গানেৎস্কি ছুটন্ত এক নারীকে থামাতে চেষ্টা করলেন।

নারীটি বেহুঁশের মত তাকাল তাঁর দিকে।

— ওই ওখানে... উইয়াজদভ্স্কায়ায়।

সামনেই আহত একটি লোক এসে দাঁড়াল। তার শার্ট চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

— এখানে হাসপাতাল কোথায়? শিগগির হাসপাতালে! — বলে আহত লোকটি।

— হাসপাতালে গেলেই বিপদে পড়বেন, ওখান থেকে পুলিশে নিয়ে যাবে, — সতর্ক করে দেন ফেলিক্স। — ওকে আমাদের অফিসে নিয়ে গিয়ে একটু ফার্স্ট এইড দাও তো, — সঙ্গীদের অনুরোধ করলেন ফেলিক্স। — সর্বাগ্রে আহতদের সরাতে হবে। কাউকে হাসপাতালে পাঠাবে না। একজনকেও না।

উইয়াজ্‌দভস্কায়া অ্যাভেনিউতে তাঁরা দেখলেন বিভীষিকাময় এক চিত্র: মাটিতে পড়ে আছে নিহত মানুষেরা, গোঙাচ্ছে আহতরা। ওদের সংখ্যা অনেক।

শোভাযাত্রীরা যখন উইয়াজ্‌দভস্কায়া অ্যাভেনিউতে পৌঁছে গান গেয়ে নভি স্‌ভেত-এর দিকে রওয়ানা দিল, তখন গলি থেকে হঠাৎ বড় একটি অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে এল। অশ্বারোহীরা গুলি ছুঁড়ল — ক্যারাবিন থেকে। তারপর ভিস্টুলার দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

১৯০৫ সালে মে-দিবসের শোভাযাত্রায় ওয়ারশর শ্রমিকদের অনেক কোরবানি দিতে হয়েছিল। 'শিশু যীশু' হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসা হয় পঞ্চাশটি মৃতদেহ। আহতদের সংখ্যা ছিল দ্বিগুণ।

পয়লা মে রাত্রিবেলা — মর্মান্তিক ঘটনাবলির ঠিক পর-পরই — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের ওয়ারশ কমিটির অধিবেশন বসে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে দু'-দিন ব্যাপী ধর্মঘটের কথা ঘোষিত হয়। ওয়ারশ কমিটি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করে — শ্রমিক এবং সমস্ত সৎ লোককে প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণে আবেদন জানায়। থেমে যায়

ওয়ারশর কল-কারখানা, বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিণত হয় বিপুল এক মিছিলে।

এবং ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে ওয়ারশ উপকণ্ঠের বাসিন্দারা।

ওয়ারশর উইয়াজ্‌দভস্কায়া এবং জেরুসালেম অ্যাভিনিউতে মে-দিবসের হত্যাকান্ড কেবল পোল্যান্ড রাজ্যেই নয়, সমগ্র রাশিয়ায় বৈপ্লবিক ঘটনাবলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রমশই দৃঢ় প্রতিরোধ দেয় মেহনতী জনগণ।

ওয়ারশর রক্তাক্ত মে-দিবসের কয়েক সপ্তাহ পরে লদ্‌জের নিকটস্থ এক বনে শ্রমিকদের বড় একটি সভা বসে। এ জায়গাটি সবাই ভালবাসত: উৎসবের দিনে এখানে সপরিবারে বেড়াতে আসত লদ্‌জ শহরের তাঁতীরা।

সভা চলে শান্তভাবে। তবে বাড়ি ফেরার সময় সভার অংশগ্রহণকারীদের উপর হামলা করে অশ্বারোহী পুলিশ আর সৈনিকেরা। ন'জন লোক মারা যায়। আহত হয় অনেক।

এই মৃতদেরও কবরখানায় নিয়ে যায় বহু হাজার লোক। ফের বন্ধ হয় কল-কারখানা, টেক্সটাইল মিল। লদ্‌জে শুরু হল সার্বজনীন রাজনৈতিক ধর্মঘট। নতুন করে লড়াই হল, ফের মারা পড়ল মানুষ, আর পরদিন রাস্তায় বেরিয়ে আসে সত্তর হাজার লদ্‌জবাসী। তাদের উপর আবার গুলি চালায় সৈনিক আর পুলিশরা। নিহত হয় — কুড়ি জনের বেশি, আহতের সংখ্যা — শতাধিক...

সন্ধ্যার দিকে রাস্তায়-রাস্তায় দেখা দিল প্রথম ব্যারিকেডগুলি। শুরু হল লদ্‌জ প্রলেতারিয়েতের বিদ্রোহ। জার রাশিয়ায় এই-ই ছিল প্রলেতারিয়েতের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। কয়েক দিন লদ্‌জ থাকে বিদ্রোহীদের অধিকারে। তবে শক্তি ছিল জার সরকারের পক্ষে। ব্যারিকেড রক্ষাকারীদের মধ্যে হতাহত হয় দুই সহস্রাধিক লোক। বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হল। কিন্তু লদ্‌জে ধর্মঘট চলে আরও একমাস।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন লদ্‌জ প্রলেতারিয়েতের বীরকীর্তির উচ্চ মূল্য দেন — রাশিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

তিনি লেখেন, 'এই শ্রমিকেরা — যারা সংগ্রামের জন্য এমনকি প্রস্তুতও ছিল না, যারা শুরুতে কেবল এক প্রতিরক্ষা নিয়েই ব্যস্ত

ছিল — লদ্জের প্রলেতারিয়েতের মধ্যে আমাদের দেখিয়েছে বৈপ্লবিক উদ্যোগ ও বীরত্বের নতুন দৃষ্টান্তই শুধু নয়, সংগ্রামের উচ্চতম রূপও।'

পিটার্সবুর্গের 'রক্তাক্ত রবিবারের' পরে সমগ্র রাশিয়া জুড়ে ঘটিত ঘটনাবলি এবং লদ্জের ঘটনাবলি এটাই প্রমাণ করল যে রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম তখনও চরম সীমায় পৌঁছে নি, তবে তা প্রবলতর হয়ে উঠছে এবং চূড়ান্ত শ্রেণী-সংগ্রাম সম্মুখেই।

ঠিক এই কথাই দের্জিনস্কি বলেন ওয়ারশ পার্টি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের। সম্মেলনটি আয়োজিত হয় ওয়ারশ থেকে মাইল চল্লিশ দূরে দেম্বা-ভেল্কি স্টেশনের কাছে বুনো এক মাঠে। প্রতিনিধিরা লোক্যাল ট্রেনে করে এসে বিভিন্ন পথে সম্মেলনে পৌঁছে — যেন তারা শহরের বাইরে বেড়াতে এসেছে।

সবশেষে ভাষণ দেন দের্জিনস্কি। সম্মেলন শেষ হয়ে আসছে। প্রতিনিধিরা চক্রাকারে বসে — কেউ বার্চগাছে হেলান দিয়ে বসে আছে আর কেউ বা কনুইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে রয়েছে। বনের শীতল হাওয়ায় দিনের প্রখর উত্তাপ কমতে থাকে। ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা।

সম্মেলন পরিচালনা করেন মার্তিন — কপালটি তাঁর উঁচু, তীক্ষ্ম চোখের দৃষ্টি। তাঁর প্রকৃত উপাধি — মাতুশেভস্কি। দর্জির কাজ করতেন বিখ্যাত ম্যাডাম গের্জের দোকানে। ওখানে সেলাই করা হত মেয়েদের পোশাক। ওয়ারশর সবচেয়ে ভাল ফ্যাশনের জন্য দোকানটির খুব নাম ছিল। গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য মার্তিনের পক্ষে এ ছিল অপূর্ব আস্তানা।

মার্তিন তাঁর সমাপ্তি ভাষণ শেষ করতে যাচ্ছেন। এমন সময় ডিউটিরত প্রহরী সতর্ক করে দিল: হুঁশিয়ার!

স্টেশন থেকে এল একদল অশ্বারোহী পুলিশ। একটু পরে বিপরীত দিক থেকেও পুলিশরা দেখা দিল। ওরা বুনো মাঠটি ঘিরে ফেলতে লাগল।

দের্জিনস্কি মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বললেন:

— কমরেডগণ, যাদের কাছে বেআইনী মাল আছে আমাকে দিয়ে দাও...

তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল প্রচারপত্র, পুস্তিকা। কেউ একজন দুঃখের সঙ্গে বাড়িয়ে দেয় তার রিভলভার। ফেলিক্স দ্রুত

সমস্তকিছু একত্র জড় করে পাশের একটি গাছের কোটরে ঢুকিয়ে দিলেন।

মাতুশেভস্কি ঘাসে বসে পড়লেন। ধীরে ধীরে একটি পাইপ বার করে ধূমপান করতে লাগলেন।

অশ্বারোহীরা মাঠ ঘিরে ফেলল, অতঃপর একজন অফিসার ঘোড়া থেকে নেমে এসে বলল:

— ভদ্রমহাশয়গণ, আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল। কোনরূপে বাধা দেবেন না। পরিচয়পত্র দেখান... বেআইনী কোনকিছু থাকলে নিজেরাই দিয়ে দিন।

— এই নিন আমার পাসপোর্ট, — বললেন দের্জিনস্কি।

— মিঃ ক্রুজেচকোভস্কি? — পড়ল অফিসার। — এখানে কী করছেন?

— এই একটু তাজা হাওয়া খেতে এসেছি... হ্যাঁ, এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে, — ফেলিক্স গুপ্ত আন্দোলনকারীদের দিকে নির্দেশ করলেন, — আমার কোন সম্পর্ক নেই। একা এসেছি, জানি না এখানে কী ঘটছে...

একজন পুলিশ মাঠ দেখতে গিয়ে গাছের কোটরে একটি মোড়ক খুঁজে পেল। অফিসারকে ওটা দিল সে।

—এগুলো কার? — অফিসার তার মাথার উপরে রিভলভার এবং কিছুটা কাগজ তুলে দেখাল।

— আমার, — বলেন দের্জিনস্কি। — অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক।

আটক ব্যক্তিদের তল্লাশ করে দেখা হল, তবে নিন্দনীয় আর কোনকিছু পাওয়া গেল না। অশ্বারোহী পুলিশের পাহারায় ওয়ারশ সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পাঠিয়ে দেওয়া হল নিকটবর্তী শহর নভোমিনস্ক-এ। এই শহরটি ওয়ারশ-ব্রেস্ত রাজপথের উপরেই অবস্থিত ছিল।

শহরটি ছোট্ট। বন্দীদের রাখার জায়গাই ছিল না ওখানে। তাই সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল খালি দু'টি বাড়িতে। জানলায় কোন ঝাঁঝরি ছিল না। বেড়ার বাইরে সৈনিকরা পাহারায় থাকল।

সৈন্যদের আগমন এবং 'রাজনৈতিক' কয়েদীদের নিয়ে আসার খবর পেয়ে কৌতূহলী লোকেরা এখানে আসতে আরম্ভ করল।

বেড়ার ধারে মানুষের ভিড় দেখে মাতুশেভস্কি দেউড়িতে বার হলেন — হাওয়ায় দাঁড়িয়ে ধূমপান করার উদ্দেশ্যে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে নেওয়া যাবে যে সৈনিকরা তাদের কড়া পাহারায় রেখেছে কিনা। দেখা গেল যে বন্দীদের পক্ষে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া-আসা সম্ভব। বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে এমনকি রাস্তায় সমবেত লোকেদের সঙ্গেও কথা বলা যায়।

ভিড় বাড়তে থাকে। মেয়েরা কয়েদীদের জন্য তাড়াতাড়ি খাবার জমা করে নিয়ে এল। আলাপ খুব জমে উঠল, যেন সবাই মিটিংয়ে এসেছে। সৈনিকরা এসব ব্যাপার বন্ধুভাবাপন্ন দৃষ্টিতে না দেখলেও অন্ততপক্ষে উদাসীন চোখে দেখত নিশ্চয়ই। তবে অফিসার এলেই তারা কঠোর হয়ে যেত, কৌতূহলী দর্শকদের বেড়ার কাছ থেকে সরে যেতে বলত, আর কয়েদীদের বলত ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়তে। কিন্তু অফিসার চলে গেলেই সবাই ফের জড় হয়ে যেত।

দুপুরের দিকে ভিড়ের মধ্যে দেখা দিল শাদা কোট ও টুপি পরা এক রুটিওয়ালা। সঙ্গের ঝুড়িতে গরম পাঁউ-রুটি। সে এক সৈনিকের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, কয়েদীদের রুটি দেওয়া যায় কিনা।

— ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি দিয়ে চলে যা।

ছোকরাটি তাড়াতাড়ি গেট খুলে ঢুকে পড়ল।

— কে এখানে মার্তিন? — ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করল সে।

— আমি মার্তিন। তা কী চাই তোর?

— কাপড় দিতে পাঠিয়েছে আমাকে। কাকে — তা নিজেরাই জানেন। আমার বদলে ও বেরিয়ে যাবে। আর আমি আপাতত এখানেই...

ছোকরাটি ঝুড়ি থেকে বার করল রুটির নিচে লুকনো মোটা কাপড়ের ট্রাউজার্স আর শার্ট।

— একটু দাঁড়া, এক্ষুণি সব ঠিক করে দিচ্ছি। — মাতুশেভস্কি দের্জিনস্কির কাছে গেলেন: — ইউসেফ, তোমাকে পালাতে হবে। সম্ভাবনা আছে। — পলায়নের জন্য পোশাক নিয়ে আসা রুটিওয়ালার কথা বললেন তাঁকে।

— না, আমি ও-কাজ করব না, — আপত্তি করেন দের্জিনস্কি। — আমি এখানেই থাকব এবং সবার অদৃষ্টে যা আছে আমিও তার ভাগী

হব। নতুবা লোকে বলবে, 'জেনারেলদের' জন্য সুবিধা সৃষ্টি করছি...

ফেলিক্সকে অনেক বোঝানো হল, কিন্তু তিনি কিছুতেই মানলেন না। রুটিওয়ালা চলে গেল।

ভোর সকালে বন্দী প্রতিনিধিদের নিয়ে ওয়ারশর নির্জন রাস্তা ধরে চলতে লাগল ঘোড়ার গাড়িগুলো। পরে ওগুলো এসে থামল 'পাভিয়াক' নামক তদন্তমূলক জেলখানার সামনে। কেবল দের্জিনস্কিকে — যাঁর কাছে পাওয়া যায় অবৈধ সাহিত্য — পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওয়ারশ দুর্গে, তাঁর পরিচিত সেই দশ নম্বর বিভাগে। কিন্তু পুলিশরা ভাবতেও পারল না যে বুনো মাঠে কাকে তারা ধরেছে। গ্রেপ্তার হওয়ার সময় ফেলিক্স যে পাসপোর্ট দেখান তাতে ছিল অন্য নাম — ইয়ান এদমুন্দোভিচ ক্র্জেচকোভস্কি।

এই নিয়ে তৃতীয় বার ফেলিক্স এলেন ওয়ারশ দুর্গের দশ নম্বর বিভাগে।

'প্রিয় বোন! — ফেলিক্স লেখেন আলদোনাকে। — আপাতত এখানে মন্দ বোধ করছি না — গ্রেপ্তার হওয়ার পর সবে তো কেবল ৭ সপ্তাহ কেটেছে। স্বাস্থ্য ভালই। বইপত্র আছে... তুমি তো আমার চরিত্র জানই। নিজের চিন্তা ও স্বপ্ন দিয়ে, নিজের ভাবধারণা দিয়ে জীবন গড়ে আমি এমনকি জেলেও নিজেকে সুখী বলে অভিহিত করতে পারি। আমি কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই অভাব অনুভব করছি — এটাই সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার। বিগত বছরগুলিতে আমি প্রকৃতিকে খুব ভালবেসে ফেলেছি...

এ যাত্রা জেল খাটব আগের চেয়ে কম। আমার ব্যাপারটি তেমন মারাত্মক নয়, আর এখন দণ্ডও হবে অনেকটা সহজ। শাস্তি পাব প্রশাসনিকভাবে নয়, আদালতের মাধ্যমে। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারব।'

ভাই ইগ্নাতিকেও ফেলিক্স চিঠি দেন, তবে তা একটু আলাদা ধরনের।

'তোমার চিঠিখানা পেয়েছি। তুমি জানতে চেয়েছ আমার কামরাটি কীরূপ... তাহলে সংক্ষেপে বলছি: কামরাটি বড় — লম্বায় সাত পা, চওড়ায় পাঁচ, পলতোলা কাঁচের বড় জানলা। বেড়াই ১৫ মিনিট। চিঠি — সপ্তাহে কাগজের অর্ধেকটা। স্নান করি মাসে একবার।

আপাতত কামরায় একা। 'জেলখানার' নৈঃশব্দ্য এখানে নেই। খোলা জানলা দিয়ে সময় পরিষ্কার শোনা যায় সৈনিকদের কথাবার্তা আর গান, ঘোড়ার গাড়ির শব্দ, সামরিক সঙ্গীত, এঞ্জিন আর জাহাজের ভেঁপু, চড়ুইদের কিচিরমিচির, গাছপালার শব্দ, মোরগের ডাক, কুকুরের ঘেউঘেউ এবং আরও বহু বিভিন্ন প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর শব্দ আর কণ্ঠ।

এখন আমার ভাববার সময় আছে। এবং জেলে সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর বছরগুলি কাটানোর পর আমি বাঁচতে চাই।'

১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার আগেই দের্জিনস্কি দু'বার নির্বাসিত হন, দু'বার পলায়ন করেন, এবং প্রায় পাঁচ বছর কাটান জেলে। আর গ্রেপ্তারের অন্তর্বর্তীকালে বছর চারেক লিপ্ত থাকেন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে। তাঁর বয়েস হয়েছিল আটাশ বছর। তিনি হয়ে উঠলেন একজন অভিজ্ঞ বিপ্লবী।

সপ্তম অধ্যায়

'স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক!'

১

১৯০৫ সালের অক্টোবর।

রাশিয়ায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম তীব্রতম আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে ইস্তেহার প্রকাশ করতে বাধ্য হন জার। তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন দেশজোড়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের আগুন নিভিয়ে দিতে।

রাজনৈতিক ধর্মঘটে অংশ নেয় কুড়ি লক্ষাধিক শিল্প শ্রমিক, রেলকর্মী, কর্মচারী, ছাত্র, এবং প্রথম ধর্মঘটকারীরা অটলভাবে দাবি করতে লাগল বেতন বৃদ্ধি নয়, শ্রম দিনের হ্রাস নয়, জার সরকারের উচ্ছেদ, অন্য সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে দেখা দিল শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রথম সোভিয়েতসমূহ।

জার প্রশাসন তখন নড়বড় করছে। এ ব্যাপারটি ভাল বুঝতে পারেন সেন্ট-পিটার্সবুর্গস্থ মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি কাউণ্ট ভিত্তে। ইনিই জারকে ইস্তেহার প্রকাশে রাজী করান, আর জারও তাঁর মন্ত্রণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণকে বহু সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি দেন। তবে এ সবই ছিল ছলনা, সময় বাঁচানোর উপায় মাত্র...

জারের ইস্তেহার প্রকাশিত হয় সতেরোই অক্টোবর। এর তিনদিন পরেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ওয়ারশ দুর্গ থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে মুক্তি লাভ করেন ফেলিক্স দোর্জিনস্কিও।

উত্তেজিত জনতার ভিড় ঠেলে গানেৎস্কির সঙ্গে এগুতে লাগলেন ফেলিক্স। লোকে রাস্তায়-ঘাটে সর্বত্র অভাবনীয় ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা করছে: জার জনগণকে স্বাধীনতা দিয়েছে!.. ইয়াকভ গানেৎস্কি সেই সকাল থেকে দুর্গের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন — কখন রাজনৈতিক বন্দীদের খালাস করা হবে। কয়েদীরা যখন জেলের

গেটে এসে উপস্থিত হল, সবাই তাদের হাততালি দিয়ে বরণ করল এবং উচ্চ ধ্বনি তুলল: 'হুররে।'

রাস্তায় কোন পুলিশ ছিল না। শহরে ট্রামগুলি অচল থাকে, গাড়োয়ানরা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, এবং দুর্গ থেকে শহরের কেন্দ্রস্থল অবধি সবাই যাচ্ছে পায়ে হেঁটে।

দুপুরের পরেই ইউসেফ ও গানেৎস্কি ক্রাকোভস্কয়ে শহরতলি নামক রাস্তাটিতে এসে পেঁছিলেন। ইয়াকভ বললেন যে ইউসেফকে আজ এক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে। সম্মেলনটি আয়োজিত হবে সেগলিয়ানায়া স্ট্রিটের এক গুপ্ত ফ্ল্যাটে।

— তাহলে এক্ষুণি ওখানে যাওয়া যাক! — বলেন দের্জিনস্কি।

কিন্তু সেগলিয়ানায়া স্ট্রিটে পেঁছা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। মনে হল, সারা ওয়ারশ মিটিং করছে। ভ্লাদিমিরস্কায়া স্ট্রিটের কোন একটি কোণায় ফেলিক্সের আর সহ্য হল না — এক বক্তার ভাষণ শেষ হতেই তিনি মঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন।

— জার স্বৈরতন্ত্র ধ্বংস হোক! — হাত উঁচিয়ে জোর গলায় বলেন ফেলিক্স।

ফেলিক্স জেনেশুনেই এ-কাজ করলেন। তাঁর পূর্ববর্তী বক্তা নিজেকে পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত জার প্রদত্ত স্বাধীনতা আর পোল্যান্ড রাজ্যের জাতীয় শক্তিসমূহের একতার বিষয়ে বেশ লম্বাচওড়া কথা বলেন... বক্তার উদ্দেশে করতালি দেওয়া হয়। তবে ফেলিক্স বললেন সম্পূর্ণ অন্য কথা — জারতন্ত্রের উচ্ছেদের বিষয়ে। এতে সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হল।

— আমি এই মাত্র ওয়ারশ জেল থেকে বেরিয়েছি, — বলে যান ফেলিক্স। — আমাকে মুক্তি দিয়েছে এই জন্য যে আপনারা সবাই জারের কাছে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি করেছিলেন। সেই জন্য আপনাদের ধন্যবাদ, ভাইগণ!.. তবে জার সরকার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে একমাত্র এই জন্য যে এছাড়া সে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না। জারের এই অনুগ্রহে বিশ্বাস করবেন না! বিশ্বাস করবেন না বুর্জোয়াদের। শ্রমিকদের আছে নিজ লক্ষ্য, নিজ পথ — সমাজতন্ত্রে পেঁছার পথ। কেবল নিজের শক্তিই আপনাদের

একমাত্র ভরসা! তাই আমরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটেরা বলি: জারতন্ত্র মুর্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

ফেলিক্সের উদ্দেশেও সবাই করতালি দিল। নতুন 'স্বাধীনতার' নেশায় সবাই ছিল মাতাল — এখন যার যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারবে।

ফেলিক্স নেমে পড়লেন। বন্ধুরা এগিয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে পরিচিত এক মেয়ের মুখ দেখা যায়। মেয়েটি বহু কষ্টে তাঁদের দিকে আসছে।

— নমস্কার, ইউসেফ! আমি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছি... মনে আছে, আমি আপনার কাছে চিঠি নিয়ে এসেছিল্যম?.. আপনার কথা সবাই মন দিয়ে শুনেছে, ইউসেফ!

— অবশ্যই মনে আছে! আপনার নাম চার্না, তাই না?

— হ্যাঁ, তাই! আপনার চমৎকার স্মৃতিশক্তি...

আরও দু-একটি কথা আদান-প্রদানের পর তাঁরা বিদায় নিলেন।

এই খাটো কালো-চোখ মেয়েটির কথা ফেলিক্সের মনে আছে। শীতের সময় ও 'আন্তনের' কাছে গুপ্ত ছাপাখানায় এসেছিল: ক্রাকোভ থেকে তারই নামে প্রেরিত চিঠিপত্র দিয়ে গিয়েছিল। চার্না ছিল গানের মাস্টার। যোগাযোগকারীর পক্ষে এ কাজটি খুবই চমৎকার — কেউ কোনকিছু সন্দেহ করে না: তার ছাত্ররা থাকে শহরের বিভিন্ন এলাকায়। 'আন্তনের' কাছে সাক্ষাৎটি ছিল স্বল্পকালীন: চার্না এল, চিঠি দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হয়ে গেল।

সেগলিয়ানায়া স্ট্রিটে তাঁরা পৌঁছলেন সন্ধ্যার দিকে। দরজায় সঙ্কেত-টোকা দিতেই তাঁদের ভেতরে যেতে দেওয়া হল। ভেতরে অন্ধকার: ফ্ল্যাটটি এক তলায়, রাস্তার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্য আলো জ্বালানো হয় নি।

— কে এসেছে? — ঘর থেকে কেউ জিজ্ঞাসা করল।

— ইউসেফ আর কিউবা, — জবাব দেন গানেৎস্কি। — সরাসরি জেল থেকে...

অন্ধকারে শুরু হল অভাবনীয় ব্যাপার-স্যাপার। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, তবে শান্ত গলায়, প্রায় ফিসফিস ক'রে। শোনা গেল চাপা হাসি — অন্ধকারে আরও কাউকে ইউসেফ বলে ধরা হয়েছে। কেউ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাতেই তার অনুজ্জ্বল আলোতে প্রতিনিধিরা

ইউসেফকে দেখতে পেল — তিনি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সামান্য বিহ্বল।

সম্মেলনের পরিচালনায় ছিলেন স্তানিস্লাভ — ওয়ারশ পার্টি কমিটির সদস্য।

— কমরেডগণ, আমি প্রস্তাব করছি যে এখন সম্মেলন পরিচালনার ভার কমরেড ইউসেফকে দেওয়া হোক! — সবাই একটু শান্ত হলে বলেন তিনি।

অন্ধকারে অনুমোদন ধ্বনি শোনা গেল, এবং স্তানিস্লাভ দের্জিনস্কির হাত ধরে তাঁকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিলেন।

— মাফ করবেন যে কিউবা আর আমি আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে সম্মেলনের কাজে বাধা দিলাম, — শোনা যায় দের্জিনস্কির কণ্ঠ। — তা আপনারা যখন সম্মেলন পরিচালনার দায়িত্ব আমাকেই দিচ্ছেন, তাহলে দুটো কথা বলতে অনুমতি দিন। বর্তমানে প্রধান হচ্ছে — অস্ত্র। শ্রমিকদের অস্ত্রসজ্জিত করা দরকার, তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। জারের ছলনার শিগগিরই অবসান ঘটবে। এবং বিপ্লবের জন্য তৈরি হব। আমাদের ধ্বনি — বন্দুক ধরো!

জারের ছলনা সম্পর্কে সাবধানবাণী অচিরেই সত্য প্রমাণিত হল। জার ইস্তেহার ওয়ারশতে পৌঁছার পরদিনই অশ্বারোহী পুলিশ আর কসাকরা থিয়েটার স্কোয়ারে এক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সভা ভেঙে দেয়। অশ্বারোহীরা উন্মত্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে মিছিলকারীদের উপর, লাঠি চালায়। আহত হয় শত শত লোক।

আরও এক সপ্তাহ বাদে পোল্যান্ড রাজ্যে সামরিক আইন জারি করা হয়, — নাগরিক স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন ইস্তেহারই যেন প্রকাশিত হয় নি।

চলতে থাকে ধরপাকড়, মিছিল আর শোভাযাত্রার উপর হামলা, নিরস্ত্র মানুষের উপর গোলাগুলি, শ্রমিক-ধর্মঘটকারীদের উপর নির্যাতন।

মুক্তি লাভ করার পর দের্জিনস্কি ভীষণ ভাবনায় পড়লেন: নিরাপত্তা বিভাগ কেমন করে এত নির্ভুলভাবে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনে আঘাত হানছে?.. তিনি স্মরণ করলেন পুলাভি-এর হালের

ঘটনাবলি, — সামরিক গ্যারিসনের বিদ্রোহের জন্য ওখানে সমস্তকিছু এত নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল। এ ছিল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির সংকৃতি। তা ঘটে জারের ইস্তেহার প্রকাশের আগে। পরিকল্পনাটি ছিল সরল ও দুঃসাহসিক: অস্ত্রাগার দখল করতে হবে, অতঃপর সে অস্ত্র নিকটবর্তী গ্রামগুলির কৃষকদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে মিলে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে।

সবই প্রস্তুত হল ঠিক পরিকল্পনা মত। গ্রাম থেকে এমনকি ঘোড়ার গাড়িও নিয়ে আসা হল অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এখানেও — নিষ্ফলতা, অতি রহস্যময়, ব্যাপারটি বোঝাই দায়। একেবারে শেষ মুহূর্তে সবকিছু পন্ড হয়ে গেল। বিদ্রোহের প্রস্তুতি চালান সামরিক কর্মচারী আন্তোনভ-ওভ্সেয়েঙ্কো — তাঁকে সাধারণত শ্তিক বলেই ডাকা হত। তিনি কোন রকমে হাতকড়া এড়িয়ে যান। ইউসেফ আর ভারস্কিও তখন পুলাভিতে ছিলেন। তাঁরাও সেনা শিবির থেকে পালিয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন।

ওই একই ব্যাপার ঘটেছিল দেম্বা-ভেল্কি স্টেশনের কাছে বনে। নিরাপত্তা বিভাগ কী করে জানল যে ওখানে, ওই বুনো মাঠেই, ঠিক ওই দিনই পার্টি সম্মেলন বসবে? কে ওখানে পুলিশ পাঠায়?

সাম্প্রতিক ঘটনাবলিও সবাইকে উদ্বিগ্ন করল — ফের গ্রেপ্তার হল ক্রাকোভ থেকে অবৈধ সাহিত্য বহনকারী লোকেরা।

বিপদ কোন দিক থেকে আসবে তা না জেনে কাজ করা কঠিন। হয়তো বা গুপ্তচর স্তাভিনস্কির মতই কেউ একজন তাদের মধ্যে রয়েছে। ফেলিক্স তাঁর মনের কথা কিউবা ছাড়া আর কাউকেই বললেন না।

গানেৎস্কির সঙ্গে আলাপে তিনি হামেশাই এই চিন্তার বিষয়টিতে ফিরতেন। বিভিন্নভাবে এর জবাব খুঁজেন, কিন্তু জবাব পান না। তাঁরা কোত্থেকেই বা জানবেন যে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে একটি বিশেষ বিভাগ গড়া হয়েছে যা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ক্রিয়াকলাপের উপর নজর রাখে।

আর এদিকে ওয়ারশ পুলিশ দপ্তরের অধিকর্তা সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে গোপন বার্তা পাঠালেন:

'গুপ্ত তথ্য অনুসারে, ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি ছদ্মনাম

বদল ক'রে এখন ইউসেফ নামে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। নভো-আলেক্সান্দ্রিয়া-তে সে এক সামরিক সংস্থা গঠন ক'রে সরকারের সৈনিকদের সহায়তায় সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে প্রয়াস পায়। বিদ্রোহীরা যাতে অস্ত্রাগার অধিকার করতে সক্ষম হয় এবং পরে তা ঘোড়ার গাড়িতে আগত কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী অফিসারদের ক্লাবে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটাতে রাজী হয়। শেষ মুহূর্তে ওই কর্মচারীটি ডিনামাইট বিস্ফোরণ করতে অস্বীকার করে। সৈনিকের পোশাক পরিহিত দের্জিনস্কি তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে ছাউনিতে প্রবেশ করে জনা কয়েক নিম্নপদস্থ কর্মচারীকে অস্ত্রসজ্জিত করতে পেরেছিল। তবে একটি কোম্পানির তরফ থেকে প্রতিরোধ পেয়ে ৪-৫ জন সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে সে পালিয়ে যায়...

ওই একই গুপ্ত তথ্য অনুসারে, দের্জিনস্কি বর্তমানেও প্রিভিস্‌লেনস্কি প্রদেশে অবস্থিত সামরিক ইউনিটগুলিতে তার অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত রেখেছে। মস্কো এবং রুশ সাম্রাজ্যের মধ্য গুবের্নিয়াগুলিতে বৈপ্লবিক বিশৃঙ্খলা দমনের উদ্দেশ্যে প্রিভিস্‌লেনস্কি প্রদেশ থেকে সৈন্য প্রেরণের ব্যাপারে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে ওয়ারশর গভর্নর-জেনারেল মিঃ স্কালন যে নির্দেশ পান, দের্জিনস্কি ও তার সমমতাবলম্বীরা কোন অজ্ঞাত উপায়ে তা জানতে পেরে সরকারী নির্দেশ বানচাল করার লক্ষ্যে তাদের অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি করে চলেছে। এই উদ্দেশ্যে তারা সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করছে, রেলপথ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানাদিতে মিছিল-ধর্মঘটের আয়োজন চালাচ্ছে।'

তাহলে নিরাপত্তা বিভাগ তার গুপ্তচরদের মাধ্যমে অনেককিছুই জানত। গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন ধ্বংসের জন্য পুলিশ ক্রমশই তৎপর হয়ে উঠল।

ফেলিক্স দের্জিনস্কি ও ইয়াকভ গানেৎস্কি ঠিকই ধরেছিলেন যে তাঁদেরই পাশে কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতক রয়েছে যার যোগাযোগ আছে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে।

২

রাশিয়া তখন টগবগ করছে। যেকোন মুহূর্তে বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে! জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কয়েক সপ্তাহ ফেলিক্স প্রায় ওয়ারশতে ছিলেনই না — কখনও চলে যান লদ্‌জে, কখনও আটকা পড়েন দম্ব্রভ-এ, কখনও থেকে যান চেনস্তোখোভ-এ, কখনও গিয়ে থাকেন কভনোয়। চলে রাজনৈতিক ধর্মঘটের প্রস্তুতি।

জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় দম্ব্রভ কয়লাঞ্চলে। সবই এখানে প্রস্তুত ছিল সাধারণ ধর্মঘটের জন্য। শুধু সংকেত পেলেই হল। ঠিক সংকেতও নয়, উদাহরণ: কে আগে আরম্ভ করবে। চিরকালের রেওয়াজ অনুসারে লড়াই শুরু করবে 'গুতা বানকোভা' ধাতু কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসের কর্মী আর ইস্পাত ঢালাইকররা। তবে হালে কারখানায় কী একটা গোলমাল চলেছে। শ্রমিকদের মধ্যে মোড়লি করে বেড়াচ্ছে পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির জাতীয়তাবাদীরা এবং কাউকে কারখানায় ঢুকতে দিচ্ছে না, বিশেষত সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদেরই: তাদের এমনকি কারখানার গেটের ধারেকাছেও আসা বারণ।

— তাহলে কী করব এবার? — সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের আঞ্চলিক কমিটির সদস্যরা যখন দম্ব্রভের অবস্থা সম্পর্কে ফেলিক্সকে অবগত করল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

— ব্যাপার তো এখানেই, কী করতে হবে... এ নিয়ে আমরাও মাথা ঘামাচ্ছি।

— তা শ্রমিকরা নিজেরা কী বলে?

— ওরা বুঝে... প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে দেখুন — রাজী আছে। শ্রমিকের অধিকারের জন্য একসঙ্গে লড়ার বিরুদ্ধে কে-ই বা আপত্তি জানাবে! তবে এ সবকিছুই কারখানার বাইরে। আর ভেতরে — ব্যাপারই আলাদা...

— যদি পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টিকে এড়িয়ে যাওয়া যায়? মিটিং ডেকে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা যায়?

— কী করে ওদের সঙ্গে কথা বলবেন? ঢুকতেই দিচ্ছে না।

যখন তারা কারখানার দিকে রওয়ানা দিল, সাফল্যে মোটেই বিশ্বাস ছিল না। দুপুরের বিশ্রাম শেষ হয়ে আসছে, চৌকিদারেরা এক্ষুণি গেট

বন্ধ করে দেবে। ঠিক হল এই মুহূর্তেরই সুযোগ নিতে হবে: শেষ শ্রমিকদের সঙ্গে চট্ করে কারখানায় ঢুকে পড়া যাক। চৌকিদারেরা ছিল বেশ ধুরন্ধর, সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের লোকেদের চিনতে পেরে তাদের মুখের উপর গেটের লোহার দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। আর এক সেকেন্ড হলেই সব গুড় মাটি হয়ে যেত: এ তো কারখানা নয় — দুর্গ, ঢোকাই অসম্ভব। শেষ মুহূর্তে — যখন দরজা দুটো লেগে যাবে — ফেলিক্স ভাঁজের মধ্যে এক ছিদ্রে বুট-জুতো ঢুকিয়ে দিলেন। অন্য দিক থেকে কেউ যেন পিঠ দিয়ে ঠেলছিল, কিন্তু বুটের বাধা পেয়ে গেট বন্ধ হচ্ছিল না। তখনই চৌকিদারদের এক পাশে ঠেলে দিয়ে তারা কারখানার এলাকায় ঢুকে পড়ল। প্রাঙ্গণে তখনও শ্রমিকদের ভিড় — সবাই নিজ নিজ কর্মশালায় পৌঁছতে পারে নি।

— কমরেডগণ, সবাই মিটিংয়ে আসুন! সবাইকে মিটিংয়ে ডাকুন! — চেঁচিয়ে বলল 'বাইরের লোকেরা'। তারা কোন একটি উঁচু জায়গা খুঁজছিল, কিন্তু তেমন কোনকিছু না পেয়ে দমকলের মই বেয়ে উপরে উঠে দাঁড়াল।

কয়েক মিনিট পরেই প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান রইল না। আর এদিকে কর্মশালাগুলি থেকে দলে দলে লোক আসতে থাকে।

প্রথমে বলেন দের্জিনস্কি। মই বেয়ে কিছু উপরে উঠে নিজের সামনে তিনি দেখেন শত-শত শ্রমিক। তারা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে এবং জানে না, অপরিচিত এই বক্তা তাদের কী বলবেন। বলতে হবে খুব অল্প কথায়। কারখানার কর্তৃপক্ষ টের পাওয়ার আগেই আসল কথাটি বলে ফেলা চাই।

— কমরেডগণ! ওয়ারশর শ্রমিকদের তরফ থেকে আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ওয়ারশর শ্রমিকরা জার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আমাদের রুশ ভাইদের সমর্থনে সর্বজনীন রাজনৈতিক ধর্মঘট ঘোষণা করেছে। ওয়ারশর প্রলেতারিয়েত নিশ্চিত যে আপনারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন... কমরেডগণ, কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন! জার স্বৈরতন্ত্র মুর্দাবাদ!.. যারা সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে তাদের হাত তুলতে অনুরোধ করি।

অনেক হাত উঠল।

এমন সময় ফেলিক্স দেখতে পেলেন যে ব্লাস্ট ফার্নেস-শপের দিক

থেকে একদল সৈনিক কাছিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে এক অফিসার। ফেলিক্স মুহূর্তের মধ্যে মই থেকে নেমে পড়লেন।

— সাইরেন কোথায়? সিগন্যাল দাও! — আদেশ দেন তিনি।

কোন শ্রমিকের সঙ্গে তিনি ছুটে গেলেন কারখানার বয়লার-ঘরে। ওখানে একটি চাতালে উঠে এগুলেন সাইরেনের দিকে।

ব্যস, কারখানার উপরে ভোঁ-ভোঁ ক'রে বেজে উঠল সাইরেন — প্রথমে একটু খাদের সুরের মত, তারপর সামান্য জোরে, এরপর ভীষণ জোরে, এবং কর্কশ ও ভীতিকর হয়ে উঠে। অনেকখন বাজল সাইরেন, তারপর চুপ করে যেতে লাগল, এবং ফের খাদের সুরে শব্দ ক'রে একেবারে নিরব হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ্য। পরে সসনোভিৎসায় কোথাও বাজতে লাগল সাইরেন। তাতে যোগ দিল অন্য একটি সাইরেন, এবং এভাবে একে-একে বেজে উঠল অনেকগুলি... এবার কারখানার ভোঁ-ভোঁ ডাক শোনা গেল সবদিক থেকে, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এই শব্দ, তা ভাসতে লাগল দম্ব্রভ শিল্পাঞ্চলের সমস্ত পাড়াগ্রামের উপর দিয়ে।

— তাহলে এবার পালানো যাক, ইউসেফ! চৌকিদারেরা বোল্‌তার মত ক্ষ্যাপে রয়েছে... সবকিছু কিন্তু চমৎকার উতরেছে! — সহর্ষে বলেন ইউসেফের এক সঙ্গী — 'গুতো বানকোভায়' ঢোকার ব্যাপারে ইনিও বুদ্ধি জোগান। — সারা দম্ব্রভ ভোঁ-ভোঁ করছে।

কারখানা ভবনগুলির মধ্যেকার গলিঘুঁজি দিয়ে চলতে চলতে, ক্রেন এবং মালগাড়ির বগির নিচ দিয়ে হামা দিতে দিতে তাঁরা বেরলেন নিভৃত এক স্থানে — ওখানে ছিল ভাঙাচোরা মরচে-পড়া লোহা-লক্কড়ের স্তূপ। শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন শ্রমিক বস্তির একটি রাস্তায়।

ইউসেফ ও তাঁর সঙ্গীরা ধাতুমল-ভরা এক রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলেন। এমন সময় এক বাড়ির আড়াল থেকে দেখা দিল একদল অশ্বারোহী সৈনিক — তারা আসছে কদম মেরে। এবার না ডাইনে, না বাঁ দিকে, না পেছন পানে — কোথাও যাবার উপায় নেই।

— পকেট থেকে হাত বার কোরো, — অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন ফেলিক্স। — কথাবার্তা বোলো, হাসাহাসি কোরো! — তিনি খুশিতে কারো পিঠ চাপড়ে দিয়ে জোরে হেসে উঠলেন।

অশ্বারোহীরা পাশ দিয়ে চলে গেল।

— পকেট থেকে হাত বার করার দরকারটা কী ছিল?

— হাবার দল! — বলে ওঠলেন ফেলিক্স। — দেখলে না, আমাদের ধরার জন্য সৈনিকদের পাঠিয়েছে। ওরা এখন ভীত, সবকিছুতেই ওদের সন্দেহ। পকেটে হাত থাকলে কী না কী সব ভেবে বসতে পারে: যদি অস্ত্র থাকে? তারপর খুঁজতে আরম্ভ করলে বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে...

সত্যিই, সবার কাছে না হলেও অনেকের পকেটে আর বেল্টের ভেতরে রিভলভার ছিল।

স্টেশনের কাছে এসে তাঁরা ট্রেনের অপেক্ষা করতে লাগলেন। একজনকে পাঠালেন ইউসেফের জন্য টিকিট কিনে আনতে। ট্রেন ছাড়ার পরই তিনি হ্যান্ডলে ধরে ট্রেনে উঠলেন, অতঃপর সাথীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এবার সবাই চিন্তিত ছিল আসন্ন বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়ে। অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করল, নিজেরা বোমা তৈরি করল। বোমা তৈরির নিয়মাবলি পাওয়া গেল বুলগেরিয়ায়। সৈনিকদের মধ্যে প্রচারমূলক ক্রিয়াকলাপ পরিণত হল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে। তাদের বিপ্লবের দিকে আকর্ষিত করার প্রয়োজন ছিল, আর তা সম্ভব না হলে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের সময় তাদের অন্তত দূরে সরিয়ে রাখাই শ্রেয় ছিল। গুপ্ত আন্দোলনকারীরা ওয়ারশ, লদ্জ, ব্রেস্ত দুর্গ এবং পোল্যান্ড রাজ্যে অবস্থিত অন্যান্য গ্যারিসনের সামরিক ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করল। সামরিক-বৈপ্লবিক সংগঠনের নেতৃত্ব দেন মেডিকেল ইনস্টিটিউটের এক ছাত্র — এক নিষ্ফল সৈনিক বিদ্রোহের পর ইনি কিয়েভ শহর থেকে পলায়ন করেন।

এই ছাত্রটির বেশ কয়েকটি ছদ্মনাম ছিল, তবে তাঁর আসল নাম ছিল — ফিওদর পেত্রভ। রাস্তার লড়াইয়ে ফিওদর গুরুতরভাবে আহত হন। অনেকদিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে কিয়েভ থেকে তাঁকে পোল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ওয়ারশর সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের তরফ থেকে সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটিতে প্রতিনিধি ছিলেন দের্জিনস্কি। তিনি ও ফিওদর একসঙ্গে যেতেন সৈনিকদের সভাতে, প্রকাশ করতেন অবৈধ 'সৈনিক সংবাদ'

নামক পত্রিকা, সৈন্যদের মাধ্যমে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করতেন। ভিস্টুলা নদীর তীরে উইলো ঝোপ-ঝাড়ে গোপন সাক্ষাতে সময়-সময় সমবেত হত তিনশো অবধি সৈনিক — তারা আসত বিপ্লবী বক্তাদের ভাষণ শুনতে। বিশ্বাসঘাতক আর গুপ্তচররা যাতে সৈনিকদের মিটিংয়ে ঢুকতে না পারে তার জন্য গড়া হল রক্ষী দল। সংগঠন বাড়তে থাকে, এবং বছরের শেষ দিকে এমনকি বিভিন্ন গ্যারিসনের সামরিক প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহ্বান করা সম্ভব হল।

সম্মেলন চলে লেশনো স্ট্রিটের গুপ্ত এক ফ্ল্যাটে — থিয়েটার স্কোয়ার থেকে বেশি দূরে নয়। ফেলিক্স বলেন রাশিয়ার বৈপ্লবিক ঘটনাবলি সম্পর্কে, রাশিয়ার প্রলেতারিয়েতকে সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে, পোল্যান্ড থেকে মধ্য রাশিয়ায় সৈন্য প্রেরণে বাধা দানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে।

তারপর ভাষণ দেন বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন ওয়ারশ দুর্গের প্রতিনিধি — ইনি এক গোলন্দাজ। তাঁর ভাষণটি ছিল গরম, এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে সবাই তাঁকে সমর্থন করবে।

— দেরি কইর‍্যা লাভটা কী, — বলেন তিনি। — দুর্গ থাইক্যা কামান-বন্দুক কব্জা কইর‍্যা এক্কেবারে লাটসায়েবে বাংলার কাছে নিয়া যাও। গড়বড় করলে কামান দাইগ্যা উড়াইয়া দিমু। তারপর ওয়ারশরে পরজাতন্ত্র করমু...

গোলন্দাজের প্রস্তাব অনেকেরই মনে ধরল। সোরগোল শুরু হল — প্রতিনিধিরা দাবি জানালেন বেশি কথাবার্তা না বলে প্রস্তাবটি ভোটে আনা হোক... মার্খলেভস্কি, ফেলিক্স ও ফিওদর পেত্রভ বহু কষ্টে প্রতিনিধিদের শান্ত করলেন। তখন সবার মনোযোগ নিবদ্ধ করা হল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রুশ প্রলেতারিয়েতকে সমর্থন দানের বিষয়টিতে। একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল: শ্রমিক আর সৈনিকদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে ওয়ারশতে বিদ্রোহ শুরু করার সময় এখনও হয় নি।

গোলন্দাজের বক্তৃতায় যতই অদূরদর্শিতার ছাপ থাকুক না কেন, তা কিন্তু জার শাসনের সঙ্গে অচিরেই চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করতে বদ্ধপরিকর মানুষের প্রকৃত মনোভাবই প্রকাশ করে।

৩

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের গুপ্ত ছাপাখানায় হানা দিতে গিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার পর ওয়ারশ পুলিশ অধিকর্তার ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটল। তাঁর বিষয়ে কোন সঠিক খবর পাওয়া গেল না: কেউ বলে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন, আর কেউ বলে, তাঁকে বদলি করে পাঠানো হয়েছে রাশিয়ার প্রত্যন্ত কোন গুবের্নিয়ায়।

ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জাভারজিন। ইনি আগে রস্তভে ছিলেন। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ বেশ তাড়াতাড়িই তাঁর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিল। সে আগেভাগেই বন্ধুবান্ধবদের মাধ্যমে জাভারজিনের স্বভাবচরিত্র আর অভ্যাস-প্রবণতা জেনে নিয়েছিল।

উসকানিদানে জাভারজিন ছিলেন দারুণ ওস্তাদ। দক্ষিণ রাশিয়ায় কোথাও তিনি বিপ্লবীদের টাকা দেন গুপ্ত ছাপাখানা গড়ার জন্য। আর পরে নিজেই সেই ছাপাখানায় হানা দিয়ে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করেন এবং এর জন্য পুরস্কৃতও হন।

নতুন অধিকর্তা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের কাছে কিছুই গোপন করতেন না, নিজের 'কলাকৌশল' সম্পর্কে সবকিছুই তাদের বলতেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে একমাত্র এইভাবেই ষড়যন্ত্র সহজে ফাঁশ করা যায়।

নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তার কামরার দরজাটি প্রায়ই খোলা থাকত। তাই জাভারজিন তাঁর কামরায় কী বলছেন তা পরিষ্কার শুনতে পেত বাকোই।

একদিন চেলোবিতভ এক তরুণী মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে জাভারজিনের কামরায় ঢুকল। মহিলাটি দেখতে খাটো, ফ্যাশন-দুরস্ত, তবে রুচিবোধের অভাব রয়েছে তাব। অনুচ্চ টুপি থেকে মুখ ঢেকে ঝুলে আছে ঘন ঘোমটা। অধিকর্তার কামরায় তারা বেশিক্ষণ ছিল না। চেলোবিতভ মহিলাটিকে বাইরে ছেড়ে দিয়ে ফের এসে হাজির হল।

— এই দিদিমণিকে আমরা কী বলে ডাকব? - শোনা গেল জাভারজিনের গলা।

— তা সুন্দর দেখে একটি নাম দিয়ে দিন। ও নিজের দাম জানে।

— তাহলে গর্তেনজিয়া বলেই ডাকব... এ নামই লিখে রাখব।

অভ্যর্থনা কক্ষে এসে চেলোবিতভ মাথা নোয়াল বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাকাইয়ের উদ্দেশে।

— দেখলেন?! — মহা আনন্দের সঙ্গে বলে সে।

— আপনি একেবারে ডুবলেন, ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ, — তামাসা করে বাকাই। — তা এই উর্বশীটি কে?

— বাঃ! ওকে এই নামটিই দেওয়া উচিত। এ হচ্ছে ইয়ানিনা বারস্কায়া — ক্রাকোভ থেকে আগত নতুন গুপ্তচর। নিজেই এসেছে, বলে চাকরি করবে। বেআইনী সাহিত্য প্রচার করে। হ্যাঁ, একবার ভেবে দেখুন, সঙ্গে সঙ্গেই শর্ত হাজির করল: বলে, মাসে শ' রুবল নেবে, এর কম নয়। কী মাগী রে বাবা! লেফটেন্যান্ট-কর্নেল বললেন পঁচাত্তর রুবল দেবেন, রাজী হয়ে গেল।

— নতুন সাফল্যের জন্য অভিনন্দন।

নিভৃতে বাকাই দুই হাতে নিজের রগ চেপে ধরল। তার মুখ বিকৃত রূপ নিল। 'হায় ভগবান! কী নোংরা! কী নোংরা...' তবে মুহূর্ত বাদেই সে নিজের কাগজপত্রে মনোনিবেশ করল। কালো চশমার আড়ালে লুকিয়ে গেল তার চোখের প্রকৃত ভাব।

প্রায় ওই একই সময়ে — ১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে — ইয়াকভ গানেৎস্কি ফেলিক্সকে এক অবিশ্বাস্য খবর দিলেন।

— পড়ো! — ঘরে ঢুকে বলেন তিনি দের্জিনস্কিকে। — আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

চিরকুটে কয়েকটি মাত্র কথা:

'গুপ্তচর ইয়ানিনা বারস্কায়ার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন — ও থাকে ক্রাকোভে এবং কাজ করে সাহিত্য প্রচার বিভাগে। নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী।'

ফেলিক্স চিরকুটটি পড়ে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিতে তাকালেন গানেৎস্কির দিকে:

— এ চিঠি আবার কোত্থেকে? কে লিখল? এ কি প্ররোচনা হতে পারে না?

— জানি না। চিঠিটি এসেছে গতকাল — আমাদের ডাকখানায়।

এর মানে, যে লিখেছে সে আমাদের দেখাসাক্ষাতের জায়গাটি চেনে। কেবল বুঝতে পারছি না, এই 'নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে। পত্র লেখক কি নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে, কিংবা বারস্কায়াকে?

— বটে, ঘটনাটি অদ্ভুত, — চিন্তিত হয়ে বলেন ফেলিক্স। — জান, কী করতে হবে? আমাদের এখন প্ররোচকদের সঙ্গে লড়ার জন্য গ্রুপ গড়তে হবে। প্ররোচনা বিষয়ক বিশেষ কমিটি বা কমিশনের মতই কিছু একটা গড়া চাই... আমাদের এমন এক সংস্থা প্রয়োজন যা গোয়েন্দা আর গুপ্তচরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করবে। এ কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ষড়যন্ত্রকারীদের! তুমি রাজী তো? আর চিঠির ব্যাপারে আপাতত কাউকেই কিছু বলার দরকার নেই। তলিয়ে দেখতে হবে। বারস্কায়া নামে এক ভদ্রমহিলার কথা আমার মনে পড়ছে, তবে উনি এ কাজ করতেই পারেন না। তাঁর স্বামী একজন খ্যাতনামা সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। — দের্জিনস্কি প্রবাসে বসবাসকারী এক বিপ্লবীর নাম উল্লেখ করলেন। — মার্তিনের সঙ্গেও কথা বলে দেখি...

এপ্রিল মাসে দের্জিনস্কি, গানেৎস্কি আর ভারস্কি স্টকহোল্ম চলে গেলেন। ওখানে আয়োজিত হয় রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির মিলন সংক্রান্ত প্রশ্নাদি আলোচনার কংগ্রেস।

পোলীয় প্রতিনিধিরা স্টকহোল্মে এসে কংগ্রেসের পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ত নিরাশই হলেন।

ভারস্কি — ইনি আবার তাঁর পুরনো ওয়ারশাভস্কি ছদ্মনামেই বেশি পরিচিত — ট্রেনেই ইউসেফ আর গানেৎস্কির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন।

— আমাদের মিলনের ব্যাপারে মেনশেভিকরা* যে হৈচৈ তুলেছে তা

---

* মেনশেভিক — রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির সুবিধাবাদী ধারার প্রতিনিধি, মেনশেভিক নামকরণ হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস (১৯০৩) থেকে। কংগ্রেসের পরে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে তারা হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যালঘু (রুশীতে — মেনশিনস্তভো) আর লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা হয় সংখ্যাধিক (রুশীতে — বলশিনস্তভো)। এই থেকেই বলশেভিক ও মেনশেভিক নামের উৎপত্তি। — সম্পাঃ

আমার কেন যেন পছন্দ হচ্ছে না... এভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া যায় না।

— কেন তুমি এরূপ ভাবছ? — জিজ্ঞেস করেন গানেৎস্কি।

— বার্লিনে আমার দেখা হয় দান-এর সঙ্গে। উনি জানতে চান, মেনশেভিকদের সঙ্গে বলশেভিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি আমরা কী চোখে দেখি এবং কাকে সমর্থন করি — লেনিনকে না প্লেখানভকে। যা ভাবি তাই বললাম: লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বেশি মনঃপূত হয়। তারপর আমি দানকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিতে পোলীয়দের গ্রহণের বিষয়ে আমাদের প্রশ্নটি কংগ্রেসে কখন মীমাংসিত হবে। আমি বললাম, কংগ্রেসের শুরুতেই তা করা ভাল হবে। দান আমতা-আমতা করতে লাগলেন, সঠিক কোন উত্তর দিলেন না। কেবল বললেন: 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।' তবে আমি এই ভদ্রলোককে ভালই চিনি। যে-সমস্ত লোক খড়ের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় এমন ভান করে যে তারা বিরাট গাছের গুঁড়ি ডিঙ্গাচ্ছে এই ব্যক্তি তাদেরই মধ্যে পড়েন। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন তো এরই মধ্যে মীমাংসিত হয়ে গেছে। পরে এলেন প্লেখানভ, ব্যস কথাবার্তাও খতম।

— এ আরেক মজার লোক — এই প্লেখানভ: সবাইকে অবাক করে ছাড়লেন! — আলাপে যোগ দেন ফেলিক্স। — ভদ্রলোক নিজে মার্কসবাদী, কিন্তু ভিড়লেন গিয়ে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের দলে... অবিশ্বাস্য ঘটনা বটে!

— হ্যাঁ তাই! আর ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পরে উনি যে মারাত্মক কথাটি বলেছিলেন তা মনে নেই: 'অস্ত্র হাতে নেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না'? — সমর্থন করেন গানেৎস্কি।

— আসল ব্যাপারটি তো এখানেই, — আলোচনা চালিয়ে যান ভারস্কি। — বলছি, কংগ্রেস নয়, মাছের বাজার বসবে। তোমরা জান, আমার কী সন্দেহ হয়? মেনশেভিক মহাশয়গণ কি কংগ্রেসে বলশেভিকদের সঙ্গে খেলায় আমাদের রেজগি হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবছে না?

— বলছে, কংগ্রেসে নাকি তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে এবং পরিস্থিতি ব্যবহারের সুযোগ ছাড়বে না।

— আসল ব্যাপার তো এখানেই। প্রথমে তারা বলশেভিকদের

শাস্তি দিতে চাইবে, আর তারপর আমাদের সঙ্গে এক হতে আরম্ভ করবে, হাজির করবে নিজেদের শর্ত...

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনেই — এবং এতে আলোচিত হয় কংগ্রেসের কর্মসূচি — ভারস্কি তাঁর ভাষণে ফের এই কথাগুলি বলেন। যেমনটি তিনি ভেবেইছিলেন, পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্টিতে গ্রহণের অনুষ্ঠান দিয়ে কংগ্রেস আরম্ভ করার প্রস্তাবটি মেনশেভিকরা সমবেত কণ্ঠে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে মেনশেভিকরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, — তবে সামান্য কয়েকজন লোকই ওদের বেশি ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে আগে থেকে যাকিছু ঠিক করে রেখেছিল তা-ই কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে দিতে পারত। সবাই জানত যে পোলীয় প্রতিনিধিদল লেনিনকেই সমর্থন করবে, এবং মেনশেভিকদের ভয় ছিল, পোলিশদের তাড়াহুড়ো করে পার্টিতে গ্রহণ করলে কংগ্রেসে ভোটের অনুপাতই বদলে যাবে। তারা মনে করল যে পার্টিতে গ্রহণের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে অন্যান্য সব প্রশ্ন মীমাংসার পর।

মেনশেভিক দান মিলনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

তখনই মঞ্চে উঠলেন ভারস্কি।

চোখে তাঁর বিক্ষোভের আগুন। ফাঁশ করে দিলেন মেনশেভিকদের চতুর পরিকল্পনা — পোলীয়দের পার্টিতে গ্রহণের ব্যাপারটি তারা কংগ্রেসের শেষাবধি মুলতুবি রাখতে চায় যাতে নির্বাচনের এবং সিদ্ধান্তাদিতে ভোটদানের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে না ফেলে।

— ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা প্রথমে বলশেভিকদের কেটে খেতে চান, আর তারপর আমাদের সঙ্গে দোস্তি করবেন... কিন্তু এ হচ্ছে অতীব অসৎ পন্থা!

একদিন লেনিন পোলীয়দের সঙ্গে কথা বলেন, তবে কংগ্রেসের বিষয়ে নয়। সে ছিল সাধারণ কথাবার্তা।

ফেলিক্স সেই প্রথম লেনিনকে দেখেন। তিনি বিপুল আগ্রহের সঙ্গে লেনিনের রচনাদি পড়েছিলেন।

— আর আমি কিন্তু আপনাকে চিনি, আপনার কথা অনেক শুনেছি, — ইউসেফকে সম্বোধন ক'রে বলেন লেনিন। — আপনার গ্রেপ্তারি, আর পরে পলায়নের বিষয়ে 'ইস্ক্রায়' লেখালেখি হয়। খোদ

পলায়নের বর্ণনাও পড়েছি। 'চের্ভোনি শ্‌ত্যানদার' পত্রিকায়। পোলিশ ভাষায় পড়েছি... তা আপনি ওখানে সওদাগর সাজলেন কী করে?! চমৎকার!.. তা ম্যামথের হাড়-টাড় কিছু এনেছেন? — লেনিন হেসে ফেলেন, এবং এক তরুণী মহিলাকে ক্যান্টিনের দিকে যেতে দেখে তাঁকে ডাকলেন: — এই যে নাদিয়া, এসো আলাপ করিয়ে দিই। ইনিই সেই জ্যোতির্বিদ যাঁর কথা তোমায় পড়ে শুনিয়েছিলাম পোলিশ সংবাদপত্রে, মনে আছে?..

কংগ্রেসে প্লেখানভের সঙ্গে তর্কে সমর্থন দেওয়ার জন্য লেনিন ভারস্কিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

— এটাই তো হচ্ছে একমাত্র কারণ যার জন্য মেনশেভিকরা সময়ের আগে আপনাদের কংগ্রেসের সমানাধিকারভোগী প্রতিনিধি করতে চাইছে না! — বলেন লেনিন।

কংগ্রেসে লেনিন ও পোলীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একাধিকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়, তবে এই প্রথম আন্তরিক মিলনটির কথা ফেলিক্সের বিশেষ মনে থাকে।

সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রুশ এবং পোলীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা ঐক্যবদ্ধ হল। কংগ্রেসের শেষে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে।

এখন থেকে পোলীয় সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা সমগ্র রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির সদস্য বলে পরিচিত হল। পোল্যান্ড রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলেন ওয়ারশাভস্কি আর ইউসেফ দমানস্কি। কংগ্রেসের কাজে ফেলিক্স দের্জিনস্কি অংশ গ্রহণ করেন এই ছদ্মনামে।

স্টকহোল্ম কংগ্রেসের পরে ফের শুরু হল গুপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ। মাস দুয়েক বাদে আয়োজিত হয় পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের কংগ্রেস। প্রতিনিধিরা সমবেত হন জাকোপানে-তে — পোল্যান্ডের অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় অংশে। ওখানে তাঁরা আসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং আসেন ভ্রমণকারী সেজে। অধিবেশন চলে নানা জায়গায় — কখনও ছাত্রদের 'ভ্রাতৃ সহায়তা' স্বাস্থ্যনিবাসে, কখনও মনোরম প্রকৃতির কোলে — অদূরের অপূর্ব সুন্দর তাত্রি পর্বতের পাদদেশে।

সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে কংগ্রেসে প্রতিবেদন পেশ করেন ফ্রাংকভস্কি। আর এই ফ্রাঙ্কভস্কি ছিল ইউসেফেরই নতুন ছদ্মনাম।

গত তিন বছরে পার্টি অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে দুর্গম পথ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বৈপ্লবিক কাজে যৌথ প্রয়াসের ফলে যে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয় তা সন্দেহাতীত। পোল্যান্ড রাজ্যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির পতাকাতলে এসে ঐক্যবদ্ধ হয় প্রায় তিরিশ হাজার শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী, সৈনিক আর কৃষক। কেবল এক ওয়ারশতেই ছিল ন' হাজারের মত সোশ্যাল-ডেমোক্রাট। এবং সে ছিল এক বিভীষিকাময় পরিবেশ, যখন বিরাজ করে জারের সন্ত্রাস, নির্যাতন, সশ্রম কারাদণ্ড, নির্বাসন, গ্রেপ্তার, মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদির সম্ভাবনা।

ফ্রাঙ্কভস্কি পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে প্রতিনিধিদের অবগত করেন। সাথীদের অনেককিছুই বলার ছিল তাঁর। জারতন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা স্মরণ করার সময় তাঁর চেহারা কঠোর হয়ে ওঠে, তিনি শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন। গুপ্ত ছাপাখানায় পুলিশের সঙ্গে রাত্রিকালীন লড়াইয়ে নিহত হয় মার্ৎসিন কাস্পশাক, মিছিলে নিহত হয় তরুণ সংগ্রামী কারোল শনের্ত, ওয়ারশতে মে-দিবসের শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে মারা পড়ে বৃদ্ধ বিপ্লবী জিগমুন্ত কেম্প, লদ্‌জের ব্যারিকেডে মৃত্যু বরণ করে আরও অনেকে!..

ইউসেফ বলেন সাধারণ ধর্মঘটের সাফল্যের বিষয়ে, মস্কোর বিদ্রোহী প্রেসনিয়ার সঙ্গে সংহতিসূচক শোভাযাত্রার বিষয়ে, রাশিয়ার বলশেভিকদের সঙ্গে এক অখণ্ড প্রলেতারীয় পার্টিতে সংযুক্ত হওয়ার বহু পুরনো স্বপ্ন সফল হওয়ার বিষয়ে...

— এবার গণ-মিছিল ছেড়ে, — বলেন তিনি, — অস্ত্র হাতে সংগ্রাম অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করতে হবে। জারদের রাজত্বে প্রথম বিদ্রোহের প্রচেষ্টা ও ব্যারিকেড সংগ্রামের মর্যাদার অধিকারী হয়েছে — লদ্‌জ শহরের পোলিশ প্রলেতারিয়েত। ১৯০৫ সালের জুন মাসে এখানে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির নেতৃত্বে তিনদিন ব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রাম চলে...

গ্রীষ্মের শেষ দিকে ফেলিক্স চলে যান পিটার্সবুর্গে — রাশিয়ার

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির যৌথ কেন্দ্রীয় কমিটির কাজে অংশগ্রহণের জন্য। রাজধানীতে তিনি শিগগিরই শুধু সরকারের সঙ্গেই নয়, মেনশেভিক আর সুবিধাবাদীদের সঙ্গেও সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

বরাবরকার মত সেই সময়ের চিঠিগুলিতেও দেখা যায় যে অবৈধ সাহিত্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রামের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ মোটেই কমে যায় নি।

পিটার্সবুর্গ থেকে লেখা শেষ চিঠিখানা ফেলিক্স সমাপ্ত করেন এইভাবে:

'দেখতেই পাচ্ছেন, লড়ছি, নতুন নতুন প্রস্তাব দিচ্ছি, কিন্তু এ থেকে তেমন বড় কিছু একটা হবে বলে সন্দেহ আছে... বলশেভিকরা বলে যে আমার উপস্থিতি এখানে হীতকর, এই সংগ্রামের ফলে কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের বেশি গ্রাহ্য করে এবং আমার 'প্রচণ্ড ক্রোধের' জন্য মেনশেভিকদের আত্মপ্রত্যয় হ্রাস পেয়েছে।

আপাতত শেষ করছি। বলশেভিকদের সভাসমিতিতে যাওয়া-আসা করি — সে ব্যাপারে আলাদাভাবে লিখব'খন।'

ওয়ারশ থেকে অপ্রত্যাশিত এক চিঠি পেয়ে ফেলিক্সকে জরুরীভাবে পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হল। চিঠি লেখেন ইয়াকভ গানেৎস্কি। তিনি জানিয়েছেন যে পুলিশ ওয়ারশ সংগঠনে হানা দিয়েছে। মার্খলেভস্কি আর লেদের-কে গ্রেপ্তার করেছে। সংগঠনের নেতৃত্ব দেওয়ার লোক নেই। কিউবা সন্দেহ করছেন যে গুপ্তচররাই আবার সবকিছু পন্ড করেছে। চিঠির অনেকটা লেখা ছিল সঙ্কেতাক্ষর দিয়ে। ফেলিক্সকে সত্বর চলে আসার জন্য অনুরোধ জানান এবং সতর্ক করে দেন যে স্টেশনে মিৎসিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করবে এবং সে-ই তাঁকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে।

মিৎসিয়া — অর্থাৎ মিখালিনা — জ্‌দিস্লাভ লেদেরের বোন। ফেলিক্স তাকে জানতেন এবং বহুবার তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে।

পত্রপাঠে উদ্বিগ্ন ফেলিক্স সাংকেতিক টেলিগ্রাম দিলেন এবং অনতিবিলম্বে পিটার্সবুর্গ পরিত্যাগ করলেন। তখন ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস।

স্টেশনে কেউ দেখা করতে এল না। অন্ধকার হয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মে জ্বলে উঠেছে গ্যাসের আলোগুলি। ট্রেন থেকে নেমে ফেলিক্স

ভাবতে লাগলেন: বিপদ এড়ানোর জন্য কোথায় গা ঢাকা দেওয়া যায়? এমন সময় তাঁর কাছে এসে হাজির হল সুন্দর পোশাক পরিহিত এক তরুণী — গায়ে তার পাতলা স্কটিশ কাপড়ের চেক-কাটা ওভারকোট, মাথায় মার্জিত টুপি, হাতে ফুল।

— মিঃ রাৎসিশেভস্কি! — হাসিমুখে সম্বোধন করে হাত বাড়িয়ে দেয় মেয়েটি। — আপনার আগমনে আমি আনন্দিত। আসুন, যাওয়া যাক! আপনি হয়তো শহর ভাল করে চেনেন না। মিখালিনা আসতে পারে নি, — আস্তে বলল সে। — আমার নাম সাবিনা। — তারপর ফের জোরে: — আশা করি, আপনি মঙ্গল মতই পেঁছেছেন, মিঃ রাৎসিশেভস্কি?

ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তাঁরা রওয়ানা দিলেন সাবিনার বাড়ির দিকে। থাকত সে মার্শালকোভস্কায়া স্ট্রিটে। সাবিনা তাঁকে বলল, ওখানে তাঁর অপেক্ষা করছেন কিউবা আর মিখালিনা। মিখালিনা — তারই বোন। ফেলিক্সের সমস্ত সন্দেহ দূর হল। তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই: এই মেয়েটিও গুপ্ত আন্দোলনের শরিক।

— আরে আমি জানতামই না যে জ্‌দিস্লাভের দুই বোন, তার উপর আবার এ রকম... — হেসে ফেলেন ফেলিক্স।

— আর আমি কিন্তু গত বছর আপনাকে দেখেছি — সঙ্গীতশালায় এক মিটিংয়ে...

ফেলিক্স গাড়োয়ানের দিকে মাথা নেড়ে সতর্ক করে দিতেই সাবিনা চুপ করে গেল।

পথিমধ্যে তাঁরা নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে কথাবার্তা বললেন, ওয়ারশর খবর নিয়ে আলোচনা করলেন, পুরনো বন্ধুদের সাক্ষাতের সময় যেমনটি ঘটে ঠিক তেমনি। ফেলিক্স সাবধানে সঙ্গিনীকে ভাল করে দেখতে লাগলেন। তার নিখুঁত গড়ন, ঠোঁট আর চোখ ফেলিক্সকে আকৃষ্ট করল। মুখের ভাব আর অপলক দৃষ্টিতে সাবিনাকে দেখতে তার ভাইয়েরই মত।

মার্শালকোভস্কায়া স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটি ছিল বড়, খোলামেলা এবং পুরনো আসবাবপত্রে সজ্জিত। ফ্ল্যাটটিতে রয়েছে সেই বিশেষ মার্জিত রুচির ছাপ যা দেখা যায় কেবল কয়েক পুরুষ অধ্যুষিত বাড়িতেই।

বোন প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে সাবিনা নিজের ঘরে চলে গেল।

মিখালিনা, কিউবা আর ফেলিক্স বসলেন বৈঠকখানায় — মোটা ঢাকনা বিছানো একটি টেবিলের ধারে।

— শুনি, তোমাদের এখানে কী ঘটেছে। — বললেন ফেলিক্স।

— ঘটেছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার যা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

গত দু'মাসে যাকিছু ঘটেছে কিউবা তার সবই ফেলিক্সকে বললেন।

জ্‌দিস্লাভ লেদেরকে নিরাপত্তা বিভাগ খুঁজছিল কাম্পশাক এবং মকোতভ ছাপাখানায় গ্রেপ্তারির সময় সশস্ত্র প্রতিরোধদানের সঙ্গে জড়িত পুরনো মামলার দায়ে। এবং হঠাৎ তাঁকে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রেপ্তার করল রাস্তায় — যদিও জ্‌দিস্লাভ চলাফেরা করতেন অতি সতর্কতার সঙ্গে। তাঁর ছিল অন্য পাসপোর্ট, অন্য নাম, তিনি এমনকি চেহারাও পরিবর্তন করেছিলেন। সম্ভবত, নিরাপত্তা বিভাগ সমস্ত-কিছু জানতে পেরেছিল। কিন্তু কার কাছ থেকে?

গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতা দিনে দিনে বাড়ে। মিখালিনাও লক্ষ্য করল যে তার পেছনে ফেউ লেগেছে। সেই জন্যই তার বদলে সাবিনাকে স্টেশনে পাঠানো হয়।

মিখালিনা যোগ করল: গুপ্তচরকে সে লক্ষ্য করে ট্রামে। ভাইয়ের গ্রেপ্তারির দিন কয়েক আগে সে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় সম্ভবত তখনই তার পেছনে লেগেছে। মিখালিনা বহুক্ষণ গুপ্তচরদের শহরে ঘুরিয়েছে। পরে সে একটি পরিচিত বাড়ির সামনে দিয়ে ঢুকে পেছন দিক দিয়ে অন্য এক রাস্তায় বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বৈঠকখানায় এল সাবিনা। সবাইকে চা খেতে ডাকল। মা'র সঙ্গে ইউসেফের আলাপ করিয়ে দিল। চা খেতে খেতে খুব হাসি-তামাসা হল, এই-সেই ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা চলল। কিন্তু সবার মন ছিল ভার।

ফেলিক্স বসেন সাবিনার বিপরীত দিকে। ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে তার মুখে। সাবিনা ক্রমশই ফেলিক্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। সময় সময় সে চোখ তুলে তাকায় ইউসেফের দিকে।

৪

ভ্লাদিমির বুরসেভ — প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, 'নারোদনায়া ভলিয়া' সংগঠনের সদস্য। এক কালে ইনি নির্বাসন থেকে পালান এবং পরে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ছেড়ে দিয়ে প্রকাশনার কাজে মনোনিবেশ করেন। এর কারণ কী ছিল বলা মুশকিল। হয়তো বা হতাশা: সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছিল না, আর হয়তো বা কোন ব্যক্তিগত কারণ ছিল। তবে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি তাঁর আর কোন আগ্রহ ছিল না।

বুরসেভ বিদেশে চলে যান। শতাব্দীর শুরুতে প্যারিসে প্রকাশ করেন ঐতিহাসিক-বৈপ্লবিক পত্রিকা 'পুরনো দিনের কথা'-এর প্রথম সংখ্যা। তিনিই হলেন পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক এবং প্রচারক। বিদেশে প্রকাশিত 'পুরনো দিনের কথা' রাশিয়ার পাঠক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অক্টোবর ইস্তেহার এবং রাজক্ষমা ঘোষিত হওয়ার পর বুরসেভ পিটার্সবুর্গে চলে আসেন। ওখানে বৈধভাবে পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

একদিন 'পুরনো দিনের কথার' অফিসে এল এক অপরিচিত তরুণ — চোখে কালো চশমা, মাথায় পিঙ্গল চুল, রোগাপাতলা চেহারা। নাম বলল মিখাইলোভস্কি। কামরায় বুরসেভ একা বসে ছিলেন। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বইপত্র, পান্ডুলিপি, গাদাগাদা খবরকাগজ — এক কথায় ভীষণ এলোমেলো অবস্থা। টেবিলে নিজের জন্য সামান্য জায়গা খালি করে বুরসেভ কাজ করছেন। তাঁর সামনে এক স্তূপ লেখার কাগজ এবং কয়েকটি তীক্ষ্ণভাবে ধারাল পেন্সিল।

আগন্তুক কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে বুরসেভের দিকে ছোট সাইজের একটি ফোটো বাড়িয়ে দিল।

— এখানে আপনি নিজেকে চিনতে পারছেন? — জিজ্ঞেস করে সে। — নির্বাসন থেকে পলায়নের পর এই ফোটো অনুসারে পুলিশ আপনার খোঁজাখুঁজি করছিল...

বুরসেভ অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন ফোটোর দিকে, তারপর আগন্তুকের দিকে।

— কিন্তু আপনি এটা কী করে পেলেন?

— অতি মামুলি ব্যাপার। আমি কাজ করি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগে আমি বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী... ফোটোটি নিয়েছি ডিপার্টমেন্টে, যাতে আপনার কাছে প্রমাণ করতে পারি যে আমি মিথ্যা বলছি না।

— তা আমার এখানে আসার কারণটা কী? — আগের মতই শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেন বুরসেভ, তারপর চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন: — বসুন!

— আপনার কাছে আসার কারণটি হচ্ছে এই। নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি এবং জেনেশুনেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকুরি নিই, — ওখানে কী ঘটছে তা জানার উদ্দেশ্যে। এখন আমি আপনায় জিজ্ঞেস করতে চাই: আমি মুক্তি আন্দোলনের কোন উপকার করতে পারি কি?

বুরসেভ ভাবলেন: 'লোকটি ইন্টারেস্টিং, তবে যদি প্রভোক্যাটর হয়ে থাকে?' এখানে, পিটার্সবুর্গে, রাশিয়ার নিরাপত্তা বিভাগের হাতের নাগালের মধ্যে অনুরূপ যোগাযোগ রাখা ছিল বিপজ্জনক ব্যাপার। বুরসেভ হাঁ ও না-এর মধ্যে একটি উত্তর দিলেন:

— বুঝলেন কিনা, আমি সাহিত্যিক মানুষ এবং কোন পার্টির সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। আমার একমাত্র আগ্রহের বিষয় হচ্ছে — আমার পত্রিকা, বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস। বিশেষ করে অতীত ও বর্তমানের প্রভোক্যাশনমূলক ব্যাপার-স্যাপারও তলিয়ে দেখতে ভালবাসি। তাও কিন্তু আবার, বলতে পারেন, ঐতিহাসিক অ্যাস্পেক্ট থেকে।

— ব্যস, এই এখানেই আমি আপনার উপকারে লাগতে পারি, — বলে আগন্তুক। — প্রসঙ্গত আপনি কি জানেন যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এমন এক প্রভোক্যাটর রয়েছে যে বহু বছর ধরে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত?

— কে সে?!

— আজেফ! সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সংগ্রামী সংগঠনের নেতা!

— একেই বলে প্রভোক্যাশন, ইয়াং ম্যান! — বুরসেভ রাগের

সঙ্গে তাকান মিখাইলোভস্কির দিকে। — এবং আমি বলতে পারি, এতে কার প্রয়োজন: পুলিশ ডিপার্টমেন্টের। এরূপ কথাবার্তা আমি গত বছরও শুনেছি। মিথ্যা গুজব!

— কিন্তু যাই বলুন ঘটনাটি সত্যি... নিকোলাই তাতারভের বিষয়ে সন্দেহ যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে আজেফের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয় কেন? আপনি তা ভাবেন নি, মিঃ বুরসেভ? ওরা পরস্পরকে জানত না ঠিকই, কিন্তু কাজ করেছে একসঙ্গে।

— তাহলে আপনিই তাদের বিষয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পার্টিতে জানিয়েছেন? একখানি বেনামী চিঠি আসে। তাতে লেখা থাকে যে আজেফ আর তাতারভ বিশ্বাসঘাতক। অনুমান করা হয়েছিল যে চিঠিটি পাঠায় খোদ পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট।

— না না, অন্য কেউ সে কাজ করেছে... ওয়ারশতে আমি নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী বারস্কায়ার ব্যাপারে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। আমায় কেউ বিশ্বাসই করল না... তবে আমিই তাতারভের খুনের তদন্ত করি — খুনটি করে সন্ত্রাসবাদী সাভিনকোভ। বলতে পারি যে ও সত্যি সত্যিই পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করত। এমনকি ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগও তাতারভের গোয়েন্দাগিরির বিষয়ে কিছুই জানত না। প্রভোক্যাটররা তার বিষয়ে রিপোর্ট দেয় যে সে একজন সক্রিয় বিপ্লবী। তাতারভ — পোলিশ জাতীয়তাবাদী, ও রুশ বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করত, তবে পোলিশদের কখনও ধরিয়ে দিত না।

— দাঁড়ান, — আপত্তি করেন বুরসেভ। — কিন্তু আজেফের সঙ্গে এ ব্যাপারটির সম্পর্ক কোথায়? আজেফ হচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগ্রামী সংগঠনের নেতা। এই পার্টির সমস্ত সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য — এবং তার মধ্যে মন্ত্রী সিপিয়াগিন, মন্ত্রী প্লেভে-র হত্যাকাণ্ড, মস্কোর গভর্নর-জেনারেল দুবাসভের প্রাণনাশের প্রচেষ্টার জন্য — সে-ই দায়ী। আজেফ — সন্ত্রাসবাদী বরিস সাভিনকোভের বন্ধু। তবে আপনি মনে করেন যে এই লোকটিও প্রভোক্যাটর হতে পারে?!

— আমি আবার বলছি: আজেফ — প্রভোক্যাটর। আমি চেষ্টা করব আপনার কাছে তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করতে। আরও একটা

কথা, আপনার-আমার পরস্পরের মধ্যে প্রত্যয় জন্মানোর উদ্দেশ্যে আমার আসল নামটিও জানিয়ে দিচ্ছি: আমি — মিখাইল বাকাই। আপনি বুঝতেই পারছেন নিজের পরিচয় দিয়ে আমি কী মারাত্মক ঝুঁকিটাই নিচ্ছি...

কয়েকদিন পরে বাকাই আবার এল 'পুরনো দিনের কথা' পত্রিকার সম্পাদনালয়ে। বুরসেভকে সে বলল যে ওয়ারশ ফিরে যাচ্ছে।

— তা আবার আমাদের আগের আলাপে ফিরতে চাই, — বলে বাকাই। — সে বার আপনি তো আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাসই করলেন না... তাহলে শুনুন, গতকাল তামেরফর্স-এ শেষ হয়েছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগ্রামী সংগঠনের কংগ্রেস, আর আজই তা জানাজানি হয়ে গেছে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে... জানতে চান, কংগ্রেসে কী কী বিষয় আলোচিত হয়?

— চাই বৈকি। তবে সর্বাগ্রে জানতে চাই, আপনি তা কোত্থেকে জানেন? আপনি তো নিজেই বললেন, আপনি ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারী।

— আমি আপনায় বলছি। এখানে আসার পথে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে ঢুঁ মেরে এসেছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন তা বেশি দূরে নয়। ওখানে আমি দেখা করি সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগ্রামী সংস্থাদি বিষয়ক বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে। তিনিই আমায় বলেছেন, তামেরফর্সে কী ঘটেছে।

— তা ওখানে কী-ই বা ঘটেছে?

কংগ্রেসে আলোচিত বিষয়, প্রদত্ত ভাষণ এবং গৃহীত সিদ্ধান্তাদি প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ দিল বাকাই।

— তবে তামেরফর্সে আলোচিত সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে প্রধান হচ্ছে জারহত্যার প্রশ্নটি।

— কী? কী বললেন আপনি?

— জার দ্বিতীয় নিকোলাইকে হত্যার প্রশ্ন। মনে হয়, আমি যথেষ্ট পরিষ্কার ভাষাতেই বলছি।

তামেরফর্সে সংগ্রামীদের কংগ্রেস সম্পর্কে বুরসেভ যথেষ্ট অবগত ছিলেন, তবে এ ব্যাপারে, জারহত্যার প্রস্তুতির ব্যাপারে শুনছেন প্রথম। তাহলে বাকাই কি সত্যিই সমস্ত বিষয়ে ওয়াকিবহাল?..

— যাক, এসব কথা! — উত্তেজিত কণ্ঠে বাধা দেন বুরসেভ। — আমার প্রয়োজন সঠিক প্রমাণ। তা পাব বলে সন্দেহ আছে... আচ্ছা বলুন তো — নিরাপত্তা বিভাগে চাকরি করতে যান স্বেচ্ছায়, কিংবা অন্য কেউ আপনাকে সেখানে পাঠিয়েছিল?

— স্বেচ্ছায়! — জোরে বলে বাকাই। — আমি নিজেই এখন নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করছি। কয়েক বছর নোংরা, বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানি আর হীনতার পরিবেশে থেকে থেকে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে এবং এখন কেবল ভাবছি নিজে যেন পাপের ভাগী না হই। যা মারধর করেছি সে বিষয়ে আর নাই বা বললাম। তা করতে বাধ্য... নতুবা অনেক আগেই আমার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে ফেলত।

— এখন আপনি কী করবেন ভাবছেন?

— জানি না... সর্বাগ্রে প্রভোক্যাটরদের — রুশ জারতন্ত্রের এই জঘন্যতম দালালদের নামের একটি তালিকা প্রকাশ করতে চাই। রাষ্ট্রীয় দুমায়ও* নিরাপত্তা বিভাগের কর্মপদ্ধতির চরিত্র ফাঁশ করতে চাই, যাকিছু জানি সবই খুলে বলতে চাই...

— দুনিয়াকে অত সরল মনে করবেন না! কে আপনাকে রাষ্ট্রীয় দুমার মঞ্চে যেতে দেবে! একটি ভাল পরামর্শ শুনবেন?

— নিশ্চয়ই...

— যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নিরাপত্তা বিভাগ থেকে বেরিয়ে যান এবং স্মৃতিকথা লিখতে আরম্ভ করুন। আমি আপনাকে এ কথা বলছি একজন সম্পাদক এবং বৈপ্লবিক ইতিহাসবিদ হিসেবে।

— এ বিষয়ে আমি আগেই ভেবেছি। তবে এখন আমাকে ওয়ারশতে ফিরে গিয়ে নিজের বিভিন্ন রেকর্ড গুছাতে হবে, কিছু দলিলপত্রও সরাতে হবে। এতে কয়েক মাস লাগবে। এর চেয়ে বেশি কোনকিছু করতে শক্তিতে কুলোবে না। হ্যাঁ, আরও একটি ব্যাপার আমাকে ওখানে কিছুকাল আটকে রাখতে পারে, — আজেফের

---

* রাষ্ট্রীয় দুমা — প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ১৯০৫ সালের বৈপ্লবিক ঘটনাবলির চাপে জার সরকার এটি ডাকতে বাধ্য হয়। বাহ্যত, রাষ্ট্রীয় দুমা ছিল আইনপ্রণয়নী সংস্থা, কিন্তু কার্যত তার কোন বাস্তব ক্ষমতা ছিল না। — সম্পাঃ

বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজের বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু প্রমাণ জড় করতে চাই। আপাতত কোথাও আমার কোন উল্লেখ করবেন না। যাকিছু জানি সময় এলে নিজেই খুলে বলব।

বাকাই ওয়ারশ চলে গেল। ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের বিশ্বস্ত কর্মচারীর দুরূহ ভূমিকা পালন করে যেতে লাগল সে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাকে নিরাপত্তা বিভাগের জঘন্য ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে হয়। আর এর ফল? কী সে দিয়েছে মুক্তি আন্দোলনকে যার জন্য সে জারের অনুগত ভৃত্য — পুলিশের মুখোস পরেছে? তাহলে সে কি কোথাও কোন অমার্জনীয় ও অসংশোধনীয় ভুল করে নি?..

এই সমস্ত ভাবনাচিন্তাই হয়তো বাকাইয়ের মনে সত্বর প্ররোচকদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ইচ্ছা জাগায়। সে অবশ্য এক গুপ্তচরের পরিচয় পেতে সাহায্য করে, যে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মকোতভস্থ গুপ্ত ছাপাখানার বিষয়ে পুলিশে খবর দেয়। কিন্তু আপাতত এই টুকুই। এ তেমন বেশিকিছু নয়! তবে ঘোমটা পরা মহিলাটি —বারস্কায়া — তখনও সৎ লোক বলে পরিচিত। অথচ হরদম সে তার প্রাক্তন সাথীদের বিক্রয় ও বিপদগ্রস্ত করে চলেছে। বাকাই গুপ্ত আন্দোলনকারীদের সতর্ক করে দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ফল হল না: বারস্কায়া প্রতি মাসে মাইনের জন্য নিরাপত্তা বিভাগে আসে — তার মানে, কাজ করছে... সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দৃষ্টি কোন দিকে? সত্যি যে ইতিমধ্যে তারা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাকাই নিরাপত্তা বিভাগের গুপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে তা জানতে পেরেছে। কে কে রয়ে গেছে? মার্তিন আর ইউসেফ। তাঁদের ছদ্মনাম নিরাপত্তা বিভাগ জেনে ফেলেছে এবং আসল নামগুলি লিখে রেখেছে! তবে নামের মালিকরা দৃষ্টির অগোচরেই আছেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু কীভাবে তা করা যায়?

সময় যেতে থাকে। এল শীত। কাছেই বড়দিনের উৎসব। একদিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ কিছু দুঃসংবাদ নিয়ে এল। টেবিলে একটি ফাইল রাখল — তার উপরে লেখা আছে: 'পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বিষয়ে তথ্যাবলি'। তারপর বাকাইকে সে বলল:

— একবার তাকিয়ে দেখুন না, মিখাইল ইয়েগরোভিচ! —

আত্মতুষ্টির হাসি ফুটে ওঠল চেলোবিতভের সরু ঠোঁটগুলিতে। সে সর্বদাই হাসত মুখ না খুলে। — অনেকদিন বেটাদের পেছনে ছুটোছুটি করেছি! পড়ে দেখুন, পরম আনন্দ লাভ করবেন।

ফাইলটি গুপ্ত রিপোর্ট আর তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ তার প্রয়োজনীয় কাগজটি খুঁজে বার করল। নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা জাভারজিন — এখন তিনি কর্নেল — ওয়ারশর গভর্নর-জেনারেলের কাছে রিপোর্ট লিখেছেন:

'চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দাদের তথ্যানুসারে জানা গেল যে 'সালভাতর' বিয়ার কারখানার রসায়নবিদ লেওন লান্দাউ-এর ফ্ল্যাটে — সেগলিয়ানায়া স্ট্রিটের ৩ নং বাড়িতে — পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের বেআইনী সভা বসে।

উক্ত তথ্যানুসারেই, পরবর্তী মিটিংয়ের দিন ধার্য হয় ১৩ই ডিসেম্বর।

বেআইনী জমায়েতের অংশগ্রহণকারীদের আটক করার উদ্দেশ্যে আমি দারোগা উখাচ-ওগরোদভকে পাঠাই। উনি দুপুরের দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন এবং ফ্ল্যাটে পাঁচজন অচেনা ব্যক্তিকে দেখতে পান।

অপরাধমূলক জমায়েতের অংশগ্রহণকারীদের আটক করার পর তাদের সকলের ফ্ল্যাটগুলির দিকে নজর রাখা হল। সিলেজস্কায়া স্ট্রিটে ওসিপ ক্রাস্নির ফ্ল্যাটে পুলিশ পাহারা বসানো হয়। অচিরেই ওখানে এসে জড় হতে থাকে অপরিচিত লোকেরা। তাদের মধ্যে একজন ছিল ফেলিক্স দের্জিনস্কি, — তবে পাসপোর্ট অনুসারে রমান রাৎসিশেভস্কি।

ওখানেই আটক-করা মিখালিনা লেদের গ্রেপ্তারের সময় পলায়নের উদ্দেশ্যে অন্য কামরায় গিয়ে দড়ি বেয়ে নিচের দিকে নামতে আরম্ভ করে। পরে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে ও তার পা ভেঙে ফেলে এবং ফের গ্রেপ্তার হয়।

গুপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে লেওন লান্দাউ তথা ফেলিক্স দের্জিনস্কি হচ্ছে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। ফ্রান্তিশকা লান্দাউ — বৈদেশিক কমিটির সদস্য এবং রোজা লুক্সেমবুর্গের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

তল্লাসির সময় আটক-করা ব্যক্তিদের কাছে চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। লান্দাউয়ের ফ্ল্যাটে দুটি চিঠি পাওয়া গেছে। তাতে স্বাক্ষর রয়েছে 'ইউসেফ'।

দের্জিনস্কি — রাৎসিশেভস্কির কাছেও একখানি চিঠি পাওয়া গেছে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে চিঠিখানি লিখেছে জুরিখ থেকে সাবিনা নাম্নী এক অজ্ঞাত মহিলা।

উক্ত বন্দীদের নিয়ে আমাকে কী করতে হবে সে বিষয়ে মহামান্য প্রদেশপালের নির্দেশ পেলে খুবই বাধিত হব।'

বাকাই রিপোর্টটি পড়ে চেলোবিতভের দিকে তাকাল।

— সত্যিই তো, বন্দীদের নিয়ে এবার কী করা যায়? — চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করে সে। — পরিষ্কার কোনকিছু তো দেখছি না... কিসে এদের অভিযুক্ত করা যায়?

— আরে, ছাড়ুন মশায়, — উপেক্ষার সঙ্গে বলে চেলোবিতভ, — বন্দী থাকলেই হল, অভিযুক্ত করার মত আইন আপনা-আপনিই বেরিয়ে আসবে। তা একটা কিছু বার করে ফেলব'খন।

তারপর চেলোবিতভ ফাইল নিয়ে নিজের কামরায় চলে গেল।

অচিরেই বাকাই চলে গেল পিটার্সবুর্গে। অনেকদিন আগেই সে পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে অবসর লাভের জন্য আবেদন জানিয়েছে। এই ব্যাপারে সে যে কারণ দেখিয়েছে তা হল: ওয়ারশর নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা জাভারজিনের সঙ্গে সে আর সহযোগিতা করতে পারে না, কেননা জাভারজিন তাঁর কাজে প্ররোচনার আশ্রয় নেন, আসামী এবং বেশ্যাদের সে কাজে ব্যবহার করেন...

পুলিশ থেকে বাকাইকে ছাড়তে চাইল না। তাকে নতুন পদ প্রস্তাব করা হল — ওদেসা শহরের নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা। কিন্তু বাকাই রাজী হল না, এবং নববর্ষ উপলক্ষে পুরস্কার নিয়ে বিদায় গ্রহণ করল।

এবার সে বাস করতে লাগল পিটার্সবুর্গে, তার ফ্ল্যাটের জানলাগুলি মুখ করে থাকে পিটার পল দুর্গের দিকে। লেখে স্মৃতিকথা।

বাকাই প্রায়ই দেখা করে 'পুরনো দিনের কথা' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে। বুরসেভের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সম্পাদকের আশা আছে বাকাইয়ের কাছ থেকে তিনি তার স্মৃতিকথা পাবেন। শেষ

পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত হলেন যে প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের অনেক গুপ্ত ব্যাপারই জানে। কেবল একটি বিষয়েই ঐতিহাসিক-বৈপ্লবিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের বিশ্বাস হল না, এবং তা হল: সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের সংগ্রামী সংগঠনের নেতা এভনো আজেফ — পুলিশ দপ্তরের কর্মচারি, যে জার দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের প্রাণনাশের বন্দোবস্ত করে।

অষ্টম অধ্যায়

আবার সাইবেরিয়া...

১

এবার বেশি দিন বন্দী অবস্থায় থাকতে হল না।

সেগলিয়ানায়া এবং সিলেজস্কায়া স্ট্রিটে যাদের আটক করা হয়েছিল তাদের জামিনে ছেড়ে দিতে হয় — তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি ছিল অত্যন্ত প্রমাণহীন। ক্যাপ্টেন চেলোবিতভ যেমন বাহাদুরি করেছিল: 'একটা কিছু বার করে ফেলব', তা আর হয়ে উঠল না। বন্দীদের বিচারের আগেই ছেড়ে দেওয়া হল — হাজার রুবলের জামিনে। টাকা জোগাড় হল কষ্টে, এর জন্য পার্টির তহবিল শূন্য হয়ে যায়।

দের্জিনস্কি জেলে থাকা কালে, এবং এখন মুক্ত অবস্থায়, সংগঠনের ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে খুব ভাবেন, চিন্তিত হন পাশেই অবস্থিত — কিন্তু অদৃশ্য — গুপ্তচরদের ব্যাপারে।

আরও একটি ব্যাপার তাঁকে উদ্বিগ্ন করল — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের লড়িয়ে, নৈরাজ্যবাদী আর পোলিশ সোশ্যালিস্টদের হঠকারিতা... বিভিন্ন রাজনৈতিক মার্কামারা সন্ত্রাসবাদীরা এখানে-সেখানে হামলা করে, লুঠ করে সরকারী মদের দোকান, ডাকঘর। এভাবে তারা অর্থ জোগাড় করে নতুন সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে তারা। মাঝে-মধ্যে এসব দুষ্কর্মে সফল হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত এবং তখন এরা ফাঁশিকাষ্ঠে প্রাণ দিত।

মুক্তিলাভের অনতিকাল পরেই ইউসেফ এ বিষয়ে কথাবার্তা বলেন গানেৎস্কি আর ভারস্কির সঙ্গে।

— সন্ত্রাসবাদী আর গুপ্তচরদের হানিকর ক্রিয়াকলাপের আরও একটি দিক সম্পর্কে আমি বলতে চাই, — জেলখানার অভ্যাস মত এক কোণ থেকে অপর কোণে পায়চারি করতে করতে বলেন দের্জিনস্কি। —

যত অদ্ভুতই শোনাক না কেন, সন্ত্রাসবাদী আর গুপ্তচরদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে। আমার কাছে একটি ব্যাপার পরিষ্কার: সন্ত্রাসবাদীদের হঠকারিতা গুপ্তচরদের জন্য অতিরিক্ত ইন্ধন জোগায়। এরা সবাই বিপ্লবীদের প্রচুর শক্তির অপচয় ঘটায়। ব্যাপারটির তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে নাই বা বললাম। সন্ত্রাস — এ হচ্ছে বিদ্রোহে ব্যাপক জনগণের অনাস্থার ফল, তা বিপ্লবীদের সৎকাজে শক্তি নিয়োগে বাধা দেয়।

সন্ত্রাসবাদী আর গুপ্তচরদের বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটায় সংবাদপত্রের এক প্রবন্ধ যাতে প্রকাশিত হয় ওয়ারশ শহরে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের ফলাফল। এক বছরে দুশো আটচল্লিশ জন লোককে হত্যার চেষ্টা নেওয়া হয়, খুন হয় প্রায় একশো জন আর আহতের সংখ্যা দাঁড়ায় চুরাশি। এই সমস্ত ঘটনার মূলেই রয়েছে প্রধানত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি সন্ত্রাসবাদীরা।

দের্জিনস্কি বলেন:

— বিপ্লবের জন্য কোনকিছু করতে সন্ত্রাসবাদীরা অক্ষম। আমরা ভবিষ্যতেও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের অর্থহীনতা আর অপকারিতার কথা লোককে বোঝাতে চেষ্টা করব। আমার মনে হয়, নিরাপত্তা বিভাগ আর পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের পক্ষে সন্ত্রাস বর্তমানে লাভজনক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের গুপ্ত আন্দোলনে যে-সমস্ত গুপ্তচর অনুপ্রবেশ করেছে তাদের ব্যাপারে কোন দয়ামায়ার কথা উঠতেই পারে না। প্রধান কাজ — এদের আবিষ্কার ও নির্বিষ করা। আমাদের প্রয়োজন গুপ্তচর সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় তদন্ত কমিশন। এ ছাড়া... এ ছাড়া ভবিষ্যতে আমাদের টিকে থাকাই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

— আমি শুনেছি যে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগে কোন এক বিপ্লবীর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বহুকাল সে ওখানে কাজও করে। এখন নাকি গুপ্তচরদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করছে, — বলেন গানেৎস্কি।

— জানি না... নারোদনিকদের* বেলায় এরূপ এক ঘটনা

---

* নারোদনিক — (জনগণপন্থী) রুশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে পেটি-বুর্জোয়া ধারার প্রতিনিধি। এই ধারা দেখা দেয় ১৯ শতকের ৭০-এর দশকে। নারোদনিকরা জার স্বৈরতন্ত্রের বিলোপ এবং জমিদারদের জমি কৃষকদের হাতে তুলে দেবার দাবি করত। — সম্পাঃ

ঘটেছিল। সে কঠিন কাজ — শত মহৎ অভিপ্রায় থাকলেও নিরাপত্তা বিভাগকে তথ্যাদি তো দিতেই হবে, আর তার মানে কারোর বিষয়ে জানানো চাই, কারোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা চাই। তা না হলে একটি লোককে শুধু শুধু ধরে রাখবে কেন!

...আর প্রাক্তন বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিখাইল বাকাই — যার সম্পর্কে কীসব কথা শুনেছেন গানেৎস্কি — তখন পিটার পল দুর্গের কারাকক্ষে দিন যাপন করছে।

গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে বুরসেভ গোপনে পিটার্সবুর্গ ছেড়ে চলে যান হেলসিংফোর্সে, ওখান থেকে — বিদেশে। প্রবাসে তিনি ফের তাঁর পত্রিকা 'পুরনো দিনের কথা' প্রকাশ করতে থাকেন।

পিটার্সবুর্গে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি লড়িয়েরা তাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে কারারুদ্ধ বাকাইয়ের প্রতি তীক্ষ্ম নজর রাখে। পিটার পল দুর্গে আট মাস কাটানোর পর নিরাপত্তা বিভাগের প্রাক্তন কর্মচারীকে সাইবেরিয়ায় তিন বছরের নির্বাসনে পাঠানো হয়। তবে বাকাই কেবল তিউমেন পর্যন্তই গিয়েছিল। এখানে গোপনে তাকে অনুসরণকারী এক সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারির সাহায্যে সে পথিমধ্যের জেল থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে যায়।

বিদেশের মাটিতে তার ফের সাক্ষাৎ হল ভ্লাদিমির বুরসেভের সঙ্গে। বুরসেভ তখনও নিজের পত্রিকার জন্য স্বরূপ মোচনকারী মালমশলা পাওয়ার আশায়। তবে বাকাই সর্বাগ্রে জিজ্ঞেস করল:

— কেমন, আজেফের সম্পর্কে আমার কথাগুলি সত্য প্রমাণিত হল?

না, আজেফ তখনও সংগ্রামী সংগঠনের নেতা, তখনও সে উচ্চপদস্থ জার কর্মচারীদের হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাকাই এবার মুক্ত। সে এবার বিপ্লবীদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। বৈপ্লবিক সংস্থাদিতে ঢুকে পড়া গুপ্তচরদের মুখোস খুলে দিতে সে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ফেলিক্স নিজেই তখন কারারুদ্ধ। নিরাপত্তা বিভাগে প্রাপ্ত গুপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে রাস্তায়ই গ্রেপ্তার করা হয়।

যেকোন কর্তৃপক্ষের অধীনে টিকে থাকতে সক্ষম চেলোবিতভ সানন্দে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য। স্বাক্ষরের জন্য তা রেখে এল ওয়ারশর গভর্নর-জেনারেলের অফিসে।

মামলাটিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তাই তাতে সই করার কথা ছিল স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল স্কালনের।

ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে আবার নিয়ে আসা হল ওয়ারশ দুর্গের দশ নম্বর বিভাগে। এ নিয়ে কত বার!

আবার জেল। আবার নিঃসঙ্গ কক্ষ। বাইরে সেই একই শব্দ। লোহার ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একই আকাশ...

গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন বাদে কারাকক্ষে দের্জিনস্কির সঙ্গে দেখা করতে এল এক পুলিশ কর্মচারী — মুখটি ভেতরের দিকে, ঠোঁটগুলি সরু ও লম্বা, চিবুকটি গোঁজের মত তীক্ষ্ম, কপাল বড় ও প্রশস্ত, মাথায় টাক। এক কথায়, সে এক অদ্ভুত চেহারা। বিদ্বেষ জাগায় তার ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে হাসিও। আর তার নীরস পরিহাসে আনন্দ উপভোগ করে কেবল সে নিজেই।

কামরায় ঢুকে সে নিজেই দেখার-জন্য-ফুটো-যুক্ত নোংরা-হলদে দরজাটি বন্ধ করে দিল এবং বলল:

— মিঃ দের্জিনস্কি, মনে রাখবেন, এখানে যে-সমস্ত কথাবার্তা হবে তা কেউই জানবে না... আপনি অবশ্য জানেন না যে আমাদের দু'জনের কখনও দেখাসাক্ষাৎ না হলেও বহুকাল থেকেই আমরা পরস্পরকে চিনি। কভনোয় থাকতেই... আচ্ছা বলুন তো, নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে এখনও আপনার বিতৃষ্ণা জাগে নি?

— না।

— তবে তার সময় হয়ে গেছে! এ নিয়ে ক'বার জেলে?

— আপনিই ভাল জানেন, — জবাব দেন ফেলিক্স। — আমার কাছ থেকে আপনার কী চাই?

— না না, — হাত নাড়ে চেলোবিতভ। — মিঃ দের্জিনস্কি, আপনি ভাববেন না যে আমি জেরা করছি। আমি দুর্গে এসেছি নিজস্ব কাজে, ভাবলাম একবার একটু দেখা করেই যাই। তাই এলাম... আমি গোপন করব না যে আমার মনে এক ধারণা জেগেছিল: নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আপনার বিতৃষ্ণা জেগে থাকে তাহলে হয়তো আমাদের অফিসেই একটা চাকরি-টাকরি নিতেন... তা জেল আর নির্বাসন কাকেই বা ক্লান্ত করে না...

ফেলিক্স অনুভব করলেন, হঠাৎ যেন তাঁর মাথায় আগুন জ্বলে

উঠেছে, কী যেন বিদ্ধ করেছে তাঁর চোখদুটি — এইভাবে তাঁর অন্তরে জাগে উদ্দাম ও অদম্য ক্রোধ। তবে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। শান্ত গলায় জবাব দিলেন:

— আচ্ছা বলুন তো, ক্যাপ্টেন সাহেব, আপনি কি কখনও নিজের বিবেকের ডাক শুনেন নি? বিবেক কি কখনও আপনাকে বলে নি যে আপনি গর্হিত ও জঘন্য কাজ করছেন? — তারপর ফেলিক্স পুলিশ অফিসারের মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রায় ফিসফিস ক'রে বললেন: — আর এবার বেরিয়ে যান, এই টুল দিয়ে মাথা গুঁড়ো করে দেওয়ার আগেই বেরিয়ে যান বলছি!

কয়েদীর মুখ ভয়ানক রূপ নিল। রাগে চোখ ভীষণ লাল হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

সেদিন দের্জিনস্কি তাঁর ডায়েরিতে লিখে রাখলেন:

'...আমি নিজের গায়ে কলুষ, মানুষের কলুষ অনুভব করলাম... অন্যায় যেন তার উত্তপ্ত লাল লৌহ সাঁড়াশী দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়ছে মানব দেহ, তাকে অন্ধ করে দিচ্ছে, শরীরের প্রতিটি রন্ধ্র ভরে তুলছে ভীষণ বেদনায়।'

পুলিশরা ফেলিক্সকে শান্তিতে থাকতে দিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদনার উপশম ঘটল না।

অবসাদ থেকে তাঁকে মুক্ত করল দেয়ালে কার একটানা ঠকঠক শব্দ। কান পেতে শুনলেন। কে যেন অধীর হয়ে উঠে দ্রুত টরে-টক্কা বাজিয়েই চলছে: 'সা-ড়া-দি-ন... সা-ড়া-দি-ন... আ-মা-র পা-শে কে? আ-মা-র ভী-ষ-ণ এ-ক-ঘে-য়ে লা-গ-ছে। আ-প-নি কে-ন ছ-ট-ফ-ট ক-র-ছে-ন? সা-ড়া-দি-ন...'

ফেলিক্স সাড়া দিলেন। নিঃসঙ্গ পড়শীও ফের ঠোকা দিল:

'আপনি ফেলিক্স? আমার নাম গানকা... গানকা, — জানাল মেয়েটি। — সাড়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, আমি এখন আগের চেয়ে ভালই বোধ করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও গলায় দড়ি দিতে চাই... দড়ি পাঠান। তবে দড়িটি যেন চিনি মাখানো হয় যাতে মরতে মিষ্টি লাগে...'

পড়শী গানকা পরে ঠাট্টা-তামাসা আরম্ভ করল, তার মানে বিষণ্ণতা দূর হয়েছে।

'যদি চান তো গান গেয়ে শোনাতে পারি?' — ফের ঠোকা দিল

গানকা, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করেই গাইতে শুরু করল। গানের শব্দগুলি প্রায় শোনাই যাচ্ছিল না — কেবল সুর। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের আওয়াজ:

— এই চুপ! জেলে গান গাওয়া বারণ!

কিন্তু গান গাওয়া চলতে থাকল। পুলিশ আরও জোরে চেঁচাতে লাগল।

'আপনি কেন ওকে মিছিমিছি ক্ষ্যাপাচ্ছেন?' — ঠুকঠুক করলেন ফেলিক্স।

'আর গাইব না। দেখলেন তো, আমি কত লক্ষ্মী মেয়ে...'

গানকা গান গাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে ফের টরে-টক্কা বাজাতে আরম্ভ করল। বলল নিজের বিষয়ে।

তার বয়স আঠারো। আর আদালতে তার বিরুদ্ধে আটটি মোকদ্দমা। এর মধ্যে প্রধানটি হচ্ছে সম্প্রতি সকলোভের কাছে ডাকঘরে হামলায় অংশগ্রহণ। এবং আরও — ওয়ারশর গভর্নর-জেনারেলকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তার নির্ঘাত ফাঁশি হবে।

দিন কয়েক বাদে 'বেতার টেলিগ্রাফ' মাধ্যমে জানা গেল — জেলে খবর ছড়ায় বিদ্যুৎ গতিতে — যে গানকার কাছে স্বয়ং গভর্নর এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা এবং পুলিশ দপ্তরের কোন এক কর্মচারী।

রাত্রে গানকার ঠুকঠুকনি শোনা গেল। সে এত দ্রুত ঠুকঠুক করতে লাগল যে প্রথমে কোনকিছুই বোঝা সম্ভব ছিল না। ফেলিক্স বাধা না দিয়ে শুনে গেলেন এবং সময় সময় সংকেত দিলেন যে তিনি শুনতে পাচ্ছেন এবং সবই বুঝেছেন।

গানকা কোন এক ওভ্‌চারেক-এর কথা বলল। ওই ওভ্‌চারেক নাম্নী মেয়েটি আগে তারই কক্ষে ছিল। ওর কাছে এক উকিল আসত যার সঙ্গে দেখা হত জেলখানার অফিসঘরে। গানকা ওভ্‌চারেককে অনুরোধ করল উকিলকে দিয়ে নিজের মাকে একটি খবর পাঠাতে: মা যেন সত্বর কোথাও চলে যান। প্রায় গোটা পরিবারই তো গ্রেপ্তার হয়েছে — বাবাকে কুড়ি বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, গানকা ও তার ভাইকে ধরেছে। মাকেও জেলে পুরে দিতে পারে...

ওভ্‌চারেক রাজী হল এবং বলল যে উকিলটি সবকিছুই করবে।

কিন্তু দেখা গেল যে কোন উকিলের অস্তিত্বই ছিল না। ওভ্‌চারেকের দেখা হত নিরাপত্তা বিভাগের গুপ্তচরের সঙ্গে। মাকে গ্রেপ্তার ক'রে 'পাভিয়াক' জেলে নিয়ে যায়।

আজ গানকাকে তলব করা হয় সর্বোচ্চ কর্মচারী — ওয়ারশর গভর্নরের কাছে। বোঝা গেল, ওভ্‌চারেক মেয়েটি জানিয়েছে যে গানকাই ছিল আসল অস্ত্র-সরবরাহকারী এবং সে-ই ওয়ারশতে সংগ্রামী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। গভর্নর এবং অন্যান্য কর্মচারীরা দাবি করলেন, গানকা যেন তাঁদের বলে কে বিদেশ থেকে অস্ত্র পাঠায় এবং কোথায়ই বা সেই অস্ত্র মজুত রাখা হয়।

জেলের 'টেলিগ্রাফে' এই ঘটনাটির কথাই জানাল গানকা।

পরে এল নতুন দুঃসংবাদ। গানকা ঠুকঠুক করে: তার ভাইকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছে।

'আজ কিংবা কাল ওর ফাঁশি হবে, — ঠুকে গেল গানকা। — ওঃ, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ও কী তরুণ, কুল্লে একুশ বছর। আমায় কি ওর সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করতে দেবে? দুনিয়ায় একেবারে একা হয়ে যাব। আর হয়তো বা আমাকেও ফাঁশিতে ঝুলাবে?'

ফেলিক্স উত্তরে কী-ই বা বলতে পারেন? তিনি ঠুকলেন: 'তোমার জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু, লক্ষ্মীটি, তোমাকে সবকিছু সয়ে যেতে হবে...'

গানকার ভাইকে সেদিন ফাঁশি দিল না। পরের দিনও তাই। জল্লাদ আর পুলিশরা কীসের অপেক্ষায় ছিল।

সন্ধ্যার সময় ফেলিক্স সাধারণত জানলার ধারে একটি টেবিলে বসে কেরোসিনের বাতির আলোয় হয় বই পড়তেন কিংবা কোনকিছু লিখতেন। মাঝে-মধ্যে জানলার ভাঁজ সামান্য খুলে দিতেন, এবং তখন নিঃসঙ্গ কামরায় এসে ঢুকত সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাস।

পড়ায় মগ্ন ফেলিক্স সঙ্গে সঙ্গে জানলার নিচে শব্দ শুনতে পান নি। চোখ তুলে দেখলেন, জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে এক সৈনিক। কৌতূহলের সঙ্গে কয়েদীকে দেখছে।

— কী ভায়া, দেখতে পাচ্ছ না বুঝি? — বন্ধুর মত বললেন ফেলিক্স।

— না, কিছুটা দেখা যাচ্ছে, — জবাব দেয় সৈনিক। এবং হঠাৎ

সে জিজ্ঞেস করে: — একা একা মন খারাপ হচ্ছে নিশ্চয়ই? তা কীসের জন্য জেল খাটছ, অ্যাঁ?

— রাজনীতির জন্য। আমি জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে, চাই জনগণ যেন সুখে থাকে...

— আচ্ছা...

সৈনিকটি তাড়াহুড়ো করে জানলা থেকে সরে পড়ল: দুর্গের প্রাঙ্গণ দিয়ে কেউ যাচ্ছে। তবে শিগগিরই সে আবার দেখা দিল।

— এবার তাহলে বেটারা তোমাকে চার দেয়ালের মধ্যে ধরে রেখেছে। কিন্তু কীসের জন্য? — অনুচ্চ কণ্ঠে একটু গালাগালি করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। — বাইরে কোন খবর পাঠানোর দরকার আছে? — ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করল সে।

— বেচে দেবে না তো? — মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করেন ফেলিক্স। — যার ইচ্ছে সেই আমাদের বেচে...

— তুমি আমায় কী ভেবেছ? — রাগ করে সৈনিক। — আমি কি মিরজাফর?

— আরে না না। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। এখানে তোমার মত ভাল মানুষের দেখা মেলে ক্বচিৎ। তাহলে একখানি চিঠি নিয়ে যেও...

— ঠিক আছে, কাল এই সময় আসব।

গ্রেপ্তারের প্রথম দিন থেকেই ফেলিক্স জেলের ডায়েরি লিখতে থাকেন। ডায়েরি লুকিয়ে রাখতেন, বাইরে গেলে সঙ্গে নিতেন এবং তা টিকিয়ে রাখতে পারবেন বলে তাঁর কোন আশাই ছিল না। সৈনিকের প্রস্তাব তাঁকে বিচলিত করল। এরূপ কাজের জন্য বিপুল আত্মোৎসর্গী মনোভাব থাকা চাই। ফেলিক্স ঝুঁকি নেবেন ঠিক করলেন। সৈনিকটি ছিল নির্ভরযোগ্য লোক — যতদিন সে দুর্গে কাজ করেছে ততদিনই হামেশা ফেলিক্সের চিঠিপত্র বাইরে নিয়ে গেছে। পরে যখন তার সামরিক কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে আসে, নিজের গোপন দায়িত্ব সে অপর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করল।

ফেলিক্স তাঁর জেলখানার ডায়েরিতে একাধিকবার সহ-কয়েদী গানকার কথা উল্লেখ করেছেন।

'আমার পড়শি গানকা আজ নিরব ও বিষণ্ণ, — লেখেন তিনি। —

আমি তার জন্য একটি শাদা ফুল পাঠাতে পেরেছি; ও 'টেলিগ্রাফে' জানিয়েছে আমাকে ভালবাসে এবং বলেছে আমি যেন এই কথাটির জন্য ওর উপর রাগ না করি। আমি বুঝি, নিঃসঙ্গ অবস্থায়, বন্দীদশায় এবং ফুল ছাড়া ওকে কী কষ্টটাই না সহ্য করতে হচ্ছে... আর আমি এই শিশুটির মায়ায় পড়ে গেছি, এবং নিজের সন্তানেরই মত ওর জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে...

গতকাল গানকাকে অভিযোগ পত্র বরণ করা হয়। আটটি প্রাণহানি সংক্রান্ত মামলায় সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে... শোনা যাচ্ছে, তার ফাঁশি হবে। গভর্নর স্কালন বলেছেন যে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে না: 'ও এমনিতেই অনেকদিন বেঁচে আছে।''

প্ররোচনা আর বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা ফেলিক্সের মাথা থেকে কিছুতেই যায় না। দেখা গেল যে তাঁর সঙ্গের সমস্ত কয়েদী জেল খাটছে একমাত্র প্ররোচকদের জন্যই। এই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারটি তিনি মনে মনে বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেন, চেষ্টা করেন প্ররোচকদের সঙ্গে সংগ্রামের পদ্ধতি খুঁজে বার করতে। ফেলিক্স জানতে পারলেন যে তাঁরই পাশের ঘরে কয়েদ খাটছে এক প্ররোচক। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই লিখলেন:

'আমার করিডরেই কয়েদ খাটছে এক বিশ্বাসঘাতক — শ্রমিক মিখাইল ভলগেমুত, পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির সংগ্রামী সংগঠনের সদস্য। ডাকঘরে রক্তক্ষয়ী হামলার পরে ধরা পড়েছে সকলোভে। এই ঘটনার সময় ছ'-সাত জন সৈনিক মারা যায়। পুলিশরা যখন সাথীদের কাছে লেখা তার একখানা চিঠি আবিষ্কার করে, — আর ওই চিঠিতে সে তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানায়, — তখন নিরাপত্তা বিভাগের অধিকর্তা জাভারজিন ১০ ঘণ্টা ধরে তাকে বোঝান যে সে যদি বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেয় তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে। ব্যস, সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হল...

শোনা যাচ্ছে যে এই বেইমান তিরিশ জন লোককে ফাঁশিকাষ্ঠে পাঠিয়েছে।'

দিনলিপির আরও কয়েকটি জায়গা:

'১৯০৮ সালের ২৮শে জুন। দু'দিন আমার পাশের কামরায় ছিল কেলৎস্-এর এক কমরেড। বৃহস্পতিবার তার মামলার শুনানি হয় —

মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে ১৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়... তার আগে দিন কয়েক এখানে লিউব্লিনের এক কমরেডও ছিল। তাকে জানানো হয় যে তাকে চিনতে পারে প্ররোচক এদমুন্দ তারান্তভিচ এবং সে তাকে ডাকওয়ালা ও পাঁচজন সৈনিকের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত করছে। ফাঁশি হবেই। শোনা যাচ্ছে যে এই প্ররোচক পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির পুরো একটি সংগঠনকে ধরিয়ে দিয়েছে এবং এখন সে সাক্ষীপ্রমাণ দানে এতই ব্যস্ত যে তাকে জেরা করার জন্য তদন্তকারীদের সারি পড়ে গেছে...'

'১৯০৮ সালের ২৯শে আগস্ট। আগস্ট মাসের ২৫ তারিখ রাদম-এ বসবাসকারী ১১ জন লোকের মামলার শুনানি হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে — এরা পোলিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য... দু' মহিলা নির্দোষ প্রমাণিত হয়, আর বাকী নয় জনকে — তার মধ্যে দুই বিশ্বাসঘাতক গারেভিচ ও তারান্তভিচ — মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে দণ্ড সহজ করে দেওয়া হয়। এক বিশ্বাসঘাতককে মৃত্যুদণ্ডের বদলে দেওয়া হয়েছে ছয় মাসের (!) কারাবাস, অন্য একটিকে — উপনিবেশে নির্বাসন, বাদবাকীরা পেয়েছে ১০ থেকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এই তারান্তভিচ কিছুকাল আমার পাশের কামরায় ছিল। তখন সে তালেভিচ বলে নিজের পরিচয় দেয়। সে আমার কাছে দুঃখ করে যে তাকে এত অল্প বয়সে মরতে হচ্ছে। বলে, তার বয়েস যদি ৪০ বছর হত তাহলে তার বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা হত ১৭ নয়, যেমনটি এখন, — বরং তার চেয়ে ঢের বেশি।'

ফের গানকার কথা।

'নিজেকে গানকার এখন কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে, ও ভীষণ উত্তেজিত এবং চাইছে সমস্ত ব্যাপার যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ হয়ে যায়। ও ভেঙে পড়ে নি, বরং তার বিপরীত, ভাবছে, আদালতে কীরূপ আচরণ করবে... পুলিশদের সঙ্গে ওর আচরণ স্বাধীন, অনেকটা গর্বিত, এবং ওরা যখন বলে 'কথা বলা নিষেধ', 'জানলা থেকে নেমে পড়', গানকা কোন ভ্রূক্ষেপই করে না... 'যে লড়ছে তার মরণ অনিবার্য' — ও বলে আমাকে।'

'স্কালনকে হত্যার প্রচেষ্টা সম্পর্কিত মামলার শুনানি হয় বৃহস্পতিবার। পুরো দু'দিন গানকা নিশ্চিত ছিল যে তার ফাঁশি

হবে। তার উকিল কথা দিল, যদি দণ্ডাদেশ পরিবর্তিত হয় তাহলে সে দেখা করতে আসবে, কিন্তু এল না। তবে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডের বদলে তাকে দেওয়া হয় অনির্দিষ্ট কালের সশ্রম কারাদণ্ড...'

এবং হঠাৎ ডায়েরিতে এমন একটা লেখা যা পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়:

'এখন আমি একটি মহিলাকে সন্দেহ করছি। মুক্ত অবস্থায় থাকার সময় আমি এক বিশ্বাসঘাতিনীর নাম জানতাম। এবার আমি জানতে পারলাম যে এক কয়েদীর নামও ওই বিশ্বাসঘাতিনীর নামের মত। পরে দৈবাৎ আরও জানতে পারলাম যে ওই বিশ্বাসঘাতিনী যে-সমস্ত লোকের সঙ্গে পরিচিত এও তাদের ভাল চেনে, এবং এই দুয়ের চরিত্রেও অনেক মিল রয়েছে। আমার মধ্যে এই সন্দেহ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে — এবং তা বৃদ্ধি পাচ্ছে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আমি শুরুতে সেই সন্দেহ দমন করতেও চেষ্টা করি। বলাই বাহুল্য যে আমার সন্দেহের বিষয়ে আমি কাউকে কোনকিছু বলি নি, ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্য সমস্ত চেষ্টাই করে যাচ্ছি।'

দিনলিপির অপর পৃষ্ঠা থেকে:

'আজ আমি নিশ্চিত হলাম যে — দুঃখেরই বিষয় — আমার সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত। জানা গেল যে গানকা আগে ছিল ত্ভোরকিতে (পাগলাগারদে) এবং ওখান থেকে প্রুশকোভের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটরা তাকে নিয়ে যায়। তারপর যখন তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল, সে তার মুক্তিদাতাদেরই ধরিয়ে দিল: নিজেই পুলিশের সঙ্গে গিয়ে তাদের বাড়ি দেখিয়ে দেয়। এখানে সে আছে ছদ্মনামে, সযত্নে গোপন রেখেছে তার আসল নাম (ওস্ত্রভস্কায়া)। কেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?.. আজ আমি সমস্ত ব্যাপারই অন্যান্যদের জানিয়ে দিয়েছি। এ কাজ করতে বাধ্য ছিলাম... সে সম্ভবত সামান্যতম আস্থালাভের জন্যও চেষ্টা করতে থাকবে। তার হওয়া চাই যথাসম্ভব কঠোর সাজা, যা কখনও কোন মানুষকে ভোগতে হয় ঠিক সেরূপ কঠোর সাজা।'

'জানা যাচ্ছে যে স্কালনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মারচেভস্কায়া (ওস্ত্রভস্কায়া) কোন অংশই নেয় নি। সে যখন ওভ্চারেকের সঙ্গে একই কামরায় ছিল, তখন সে এই হত্যার ব্যাপারে সমস্তকিছু বিশদভাবে জেনে নিয়ে মিথ্যাভাবে এতে নিজের অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করে —

সে চায় সবাই যেন তাকে বড় এক বিপ্লবী বলে গণ্য করে... আমরা এই সব কথা জেনেছি অতি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে। সে তার ভূমিকা পালন করেছে অপূর্ব, এতে সে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। এও সত্য যে প্রুশকোভ সংস্থার যে-সদস্যরা তাকে মুক্তি দেয় তাদেরও সে বিপদে ফেলে। এখানে গ্লিক্‌সন নামে এক বন্দী মহিলার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে — ওর সঙ্গে কিছুকাল একই কামরায় ছিল সে। স্বাধীন অবস্থায় ও কোনকিছু করেছিল, তা-ই সে পুলিশকে জানিয়ে দেয়। এক পুলিশের প্রতিও নিমকহারামি করেছে। পুলিশটি নাকি কয়েদীদের উপকার করত।'

এই বিশ্বাসঘাতকতায় ফেলিক্স দের্জিনস্কি অত্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে পড়েন — এ ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাত।

২

১৯০৮ সাল শেষ হতে চলেছে। এই নিয়ে পাঁচবার ফেলিক্স দের্জিনস্কি নববর্ষ বরণ করছেন জেলে। প্রথম বার তা ঘটে এগারো বছর আগে। তখন তাঁর বয়স কুড়ি।

ফেলিক্স এখনও দশ নম্বর বিভাগের একটি কামরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন যাপন করছেন। এখানেই তিনি নববর্ষ উৎসব পালন করবেন তাঁর একমাত্র সহালাপী — তাঁর ডায়েরিটির সঙ্গে।

'জেলখানায় আমি পরিণত হয়ে উঠেছি নিঃসঙ্গতার যাতনার মধ্যে; বিশ্ব এবং জীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের যন্ত্রণার মধ্যে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও আমাদের কাজের সত্যতা সম্পর্কে কোনদিন সামান্য সন্দেহও জাগে নি আমার মনে। এবং আজ, যখন সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হয়েছে, যখন সম্ভবত সুদীর্ঘ বছরের জন্য সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা রক্তস্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, যখন হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্ধকূপে কিংবা সাইবেরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন তুন্দ্রায় কালাতিপাত করছে, — আমি গর্ববোধ করি। আমি দেখতে পাচ্ছি বিশাল এক জনতা, যারা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে এবং পুরনো সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি কাঁপিয়ে তুলেছে। এই বিপুল জনতার মধ্যেই গড়ে উঠছে নতুন

সংগ্রামের জন্য নতুন শক্তি। আমি গর্বিত যে আমি তাদের সঙ্গে, আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি, বুঝতে পারছি এবং আমি নিজেও তাদের সঙ্গে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। এখানে, জেলে, প্রায়ই কষ্ট করতে হয়, আর সময় সময় এমনকি সবকিছু বিভীষিকাময় ঠেকে... কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে যদি ফের জীবন শুরু করতে হত, তাহলে আমি ঠিক সেইভাবেই শুরু করতাম যেভাবে করেছিলাম। এবং তা কর্তব্যের খাতিরে নয়, দায়িত্বের খাতিরে নয়। এটা আমার জন্য — দৈহিক চাহিদা।'

ওয়ারশ দুর্গে — যা পরিণত হয়েছে জেলখানায় — ফেলিক্স দেখতে পান স্বৈরতন্ত্রের প্রতিহিংসামূলক নিষ্ঠুরতার প্রকৃত স্বরূপ। সামরিক ও বেসামরিক আদালত প্রায় প্রতিদিনই কাউকে-না-কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছে, লোককে পাঠাচ্ছে সশ্রম কারাবাসে কিংবা নির্বাসনে। সশ্রম কারাবাস আর নির্বাসনও মৃত্যুর সমান।

ওয়ারশ দুর্গে এই পঞ্চম বার ফেলিক্স তাঁর বিচারের রায় শোনার অপেক্ষায় আছেন। আর এই সময়ের মধ্যে শত শত সংগ্রামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ পালিত হয়ে গেছে।

'আমাদের নিচের তলার ৯ নং কামরায় যে-লোকটি ছিল গত রাত্রে তাকে ফাঁশি দেওয়া হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে ওই কামরার দু'জন লোকের ফাঁশি হয়েছে। জানলা দিয়ে শোনা যায় কীভাবে সৈন্যরা বধ্যভূমিতে যাচ্ছে, তারপর অফিস ঘর থেকে ছোটাছুটির শব্দ ভেসে আসে, শোনা যায় কীভাবে দণ্ডিত ব্যক্তিদের কামরা থেকে অফিস ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারপর অফিস ঘর থেকে বাঁধা হাতে — জেলখানার গাড়িতে। এরপর সারা দিন সৈন্যদের যাওয়া-আসার শব্দ শোনা গেলে মনে হয়, আবার কাউকে বুঝি ফাঁশি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে।'

'আমি শেষবার যখন এই ডায়েরি লিখি তার পর থেকে এখানে পাঁচজন লোকের ফাঁশি হয়েছে। সন্ধ্যার সময় তাদের নিয়ে আসা হয় আমাদের নিচের তলার ২৯ নং কামরায়, আর রাত ১২টা ও ১টার মধ্যে নিয়ে যায় বধ্যভূমিতে...'

শববাহী গাড়ির মত একখানি গাড়িতে কয়েদীদের নিয়ে যায়। এই গাড়িতে ফেলিক্সকেও নিয়ে আসা হয়েছিল মিটিং থেকে গ্রেপ্তার

করে — তখন এক গুপ্তচর পুলিশকে খবর দেয়। ফের গুপ্তচর! সে এক অশরীরী অলক্ষুণে প্রাণী... তাহলে এই গাড়িতে ক'রে ফেলিক্সকেও কি দুর্গ প্রাচীরের কাছে অবস্থিত বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে না?..

প্রতিটি নতুন দিনেই কয়েদীদের জন্য থাকে নতুন পরীক্ষা। হেমন্তের এক মেঘলা দিনে শেষ পর্যন্ত দেৰ্জিনস্কির বিচার শুরু হল।

বিচার চলে তিন দিন, এবং প্রতিদিনই ফেলিক্সকে হাত-কড়া দিয়ে দুর্গ থেকে শহরের ভেতর দিয়ে গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে, মেদোভায়া স্ট্রিটে। কয়েদীর পাশে বসে নীল কোট পরিহিত বিশালদেহী গোঁফওয়ালা এক সেপাই। গাড়ি থেকে ফেলিক্স সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইলেন রেলের উপর সশব্দে চলন্ত ট্রামের দিকে, দোকানের শো-কেসের দিকে, ফুটপাথের লোকেদের দিকে...

আদালতে — নতুন অভিজ্ঞতা। বিচারকরা বসেছে বিভিন্ন চেয়ারে। চেয়ারগুলির উচ্চতা বিভিন্ন: সবই পদ আর পদবী অনুসারে। বিচারকরা খুবই জাঁকজমকপূর্ণ আর রহস্যময়, বসে আছে ঘন সবুজ কাপড় দিয়ে ঢাকা বড় একটি টেবিলের পাশে, টেবিলের উপরে — গাদা গাদা কাগজ, তদন্তের রিপোর্ট ভর্তি ফাইল। আদালত কক্ষে উপস্থিত রয়েছে অভিশংসক, উকিল, ক্যাথলিক পুরোহিত, রুশ গির্জার পুরোহিত... একবারে পুরো দরবার আর কি! বিচার শুরু হয় এই কথাগুলি দিয়ে: 'পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি নামক এক অপরাধমূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িত নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিদের মামলার শুনানি আরম্ভ হচ্ছে...'

ফেলিক্স জানতেন যে বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি নির্ধারিত হয়েছে উভেরস্কি — সমস্ত বিচারকদের মধ্যে সবচেয়ে রক্ত-পিপাসু ব্যক্তি। উভেরস্কি যখন দেখত যে কোন বিচারাধীন ব্যক্তি যথেষ্ট প্রমাণের অভাব হেতু ফাঁশিকাষ্ঠ এড়িয়ে যেতে পারে, তখন সে ভীষণ ক্ষ্যাপে উঠত। কিন্তু যেই বুঝতে পারত যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মুঠোর মধ্যে এবং তার মৃত্যুদণ্ড হবেই, তখন সে উকিলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করত, অনেকটা প্রায় আদরেরই সঙ্গে কথা বলত অভিযুক্ত ব্যক্তিটির সঙ্গে।

অন্য লোকেদের ব্যাপারে প্ররোচকদের হীনতায় দের্জিনস্কি সর্বদাই মর্মাহত হতেন। কিন্তু এও খুব মর্মান্তিক ছিল যে তিনি সন্দেহই করেন নি যে তাঁর নিজের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগও

প্রধানত নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দা আর প্ররোচকদেরই গুপ্ত রিপোর্টের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিচারকের সামনে টেবিলের উপর বিশেষ এক ফাইলে ছিল ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের কাগজপত্র। ফাইলটি খুবই গোপনীয়। তাই বিচার অধিবেশনে বিরতির সময় বিচারক ওই ফাইল নিজের সঙ্গে রাখত এবং মুহূর্তের জন্য হাতছাড়া করত না। এতে ছিল ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের দলিল-দস্তাবেজ, রিপোর্ট, গুপ্ত বার্তাদির কপি।

দের্জিনস্কির গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক প্রাক্কালেই ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগ থেকে অতি গুপ্ত এক বার্তা প্রেরিত হয় পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে:

'ইওসিফ নামধারী যে ব্যক্তিটি ওয়ারশ থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে চিঠিপত্র লেখে, — জানানো হয় বার্তায়, — সে হচ্ছে পূর্ব ক্রিয়াকলাপের জন্য পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে পরিচিত ফেলিক্স দের্জিনস্কি — ভিলনো গুবের্নিয়ার ওশ্‌মিয়ান উয়েজ্‌দের এক জমিদারের ছেলে।

গোয়েন্দা মাধ্যমে প্রাপ্ত তার একখানি চিঠির কপি থেকে একটি অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি। প্রেরণের তারিখ — ১৯০৮ সালের ১১ই মার্চ, নিরাপত্তা বিভাগে পৌঁছেছে ওই বছরেরই ১৩ই মার্চ।

'রোজা লুক্সেমবুর্গের কাছ থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাওয়ার দরুন 'চের্ভোনি শ্‌তানদার'-এর পরবর্তী সংখ্যা দেরিতে প্রকাশিত হবে। আমি নিজে তিন দিনের জন্য জরুরী কাজে ওয়ারশর বাইরে যাব বলে ভাবছি।'

জানা গেছে যে দের্জিনস্কির চিঠি প্রেরিত হয়েছে রাদম শহরের অজ্ঞাত ব্রিনস্কির কাছে, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে মাশিনস্কি আর লেসস্কির কাছে, বার্লিনে রোজা লুক্সেমবুর্গের কাছে।

যথাস্থানে ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রমাণিত হয়েছে যে ফেলিক্স দের্জিনস্কির ছদ্মনাম হচ্ছে ইউসেফ। তার চলাফেরায় পুলিশ নজর রাখছে।'

গুপ্ত বার্তায় ইউসেফ নামটি লাল পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত ছিল।

দু' সপ্তাহ পরে ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে গ্রেপ্তার করা হয় ওয়ারশতে, মার্শালকোভস্কায়া স্ট্রিটে।

নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দাদের গুপ্ত বার্তার উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য খবরাদিও ছিল। এখন এই সমস্ত গুপ্ত তথ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের

অপরাধের বৈধ প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই উভেরস্কির হাতেই দেওয়া হল নিরাপত্তা বিভাগের অতি গোপনীয় ফাইলটি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে এরূপে নির্দেশও দেওয়া হল যে সে যেন মামলার বৈধ প্রমাণাদির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ না ক'রে কঠোরতমভাবে অপরাধীদের বিচার করে।

আদালতের সেক্রেটারি ঘ্যানর-ঘ্যানর করে পড়তে লাগল:

— অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এক অপরাধমূলক সংস্থার সদস্য এবং তারা নিজেদের পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাট নামে অভিহিত করে। উক্ত সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে — রাশিয়ায় বর্তমান শাসন প্রণালীর উচ্ছেদ এবং এখানে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা...

বিচারের দ্বিতীয় দিনে নিজ মতামত ব্যক্ত করে সরকারী উকিল। তার একটা কথা বিশেষ স্মরণীয়:

'অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বুদ্ধিমান লোক, তারা কী চায় তা তারা ভালই জানে। তারা হচ্ছে জার শাসনের ঘোর শত্রু, সেই জন্যই আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা — এদের যেন সুদীর্ঘকালের জন্য দূরে সরিয়ে রাখা হয়।'

সরকারী উকিল দাবি করল দের্জিনস্কির যাবজ্জীবন নির্বাসন। বিচারকরা তার দাবিতে সম্মতি জানাল। বিচারের শেষ দিনে সভাপতি উভেরস্কি চশমার উপর ভাগ দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে প্রথম বাক্যটি উচ্চারণ করল:

— মহামান্য সম্রাটের নামে...

ঠিক সেই মুহূর্তেই বিচারাধীন ব্যক্তিদের বেষ্টিত ঘিরে থাকা জনা কুড়ি সেপাই যেন আদেশ পেয়ে খাপ থেকে দিনের আলোয় উজ্জ্বল তলোয়ারগুলো একটু টেনে বের করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আদালত কক্ষে পূর্ণ নৈঃশব্দ্য।

দের্জিনস্কিকে রুশ সাম্রাজ্যের সুদূর প্রদেশে নির্বাসনের দণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তাঁকে সম্পত্তির সমস্ত অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয়। তবে নির্বাসনে প্রেরণের আগে আরও কয়েক মাস তাঁকে ওয়ারশ দুর্গে রাখা হয়, আর তারপর নিয়ে যাওয়া হয় ওয়ারশর 'আর্সেনাল' জেলে।

আগস্ট মাসে দের্জিনস্কি তাঁর জেলের ডায়েরিতে লেখেন:

'তিন মাস আগে আদালত আমার মামলায় চূড়ান্ত রায় দেয়। রায় জারের কাছে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য, এবং সম্প্রতি তা সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে ফেরৎ এসেছে। সম্ভবত এক মাস পরে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যাই হোক, শিগগিরই আমি দশ নম্বর বিভাগ থেকে বিদায় নেব। এখানে আমি কাটিয়েছি ১৬টি মাস, এবং এখন আমার কাছে অদ্ভুতই ঠেকছে যে আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে — সঠিকভাবে বললে, আমাকে এখান থেকে, এই বিভীষিকাময় জায়গাটি থেকে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাকে পাঠাচ্ছে সাইবেরিয়ায়, সেই সাইবেরিয়ায় যা আমার কাছে স্বাধীনতা, রূপকথা আর বাঞ্ছিত স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছে।'

ফেলিক্স অধীর হয়ে অপেক্ষা করেন কবে তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হবে সাইবেরিয়ায়। এই যাত্রার সঙ্গে জড়িত রয়েছে তাঁর পলায়নের, প্রকৃত স্বাধীনতার পুরনো স্বপ্ন। জেলে বসেই বিভিন্ন অজ্ঞাত উপায়ে তিনি একখানি পাসপোর্ট ও কিছু টাকা জোগাড় করে রাখেন — যদি পলায়ন সম্ভব হয় তখন কাজে লাগবে।

গ্রীষ্ম শেষ হওয়ার আগেই ওয়ারশ থেকে একদল — শ'খানেক লোক হবে — কয়েদীকে সাইবেরিয়া অভিমুখে পাঠানো হল। বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হল সুপরিচিত পথে: প্রথমে মস্কো — বুতির্কি জেল, তারপর সামারা এবং পরে — ক্রাস্নয়ার্স্ক, নের্চিনস্ক, সাখালিন।

গোটা রুশ সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি এই পথ পাড়ি দেয় হাজার হাজার মানুষ। কেবল ১৯০৫ সালের পরই জার কর্তৃপক্ষ সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করে চৌদ্দ হাজার লোককে। যাকে যেখানে পেরেছে সেখানেই পাঠিয়েছে। ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে প্রথমে সাখালিনে পাঠানো হবে বলে ঠিক করা হয়, তবে পরে জায়গা বদলে ফেলে — পাঠায় ইয়েনিসেই গুবের্নিয়ার তাসেইয়েভো গ্রামে। নির্বাসন স্থল — সে এক লটারি আর কি। তবে কেবল এ লটারিতে কারো জিত হত না...

তাসেইয়েভোতে পৌঁছার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই দের্জিনস্কি নতুন বন্ধুদের সহায়তায় নির্বাসন থেকে পলায়ন করেন।

নবম অধ্যায়

সুখ কী জিনিস?

১

হঠাৎ ঘটল ধারণাতীত ব্যাপার... মনে হল, এই কিছুক্ষণ আগেও ছিল তুষারাচ্ছন্ন হিম শীতল তাইগা, জেলের স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষ আর ঠান্ডা মাচা, সাইবেরিয়ার পথ ধরে যাত্রা...

এবং হঠাৎ — রূপকথার কাপ্রি দ্বীপ, সবই অপূর্ব — সমুদ্র, তীরের পাথুরে পাহাড়, রাতের দক্ষিণাকাশে উজ্জ্বল লুব্ধক।

ফেলিক্স যেন অন্য এক পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছেন। তাঁকে মুগ্ধ করল প্রকৃতির সৌন্দর্য, সমুদ্রের গর্জন, গানের সুর...

সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলীতে ফেলিক্স যখন বললেন যে তিনি এক্ষুণি কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত, কেউ তাঁর সঙ্গে কথাই বলতে চাইল না। ডাক্তাররা ধরতে পারলেন যে তিনি ভীষণ ক্লান্ত হয়েছেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাঁরা তাঁকে সুদীর্ঘ বিশ্রামের কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে চিকিৎসাধীন হতে আদেশ করা হল।

তিনি চলে গেলেন। প্রথমে — সুইজারল্যান্ড, পরে কাপ্রি। কাপ্রিতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান গর্কি।

'এখানে সবই কী অপূর্ব, — আনন্দে আত্মহারা হয়ে ফেলিক্স লেখেন ইয়ান তিশকাকে। — সমস্তকিছু রূপকথার মত সুন্দর — এত সুন্দর যে আমি এখনও বিমোহিত হয়ে আছি, সমস্তকিছু তাকিয়ে দেখছি বড় বড় চোখে। এখানে এত চমৎকার লাগছে যে আমি কিছুতেই একাগ্রচিত্ত হতে পারছি না, বই পড়ায় মন বসাতে পারছি না। আমার ভাল লাগে ঘুরে বেড়াতে, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে, গর্কির গল্প শুনতে...'

তবে ওই সময় ফেলিক্স ভাইবন্ধুদের কম লেখেন, আর পার্টি ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে তো নয়ই — ডাক্তারদের কড়া নিষেধ ছিল।

একমাত্র সাবিনা লেদেরই ছিল ব্যতিক্রম। তাকে ফেলিক্স লিখেছেন বার্লিন, জুরিখ আর কাপ্রি থেকে...

সাবিনা তখন বাস করত জুরিখের কাছে লীজে নামক ছোট্ট এক গ্রামে। বার্লিন থেকেই ফেলিক্স তাকে একখানি কার্ড পাঠান। সাবিনা জবাব দিল। ফের শুরু হল তাঁদের উভয়ের পত্রালাপ যা তাঁদের আলাপ-পরিচয়ের পর এতকাল থেমে ছিল ফেলিক্সের জেল আর নির্বাসনের দরুন।

চিঠিপত্রে সাবিনাকে ফেলিক্স নিজের কর্ত্রী বলে সম্বোধন করতেন। সমস্ত চিন্তাধারণা আর বিষয়াদি প্রসঙ্গে ভাব বিনিময় করতেন যা নিয়ে গঠিত হয় মানুষের আত্মিক জগৎ। এত মন খুলে লোকে লেখে কেবল ডায়েরিতে — সে জানে যে তা অন্য কেউ পড়বে না, এত মন খুলে লোকে বলে কেবল কোন নারীকে যার সঙ্গে রয়েছে তার গভীর ভাব।

প্রথম পত্র:

'এক ঘণ্টা আগে ডাক্তার মিয়াক্যালিস-এর ওখানে ছিলাম। ভদ্রলোক নিজেই যক্ষ্মায় ভুগছেন। আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ! আমি কেবল হীনবল, ক্লান্ত এবং শুকিয়ে গেছি। পরীক্ষা ক'রে কোনকিছু পাওয়া গেল না। ডাক্তার বললেন রাপাল্লো যেতে, তবে কার্দোনা যাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর কোন আপত্তি নেই। আসল ব্যাপার কেবল বিশ্রামে, নিয়মিত খাওয়াদাওয়ায়, স্বাভাবিক জীবনযাপনে। আমি কাল — আর বেশি দেরি হলে পরশু — চলে যাব। যাব সুইজারল্যান্ড হয়ে, আমার কর্ত্রীকে দেখে যেতে হবে তো (সম্ভব?)। দু'-এক দিনের জন্য জুরিখেও যাব।

কোথায় যেতে হবে এখনও আমি ঠিক করি নি। রাস্তায় ঠিক করব। আমাকে টানছে সমুদ্র। আমার মনে হচ্ছে, যখন আমি সমুদ্র দেখতে পাব, সমস্তকিছু ভুলে যাব, খুঁজে পাব নতুন শক্তি। স্বপ্নে যেমন হয় ঠিক তেমনিই সবকিছু এখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে — দশ নম্বর বিভাগ, পথ, সঙ্গীসাথী। তারপর নির্বাসন, তুষারাবৃত বনের নিস্তব্ধতা। ফিরতি পথ। বোন ও তার ছেলেমেয়ে...

তারপর আবার পুরনো ভাইবন্ধু। তারা আমার অপেক্ষা করে...'

দ্বিতীয় পত্র:

'পথে। বার্লিন — জুরিখ।

রওয়ানা দিলাম, তবে কোথায় যাচ্ছি নিজেই জানি না। গত রাত থেকে কাপ্রির চিন্তা আমায় পেয়ে বসেছে। রাপাল্লো যেতে মন চাইছে না। ওখানে এমন কেউ নেই যে সস্তা থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিতে পারে। কাপ্রিতে থাকার ঠিকানা চেয়ে গত কাল আমি প্যারিসে লিখেছি। জবাবের জন্য অপেক্ষা করব জুরিখে। মোট কথা কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি না। সুইজারল্যান্ডে থাকলেই হয়তো ভাল হত। জুরিখে চিঠির অপেক্ষা করব, সবকিছু ঠিক করব শেষ মুহূর্তে। এক বার আমার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, অবশ্য তাঁর যদি কোন আপত্তি না থাকে — দুটি কথা লিখলে বাধিত হব। রোজা লুক্সেমবুর্গ আমায় মাডের্নে-তে যেতে বলছেন। ওখানে তিনি দিনে ছ'-সাত ফ্রাঙ্ক খরচ ক'রে থেকেছেন, তবে আমার পক্ষে তাও খুব বেশি।

যাক এসব কথা। কাপ্রিই চললাম! ওখানে রয়েছে সমুদ্র আর নীল ইতালীয় আকাশ।'

তৃতীয় পত্র:

'জুরিখ।

গভীর রাত। জানাশোনা এক ব্যক্তির বাড়িতে বসে আছি। তাঁর নাম ভেরনি*। তিনি প্রকৃতই তাই। তাঁর স্বভাবটি নারীর মত নম্র। তিনি তরুণ ও খুব উদ্যমী। সাম্প্রতিক কালের জ্বালাযন্ত্রণা তাঁকে যেন মোটেই স্পর্শ করে নি।

এই মাত্র জুরিখসবের্গের বন থেকে বাড়ি ফিরেছি। ভ্রমণটি চমৎকার হয়েছে। দেখেছি আল্পস্ পর্বতমালা, পাহাড়, হ্রদ এবং নিচে অস্তগামী সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত শহর। গোধূলির রক্তিম আভা, তারপর রাত, কুয়াশাচ্ছন্ন উপত্যকা। সঙ্গীদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে তাদের যুবোচিত সজীবতায়। দুঃখ-যন্ত্রণার বিষয়ে, বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্যের অভাবের বিষয়ে কোন কথাই উঠে নি।

সকালে চিঠি পেলাম। স্বীকার করতে বাধ্য, এরূপ উত্তরের আশা করি নি। কী যেন আমায় বলেছিল — আমার কর্ত্রীকে দেখতে পাব। কী আর করা, ব্যাপার যখন এ রকম তাহলে আর আসছি না। সোজা সমুদ্রের দিকেই চললাম...'

চতুর্থ পত্র:

---

* ভেরনি — শব্দটির মানে বিশ্বস্ত (রুশী)। — অনুঃ

'পথিমধ্যে।

সে কী মাধুর্য — কী অপূর্ব পথ! প্রতিটি মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে নতুন কোনকিছু — অনুপম দৃশ্য, নতুন রঙ। হ্রদ, সুপ্ত প্রান্তরের শ্যামলিমা, তুষারের রুপোলী চমক, বনবনানী, বাগবাগিচা। পত্রহীন গাছের লম্বা লম্বা ডালপালা, ফের পাথুরে পাহাড়, পর্বতমালা, এবং হঠাৎ — সুড়ঙ্গ, এ যেন এমন অন্ধকার যা কোন এক নতুন উপহার লাভের আশা প্রদান করে। অক্লান্তভাবে সবই মন দিয়ে দেখি এবং সবই নিজেতে গ্রহণ করি। সবকিছু দেখতে চাই, সবকিছু প্রাণভরে গ্রহণ করতে চাই। যদি এখন আমি এই পাথুরে পাহাড় আর সরোবরের মহিমা উপভোগ না করি, যদি এখন তাদের সৌন্দর্যের আস্বাদ গ্রহণ না করি, — আর কোনদিন আমার বসন্ত ফিরবে না।

যাচ্ছি একা। সময় সময় তা মেনে নিতে পারি না। তখন মন হতাশায় ভরে উঠে। না, না! বসন্ত আবারও আসবে!.. সে কথাই আমায় বলছে পাথুরে পাহাড়, সরোবর, পর্বতমালা আর শ্যামল প্রান্তর। বসন্ত আবারও আসবে, আসবে অবশ্যই! ফলফুলে সুশোভিত হবে সমভূমি আর বন্ধুর এলাকা, এবং তখন আকাশ বাতাস মুখরিত করবে এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সঙ্গীত যা পরে অনুরণিত হবে আমাদের হৃদয়ে। অনুরণিত হবেই!

আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ চলে গেছে ঢালু বেয়ে, উপত্যকা আর হ্রদগুলির উপর দিয়ে, এবং আমাকে নিয়ে যাচ্ছে কোন রূপকথার দেশে। আমি চলেছি কাপ্রিতে। গর্কির চিঠি পেয়েছি। এক দিনের জন্য মিলানে থামব। ওখান থেকে লিখব।'

পঞ্চম পত্র:

'বলোনিয়া — রোম।

আমি সূর্যাস্ত দেখলাম। আমি দেখলাম আকাশের সেই রঙের বাহার — যার অস্তিত্ব আমি চিরকাল অনুভব করেছি, কিন্তু বাস্তবে তা আগে কখনও দেখি নি। এত কাল সেই রঙই দেখতে চেয়েছিলাম। আকাশের গভীর নীলিমা মিলে যায় রুপোলী, রক্তিম আর সোনালী আভায়। এবং দূর হতে ভাসমান মেঘমালা, বেগুনী পাহাড়পর্বত। আর দূরে কোথাও — লম্বারডিয়া প্রদেশের

সীমাহীন সমভূমি যা স্পর্শ করছে অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্র।

আবার আমি তোমার কথা ভাবলাম। অপূর্ব কোনকিছু ঘটুক তার স্বপ্ন দেখলাম। আমার মধ্যে সুপ্ত শক্তিকে আমি এবার মুক্তি দিতে চাই। তাই ছুটে চলেছি সূর্যের দিকে, সমুদ্রের দিকে।

তুমি যদি — অল্পকালের জন্য হলেও — আমায় তোমার একখানা ছবি পাঠাতে পারতে তাহলে...'

ষষ্ঠ পত্র:

'রোম।

বসে আছি রেস্তোরাঁর বারান্দায়। সম্মুখেই আমার শাশ্বত শহর। তার টিলা, ধ্বংসাবশেষ। কত প্রস্ফুটিত গাছ, কী উষ্ণ আবহাওয়া, কী শ্যামলিমা! বিশ্বাসই হয় না যে এখন শীতকাল, এ স্বপ্ন নয়। আর আকাশ কী মধুর, সর্বত্র বিরাজ করছে প্রশান্তি। নিচে ইহুদীদের কবরখানা — শান্ত ফার আর সাইপ্রেস গাছ। আমার রূপকথাটি আমায় মুগ্ধ করেছে — এটি হয়তো আমি নিজেই রচনা করেছি। অন্তহীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে আমার কত বাসনা!'

সপ্তম পত্র:

'কাপ্রি।

আজ কেবল একখানি কার্ডই পাঠাচ্ছি। এখানে এত সুন্দর যে সবকিছুই মনে হচ্ছে যেন অবিশ্বাস্য: এখানে আমার অবস্থান, এখানে আমার নিজস্ব একটা কামরা, এখানে আমি দিনরাত সর্বক্ষণ বিরামহীনভাবে দেখতে পারি সমুদ্র আর পাহাড়। মনে হচ্ছে, যেন এ সবই — আমার সম্পত্তি! অনন্ত কালের জন্য — এবং তা কেবল একমাস — আমারই সম্পত্তি। পুরো চব্বিশটি ঘণ্টা আমি গর্কির ওখানে ছিলাম। এ কি স্বপ্ন নয়?! আগে তাঁকে দূর থেকে কেবল কল্পনাই করেছি আর এবার কাছে থেকে দেখতে পেলাম। এক্ষুণি তাঁর প্রথম রচনাগুলির কথা ভাবলাম...

সুইজারল্যান্ডে থেকে না গিয়ে হয়তো ভালই করেছি। চিরকালই হয়তো স্বপ্নের সন্ধানে ঘুরে বেড়াব — সেই হয়তো আমার নিয়তি। হয়তো এখানেই এই সমুদ্রের সংস্পর্শে এসে — যে-সমুদ্র আমায় অবিরাম হাতছানি দিয়ে ডেকেছে — আমি আমার হারানো শক্তি ফিরে পাব।

আমার ঘরে বড় একটি ব্যালকনি আছে। ওখানে দাঁড়ালে চোখের সামনে উন্মোচিত হয় দুই বিশাল পাথুরে পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমুদ্রের অপূর্ব দৃশ্য। দুবেলাই খাওয়া-দাওয়া করি ভাল একটি রেস্তোরাঁয়। আজকাল এখানে বেশ ঠাণ্ডা। বৃষ্টি হচ্ছে, তবে শিগগিরই সব বদলে যাবে — দেখা দেবে সূর্য।'

অষ্টম পত্র:

'কাপ্রি।

বসে আছি, তাকিয়ে রয়েছি সমুদ্রের দিকে, শুনছি বাতাসের গান, এবং ক্রমশই শক্তিহীনতার গভীর অনুভূতি আমায় পেয়ে বসছে, ক্রমশই আমার হৃদয়মন অভিভূত হয়ে পড়ছে বিষাদে। আমার ভালবাসায় না তোমার, না আমার প্রয়োজন আছে এই চিন্তা আমায় ব্যথিত করে তুলছে। এখন তুমি এত দূরে ও পর। এই সমুদ্রেরই মত — চির নতুন ও অজ্ঞাত, প্রিয় ও অধরা। আমি ভালবাসি, তবে এখানে আমি একা। আজ আমি আমার মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম — যদিও প্রেম আর ভালবাসায় ভরে আছে আমার সমস্ত হৃদয়, তার সমস্ত রন্ধ্র। আমি তোমার ভালবাসার পিয়াসী, এবং সে পিয়াস নিজে মূর্ত রূপ লাভ করছে অনুভূতিতে যা তুমি আমায় দিতে পার না।

আমি কী করি? সংগ্রাম থেকে বিরত হব, ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করব, প্রেম জলাঞ্জলি দেব, নিজের সমস্ত শক্তি ও মনোবল অন্য দিকে পরিচালিত করব? বৈরাগী হওয়ার অভিলাষ আমার মোটেই নেই। তবে প্রেমের কথা আর কোনদিন বলব না। লিখব কেমন আছি ও কী করছি। সময় সময় তোমারও চিঠিপত্র পাওয়ার আশা রাখি — তাহলেই জানতে পারব তুমি বেঁচে আছ, তুমি হাসছ।'

নবম পত্র:

'কাপ্রি।

শিশুকালে শোনা রূপকথার গল্পের মতই অপূর্ব সমুদ্র.. অচল পাথুরে পাহাড় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশেই রয়েছে চির জীবন্ত সমুদ্র... হামেশাই বদলাচ্ছে তার রঙ আর মনোভাব, এবং সমুদ্রের মধুর সুরেলা সঙ্গীত হঠাৎ পরিণত হয় ক্রুদ্ধ গর্জনে — যেন কাকে অভিশাপ দিচ্ছে। সে সর্বদাই নতুন, সর্বদাই ডাকছে... আমি প্রতিদিন তাকে দেখি এবং প্রতিদিনই বিস্মিত হই — যেন এই

প্রথমবার দেখছি। তাকে বুঝি না, তাকে চিনতে পারি না। আমার নিজ জীবনের মত, সেই নারীর মত — যাকে আমি ভালবাসি এবং যে আমার নয় তারই মত — চির রহস্যময় এই সমুদ্র...

আজ অবধি আমি সমুদ্রকে বুঝতে পারলাম না, উপলব্ধি করতে পারলাম না। তাকে না বোঝা যায়, না হরণ করা যায়। তুমিও — এই অস্থির ও রহস্যময় সমুদ্রের মত, পবিত্র কোনকিছুরই মত উত্তেজক। আমি অনুভব করি সমুদ্রের সুষমা এবং তার গর্জন, মনভরে উপভোগ করতে চাই এই সুষমা এবং তাকে নিয়ে বাঁচতে চাই...

কিন্তু — থামা যাক... আমি হাতে হাত-কড়া অনুভব করতে পারছি — তা আমাকে নিরব থাকতে বাধ্য করছে। কিন্তু আমার জোর গলায় বলা উচিত যে এই হাত-কড়াই আনন্দ ধ্বংস করছে, সৌন্দর্য উপভোগ করার শক্তি ও সম্ভাবনা ছিনিয়ে নিচ্ছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই, একবার তুমি আর আমি ওৎসোভস্ক থেকে, তোমার মামার বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম এবং, খুব সম্ভব, তখন আমার মনে ঈর্ষা জেগেছিল। আমরা ট্রেনের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রীষ্ম রাতের আকাশের পানে চেয়ে থাকি। তাই আজও আমি বলছি: যে আকাশ দেখছে, যে দেখছে সমুদ্র, সে ভাল না বেসে পারে না। নিজের সুখের জন্য মানুষকে অন্যদেরও মুক্ত আর স্বাধীন দেখা চাই।

আমি তোমায় লিখেছিলাম যে এখানে গর্কির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কাছে যাই গভীর ভালবাসা নিয়ে — এবং তা এই জন্য যে তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তিনি নিজের মধ্যে এমন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন যা তাঁকে জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্যের গান বাঁধতে উদ্দীপনা জোগায়। আমি তাঁর কাছে আমার ভালবাসা প্রকাশ করতে চাই; চাই তিনি যেন এ ভালবাসা অনুভব করেন, কিন্তু ঘনিষ্ঠ হতে পারলাম না।

ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তাঁর কাছে আসি, এবং চলে যাই কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে। স্বাভাবিক জীবন থেকে তাঁকে আজ কতদূরে বাস করতে হচ্ছে। এই অনুভূতি তাঁকে সম্ভবত পীড়িত করে...

এখন তাঁর 'পাপ স্বীকার' বইটি পড়ছি। তা তাঁর প্রথম জীবনের রচনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং খুব ভালই লাগছে। তবে পড়ি

আমি কম, বই সরিয়ে রেখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রই। অনেক বেড়াই, পাহাড়ে চড়ি। খাদের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে না। কেবল রাত্রেই আমি স্বপ্নে দেখি যে পড়ে যাচ্ছি... খাদে পড়ে যাচ্ছি। তখন গা শিউরে উঠে। আর এমনিতে — এখন অবশ্য সেরে উঠছি, শক্তি ফিরে পাচ্ছি।'

দশম পত্র :

'কাপ্রি।

এখানে এক তরুণ পোলিশ কবির সঙ্গে আমার আলাপ হয়... কবিটির কবি-কবি ভাব থাকলেও প্রাণে কিন্তু কবিত্বের অভাবই রয়েছে। 'আপন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য' থেকে কোনকিছু না হারানোর উদ্দেশ্যে সে কিছুই পড়ে না এবং কিছুই শেখে না। বুঝতেই পারছি তার রচনা কেমন হবে।

আমার কর্ত্রী কবে ফিরছেন? কোথায় আমি তাঁর দেখা পেতে পারি? ফেরার পথে দিন দুয়েক রোমে থামতে চাই। জেনোয়াতেও। মেডিওলানেও থামতে পারি — ওখানে শেষ বারের মত দেখে নেব ইতালির রূপলাবণ্য।

আমার একখানি ফোটো পাঠাচ্ছি। ফোটোটি ফ্রানিয়া তুলেছিল জুরিখে। আমি যে ঝাঁঝরিতে ধরে ভর দিয়ে আছি তা একটি প্রতীক: আমি চির পথিক যার জন্য সবচেয়ে যোগ্য স্থান রয়েছে ঝাঁঝরির আড়ালে... আমার হাসি — এ হতে পারে রহস্য উদ্‌ঘাটন থেকে প্রাপ্ত আনন্দ। আনন্দ ও দুঃখ, শাশ্বত সংগ্রাম, গতি — এই হচ্ছে জীবনের নিয়ম এবং খোদ জীবন। এখন আমি কেবল দার্শনিক চিন্তাধারাতেই ডুবে নেই। অনুভব করছি জীবনী শক্তির উচ্ছ্বাস।

রাত হয়ে গেছে। চারিদিক নিঃস্তব্ধ। খোলা জানলা দিয়ে ভেসে আসছে সমুদ্রের অবিরাম গর্জন — যেন চলন্ত মানুষের দূর পদধ্বনি। এবং ফের শুনতে পাই অন্তরের ডাক — তাদের সঙ্গেই, এই লোকেদের সঙ্গেই আমাকে অগ্রসর হতে হবে জীবনমরণের সংগ্রামে।

আমি যখন গর্কিকে দেখি, তখন মনে হয় যে তিনিও আমারই মত মনঃপীড়ায় ভুগছেন। এবং এই সব জ্বালাযন্ত্রণার কথা আমি তোমাকেই বলব, যেমন বলি আমি কী করছি ও কী নিয়ে বেঁচে আছি।

কিউবার চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানি অতি চমৎকার, দিলখোলা...

ফের আমার মাথায় এক ভাবনা এল: আমার কর্ত্রীরই মত, অন্যান্য অনেকেরই মত কিউবাও আমার অকপটতার এবং যাকিছু আমায় শিশুর মত সরল করে তুলে তার মূল্য দেয়। আমি জানি যে আমি তোমার রূপকথার রাজকুমার হতে পারব না। আর হয়তো কিউবাই তোমার পক্ষে যোগ্য পাত্র? আমি সবই হাসিমুখে বরণ করব — কেবল তুমি সুখী হলেই হল। কিন্তু তুমি তাকেও ভালবাস না...

এখান থেকে যাব নের্ভি। শুনেছি, ওখানে নাকি খুব বনজঙ্গল আছে। ওখানে এক সাথীর কাছে কিছু বিস্তারিত তথ্য জানতে চাই — জেল থেকে আমার চলে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছিল সে বিষয়ে। এই সমস্ত ব্যাপার আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না।'

একাদশ পত্র:

'এবার আমি আর একা নই — গর্কির সঙ্গে। এমন একটি মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে যা আমাদের মধ্যেকার বিভেদটি দূর করেছে। লক্ষ্যই করি নি কখন তা ঘটেছে। গর্কির সঙ্গে মেলামেশা করে, তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে আমি অনেক লাভবান হচ্ছি। আমি তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে ডুব দিই — তিনি আমার জন্য নতুন এক পৃথিবী। তিনি আমার জন্য যেন সমুদ্রেরই অনুবর্তন, সেই রূপকথার অনুবর্তন যা আমি স্বপ্নে দেখি। কী শক্তিই না রয়েছে তাঁর মধ্যে! এমন কোন ভাবধারণা নেই যা তাঁর মধ্যে আগ্রহ জাগায় না, যা তাঁকে অভিভূত করে না। তিনি যখন কোন বিমূর্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন এমনকি তখনও তিনি মানুষের কথা, জীবনের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ না করে পারেন না। তাঁর কথাগুলিতে শোনা যায় বিষাদের সুর। বোঝাই যাচ্ছে, রোগ এবং সমস্ত সেবাশুশ্রূষা তাঁকে কী যন্ত্রণাই না দিচ্ছে!

পরশু দিন টিবেরিও পাহাড়ে গিয়েছিলাম। টারানটেল্লা নাচ দেখা হল। কারোলিনা আর এনরিকো বিয়ের নাচ নেচেছিল। বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা আমায় বলে দিল তাদের পুরো প্রেম কাহিনী। যাকিছু আমি দেখেছি ও উপলব্ধি করেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কী মহৎ শিল্প! প্রেমের সঙ্গীত, সংগ্রাম, বিরহ, অনিশ্চয়তা আর সুখের সঙ্গীত। নাচটি চলে কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু তা এখনও আমার মধ্যে বেঁচে আছে, আমি তা এখনও দেখছি এবং অনুভব করছি। মুগ্ধ নয়নে আমি তাকিয়ে দেখি প্রেম ও সৌন্দর্যের সেই মহান পবিত্র নৃত্য। তারা

নেচেছিল টাকার জন্য নয়, আমি যাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের খাতিরে। গর্কির জন্য। এবং নিজেদের নাচে তারা কত ভালবাসা নিয়োগ করেছে!

পরে কারোলিনা বলল যে সামান্য অর্থোপার্জনের জন্য নাচ দেখিয়ে যাদের চিত্তবিনোদন করতে হয়, তাদের সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে প্রস্তুত। এনরিকো দোভাষীর সাহায্যে আমাকে বোঝাতে লাগল: যীশু খ্রীষ্টকে হত্যা করা হয়েছে এই জন্য যে তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী, আর ক্যাথলিক পাদ্রীরা — জোঁক ও ঠগ...

আর দু'দিন আগে একগাদা কাগজ নাড়াচাড়া করেছি। যেসব লোকে আমাদের সর্বনাশ করেছে তাদের গর্হিত ক্রিয়াকলাপ তলিয়ে দেখলাম। আমাদের ভেতরে অনুপ্রবেশকারী গুপ্তচরদের ক্রিয়াকলাপের কথা বলছি। কাগজের স্তূপ হাতড়ে দেখার পর নিজের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত টেনেছি। কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা কী জঘন্য কাজ! তারা বেইমানী করছে, এবং এর সমাপ্তি ঘটাতেই হবে।

রাত অনেক হয়েছে। জীবন্ত হীরের মত লুব্ধক ঝকমক করছে আমার জানলার বিপরীত দিকে। নিস্তব্ধতা। এমনকি সমুদ্রও আজ শান্ত। সবই নিদ্রিত এবং ঘুমের মধ্যে স্মরণ করছে কার্নিভালের কথা। সন্ধ্যের সময় কত গানবাজনা আর হাসিফুর্তি হয়েছে, ছিল মুখোশ, রঙবেরঙের পোশাক। তুমি যদি এখানে থাকতে, আমরা দু'জনে যদি একসঙ্গে এই অপূর্ব মুহূর্তগুলি — আমার নিঃসঙ্গতায় যা বিষাক্ত হয়ে ওঠে — উপভোগ করতে পারতাম!'

দ্বাদশ পত্র:

'কাপ্রি।

সকালে কত্রীর চিঠি পেয়েছি বলে সারা দিন খুশি মনে আছি। দেখেছি সমুদ্র, আকাশ, পাহাড়, গাছপালা, শিশু এবং ইতালীর মাটির নতুন শোভা... মনে মনে আমি তোমার উদ্দেশে গেয়েছি এক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সঙ্গীত তোমার কথাগুলোর জন্য, আমার জন্য তোমার ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য, তোমার অস্তিত্বের জন্য, তোমার কোমল হৃদয়ের জন্য, তোমাতে যে আমার এত প্রয়োজন আছে তার জন্য। সর্বদাই মনে হয়েছিল যে আমি তোমাকে জানি, আনন্দ ও উল্লাসের জন্য ব্যাকুল তোমার চঞ্চল মন আমি বুঝি। বাইরে তুমি শান্ত ও সোহাগী — এই

শান্ত গভীর সমুদ্রেরই মত যা তার চির রহস্যে মানুষকে আকর্ষণ করে। সমুদ্র নিজেই জানে না সে কী — সোনালী তরঙ্গ প্রতিফলনকারী আকাশ, না উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরণকারী নক্ষত্র, কিংবা সূর্য যা সমস্তকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে এবং মানুষকে অন্ধ করে দেয়। অথবা সে — উপকূলবর্তী সেই শান্ত ও অচল পাথুরে পাহাড়ের প্রতিফলন। কিন্তু সমুদ্র প্রতিফলিত করে জীবন। মাটির দুঃখবেদনায় সে নিজেই ব্যথিত, শৈল প্রাচীরের গায়ে আছড়ে পড়ে নিজ বক্ষ বিদীর্ণ করে দিচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে না, নিজেকে উপলব্ধি করতে পারছে না... তুমিও ঠিক সেরূপ...

যাদের জন্য আমি সুন্দর ও মঙ্গলের আলো নিয়ে আসতে চাই অন্তত তাদের কাছেও আমি সামান্য এক কবি বলে স্বীকৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।'

ত্রয়োদশ পত্র:

'কাপ্রি।

...সমস্ত বেদনা, সমস্ত যন্ত্রণার চেয়ে অসত্যকেই আমি বেশি ভয় করি। অসত্য আমাদের মধ্যে ধ্বংস করে জীবনের তাৎপর্য... আমি জানি যে সত্য বলা ভীষণ কঠিন। প্রতিদিন প্রতিবার তাকে ভিন্ন মনে হয়, এবং তাকে চিরতরে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

শেষ মুহূর্তগুলি আমি গর্কিদের ওখানে কাটাই। তাঁদের জন্য ফুল নিয়ে যাই... আমি আনন্দ পেলাম। আমি ভাবলাম না যে আমি চলে যাচ্ছি। যাকিছু শুনেছি, যাকিছু দেখেছি তাতে এবং আমি যে তাঁদের জন্য পর নই সেকথা ভেবে আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

চতুর্দশ পত্র:

'নেপল্‌স।

কাফেতে বসে আছি। এই মাত্র পৌঁছেছি, আর পরের ট্রেন কেবল সন্ধ্যায় ছাড়বে। আবহাওয়া তেমন ভাল নয়, সে জন্যই হয়তো আমার মন খারাপ। কাপ্রি দ্বীপ থেকে বিদায় নিতে কষ্ট হচ্ছে। কুয়াশায় অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া অবধি আমি তার দিকে তাকিয়ে রই। ওখানে গর্কির সঙ্গে ভালই ছিলাম। তাঁর সঙ্গে কেমন যেন আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হই। হাসিফুর্তির মধ্যে তাঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়। পাহাড়ের উপরে তাঁদের লাল বাড়িটি — যেন শৈলগাত্রে আটকে

থাকা বাজপাখীর নীড় — ক্রমশই দূরে চলে যেতে থাকে, এবং শেষে বিলীন হয়ে যায় কুজঝটিকায়। মন ভার হয়ে পড়ে। যে সুবর্ণ সময় আমি ওখানে কাটিয়েছি তা হয়তো আর কোনদিন আসবে না।

শেষ দুটি রাত লুব্ধকটি আবার আমাকে ঘুমোতে দেয় নি। সে জ্বলতে থাকে, এবং পরিশেষে নিভে যায় পুনর্বার আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠবে বলে...

হঠাৎ মাথায় এক খেয়াল ঢুকল — এপ্রিল মাসে পোল্যাণ্ডে যাব। ওখানে নিশ্চয়ই উপযুক্ত কোন লোক চাই। জানি না, লুব্ধক কেন আমাকে এরূপ ধারণা দিল, এবং সহসা আমার মধ্যে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি বাঁচতে চাই, আমি কাজ করতে চাই, সংগ্রামে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে চাই। আমার প্রেম-ভালবাসা এবং কাপ্রি থেকে, গর্কির কাছ থেকে পাওয়া সৌন্দর্যবোধ আমি কর্মযজ্ঞে উজাড় করে দিতে চাই। আমার একটু কষ্ট হচ্ছে বৈকি, তবে এই ভেবে আনন্দিত যে এবার কাজে ফিরছি, প্রাত্যহিক জীবনে ফিরছি।

আমার ভয় হয় যে আমার সাথীরা অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ, তারা আমায় বিশ্রাম করতে বলবে, অথচ বৃথা বিশ্রামে আমার প্রয়োজন নেই। আমার চিন্তা — কোন হতাশার ফল নয়, তা — বিপ্লবের সেবা করা...

ফের লিখছি। ঘণ্টা কয়েক নেপ্‌ল্‌সে ঘুরে বেড়ালাম। কী সব নাম না-জানা অদ্ভুত গাছ দেখলাম। দেখতে মালা-জড়ানো গির্জা-ঘরের মত। দেখলাম দোকানের শো-কেস, মূল্যবান উজ্জ্বল রঙচঙে পাথর, ফ্লোরেন্স-এর মৃৎপাত্র, সোনা ও রুপোর অলঙ্কারাদি। এ সবই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাকে মোহিত করে। ইতালিয়া — সে অপূর্ব অনুপম দেশ।

ইতালিয়ানদের আমার খুব পছন্দ হয় — তাদের সজীবতা আর হাসিখুশি মেজাজের জন্য। রাস্তায়-ঘাটে প্রচুর ছেলেমেয়ে, প্রচুর কোলাহল, হাসি, কান্না, গান, এ সব দেখেই জানা যায় জাতির হৃদয় — অকপট, অকৃত্রিম, অমলিন। আমরা ভাব বিনিময় করি কেবল হাসির মাধ্যমে, এবং আমাদের কোন অসুবিধাই হয় নি। ইতালিয়ানরা নোংরা, বকবকে, ভীষণ গরিব। কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে তাদের সেই আকাশ, সেই সমুদ্র, সেই ফুল আর সেই বাগানের কী এক ছোঁয়াচ।'

পঞ্চদশ পত্র :

'নেপ্‌ল্‌স — রোম।

গতকাল 'নীল গুহায়' গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গী ছিল এক জার্মান যার সঙ্গে আলাপ হয় রেস্তোরাঁয়। হালে আমরা একসঙ্গেই ভ্রমণ করছি। সকালে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কে যেন বলল যে দুপুরের পরেই ওখানে আলোর খেলা সবচেয়ে সুন্দর। আমরা রওয়ানা দিলাম। দুঃখের বিষয়, নৌকার মালিক বলল যে সকালেই গেলে ভাল হত। কিন্তু যাত্রা স্থগিত রাখা সম্ভব ছিল না — পরের দিনই আমার চলে যাওয়ার কথা। গুহার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে চেয়েছিলাম। সমুদ্র ছিল অশান্ত। আমি তাকিয়ে থাকি আমাদের মাথার উপরে ঝুলন্ত মহিমামণ্ডিত শৈলের দিকে, স্পর্শ করি স্বচ্ছ জলরাশি এবং তখন আমার মনটি ছিল দূরে, বহু দূরে।

নৌকোখানি আরও এগিয়ে যায়। এক দিকে ছিল বিশাল দ্বীপ, অন্য দিকে — নেপ্‌ল্‌স উপসাগর যার তীরে শৈলবক্ষে খোদিত রয়েছে সরেন্তো, ভিসুভিয়াস আর নেপ্‌ল্‌সের অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।

আধ ঘণ্টা বাদে ইতালীয় লোকটি আমাদের দেখাল পাথুরে পাহাড়ের গায়ে অনতিবৃহৎ অন্ধকার এক গর্ত... এটাই ছিল গুহা। আমাদের শুয়ে পড়তে হল নৌকায়। মাথাগুলো ঢুকিয়ে দিলাম বেঞ্চির তলায় যাতে মাঝি নিজে আমাদের উপর শুয়ে নৌকোখানি ভেতরে নিয়ে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত আমরা গুহায় পৌঁছলাম। আমি একটু উঠেই থ হয়ে যাই। গভীরে কোথাও লুক্কায়িত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে অন্ধকার জলরাশি ভেদ করে। গুহার উপরিভাগে এবং কোণগুলিতে বিরাজ করছে পরাজিত, শক্তিহীন এবং শিলারাশির মধ্যে চির বন্দী গভীর অন্ধকার। জল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল বিস্ময়কর বিজয়ী শক্তি। জল স্বচ্ছ, তাতে সমস্তকিছুই পরিষ্কার দেখা যায়। সে জল যেন জীবন্ত, সবাক, নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন এবং নিজেতে মুগ্ধ।

আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা এখানে পর। আমার সঙ্গীটির আর সহ্য হল না — সে ফিরে যেতে চাইল। আমি আরও থাকতে চাই, আমায় আকর্ষণ করে এই বিস্ময়, আমার হৃদয় মন ভরে ওঠে পরম আনন্দে। কিন্তু তার কথায় আমি আপত্তি জানালাম না। এই মুহূর্তগুলির কথা আমি কখনও ভুলব না — এ ছিল রূপকথায় বর্ণিত

সুমধুর স্বপ্ন, ইতালির অপূর্ব ও রহস্যময় প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদের কী এক সুখ-লগ্ন।

এখন আমি চলেছি। কিন্তু কোথায়? জীবনে সুখ, সৌন্দর্য ও আনন্দের জন্য সংগ্রাম করতে।

গত দুটি বছর আমায় ভীষণ ক্লান্ত করেছে, দেহে রেখে গেছে প্রচন্ড অবসাদ। এখানে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রামের পর নতুন শক্তি অর্জন করলাম।

এবার শেষ করতে হচ্ছে। ট্রেন বেগে ছুটেছে, ভীষণ দুলছে। লিখছি এলোমেলোভাবে — এবং তা হয়তো ঘটছে কোন এক অভ্যন্তরীণ উত্তেজনার দরুন, অনির্বচনীয় ও অবোধ্য আনন্দের দরুন। এ সমস্তকিছু আমি লিখছি মোহ সৃষ্টির জন্য, যেন তোমার কাছে গল্প করছি এবং তুমি আমার পাশে বসে মন দিয়ে সমস্তকিছু শুনছ।'

ষোড়শ পত্র:

'নের্ভি।

এখানে জড় হয়েছি আমরা তিনজন — সবাই দশ নম্বর বিভাগে ছিলাম। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন, তবে আছি মিলেমিশে: হাসিতামাসা করি, নানা বিষয়ে আলাপ করি, স্মরণ করি অতীত ঘটনাবলি... নের্ভি থেকে নীস্ অঞ্চলে যাব। এরই মধ্যে কাজকর্মের কথা ভাবতে শুরু করেছি।

নের্ভিতে অপূর্ব। সূর্যস্নাত উষ্ণ দিন। প্রচুর গাছপালা — সোজা সাইপ্রেস, ইউক্যালিপটাস, কমলা বাগান, লেবু গাছ, তালগাছ। সমুদ্রও এখানে খুব কাছে। এ হতে পারে অন্য সমুদ্র, কিন্তু সেরূপই চমৎকার, সেরূপভাবেই হাতছানি দিয়ে ডাকে।'

সপ্তদশ পত্র:

'জেনোয়া — মিলান।

আমি ইতালি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সমুদ্র আর দেখা যাচ্ছে না, অথচ সে কী সুন্দরই না ছিল, সূর্যস্নাত।

চলেছি মিলান সমভূমির মধ্য দিয়ে। চন্দ্রালোকিত রাত। সোহাগী আলোয় ভরা প্রশস্ত প্রান্তর। এ হচ্ছে আমার আনন্দ, আমার স্বপ্ন আর আমার ভাববিলাসী কল্পনার অন্তিম লহমা। চলেছি মনে আশা নিয়ে: ফের প্রাণবান হয়ে উঠব এবং ফের কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ব। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ডাক্তারকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম, তবে পরে তা

টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে সমুদ্রের জলে বিসর্জন করে দিই।

এবার আমি বিদায় নিচ্ছি এই অপূর্ব দেশ থেকে; এই স্বপ্নের রাজ্য থেকে। পরশুদিন পৌঁছব বার্নে... তারপর, সেন্ট-পিটার্সবুর্গ যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি পেলে বার্লিনে থামব।

আচ্ছা, কর্ত্রী, ফুলগুলো আপনার পছন্দ হয়েছিল? এগুলো ছিল আমাদের তিন জনের — পাদ্রী, আদাম আর আমার উপহার। আপনার কাছ থেকে সাড়া পেলে খুশি হতাম, তবে কোন ঠিকানা দিতে পারছি না। জানি না, কোথায় থাকব।

এখানে বেহিসাবীর মত জীবন যাপন করেছি — টাকা-পয়সার কথা মোটেই ভাবি নি। তাই মেনাগেরি থেকে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে এবং সারা রাত কাটাতে হয়েছে মুক্ত আকাশের নিচে...

দিনের বেলা পাদ্রী আর তার বান্ধবীর সঙ্গে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তবে ক্লান্ত হই নি। চমৎকার বোধ করছি, এমনকি বেশ হাসিখুশিও।

ট্রেন মিলান পৌঁছুচ্ছে। কর্ত্রীর সঙ্গে করমর্দন করছি।'

সুইজারল্যান্ড থেকে সাবিনা লেদেরের সঙ্গে ফেলিক্সের পত্রালাপ এখানেই সমাপ্ত হল। সুইজারল্যান্ডে তাঁদের সাক্ষাৎটি আর হয়েই উঠল না। ফেলিক্স বুঝতে পারলেন যে কাপ্রিতে তিনি যাকিছু উপলব্ধি করেছেন এবং যাকিছু তাঁর কাছে মহৎ ও গভীর অনুভূতি বলে মনে হয়েছে তা সবই ছিল কেবল মাত্র স্মৃতি, যেন সুদূর অতীতের স্বপ্ন। এ কথাই তিনি সাবিনাকে লেখেন ক্রাকোভ থেকে — তখন তিনি ফের গুপ্ত আন্দোলনকারীর দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ফের মেতে উঠেছেন সংগ্রামের উন্মাদনায়:

'আমার ক্ষেত্রে যাকিছু ঘটেছে সবই আমার জানলার বাইরে দণ্ডায়মান আপেল গাছের অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্প্রতি তাতে ছিল প্রচুর কোমল স্নিগ্ধ শাদা ফুল — চারিদিক ভরে উঠে তাদের সৌরভে। কিন্তু এল ঘূর্ণিবায়ু, ফুলগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় মাটিতে... আপেল গাছ হল নিষ্ফলা। তবে বসন্ত তো আরও আসবে, অনেক অনেক বসন্ত।'

২

পুলিশ দপ্তরের কর্মচারী লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল চেলোবিতভ একটি ফাইল দেখছে। ফাইলটির শিরোনামা: 'পোল্যাণ্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি সংক্রান্ত গুপ্ত বিবরণাদি। ওয়ারশ পুলিশ দপ্তর। ১৯১০ সাল।' সপ্তাহ খানেক চেলোবিতভ ওয়ারশতে ছিল না, তাই সে এখন পরিচিত হচ্ছে তার অনুপস্থিতিতে আগত দলিলাদির সঙ্গে।

হালের বছরগুলিতে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগের উপর দিয়ে যে ঝড়তুফান বয়ে গেছে তা কিন্তু চেলোবিতভকে স্পর্শই করে নি। সে বহাল তবিয়তে তার জায়গায় টিকে থাকে এবং এমনকি চাকুরি জীবনে তার পদোন্নতিও ঘটে — তাকে করা হল লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল। এবার সে নিযুক্ত হল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত বিভাগের পরিচালক। বাকাইকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারি শুরু হয় তা অবশ্য লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল চেলোবিতভের চাকুরি জীবন কলঙ্কিত করে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ব্যাপারটির জন্য আজ অবধিও তাকে অশান্তিতে ভুগতে হচ্ছে। সে শান্তভাবে ওই দিনটির কথা স্মরণই করতে পারে না যখন প্রথম শুনেছিল যে নিরাপত্তা বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাকাই — সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগে ঢুকে পড়ে। তখন থেকেই চেলোবিতভের ভীষণ আশঙ্কা। কে-ই বা জানে কী আবার ঢুকে এই 'বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর' মাথায়! খবরকাগজে কিছু একটা লিখে দিলেই হল — ব্যস, লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেলেরও চাকরির দফা রফা হয়ে যাবে... পরে অবশ্য কিছুকালের জন্য সে আশ্বস্ত হল — বাকাইকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। খবরটি আসে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ থেকে। এরপর নতুন সংবাদ — বাকাই পথ থেকে পালিয়ে বিদেশে চলে গেছে। এবার সে নিশ্চয়ই যা মাথায় আসবে তা-ই লিখে যাবে...

ফাইল থেকে চেলোবিতভ প্রথম যে গুপ্ত সংবাদটি পড়ল তা ছিল 'ভাইওলেট ফুল' ছদ্মনামধারী এক গুপ্তচরের প্রেরিত বার্তা। বার্তাটি সে পাঠায় ক্রাকোভ থেকে। চেলোবিতভ গুপ্তচর ভাইওলেট ফুলকে

ভালই চিনত এবং তার খুব কদর করত। এই লোকটিকে এক কালে নিরাপত্তা বিভাগে মনোনীত করতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে চেলোবিতভকে।

'ফেলিক্স দের্জিনস্কি, — লেখা ছিল বার্তাতে, — এখন বাস করে ক্রাকোভে, লবজোভে, এবং প্রধান পরিচালকমণ্ডলীতে সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এই পরিচালকমণ্ডলীর কাজ: সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ক্রিয়াকলাপে নির্ধারণ, স্থানীয় কমিটিসমূহকে নির্দেশ দান এবং পোল্যাণ্ড রাজ্যে পার্টি কাজ পরিচালনা। পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মধ্যে দের্জিনস্কিই বর্তমানে মুখ্য ব্যক্তি।

তথ্যগুলি সত্য: ভাইওলেট ফুল।'

অধিকাংশ গুপ্তচরেরই বার্তায় প্রচুর ভুলত্রুটি থাকত, তবে ভাইওলেট ফুল সব বার্তাই লিখত শুদ্ধ ভাষায়।

ভাইওলেট ফুলের অন্য রিপোর্টটি প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের বিষয়ে — এ'রা কাজের জন্য ক্রাকোভে আসেন।

'ইউসেফ (দের্জিনস্কি) ছাড়া আরও কয়েকটি নাম জানা গেছে: কিউবা — গানেৎস্কি, পাদ্রী — আরন রুবিনস্তেইন, প্রচারক মার্তিন — গোল কপাল, দুই ভুরুর মাঝখানে গভীর বলিরেখা, এবং আদাম — বয়স প্রায় বত্রিশ বছর, লম্বা চেহারা, কালো চুল, ইংলিশ ছাঁটের গোঁফ। শেষোক্ত দু'জনের আসল নাম জানা যায় নি। তিন সপ্তাহ আগে গানেৎস্কি চলে যায় ওয়ারশতে, মার্তিন যাওয়া-আসা করে লদ্‌জে, চেন্‌স্তোখোভে আর দম্ব্রভ কয়লাঞ্চলে।

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির আসন্ন কংগ্রেসের বিষয়ে ক্রাকোভে লোকে বেশ বলাবলি করছে। স্থান ও কাল আপাতত অজ্ঞাত। ভাইওলেট ফুল।'

সর্বশেষ রিপোর্টটি ছিল একদল সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের বেআইনীভাবে ক্রাকোভ থেকে ওয়ারশ যাত্রার বিষয়ে। চেলোবিতভ তারিখের দিকে নজর দিল — গুপ্তচর এ ব্যাপারে লিখেছে চারদিন আগে। চেলোবিতভের নিয়ম — জরুরী কাজ সে কখনও পরের দিনের জন্য ফেলে রাখত না, সঙ্গে সঙ্গেই করে ফেলত। সে তক্ষুণি একখানি পত্র প্রস্তুত করল — তাতে স্বাক্ষর দিলেন নিরাপত্তা বিভাগের বর্তমান অধিকর্তা কর্নেল গ্রোবাচেভ।

'প্রিভিস্‌লেনস্কি প্রদেশের নিরাপত্তা বিভাগসমূহের অধিকর্তাগণ সমীপেষু:

এই মর্মে গুপ্ত সংবাদ পাওয়া গেছে যে চলতি বছরের চলতি মাসে পোল্যাণ্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির একদল মুখ্য নেতা ক্রাকোভ থেকে প্রিভিস্‌লেনস্কি প্রদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছে। তাদের মধ্যে আছে মার্তিন, পাদ্রী আর ফ্রান্তিশেক।

তাদের সঙ্গে আছে অজ্ঞাত এক মহিলা — বয়েস ২৩-২৪, স্বর্ণ-কেশী, মাঝারি গড়ন, রোগাপাতলা, পরনে চেক-কাটা স্কটিশ ওভারকোট, মাথায় হালকা রঙের বড় টুপি যাতে হালকা রঙের দুটি পালক রয়েছে, গলায় ফার অথবা পালকের বআ, হাতে সামান্য হলদে রঙের চামড়ার ছোট ট্রেভেলিং ব্যাগ।

পাদ্রীর গায়ে কালো ওভারকোট, মাথায় হালকা রঙের টুপি, হাতে মহিলাটিরই মত একটি ট্রেভেলিং ব্যাগ।

পত্রটি প্রেরিত হচ্ছে আপনাদের জ্ঞাত করার এবং তদন্তের কাজে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে।

উপরোক্ত পুরুষদের দেখা পাওয়া গেলে পুলিশ যেন তাদের নজরে রাখে, আর মহিলাটিকে গ্রেপ্তার করে।'

চেলোবিতভের মাথায় হামেশা একই চিন্তা: কাকে নজরে রাখতে হবে, কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে। সে ছিল জার সরকারের নিরাপত্তা বিভাগের পঞ্চাশ হাজার কর্মী — পুলিশ, গুপ্তচর আর বেইমানদের মধ্যে কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি। এরাই ছিল জারতন্ত্রের অবলম্বন। রাশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠনসমূহ তাদের সংগ্রামে সর্বাগ্রে এই নিরাপত্তা বিভাগেরই মুখোমুখি হয়।

কাপ্রিতে থাকা কালেই ফেলিক্স প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র পান — তা ছিল পার্টির ভেতরে প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে। ফেলিক্স জ্‌দিস্লাভ লেদেরকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানান:

'এ নিয়ে বেশকিছু খাটতে হয়েছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে যতদিন পর্যন্ত গুপ্তচরদের খুঁজে বার ক'রে তাড়াতে না পারছি ততদিন পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরে আমাদের গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ

হবে ভূতের বেগার খাটার মত ব্যাপার। তদন্ত বিভাগের মত কোনকিছু একটা গড়তে হবেই। অন্যথায় আমরা লোক পাঠাব কেবল এই জন্য যাতে প্ররোচকরা বড় বড় পুরস্কার পায়...’

ইতালি থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ফেলিক্স প্রায় দু'সপ্তাহ ছিলেন বার্লিনে। ওখানে প্রতিদিন তিনি প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন, আসন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ে মতামত বিনিময় করেন।

প্রধান পরিচালকমণ্ডলী ফেলিক্সকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ কিংবা পোল্যাণ্ড কোথাও পাঠালেন না। তাঁরা তাঁকে বললেন ক্রাকোভে ফিরে গিয়ে পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর সম্পাদকের পদ গ্রহণ করতে। তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকল সংগঠনের আর্থিক ব্যাপারাদিও।

এই সময় ফেলিক্স দৃঢ়তার সঙ্গে বলশেভিক গুপ্ত আন্দোলনে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় লিপ্ত নিরাপত্তা বিভাগের প্ররোচক আর গোয়েন্দাদের হাত থেকে সংগঠনের সুরক্ষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন।

ফেলিক্স চেলোবিতভকে জানতেন না, তিনি কোনদিন এর নামও শুনেন নি, কিন্তু সর্বদাই নিজের এবং তাঁর সঙ্গীসাথীদের আশেপাশে এই লোকটির উপস্থিতি অনুভব করতেন। ফেলিক্স দেজির্নস্কি নিজেই প্ররোচকদের সঙ্গে সংগ্রামের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। অন্যদিকে তিনি বিপ্লবোত্তর বছরগুলিতে প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতিগ্রস্ত পার্টির পুনর্গঠনের দিকেও মন দেন। তখন দেজির্নস্কি কি ভাবতেও পেরেছিলেন যে বছর দশেক যেতে না যেতেই তাঁর উপর এসে পড়বে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে সংগ্রাম বিষয়ক নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের নেতৃত্বভার। তিনি কি ভাবতে পেরেছিলেন যে প্ররোচক-দের হাত থেকে গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন রক্ষার ব্যাপারে তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে তাঁর কাজে লাগবে...

তাঁর যাত্রার আগে সবাই মিলিত হল ইয়ান তিশকার ফ্ল্যাটে। রোজা এলেন বরাবরকার মত দেরিতে — তিনি সর্বদাই সম্পাদনালয়ে কাজে ব্যস্ত থাকেন। পুরুষরা নিজেরাই খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করল। তারা নিচের তলার দোকান থেকে নিয়ে এল কিছুটা বিয়ার আর

সসেজ। খেতে লাগল যান্ত্রিকভাবে, কী খাচ্ছে সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই — আলোচনায় মেতে উঠেছে।

— আমি এই সমস্ত কাগজ মন দিয়ে দেখেছি, — বলেন দের্জিনস্কি। — আমি তা কাপ্রিতে পড়েছি, এবং আমার ভাববার সময়ও ছিল। বলতে চাই যে আমার গ্রেপ্তার সহ সংগঠনের সমস্ত অসাফল্যই কোন বড় রকমের প্ররোচনার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই দ্যাখো...

ফেলিক্স বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন পার্টির সর্বশেষ অসাফল্যগুলির পরিস্থিতি।

— সবই ঠিক, — বলেন ভারস্কি, — কিন্তু আমরা তো ঠিক ক'রে বলতে পারব না, যেমন ধরো, আমার গ্রেপ্তারির ব্যাপারে কে দোষী।

— মানলাম, — জবাব দেন ফেলিক্স। — প্ররোচকদের যাতে হাতেনাতে ধরতে পারি তার জন্যই আমাদের ভেবে নিতে হবে বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নিখুঁত পদ্ধতি। আমরা তো নিরাপত্তা বিভাগে ঢুকে পড়ে আমাদের সন্দেহ যাচাই করতে পারি না। আমাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কথাবার্তায় যোগ দেন গানেৎস্কি।

— আর তুমি জান, ইউসেফ, — বলেন তিনি, — বাকাই কিন্তু ঠিকই নিরাপত্তা বিভাগে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রমাণ করে যে আজেফ — শতাব্দীর প্ররোচক।

— আরে শতাব্দী তো সবে শুরু হচ্ছে, — হাসেন ফেলিক্স। — তা বাকাই কী প্রমাণ করেছে? ঘটনাটি আমার খুব ভাল মনে নেই।

— সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা তদন্ত করেছে, এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাবেক ডাইরেক্টর লপুখিনও বলেছে যে আজেফ সত্যি সত্যিই নিরাপত্তা বিভাগে ষোলো বছর কাজ করেছে। এই নাও, পড়ো... বলাই বাহুল্য, এসব কথা প্রকাশের জন্য লপুখিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে — আদালত তাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।

গানেৎস্কি পকেট থেকে গত বছরের 'ওয়ারশর প্রতিধ্বনি' খবরকাগজের একটা সংখ্যা বার করে পড়ল:

'প্যারিসে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে:

কমরেডদের অবগত করা হচ্ছে যে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টিতে লেগ্রস নামে সুপরিচিত এঞ্জিনিয়র ইয়েভ্‌গেনি ফিলিপ্পোভিচ আজেফ, — বিভিন্ন সময়ে যার পার্টি ছদ্মনাম ছিল তল্‌স্তি, ভালেন্তিন কুজ্‌মিচ ইত্যাদি, — আমাদের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে তার সদস্য, বহুকাল রুশ পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছে এবং সেইজন্য সে গোয়েন্দা-প্ররোচক বলে ঘোষিত হচ্ছে।

সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পার্টির সংগ্রামী সন্ত্রাসবাদী সংস্থার নেতা আজেফ রুশ রাজনৈতিক পুলিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে দোষী প্রমাণিত হয়েছে এবং তাকে পার্টির পক্ষে মারাত্মক ও বিপজ্জনক ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হচ্ছে।'

— এই হল গে ব্যাপার, — ফেলিক্সের কাছ থেকে কাগজখানা নিতে নিতে বললেন গানেৎস্কি। — বাকাই এখনও বেইমানদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে চলেছে। তবে আপাতত তা সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির সদস্যদের...

— আরে দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো! — বিস্মিত হন ফেলিক্স। — আমার যে ক্রাকোভেই এই আজেফের সঙ্গে আলাপ হয়। বছর তিনেক পূর্বে, আমার গ্রেপ্তারির ঠিক আগে! ওকে আমার পরিষ্কার মনে আছে। খাটো ক'রে ছাঁটা কালো চুল, মঙ্গোলীয় চেহারা, মোটা ঠোঁট... আচ্ছা, বাছাধন কে এবার তা বোঝা গেল! তা বাকাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলে?

— না। বুরসেভ কাউকেই ওর সুরৎ দেখায় না।

— আমি অবশ্য অনুরূপ পদ্ধতির বিরুদ্ধে। নিরাপত্তা বিভাগের বিশ্বাসভাজন হতে গিয়ে বাকাই অবশ্যই বৈপ্লবিক সংগঠনের বিষয়ে তথ্যাদি জানিয়েছে। এ ছাড়া হতেই পারে না। তবে সে যাই হোক না কেন, এবার আমাদের সামনে যে-সমস্ত সম্ভাবনা রয়েছে তার সবটাই কাজে লাগাতে হবে। বাকাইকে খোঁজা দরকার। সে হয়তো আমাদের হাতের তথ্যগুলি যাচাই করে নিতে সাহায্য করবে।

ক্রাকোভে এসেই ফেলিক্স চিঠি লিখলেন প্যারিসে বসবাসকারী এক গুপ্ত আন্দোলনকারিণীকে:

'বাকাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে আমরা খুবই আগ্রহী। সে কে আপনি জানেন। কেউ যদি তার ওখানে গিয়ে দেখা করতে পারে তাহলে খুবই ভাল হয়। সে হয়তো প্যারিসে থাকে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাকাইয়ের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। দয়া করে তার ঠিকানাটি জেনে আমাকে লিখবেন। বুরসেভ হয়তো ঠিকানা দিতে পারে। ইউসেফ।'

কিন্তু মিখাইল বাকাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা — যাকে এমনকি বিদেশেও জারের পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে — ছিল অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। ওদিকে প্ররোচনা একটার পর একটা চলছেই।

ইউসেফ বাস করতে লাগলেন ক্রাকোভের উপকণ্ঠে — লবজোভে। যে-বাড়িতে পার্টি মহাফেজখানা ছিল সেখানেই। ঘরের ভেতরে সর্বত্র এলোমেলোভাবে ছড়ানো সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, অধিবেশনাদির দলিলপত্র। ঘরময় গাদাগাদা কাগজ, চলাফেরা করার মত জায়গাই ছিল না। ফেলিক্স থাকেন রান্নাঘরে, ওখানে এক কোণে তাঁর একটি খড়ভরা তোশক পড়ে আছে। পাশেই মেঝেতে একটি স্টোভ, ওতে তিনি সকালের খাবার তৈরি করেন।

দৈনন্দিন জীবনের অসুবিধা ফেলিক্স সহজেই সইতে পারতেন। তিনি তা লক্ষ্যই করতেন না। ওখানে থাকার বড় অসুবিধা ছিল শুধু একটাই: ক্রাকোভ রেল স্টেশন এবং শহরের ডাকঘর থেকে লবজোভ ছিল অনেক দূরে। মেইল ট্রেনে কিংবা ডাকঘরের ডাকবাক্সে অসংখ্য চিঠি ফেলার জন্য প্রতিদিন তাঁকে সারা শহরের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হত।

এই অসুবিধার দরুনই ফেলিক্স স্টেশনের কাছে নতুন একটি ফ্ল্যাটে উঠে আসেন। ফ্ল্যাটটি বাড়ির দু' তলায়। এখানে ছিল রান্নাঘর সমেত দুটি কামরা। লোক দেখানোর জন্য প্রবেশ দ্বারে পিতলের একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা ছিল:

'প্শেগ্লেন্দ সৎসিয়াল-দেমোক্রাতিচ্নি'।* সম্পাদনালয়।'

তবে ভেতরে মোটেই কোন সম্পাদনা দপ্তরের পরিবেশ ছিল না। প্রথমে ফেলিক্সের সঙ্গে এখানে থাকেন ক্রাকোভে আগত গানেৎস্কি। অচিরে

---

* 'প্শেগ্লেন্দ সৎসিয়াল-দেমোক্রাতিচ্নি' (সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সমীক্ষা) — পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের দ্বারা ক্রাকোভে প্রকাশিত একটি পত্রিকা। — সম্পাঃ

মহাফেজখানাও নিয়ে আসা হল এই বাড়িতে। ইয়াকভ গানেৎস্কি কাগজের স্তূপের মধ্যে নিজের জায়গা করে নেন, আর ফেলিক্স চলে যান ফের রান্নাঘরে।

এবার তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল ছোট একখানি সোফা, একটি চেয়ার, বইয়ের তাক আর কাজ ও খাওয়া-দাওয়া সারার জন্য জানলার কাছে নড়বড়ে একটি টেবিল। ফেলিক্স সন্তুষ্ট।

মনে হল সবই ঠিকঠাক — এবার কাজ শুরু করা যায়। তবে শিগগিরই ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা: ধরা পড়ে ভালেরিয়া। সে পার্টির ওয়ারশ শহর কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। বেআইনী কাজে তার সঙ্গে ওয়ারশতে যান পাদ্রী, মার্তিন আর ফ্রান্তিশেক। তবে ধরা পড়ে একা ভালেরিয়াই।

পুলিশ ভালেরিয়াকে গ্রেপ্তার করে ক্রাকোভ থেকে তার রওয়ানা দেবার অনতিকাল পরেই। ফেলিক্স ভীষণ চিন্তিত হলেন। তিনি বুঝেই উঠতে পারলেন না কী করে তা ঘটল।

স্টেশনে কমরেডদের যাঁরা বিদায় জানাতে এসেছিলেন ফেলিক্স মনে মনে তাঁদের সবাইকে যাচাই করতে লাগলেন... সবাই আস্থাভাজন লোক: ইয়াকভ গানেৎস্কি, স্তানিস্লাভ ক্শেসিনস্কি — সে বছরগুলিতে খ্যাতনামা লেখক, বহুকাল আগেই পোল্যাণ্ড রাজ্য ছেড়েছেন। এক প্রচারকারীও ছিল, কাজ করে লদ্জে। সে জেল থেকে পালায়, বাস করছে ক্রাকোভে। ফেলিক্স বহুকাল থেকেই তাকে চেনেন — সেই লদ্জ বিদ্রোহের সময় থেকে।

তাহলে স্টেশনে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। কিন্তু কেবল ভালেরিয়াই গ্রেপ্তার হল কেন? হয়তো এই জন্য যে সে যাচ্ছিল ভিন্ন বগিতে এবং তার পেছনে স্পাই লেগেছিল? না, তার সঙ্গে পাদ্রীও ছিলেন... সম্ভবত তার জাঁকালো সাজগোজ তাকে ডুবিয়েছে — পালক লাগানো ফ্যাশনদার টুপি, চেক-কাটা ওভারকোট, উজ্জ্বল রঙের সুটকেস। কিন্তু না, অনেক মহিলাই তো এরূপ সাজগোজ করেছিল...

কিন্তু হঠাৎ মাথায় অন্য চিন্তা এল: আর যদি গোয়েন্দা বিভাগ যাঁরা সেদিন ক্রাকোভ ত্যাগ করেন তাঁদের সবার পেছনে লেগে থাকে?! মার্তিন, পাদ্রী, ফ্রান্তিশেক — এঁরা সবাই সাধারণ কর্মী নন; পুলিশের জানা প্রয়োজন কার-কার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ আছে যাতে পরে

গোটা সংগঠনই ভেঙে দেওয়া যায়। ভালেরিয়াকে তো ও'দের চাই না, সে বন্দী অবস্থায় থাকলে নিরাপত্তা বিভাগেরই বেশি লাভ।

কিন্তু এ সবই ছিল স্রেফ অনুমান, বাস্তবে অন্য রকমও হতে পারে। তা যাই হোক না কেন ফেলিক্স মার্তিনকে ওয়ারশতে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করার সঙ্কেত দিলেন এবং এ বিষয়ে পাদ্রী আর ফ্রান্তিশেককে সতর্ক করে দিতে বললেন। সম্ভাবনা দেখা দিলেই তাঁরা সবাই যেন সত্বর ক্রাকোভে প্রত্যাবর্তন করেন তারও নির্দেশ দিলেন ফেলিক্স।

সপ্তাহ বাদে মার্তিন আর তাঁর সঙ্গীরা ফিরলেন। তাঁরা সবাই বিস্মিত: হঠাৎ আবার কী ব্যাপারে তাঁদের ডেকে পাঠানো হল।

৩

এক রবিবারে ফেলিক্স রওয়ানা দিলেন তাঁর পুরনো পরিচিত এক মহিলার কাছে, — নাম ক্লারা ফিয়ালকোভস্কায়া। তাঁর সঙ্গে ফেলিক্সের আলাপ হয় জাকোপানে-তে — ওখানে তিনি ছিলেন পার্টি সংগঠনের সম্পাদক। ফিয়ালকোভস্কায়া থাকতেন, শহরের উপকণ্ঠে, ভিস্টুলা নদীর অপর তীরে, দেম্ব্‌নিকিতে। তাঁর সঙ্গে বাস করতেন ওয়ারশ থেকে পুলিশ কর্তৃক বিতাড়িত তাঁর এক বান্ধবী — বগদানা।

দেখা গেল যে ফেলিক্স বগদানাকেও চিনতেন। তবে আগে তাঁর অন্য ছদ্মনাম ছিল — চার্না।

— আপনাকে আমার মনে আছে, — নমস্কার ক'রে বললেন ফেলিক্স, — তবে তখন আপনার অন্য নাম ছিল...

— কিন্তু আপনারও তো এখন ভিন্ন নাম, — হাসেন বগদানা। — হালে আমি একথা জেনেছি। আর আমাকে এবার জোসিয়া বলে ডাকবেন।

জোসিয়া মুশকাত সংবাদপত্রে প্রকাশিত রায় পড়ে জানতে পারেন যে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত ফেলিক্স দের্জিনস্কির ছদ্মনামই ছিল ইউসেফ।

সারা দিন তাঁরা একসঙ্গে বেড়ালেন, হাসি-তামাসা করলেন, কাজের

ও অকাজের বিষয়ে কথাবার্তা বললেন... ঠিক হল যে জোসিয়া পার্টি মহাফেজখানার দেখাশোনা করবেন এবং নতুন ফ্ল্যাটে তা গুছিয়ে নেবেন।

অবৈধ সংবাদপত্রের সেট, হরেক রকমের দলিলাদি, ফাইল, কাগজপত্র গুছাতে এবং রান্নাঘরের পাশে তাকে তাকে তা সাজিয়ে রাখতে প্রচুর সময় লাগে। তবে মহাফেজখানায় আরও অঢেল কাজ ছিল। তাছাড়া জোসিয়া হলেন অতি প্রয়োজনীয় সহকারিণী — সংবাদপত্রের জন্য ফেলিক্স অদৃশ্য কালি কিংবা লেবুর রস দিয়ে যে-সমস্ত প্রবন্ধ লিখতেন তিনি তার প্রতিলিখন দিতেন। প্রবন্ধগুলো পাঠানো হত ওয়ারশর বেআইনী ছাপাখানায়, আর ওখান থেকে ক্রাকোভে ফিরে আসত অবৈধ 'চের্ভোনি শ্তানদার'-এর পৃষ্ঠায় ছাপা হয়ে। জোসিয়া মুশকাত সাংকেতিক পত্রাদি লিখতেন, ছাপাখানার জন্য প্রবন্ধ নকল করতেন। তিনি অবাক হতেন: আগে ফেলিক্স একাই কীভাবে এত কাজ সামলাতে পারতেন।

হেমন্ত ঘনিয়ে এল। কর্মক্লান্ত এবং স্নায়বিক চাপক্লিষ্ট ফেলিক্স অনেক ইতস্তত করার পর শেষপর্যন্ত প্রধান পরিচালকমণ্ডলীতে একখানি চিঠি লিখলেন। সামান্য বিশ্রামের জন্য তিনি এক সপ্তাহের ছুটি প্রার্থনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি মঞ্জুর হল, এবং ফেলিক্স জোসিয়াকে নিয়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে তাত্রিতে চলে গেলেন। অন্য কোন রকমের বিশ্রাম ফেলিক্স চান নি, তাছাড়া এমনকি সবচেয়ে সস্তা হোটেলে থাকার মত সামর্থ্যও তাঁর ছিল না।

জোসিয়া আগে তাত্রি পাহাড়ে গিয়েছেন — এ সমস্ত জায়গা তাঁর ভাল চেনা। যাত্রাপথ ঠিক ক'রে ন্যাপ-স্যাক পিঠে ফেলে সকালের ট্রেনে রওয়ানা দিলেন জাকোপানের দিকে। জরুরী কাজকর্মের চাপে বহুকাল ফেলিক্সের ভাল ঘুম হয় নি। তাই ট্রেন ছাড়তেই তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। পরে যাত্রীদের হৈ-হল্লায় যখন ঘুম ভাঙল, তিনি সলজ্জভাবে সঙ্গিনীর কাছে মাফ চাইলেন, আর জোসিয়া হাসতে হাসতে বললেন যে এর জন্য কোনদিন তাঁকে তিনি ক্ষমা করবেন না...

সামনে ছিল পুরো একটি সুখের সপ্তাহ। প্রথম দিন সন্ধ্যার আগেই তাঁরা পৌঁছলেন গন্সেনিৎসোভি গালিতে — দিগন্ত প্রসারিত পার্বত্য প্রান্তরে। এখান থেকেই তাঁদের ভ্রমণ শুরু হওয়ার কথা। রাত কাটালেন

রাখালের ঝুপড়িতে। তাতে ছিল প্রাচীন ধরনের পাথরের চুলো যাতে জ্বলে শুকনো সুগন্ধী ডালপালা। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা উঠে পড়লেন, প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলেন আকাশ ও পর্বতের রূপ-লাবণ্য, সেবন করলেন স্বচ্ছ শীতল নির্মল বাতাস।

তারপর অনেকখন চলেন গিরিখাত দিয়ে, পার হলেন উপত্যকা, অতিক্রম করলেন গিরিপথ, উপভোগ করলেন হ্রদ আর জলপ্রপাতের সৌন্দর্য...

তাঁদের গন্তব্য স্থল — সমুদ্র চক্ষু। সমুদ্র চক্ষু — সে এক অপূর্ব হ্রদ, পাথুরে পাহাড় আর বনজঙ্গলের মধ্যে, তার নীল জল মুক্তোর মত উজ্জ্বল। তবে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়, বৃষ্টি শুরু হয়। একনাগাড়ে দু'দিন চলে মুষলধারে বৃষ্টি, ভ্রমণকারীরা তাঁদের ঝুপড়ি ছেড়ে যেতেই পারলেন না।

সপ্তাহ কেটে গেল বড্ড তাড়াতাড়ি। আকাশ সামান্য ফর্সা হতেই সমুদ্র চক্ষু হ্রদটি থেকে তাঁরা ফিরতি পথ ধরলেন। হ্রদের জলে তখন হঠাৎ প্রতিফলিত হল রামধনুর সমস্ত রঙ, নীল আকাশ, ঘন সবুজ বন, তীরের শৈলরাশি। সমুদ্র চক্ষু থেকে জাকোপানে অবধি তিরিশ মাইল। পয়সার অভাবে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা হল না। তাঁরা পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দিলেন।

ঘণ্টা ছয়েক হাঁটলেন। জাকোপানে-তে পৌঁছে শহরের উপকণ্ঠে এক চাষার ঘরে রাত কাটালেন তাঁরা, আর ভোর সকালে ট্রেনে করে ক্রাকোভ চলে গেলেন।

ক্রাকোভে ফেরার পর ফেলিক্স আর জোসিয়া তাঁদের আসন্ন বিবাহের কথা ঘোষণা করলেন। জোসিয়া ফেলিক্সের ফ্ল্যাটে উঠে এলেন।

আর ওয়ারশ থেকে আসে অশুভ সংবাদ... পোল্যান্ড রাজ্যে আবার ধরপাকড় শুরু হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিনিধি ইউলিয়ান গেম্বোরেক, ভেরনি... ওই সেই সদা হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল ভেরনি, জুরিখে যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন ফেলিক্স। তখন তিনি নিজেকে অধরা বলে বাহাদুরি করতেন: 'আমাকে যেদিন ধরবে সেদিন বেঙের সর্দি হবে। আমি অধরা...' ব্যস, এবার ডুবল!

দেখা গেল ফের প্ররোচনা। ইউলিয়ানের ঘর তল্লাশকারী পুলিশ

কর্মচারীটি সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তস্থানের দিকে পা বাড়াল এবং ওখানে কাপড়-চোপড় রাখার আলমারি থেকে বার করল 'চের্ভোনি শ্‌তানদার'-এর শেষ সংখ্যার প্রুফ, ঘোষণাপত্র, ওয়ারশ পার্টি কমিটির অধিবেশনের দলিলাদি...

সেদিন গভীর রাত অবধি ফেলিক্স জানলার ধারে বসে থাকেন — কীসব ভাবেন আর লেখেন।

জোসিয়া তাঁর কাছে এসে কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করেন:

— তুমি কী এত ভাবছ?

— আমাদের অসাফল্যের বিষয়ে... দেখছি আমাকেই দেশে যেতে হবে। আমরা প্ররোচনা সংক্রান্ত কমিশন গড়েছি, কিন্তু আপাতত কোন ফল মিলছে না।

— কিন্তু তোমার পেছনেও তো লাগতে পারে, ধরে ফেলতে...

— না, আমাকে ধরা ওদের পক্ষে কঠিনই হবে। আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, — ফেলিক্স মাথা তুলে তাকালেন জোসিয়ার চোখের দিকে। — জান, এঞ্জিনিয়রদের মর্যাদা সম্পর্কে অলিখিত একটি নিয়ম আছে। যখন কোন এঞ্জিনিয়র পুল নির্মাণ করেন, তখন পরীক্ষার জন্য তার উপর দিয়ে পাথর ভরা — তবে যাত্রীবিহীন — ট্রেন ছাড়া হয়, আর এঞ্জিনিয়র রাস্তা যে নিরাপদ তা প্রমাণের জন্য গিয়ে দাঁড়ান পুলের তলায় — সময় সময় সপরিবারে... তাই আমিও নিজে যাব, যে-পুল আমরা গড়ছি তার তলায় গিয়ে দাঁড়াব।

— বেশ, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, তোমার পাশে দাঁড়াব, — বলেন জোসিয়া।

ফেলিক্স জোসিয়ার দিকে তাকালেন, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নম্র, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হাসিতে।

— তোমার মত এক বন্ধুকেই আমি সারা জীবন খুঁজছিলাম, — বলেন তিনি। — কিন্তু তোমার যাওয়া চলবে না, তোমার অভিজ্ঞতা নেই। তা যাও তো এবার, ঘুমোও গে। আমাকে আরও কয়েকটি চিঠি লিখতে হবে।

সে রাতে তিনি লিখলেন প্রধান পরিচালকমণ্ডলীতে — ইয়ান তিশকাকে।

'আমি লদ্‌জের সঙ্গে কিছুতেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারছি

না, — লেখেন তিনি। — ঠিকানা পাঠাচ্ছে না। আমার চিঠিপত্র তারা পাচ্ছে না। ওয়ারশ থেকেও কোন সাড়া নেই। দেখছি, আমাকেই যেতে হবে — এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, নতুবা হামেশা দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। আমি এভাবে কাজ করতে পারব না... এরূপ অবস্থার চেয়ে এমনকি ধরা পড়াও ঢের ভাল। আর আমি যদি মাঝে-মধ্যে ওখানে যাওয়া-আসা করি, আমার গ্রেপ্তার অনিবার্য নয়। এখানে বসে থেকে প্রায়ই আমার মনে হয় যে আমি কেবল শুধু শুধু রুটি মারছি।'

ফেলিক্স আগেও এ ব্যাপারে পরিচালকমণ্ডলীতে লিখেছিলেন। এবারও তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হল না। তিশকা কড়া জবাব পাঠালেন, হুমকি দিলেন যে ইউসেফ ওয়ারশ যাওয়ার জন্য যদি বেশি জেদ ধরে তাহলে তিনি প্রধান পরিচালকমণ্ডলীতে কাজ ছেড়ে দেবেন। তাঁকে ছাড়াই ওখানে অবৈধ কাজ করতে যাওয়ার মত স্বেচ্ছাসেবক অনেক ছিল। মার্তিনও যেতে চান — সেই মার্তিন যাঁকে ইউসেফ সম্প্রতি ওয়ারশ থেকে ডেকে পাঠান। মার্তিন ছিলেন পুরনো অভিজ্ঞ গুপ্ত আন্দোলনকারী, তিনি কেবল একটি শর্ত পালনের অনুরোধ করেন — প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য ছাড়া আর কেউ যেন তাঁর ওয়ারশ যাত্রার কথা না জানে।

ইয়াকভ গানেৎস্কি আর স্তানিস্লাভ ক্শেসিনস্কিও ওয়ারশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। জোসিয়াও ফের ওয়ারশ সফরের কথা তুললেন। কিছু কালের জন্য হলেও পাঠাতে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন যে নিজের সঙ্গে করে 'চের্ভোনি শ্তানদার'-এর পরবর্তী সংখ্যার জন্য মালমশলা নিয়ে যেতে পারেন — সংবাদপত্রটি তখন ছাপা হত ওয়ারশতে। এতে সংবাদপত্র প্রকাশে অনেক কম সময় লাগবে — ক্রাকোভে বার-বার মূল প্রবন্ধ, প্রুফ ইত্যাদি পাঠাতে হবে না। জোসিয়া ঠিকই বলেন — হামেশাই খবরকাগজটি দেরিতে প্রকাশিত হত, এবং ফেলিক্স তাঁর সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে তিশকাকে লিখলেন:

'ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমার এরূপ পরিকল্পনা: ওয়ারশতে যদি কেউ না থাকে এবং বগদানার যদি এখনকার মত সময় থাকে, তাহলে তাকে 'শ্তানদার'-এর মালমশলা দিয়ে এখান থেকে ওয়ারশ

পাঠানো হোক যাতে সে সমস্তকিছু বন্দোবস্ত করতে ও গুছিয়ে নিতে পারে। সে খুবই কর্মনিষ্ঠ এবং যেকোন দায়িত্ব পালন করে সানন্দে।'

এবার ঠিক হল প্রত্যেকে যাবে আলাদা-আলাদাভাবে — বিভিন্ন ট্রেনে, বিভিন্ন দিনে। বিবেচিত হল গোপনীয়তার সমস্ত নিয়ম। যাত্রার ব্যাপারে ক্রাকোভে জানত মাত্র জনা কয়েক লোক। ফেলিক্স ওয়ারশতে চিঠি লিখলেন — ম্যার্তিন, কিউবা আর বগদানার আগমনের বিষয়ে জানালেন তাতে। চিঠিখানি পাঠালেন নির্ভরযোগ্য ঠিকানায়। কেবল লোকেদের ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন এবং, নিরাপত্তার জন্য, তাও সংকেতাক্ষরে।

প্রথমে রওয়ানা দিলেন কিউবা। পথে চেনস্তোখোভে তাঁর নামার কথা ছিল — এঞ্জিনিয়র স্লানিমস্কির সঙ্গে দেখা করার জন্য। এঞ্জিনিয়রের কাছ থেকে দলিলপত্র নেওয়া এবং তাঁকে সংগঠনের জন্য টাকাকড়ি দেওয়াই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যাত্রার এক-দিন আগে জানা গেল যে দলিলপত্র এখনও প্রস্তুত হয় নি, এবং কিউবা তখন জোসিয়াকে এ দায়িত্ব পালনের ভার দিতে অনুরোধ জানালেন।

জোসিয়াকে বিদায় দিতে স্টেশনে গেলেন কেবল ফেলিক্স। ট্রেন ছাড়ার কয়েক মিনিট আগে তাঁরা প্ল্যাটফর্মে এলেন। স্ত্রীর সুটকেসটি ফেলিক্স ট্রেনে তুলে দিলেন।

গার্ড সিগন্যাল দিতেই এঞ্জিন সুদীর্ঘ হুইসেল বাজাল। জোসিয়া ফেলিক্সকে চুমু দিয়ে কানে কানে বললেন:

— মন খারাপ কোরো না, ডার্লিং, শিগগিরই আমাদের দেখা হচ্ছে। সবই ভাল উতরাবে, তোমার হয়ে আমিই তোমার পুলের তলায় দাঁড়াব...

জোসিয়া ওয়ারশ চলে গেলেন দেড়-দু'মাসের জন্য। বিয়ের পরে এ-ই ছিল তাঁদের প্রথম দীর্ঘ বিচ্ছেদ। কে-ই বা জানত যে দু'মাসের জায়গায় এ বিচ্ছেদ চলবে সুদীর্ঘ আটটি বছর...

ইয়াগেল্লোনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় প্রথম চিঠি ফেলিক্স পেলেন দু'সপ্তাহ পরে। জোসিয়া লেখেন কার্লোভিচ নামে কোন এক কাল্পনিক ছাত্রের ঠিকানায়। চিঠিটি ছিল চমৎকার, উৎসাহপূর্ণ, এবং

তার শেষ বাক্যটি ফেলিক্সের মনে এক অপরিসীম আনন্দের সঞ্চার করে। জোসিয়া লেখেন: 'ডার্লিং, তোমাকে জানাতে চাই যে আমাদের সন্তান হবে...'

জোসিয়া কথা দেন যে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখবেন — এবং কথা রাখেনও। 'চের্ভোনি শ্‌তানদার' প্রকাশের কাজ ছাড়া তিনি অন্যান্য ক্রিয়াকলাপও সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যেতে থাকেন। অবৈধ সাহিত্য প্রেরণের জন্য নতুন নতুন ঠিকানা জোগাড় করেন। ফেলিক্স এবার প্রবন্ধাদি পাঠাতে পারেন এমন সব লোকের ঠিকানায় যাদের পুলিশ মোটেই সন্দেহ করে না।

হঠাৎ পত্রালাপ বন্ধ হয়ে গেল। প্রতিদিন ফেলিক্স ইয়াগেল্লোনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের চিঠিপত্র দেখেন, কিন্তু কার্লোভিচের নামে কোন চিঠিই থাকে না...

জানুয়ারির গোড়ার দিকে ইয়াকভ গানেৎস্কি মর্মান্তিক সংবাদ নিয়ে এলেন — গুরচেভস্কায়া স্ট্রিটের এক গুপ্ত ফ্ল্যাটে গ্রেপ্তার হন জোসিয়া। জোসিয়া তাঁর বাপের ফ্ল্যাটে থাকতেন, ওখানেও তল্লাশ চলে, কিছুই পাওয়া যায় নি। তবে জোসিয়ার যোগাযোগকারিণীকে আটক করে — উনি 'চের্ভোনি শ্‌তানদার'-এর জন্য একটি প্যাকেট নিয়ে আসেন। জোসিয়ার বাপের ফ্ল্যাটে দু'দিন পুলিশ পাহারা থাকে, তবে যোগাযোগকারিণী ছাড়া আর কেউ ফাঁদে পড়ে নি।

গানেৎস্কি বেশিকিছু জানাতে পারলেন না। তাঁর কেবল ধারণা হল যে জোসিয়ার সঙ্গে একই সময়ে গুপ্ত আন্দোলনের আরও দুই কর্মী — প্রুখ্‌নিয়াক আর স্তাখও গ্রেপ্তার হয়েছে, তবে তা কতদূর সত্য তিনি জানেন না।

নিজেকে সামলাতে পারেন না ফেলিক্স। তিনি নিজে যে ধরা পড়তে পারেন সে ভয় না ক'রে ওয়ারশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন: ওখানে গিয়ে জানতে হবে কী ঘটেছে, জোসিয়ার পলায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাও দেখতে হবে। আর তা সম্ভব না হলে তাঁর সঙ্গে অন্ততপক্ষে যোগাযোগ তো করতেই হবে।

সে বার ওয়ারশতে এসে ফেলিক্স জোসিয়ার বাবা — সিগিজমুন্দ্‌ গেনরিখোভিচ মুশকাতের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি সপরিবারে বাস করতেন মকোতভ সামরিক কেন্দ্রের কাছে, ভ্‌স্পুল্‌নায়া স্ট্রিটে।

দরজা খুললেন এক বয়স্কা মহিলা, দেখতে বেশ সুন্দরী। ইনি শ্রীমতী কারোলিনা, জোসিয়ার সৎ মা।

ফেলিক্স নিজের পরিচয় দিলেন কাজিমির দের্জিনস্কি বলে। তিনি বললেন যে তাঁকে নাকি তাঁর ভাই-ই এখানে পাঠিয়েছে জোসিয়ার গ্রেপ্তারের বিষয়ে সমস্তকিছু জানার জন্য।

সিগিজমুন্দ মুশকাত বললেন যে তিনি জোফিয়ার — তিনি এই নামে তাঁকে ডাকতেন — সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তবে তাঁদের মধ্যে ছিল তারের দুটি ঝাঁঝরি এবং বহু লোকের হৈ-হল্লার মধ্যে মেয়ে কী বলেছে তিনি প্রায় তার কিছুই শুনতে পান নি: হালে আবার কানেও খুব কম শুনতে পাচ্ছেন। তিনি আরও বললেন যে জেলারের কাছে তিনি দরখাস্ত করেছেন — যেন তাঁকে আরও কাছে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারটি 'কাজিমিরকে' বিশেষ আগ্রহান্বিত করল এবং তিনি বললেন, হয়তো বা জোসিয়াকে চিঠিপত্র দেওয়া যেতে পারে। তিনি এমনকি দেখিয়েও দিলেন কীভাবে তা করতে হয়: চিঠিটি দিয়ে সিগারেট বানিয়ে তা দুই আঙ্গুলের মাঝখানে রেখে এগিয়ে গেলে সবাই মনে করবে যে ওটা সত্যিই সিগারেট, আর যেই পুলিশ মাথাটি ঘোরাবে অমনি ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলেই কাজ হাসিল। যোগাযোগ রাখার জন্য ফেলিক্স ইয়ান রসলের নাম করলেন: ইয়ান থাকে জেলখানার কাছেই, এবং পাশের রেস্তোরাঁ থেকে কিছু কয়েদীর জন্য সে খাবার নিয়ে যায়।

মিনিট পনেরো বসার পর অতিথি বিদায় নিলেন। অনুরোধ করলেন, সম্ভব হলে জোসিয়াকে একখানি দৃশ্য-কার্ড দিতে। তাতে ছিল গন্‌সেনিৎসোভি গালি-র ছবি, যা জোসিয়ার মানস-পটে নিঃসন্দেহেই অনেক স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে।

অতিথি নিজের ঠিকানা রেখে গেলেন না, বললেন ইয়াগেল্লোনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইয়ের নামে লিখতে। সিগিজমুন্দ মুশকাত সন্দেহ করতে লাগলেন: এ কি তাহলে ফেলিক্স নিজেই এসেছি-লেন?

ফেলিক্স ওয়ারশতে বেশ কয়েকদিন কাটালেন, কিন্তু কিছুই জানা গেল না। তবে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল: কোথাও প্ররোচক

রয়েছে, এবং হয়তো একজন নয়, একদল। দশ নম্বর বিভাগ থেকে জোসিয়ার পলায়নের কথা ভাবাই যায় না।

ক্রাকোভে ফিরে দের্জিনস্কি তিশকাকে লিখলেন:

'ওয়ারশতে গুপ্তচর রয়েছে — এতে আমি নিশ্চিত। তা না হলে কেবল নেতারা কেন ধরা পড়ছেন, আর ছাপাখানায় কোন হামলা হচ্ছে না? তার মানে, সক্রিয়ভাবে কর্মরত নেতৃস্থানীয় কমরেডদের আশেপাশে কোথাও প্ররোচক রয়েছে।'

অবৈধভাবে পোল্যান্ড যাওয়ার জন্য ফেলিক্স ভর্ৎসিত হলেন। এ বিষয়ে গোপন যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়ারশ দুর্গে জোসিয়াকে তিনি লিখলেন:

'মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা করতে যাওয়ার জন্য আমাকে বেশ ঠুকুনি খেতে হয়েছে। ভবিষ্যতে এরূপ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু প্রিয়তমা, তুমি তো এর জন্য আমার উপর রাগ করছ না, তাই না? এখানে থাকা কঠিন, যদিও আমি স্বীকার করি যে তা প্রয়োজন। আমি চলতে চাই, আমি জীবনকে জানতে চাই, ক্রাকোভের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পেতে চাই... যাক বাজে বকে লাভ নেই। কেবল তুমি যেন শক্তসমর্থ হতে এবং সবকিছু সয়ে যেতে পার — সেটাই আমার কাম্য। সময় সময় যখন তোমার কথা ও সন্তানের কথা ভাবি, তখন সমস্ত দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও আমার চিত্ত কী এক বিস্ময়কর আনন্দে ভরে উঠে।'

চিঠিতে ফেলিক্স 'মাতাঠাকুরাণী' বলতে ওয়ারশ বুঝিয়েছেন।

বিপ্লবের পরে বহু বছর বাদে মহাফেজখানার দলিলপত্রের মধ্যে একটি ফাইল পাওয়া যায়। তার শিরোনামা: 'পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে ওয়ারশ পুলিশ দপ্তরের গুপ্ত তথ্যাদি (সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিঠিপত্র)। ১৯১০ সাল।' ফাইলে এমন সব দলিল থাকে যা পুরনো ঘটনাবলির উপর আলোকসম্পাত করে। তার মধ্যে কয়েকটি দলিল সোফিয়া দের্জিনস্কায়ার গ্রেপ্তারির সঙ্গে সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট:

'চিঠির কপি। মূল চিঠির ক্ষতি সাধন না ক'রে নকল করা হয়েছে।

পত্রলেখক: ইউসেফ (ফেলিক্স দের্জিনস্কি)। পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথুয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রধান পরিচালকমণ্ডলীর

সদস্য। ১৯৯০ সালের ২১শে নভেম্বর তারিখে প্রেরিত। ফেরৎ ঠিকানার উল্লেখ নেই। মোহর অনুসারে: ক্রাকোভ — কালিশ ডাক ট্রেন। নিরাপত্তা বিভাগে পেঁছেছে চলতি বছরের ২৩শে নভেম্বর।

'ইয়াসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। সে বলে যে এখনও কিছু পুরনো ঠিকানা ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের ভেতরে নিজের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে বলল: সব ব্যাপারে অমন বেপরোয়া হলে কোন কাজই চলতে পারে না। কাজকর্ম যাতে ভালভাবে এগয় তার জন্য অনতিবিলম্বে সর্বনেশে গুপ্তচরদের মাথা ভাঙতে হবে।

মার্তিন ও কিউবা গত সপ্তাহে চলে গেছে, আর জোসিয়া যাবে নিকটতম সোমবারে কিংবা এর পরের সোমবারে।'

অতিরিক্ত টীকা: নিরাপত্তা বিভাগের তথ্য অনুসারে মার্তিন প্রকৃত পক্ষে মাতুশেভস্কি, কিউবা — গানেৎস্কি, জোসিয়া মুশকাত — দের্জিনস্কির ধর্মপত্নী।'

'ওয়ারশ পুলিশ দপ্তরের অধিকর্তা মহোদয় সমীপেষু,

নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দা ভাইওলেট ফুল জানাচ্ছে:

২৮শে নভেম্বর ক্রাকোভ থেকে ওয়ারশ যাত্রা করেছে পার্টি কর্মী জোসিয়া। পথিমধ্যে চেনস্তোখোভে সে এঞ্জিনিয়র স্লানিমস্কির সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে মিলিত হবে — এ ব্যাপারে পূর্বেও অবগত করা হয়েছে।'

'নিরাপত্তা বিভাগের সংবাদ: সমস্ত ব্যাপারে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে: জোসিয়াকে — সে-ই আবার সোফিয়া মুশকাত — চেনস্তোখোভ থেকে পুলিশ নজরে রেখেছে। এঞ্জিনিয়র স্লানিমস্কির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। পরে সে ওয়ারশতে আসে — এখানে আছে ভ্স্পুল্নায়া স্ট্রিটে। আগে চার্না ছদ্মনামে চলাফেরা করত।'

তাহলে এই সমস্তকিছুই নিরাপত্তা বিভাগ জানত!.. না, সমস্তকিছু নয়। অনেককিছুই, তবে সমস্তকিছু নয়। নিরাপত্তা বিভাগ কেবল তা-ই জানত, যা জানত গুপ্ত আন্দোলনকারীদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্ররোচকরা।

তবে গুপ্ত আন্দোলন এবং পার্টির সর্বনাশ ঘটানোর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট ছিল: এতে অনায়াসে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ নষ্ট করা যায়, সৃষ্টি করা যায় বিপদ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার পরিবেশ।

কিন্তু সমস্ত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলনের কাজ অব্যাহত থাকে।

৪

১৯০৫ সালের বিপ্লবের বছর চারেক পরে বিলোপপন্থীদের* সঙ্গে সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। মেনশেভিকদের সঙ্গে আপোস-মীমাংসার উপায় অনুসন্ধান এবং তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টার — যেমনটি হয়েছিল স্টকহোল্ম কংগ্রেসে — চিন্তা বলশেভিক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের মাথায়ই আসে নি। রাশিয়ার দিকে দিকে আসতে থাকে নতুন বৈপ্লবিক জোয়ার। এবার পার্টির কর্তব্য ছিল তার সমস্ত শক্তি একত্র করে ফের সংগ্রামে উদ্যত জনগণের নেতৃত্ব দান।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন প্রস্তাব দিলেন রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবাসী বলশেভিক-সদস্যদের অধিবেশন ডাকতে। স্থান নির্বাচিত হল প্যারিস। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল — নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতি। প্যারিস অধিবেশনের নিমন্ত্রণ পত্রে দুটি স্বাক্ষর থাকার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন লেনিন: একটি তাঁর এবং অপরটি — পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতিনিধি হিসেবে দের্জিনস্কির। তাই করা হল।

দের্জিনস্কি যখন প্যারিসে এসে পেঁছলেন, লেনিন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'শহর দেখাতে' নিয়ে গেলেন। পথ চলার সময় তাঁরা নানা বিষয়ে কথা বলেন। লেনিন দের্জিনস্কিকে পোল্যান্ড রাজ্যের খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন, জোসিয়ার গ্রেপ্তারিতে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং প্ররোচকদের ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ হন। পরে জিজ্ঞেস করেন:

---

* বিলোপপন্থী — র‍্যাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টিতে এক সুবিধাবাদী ধারা (মেনশেভিকরা)। রাশিয়ায় ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লবের পরাজয়ের পরে প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে এরা শ্রমিক শ্রেণীর গুপ্ত বৈপ্লবিক পার্টির পূর্ণ বিলোপ দাবি করে। — সম্পাঃ

— আচ্ছা, ইউসেফ, বিলোপপন্থীদের বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? ওরা আপনাদের কাজে বাধা দেয় না?

দের্জিনস্কি একটু হেসে বলেন:

— জানেন, কিছুকাল আগে সস্ত্রীক তাত্রি পাহাড়ে বেড়াতে যাই। এক পাহাড়ী রাখালের সঙ্গে দেখা হয়। নেকড়ে, ভেড়া, মন্দ লোক ইত্যাদির ব্যাপারে কথাবার্তার সময় সে বলল: 'তোমার হাতে যদি পনির থাকে আর তোমাকে লড়াইয়ে নামতে হবে, তাহলে পনির মাটিতে ফেলে দিও। পনির হাতে তো আর ঘুষি বাগানো যায় না...' আমি তার সঙ্গে একমত।

— বাঃ বাঃ! পনির হাতে ঘুষি বাগানো যায় না... তা আপনি বিলোপপন্থীদের ব্যাপারে বলছেন? ভাল কথা! আপনি মনে করেন যে এদের ফেলে দিয়ে হাত খালি করা উচিত!.. — ভ্লাদিমির ইলিচ ফের হেসে ফেলেন। পরে গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন: — তা আপনি জঙ্গী বিলোপপন্থী — 'বাণী-ওয়ালাদের' বিষয়ে কী ভাবেন? এদের কি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত নয়?

অবৈধ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টির বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে 'সোশ্যাল-ডেমোক্রাটের বাণী' নামক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর চারিপাশে ঐক্যবদ্ধ ব্যক্তিদেরই 'বাণী-ওয়ালা' বলে অভিহিত করা হত।

— এটা করা নিতান্ত প্রয়োজন! — দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দেন ফেলিক্স। — এখানে দ্বিমত হতেই পারে না, ভ্লাদিমির ইলিচ।

ছ'মাস বাদে প্রাগে আহূত হয় নিখিল রুশ পার্টি সম্মেলন। পার্টি তখন তার সারি থেকে বিলোপপন্থী আর মেনশেভিকদের বহিষ্কৃত করে দিয়েছে। লেনিন দৃঢ় ভাবাদর্শগত ভিত্তিতে পার্টির ভেতরে একতা গড়ার দাবী জানান।

সেই প্যারিস অধিবেশনের পর দের্জিনস্কি যেদিন ক্রাকোভ চলে যাচ্ছিলেন ঠিক সেদিনই তিনি জানতে পারেন যে মিখাইল বাকাই প্যারিসের আশেপাশে কোথাও বাস করে। বুরসেভের মাধ্যমে সঠিক ঠিকানা এবং সাক্ষাতের ব্যাপারে সম্মতি পেয়ে দের্জিনস্কি বাকাইয়ের কাছে রওয়ানা দিলেন।

বাকাইয়ের ওখানে কয়েক ঘণ্টা কাটালেন তিনি। মন দিয়ে শুনেন

এই লোকটির বিস্ময়কর কাহিনী — যে-লোকটি হচ্ছে মনেপ্রাণে একজন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, সন্ত্রাসবাদের ভক্ত, রাশিয়ার পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের প্রাক্তন কর্মচারী এবং পরে ফের সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পার্টির সদস্য।

— আমি আপনাকে চিনি কেবল বুরসেভের মাধ্যমেই নয়, ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগে আপনার নামে যে-ফাইল রয়েছে তার সাহায্যেও, — প্যারিসের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি ছোট্ট বাড়ির দরজায় দের্জিনস্কিকে অভিবাদন জানাতে জানাতে বলে বাকাই।

দের্জিনস্কি নিজের সামনে প্রায় তিরিশ বছর বয়েসী একটি লোককে দেখতে পান। মাথায় কোঁকড়া চুল — এরই মধ্যে বেশ পাক ধরেছে। তাঁরা গিয়ে ঢুকলেন ছোট্ট এক কামরায়। কামরাটি বই, পত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে ভরা। প্রায় সবই রুশ ভাষায়।

— তাহলে কী দিয়ে আমরা শুরু করব? — অতিথির দিকে কাষ্ঠ নির্মিত সিগারেট-কেস বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে বাকাই।

— ওয়ারশতে আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে কর্মরত বেইমানদের দিয়ে, — বলেন দের্জিনস্কি। — এটা জানাই হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও আলোচনা শুরু হল অন্য বিষয় দিয়ে। বাকাই যেন অতিথির সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করে... সে অনেক আগের কথা তুলে, বলতে আরম্ভ করে নিজের জীবনের বিষয়ে, আদর্শের বিষয়ে, সংগ্রামের রোমান্সের বিষয়ে, প্রথম হতাশার বিষয়ে, প্ররোচকদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিষয়ে।

— না, ঠিক সাক্ষাৎ নয়, — সংশোধন করে বাকাই, — প্ররোচকদের কাজের বিষয়ে প্রথম সংবাদ লাভ বললেই ঠিক হবে। আমি সহস্তে বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু জানতাম না কাকে গুলি করতে হবে... অথচ প্ররোচকের শিকারে পরিণত হল আমার এক সাথী যাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। তখন আমি তরুণ ছিলাম এবং ঠিক করলাম ছলে-বলে-কৌশলে প্ররোচকদের মুখোশ খুলতেই হবে। আমার জন্য ছিল কেবল একটি নিয়ম — লক্ষ্যই পন্থার সততা প্রমাণ করে। তাই আমি নিরাপত্তা বিভাগে কাজ করতে গেলাম, প্রথমে হলাম গুপ্তচর, পরে ওদের আস্থা লাভ ক'রে হলাম ওয়ারশ নিরাপত্তা

বিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ওখানে সত্যিই আমি অনেককিছু জানতে পারলাম, তবে আরও বেশি জানার ইচ্ছে ছিল। কাজ চালিয়ে গেলাম। আপনার হয়তো মনে আছে, বছর কয়েক আগে — এবং এ ব্যাপারে কাগজপত্রেও লেখা হয়েছে — কে যেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানিয়েছিল যে পার্টির নেতৃমণ্ডলীতে দুই প্ররোচক ঢুকে পড়েছে — আজেফ আর তাতারভ।

— না, মনে নেই, তখন আমি জেলে ছিলাম, — বলেন দের্জিনস্কি।

— তা যাই হোক আপনি আমার মুখের কথায়ই বিশ্বাস করতে পারেন... হ্যাঁ, বলছিলাম, যখন আমি এই বেনামী চিঠির কথা জানতে পারলাম, আমি বুঝলাম যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আরও কোন বিপ্লবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তদুপরি, এই লোকটি সম্ভবত আমার চেয়ে বেশিই জানত। আজেফের বিষয়ে আমি কোনকিছু জানতামই না... তাতারভের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়, এবং লড়িয়ে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা অচিরেই ওকে ওয়ারশতে খুন করে। ওকে খুন করে বরিস সাভিনকোভ। আর বিশ্বাসঘাতক আজেফ ব্যাপারটি এমনভাবে দেখাতে পেরেছে যেন বেনামী চিঠিটি হচ্ছে — তার নামে কুৎসা। আজেফ বেশকিছু সাক্ষী জড় ক'রে ব্যাপারটি এত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে দিল যে তার বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়...

কিন্তু আমার হাতেও প্রমাণ ছিল: পুরো ষোলোটি বছর আজেফ পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছে এবং তার জন্য প্রচুর টাকাও পেয়েছে। সেই তো গুপ্তঘাতকদের হাত থেকে বাঁচায় দ্বিতীয় নিকোলাইকে, জারের উপদেষ্টা পবেদনোস্‌সেভকে, কয়েকজন গভর্নর-জেনারেলকে...

দের্জিনস্কি মনোযোগ সহকারে বাকাইয়ের কাহিনী শুনেন। তবে তিনি জানতে চেয়েছিলেন পোল্যান্ড রাজ্যে কর্মরত অন্যান্য প্ররোচকদের বিষয়ে।

— আচ্ছা বলুন তো, আজেফ যে সত্যিই প্ররোচক ছিল তা প্রমাণ করা সম্ভব হল কীভাবে?

— ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায় বহু আগেই... তারপর, সুদীর্ঘ চাকরির জন্য পুরস্কার নিয়ে আমি যখন

নিরাপত্তা বিভাগ ছেড়ে চলে যাই, — বাকাই একটু তিক্তভাবে হাসল, — আমাকে গ্রেপ্তার করে। নির্বাসন দণ্ড পেলাম। পথ থেকে পালানো সম্ভব হল। গ্রেপ্তারির এক বছর পর মুক্তি লাভ করলাম। আর পুরো ওই সময়টা আজেফকে চোখে চোখে রাখেন বুরসেভ। সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেউ বিশ্বাসই করত না আজেফের বেইমানীতে। তখন বুরসেভ নিজে গেলেন পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের সাবেক অধিকর্তা লপুখিনের কাছে এবং তাঁকে সাবধান করে দিলেন যে তিনি যদি আজেফের ব্যাপার-স্যাপার খুলে না বলেন তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা তাঁকে খুন করবে। লপুখিন তো ভীষণ ভয় পেয়ে যান। চিকিৎসার বাহানা দেখিয়ে বিদেশে চলে গেলেন, এবং ওখানে সাভিনকোভ, চের্নোভ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির আরও কোন ব্যক্তির উপস্থিতিতে লপুখিন স্পষ্ট প্রমাণ করলেন যে আজেফ সত্যি সত্যিই প্ররোচক। আজেফ পালাল। প্রতিশোধের ভয়ে ও এখনও কোথাও লুকিয়ে আছে। আর লপুখিনের বিচার হয় পিটার্সবুর্গে, সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন।

— কিন্তু নিরাপত্তা বিভাগ গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ ঘটায় অন্যান্য পার্টিতেও, — বলেন দের্জিনস্কি। — আমি সর্বাগ্রে জানতে চাই আমাদের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির বিষয়ে। এখানেও তো প্ররোচকের সংখ্যা কম নয়।

— আপনি যা অনুমান করছেন এমনকি তার চেয়েও ঢের বেশি। এই আপনার সঙ্গেই আমি পরিচিত হই সর্বাগ্রে গুপ্ত রিপোর্ট মাধ্যমে। যেমন, এই তো একটি দলিল রয়েছে — এটি আমি ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগ থেকে নকল করে নিয়ে আসতে পেরেছি। আপনি পার্টির লণ্ডন কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আপনার অনুপস্থিতিতেও আপনাকে তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত করা হয়। — বাকাই একটি ফাইল থেকে ঘন হাতের লেখা একখানি কাগজ বার করল। — এই দেখুন, লণ্ডন কংগ্রেসের পরে ওয়ারশতে প্রাপ্ত পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের একটি রিপোর্ট: 'পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট আপনাকে জানাচ্ছে যে গত মাসে লণ্ডনে রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির প্রতিনিধিদের যে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় তাতে, গুপ্ত তথ্যানুসারে, কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন সদস্যমণ্ডলী নির্বাচিত

হয়।' এতে রয়েছেন উলিয়ানোভ-লেনিন, ক্রাসিন, দুব্রভিনস্কি... আর এই তো পোলিশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির প্রতিনিধিরা আদল্ফ ভারস্কি, ইউসেফ দমানস্কি... দমানস্কি — এ আপনি?! এখানে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটা টীকাও আছে: 'বর্তমানে ওয়ারশ জেলে রয়েছে।'

বাকাই কামরায় পায়চারি করতে করতে একটার পর একটা সিগারেট টানে ও নিজের কাহিনী বলে যায়।

— এবং সবশেষে আপনি আমার কাছে নিশ্চয়ই জানতে চান পোল্যান্ড রাজ্যে কর্মরত প্ররোচকদের নাম, — বলে বাকাই। — আচ্ছা বলুন তো, গল্স্বের্গ নামে আপনি কোন লোককে চেনেন কি? উনি কাজ করেন ওয়ারশ এবং ক্রাকোভে। একজন খ্যাতনামা বামপন্থী লেখক, হেনরিক সেন্কেভিচের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখে সুনাম অর্জন করেন। তিনি পোলীয় সাহিত্যে নতুন ধারার বাহক। তবে সেই সঙ্গে ওয়ারশ্ নিরাপত্তা বিভাগের ভাড়াটে গুপ্তচরও।

— এরূপ নাম আমি শুনি নি, — অনেকটা চিন্তিতভাবে বলেন দের্জিনস্কি। — বামপন্থী এক লেখককে আমি অবশ্য চিনি। উনি প্রায়ই ছাত্র সমাজের সামনে ভাষণ-টাষণ দেন। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি খুবই প্রগতিশীল...

— তাঁর নাম?

— স্তানিস্লাভ কৃশেসিনস্কি।

— আমি ঠিক তাঁর কথাই বলছি... নিরাপত্তা বিভাগে তিনি গল্স্বের্গ নামেই পরিচিত।

— এ হতেই পারে না! — গরম হয়ে বলে উঠেন দের্জিনস্কি, অবশ্য যদিও... স্মৃতিতে কৃশেসিনস্কির ব্যাপারে কিছু পুরনো অস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠে।

— কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাপারটি সত্যি, — শান্তভাবে বলে বাকাই। — কৃশেসিনস্কি — নিরাপত্তা বিভাগের লোক, আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে রিপোর্ট গ্রহণ করেছি। তিনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন, লাঠির হাতল হাড় দিয়ে তৈরি। আর এই যে আরও কয়েকজন... — বাকাই আরও কয়েকটি নাম বলল।

সবগুলো নাম দের্জিনস্কির জানা ছিল না। তিনি নামগুলো

নোট-বইয়ে লিখে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু তথ্যও টুকে নিলেন যা নিরাপত্তা বিভাগের কর্মী হিসেবে ওই লোকগুলির প্ররোচনামূলক ভূমিকা প্রমাণ করে। তারপর চিন্তান্বিত দের্জিনস্কি জিজ্ঞেস করলেন:

— আচ্ছা বলুন তো, আপনি কি নিরাপত্তা বিভাগে চাকরি নেন সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির সিদ্ধান্ত অনুসারে?

— না। তা ছিল আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ।

— তা এখন — ফের পার্টিতে আসার পর — আপনি নিজের কাজের বিষয়ে কী ভাবেন?

বাকাই কেমন যেন পীড়িত দৃষ্টিতে তাকাল দের্জিনস্কির দিকে।

— আমি জানতাম যে আপনি এ প্রশ্ন করবেন... ব্যাপারটি হল এই যে নিরাপত্তা বিভাগে বৈপ্লবিক পার্টিগুলি থেকে আমি একাই ছিলাম না। যদি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে দেখবেন, ক্লেতোচনিকোভ নামে এক নারোদনিক দু'বছর পুলিশ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করে, এবং কেবল পঁচিশ বছর বাদে তার লেখা প্রকাশিত হয়। মেন্‌শিকোভ বলেও এক ব্যক্তি ছিল যে সর্বপ্রথম আজেফের বিষয়ে খবর দেয়। তারপর পেত্রভ; ও নিরাপত্তা বিভাগে ঢুকে অতি সম্প্রতি, আমার পদত্যাগের পরে। তবে বেশিদিন টিকতে পারে নি — সহ্য হয় নি। পেত্রভ আবার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে ফিরে এল, অংশ নিল সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে। ওকে ধরে ফেলে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়। হালে বুরসেভ তাঁর 'পুরনো দিনের কথা' পত্রিকায় পেত্রভের ডায়েরি প্রকাশ করেন। এই দেখুন না, ও কী লিখছে। এবং আমি — অবশ্য যদি বিবেকের কথা শুনি — বলব যে তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু যা ঘটার তা তো ঘটেই গেছে...

পেত্রভের দিনলিপিতে লেখা ছিল:

'এই হচ্ছে আমার নিজস্ব মতামত: পার্টির স্বার্থে নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে দু'রকমের খেলা খেলে যাওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার — তা আপনি যতই ভান করুন না কেন এবং আপনার লক্ষ্য যত সৎ-ই হোক না কেন। এতে বরং পার্টিই ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নিরাপত্তা বিভাগের সংস্পর্শে এসে পার্টির উপকার করার কথা এমনকি ভাববেনও না।'

— এখন আমিও তাই মনে করি, — অনুমোদন করে বাকাই।

৫

দ্জেলনায়া স্ট্রিটের 'সের্বিয়া' জেলে জোসিয়া এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। ফেলিক্সের প্রথম এক ছদ্মনামের স্মৃতিতে জোসিয়া ছেলের নাম রাখলেন — ইয়াসিক। জেলখানায় শিশুর জন্ম ছিল এক ঘটনা। ইয়াসিক জন্ম গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগে। জোসিয়া বিকৃত মস্তিষ্ক এক কয়েদীকে ভীষণ ভয় পান — এর ফলেই অকালে পুত্রের জন্ম হয়।

ইয়াসিক ছিল খুব ছোট, দুর্বল। তার হাত দুটো ছিল ভীষণ সরু — কাঠির মত, আঙুলে এমনকি নখও ছিল না। তাকে গরম জায়গায় তুলোর মধ্যেই রাখা উচিত ছিল, স্যাঁতস্যাঁতে কারাকক্ষে নয়। যে-ই দেখেছে সে-ই বলেছে: এ সন্তান বাঁচবে না। জেলের ডাক্তারকে ডাকা হল। উনি দরজায় তাকিয়ে কেবল একটা কথাই বললেন: 'জেলে শিশুদের জায়গা নয়।'

এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে নবজাতক বাঁচবে না। কিন্তু জেলার এবং জেলখানার পাদ্রীকে তা মোটেই উদ্বিগ্ন করল না। তাদের মাথায় ছিল অন্য চিন্তা: শিশুর আত্মা কীভাবে শান্তিতে বিরাজ করবে। ব্যাপ্টাইজ না ক'রে কবর দেওয়া?! ইয়াসিককে জোসিয়ার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে পাদ্রী তাড়াতাড়ি তার ধর্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করল। তারপর সন্তান মাকে ফেরত দেওয়া হল। ইয়াসিকের ধর্মপিতা হল — জেলার, আর ধর্মমাতা — ফ্রাঙ্কা গুতোভস্কায়া।

শিশুটি সবসময় অসুস্থ থাকে। বুকের দুধে কুলোত না, তাই অতিরিক্ত খাবার দিতে হত। দুধ গরম করার কোন বন্দোবস্ত ছিল না। এর জন্য জোসিয়া কেরোসিনের বাতিটি-ই ব্যবহার করতেন...

আর মোকদ্দমা চলতে থাকে। আগস্ট মাসে সন্তান সহ জোসিয়াকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হল। অভিযোগ পত্র পড়ে শোনানো হল। জোসিয়াকে অবৈধ সাহিত্য ছাপানোর ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হল।

জোসিয়া বাচ্চাকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদীর্ঘ অভিযোগ শুনেন এবং ছেলেকে খাওয়ানোর সময় হয়েছে বলে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত হন...

তিন মাস পরে — নভেম্বর মাসে — সোফিয়া মুশকাত আর ফ্রাঙ্কা গুতোভস্কায়ার বিচার হল।

দিনটি ছিল ঠান্ডা আর আর্দ্র। জোসিয়া যা পেলেন তা দিয়েই ইয়াসিককে জড়ালেন। এবং ফের — মেদোভায়া স্ট্রিটের আদালত ভবন।

অভিশংসক উভয় তরুণী মহিলার জন্যই কঠোর দন্ডাদেশ দাবি করল।

সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির সঙ্গে ফ্রাঙ্কার মোটেই কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁর ঠিকানায় স্রেফ চিঠিপত্র আসত, এবং নিজের অনভিজ্ঞতার দরুনই তিনি ধরা পড়েন। শেষ বক্তব্যে জোসিয়া এ বিষয়েই বলেন এবং নিজেই সমস্ত দোষের ভাগী হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদালত রায় দিল: সোফিয়া মুশকাত এবং ফ্রাঙ্কা গুতোভস্কায়াকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হোক...

বিচার চলে রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবং তাতে অভিযুক্তদের কেবল ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দেরই উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন জোসিয়ার পিতা — সিগিজমুন্দ মুশকাত, যিনি পরে এই বিচারকে প্রহসন বলে অভিহিত করেন।

স্ত্রীর গ্রেপ্তারি, তাঁর জন্য কঠোর দন্ডাদেশ, ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তা — এ সমস্তকিছুই ফেলিক্সের হৃদয়মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে তুলে। প্যারিস থেকে ফিরে তিনি ফের প্রধান পরিচালকমন্ডলীর কাছে অনুরোধ করলেন অবৈধ কাজে তাঁকে পোল্যান্ড পাঠানোর জন্য। কিন্তু আবার নামঞ্জুরি। তবে ফেলিক্স অনুরোধ করেই যেতে লাগলেন।

শেষপর্যন্ত, ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে অলপকালের জন্য তাঁকে ওয়ারশ যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল। ওখানে ফের অবৈধ সাহিত্য সরবরাহের কাজ চালু করার প্রয়োজন ছিল, এবং একই সঙ্গে ওয়ারশ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কিত কিছু ব্যাপার জানারও দরকার ছিল। বাকাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফেলিক্স কুশেসিনস্কির পার্টিগত বিচারের প্রস্তাব দিলেন। ক্রুদ্ধ কুশেসিনস্কি সমস্ত অভিযোগ নাকোচ করে দেন এবং এগুলোকে তিনি মিথ্যা অভিযোগ বলে বর্ণনা করেন। তবে তিনি অনুরোধ করলেন, পার্টিগত বিচার যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই অনুষ্ঠিত হয়। বিচারের সময়ই তো তিনি সহজে মন-গড়া অভিযোগ খন্ডন করতে পারবেন! গভীরভাবে অপমানিত

ক্শেসিনস্কির প্রতিবাদ এতই অকৃত্রিম মনে হল যে পরিষ্কার কথাবার্তার জন্য তাঁর কাছে আগত গুপ্ত আন্দোলনকারীরাই শেষপর্যন্ত থতমত খেয়ে গেল...

আর তার পরদিন ক্শেসিনস্কিকে ক্রাকোভেই খুঁজে পাওয়া গেল না। সেদিন রাতেই তিনি গা ঢাকা দিলেন।

প্রধান পরিচালকমণ্ডলী ওয়ারশয় সংঘটিত প্ররোচনামূলক ক্রিয়াকলাপগুলির তদন্তের ভার দিলেন দের্জিনস্কিকে।

সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন ক'রে ফেলিক্স আবার জোসিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করেন। সন্ধ্যা মিলিয়ে যেতেই তিনি ভ্স্পুলনায়া স্ট্রিটে এলেন, মুশকাতদের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেলেন, তারপর ঘুরলেন মার্শালকোভস্কায়া স্ট্রিটের দিকে, এবং ফের ভ্স্পুলনায়া স্ট্রিটে এসে হাজির হলেন। কোনকিছুই তাঁর সন্দেহ জাগাল না, তিনি দুতলায় উঠে দরজার বেল বাজালেন।

মুশকাতদের পরিবারে ফেলিক্স তখনও কাজিমির বলে পরিচিত। এবার তিনি তাঁর 'ভাইপো' ইয়াসিকের খোঁজখবর নেন। একমাত্র সিগিজমুন্দ মুশকাতই জানতেন, তাঁদের অতিথিটি কে।

শ্রীমতী কারোলিনা সাদর অভ্যর্থনা জানান ফেলিক্সকে।

— মিঃ কাজিমির, চা খেয়ে যাবেন কিন্তু! — বলেন তিনি।

— সানন্দেই খেয়ে যাব, তবে কয়েক মিনিট পরেই আমাকে চলে যেতে হবে...

— সিগিজমুন্দকে জোরে বলবেন, — সাবধান করে দেন শ্রীমতী কারোলিনা, — এই সব দুর্ঘটনার জন্য ও এখন প্রায় কানেই শুনতে পায় না।

মুশকাতদের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাওয়ার ভীষণ তাড়া ফেলিক্সের। তাঁর মনে কত আশঙ্কা। এখান থেকে সোজা স্টেশনে যাবেন, আর তারপর ট্রেনে — ক্রাকোভ। তাই তিনি একথা-সেকথায় না গিয়ে সরাসরি ইয়াসিকের কথাই তুললেন, — এখানে আসার প্রধান কারণই ছিল এটা।

সিগিজমুন্দ মুশকাত বললেন যে তাঁর শালীর সাহায্যে শিশু যীশু হাসপাতালের অনাথাশ্রমে ইয়াসিককে রাখার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। জায়গাটি এখান থেকে বেশি দূরে নয় — খিওদর স্ট্রিটে।

ইউসেফের মনে পড়ল — এটা সেই হাসপাতাল, যার মর্গে সাত বছর আগে নিয়ে আসা হয় মে-দিবসের মিছিলে নিহিত ব্যক্তিদের... তাঁর মনে পড়ল যে খবরকাগজে প্রায়ই লেখা হত শিশু যীশু হাসপাতালের দ্বারদেশে পরিত্যক্ত শিশুদের কথা। ওয়ারশর সমস্ত হতভাগ্য নারীই যেন তাদের সন্তানদের শিশু যীশুর আশ্রয়ে রাখার চেষ্টা করত!.. না, না, আর যা-ই হোক, কেবল অনাথাশ্রমে ছেলেকে রাখা চলবে না!

— আচ্ছা, ডাক্তার কর্চাকের* সঙ্গে কথাবার্তা বলার বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে ফেলিক্স আপনাকে চিঠি লিখেছিল? — জিজ্ঞেস করেন তিনি।

— হ্যাঁ, অবশ্যই, অবশ্যই, — বলেন সিগিজমুন্দ মুশকাত। — চিঠি পাওয়ার পরদিনই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। ইয়ানুশ কর্চাক ইয়াসিককে শিশু যীশু আশ্রমে রাখার অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। ওখানে শিশুদের হয় সন্তানহীন লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, নয় তারা মারা পড়ে... তিনি অন্য পরামর্শ দিলেন: ওকে শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার শিশু সদনে রাখা যেতে পারে। ওখানে এ নিশ্চয়তা আছে যে বাচ্চাটি ভাল মানুষের হাতে থাকবে।

— তাহলে এই শিশু সদনেই আমরা দেখব, — বলেন ফেলিক্স।

তিনি উঠে পড়লেন, এবং চা শেষ না করেই চলে গেলেন।

এর আধ ঘণ্টা পরেই এসে হাজির হল জনা কয়েক সশস্ত্র পুলিশ আর অসামরিক লোক। তারা তাড়াতাড়ি কামরাগুলি দেখল — বাইরের কোন লোক আছে কিনা। কাউকে না পেয়ে শেষপর্যন্ত রেগেমেগে চলে গেল ফ্ল্যাটে পুলিশ পাহারা রেখে।

পুলিশের লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেলটি যখন জানতে পারল যে দের্জিনস্কি তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, তখন তার তর্জন-গর্জন দেখে কে!.. ফেলিক্সের শ্বশুরের ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করার ব্যাপারে বহু আগেই সে নির্দেশ দিয়েছে। আজ হোক

---

* ইয়ানুশ কর্চাক — পোলীয় ডাক্তার, শিক্ষাবিদ এবং লেখক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ত্রেবলিঙকা-য় নিহত হন। তিনি ছিলেন ওয়ারশ অনাথ আশ্রমের পরিচালক। নিজের আশ্রিত শিশুদের পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করার জন্য সমস্ত শিশু সহ তাঁকে নাৎসি বন্দী শিবিরে হত্যা করা হয়। — সম্পাঃ

কাল হোক দের্জিনস্কি এখানে আসবেনই, তদুপরি বৃদ্ধ মুশকাত তাঁর ছেলের লালনপালনেরও ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু সবই পণ্ড হল — যতক্ষণে গুপ্তচর থিয়েটার স্কোয়ারে নিরাপত্তা বিভাগে পৌঁছল, যতক্ষণ সেপাই-সান্ত্রী ডাকা হল, যতক্ষণে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছল, ততক্ষণে ফেলিক্স উধাও হয়ে গেছেন...

ঘটনাটির বিষয়ে সিগিজমুন্দ মুশকাত ফেলিক্সকে লিখলেন ইয়াগেল্লোনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় কার্লোভিচের নামে। ফেলিক্স বুঝলেন যে নিরাপত্তা বিভাগ তাঁকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও দের্জিনস্কি অবৈধ কাজে পোল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য জেদ ধরলেন। তিনি প্রধান পরিচালকমণ্ডলীতে তিশকাকে লিখলেন:

'এর বিরুদ্ধে আপত্তি করবেন না, কেননা আমার স্থান হচ্ছে আমার পক্ষে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্রে এবং আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কাজে নিয়োগ করতে চাই। এ না হলে... মরণই শ্রেয়। আমার ব্যাপারটি আপনি যা মনে করেন তার চেয়ে অনেক বেশি জরুরী, এবং আপনি যে আমায় দেশে যেতে দিচ্ছেন না, আপনি যে আমায় কেবল আমার পার্টিগত বিবেকই নয়, আমার সমস্ত সত্তা নির্দেশিত কাজ করতে দিচ্ছেন না, তার ফলটি হবে এই যে আমি বিপ্লবের জন্য কোন সৎ কাজ না করেই মারা পড়ব। এতে পার্টির উপকার হবে অতি সামান্যই।'

মার্চ মাসে প্রধান পরিচালকমণ্ডলী শেষপর্যন্ত দের্জিনস্কির প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন — তাঁকে পোল্যাণ্ড যাত্রার অনুমতি দিলেন। যাওয়ার আগে ফেলিক্স সাথীদের উদ্দেশে বড় একখানি চিঠি লেখেন এবং অনুরোধ করেন তাঁর যদি কোনকিছু ঘটে তাহলে চিঠিখানি যেন সংবাদপত্রে ছাপানো হয়। ঘটতে পারত কেবল একটা ঘটনাই — গ্রেপ্তার, আর তারপর সশ্রম কারাদণ্ড কিংবা নির্বাসন।

ইউসেফের চিঠিখানি ছিল এক বিপ্লবী-বলশেভিকের উইলের মত, যে কোন বিপজ্জনক কাজে চলে যাচ্ছে। তিনি লেখেন:

'...ওয়ারশ সংগঠনের দুঃসময় এবং তাতে প্ররোচকদের অনুপ্রবেশ ও কর্তাত্তির বিষয় বিবেচনা করে প্রধান পরিচালকমণ্ডলী আমার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যে দৃঢ় মত প্রকাশ করেছেন তা অগ্রাহ্য করেই আমি দেশে যাচ্ছি। আমার আগমনের বিষয়ে ভালভাবে

ওয়াকিবহাল ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগ সর্বদাই আমাকে ধরার চেষ্টায় আছে — এবং তাই ঘটে জানুয়ারি মাসে, যখন আমি সৌভাগ্যক্রমে পুলিশের হাত এড়িয়ে যাই এবং ফাঁদে পড়ি নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি পোল্যান্ড যাচ্ছি। আমি জানি যে এবার আমার খোঁজাখুঁজি শুরু হবে দ্বিগুণ সক্রিয়তার সঙ্গে। কিন্তু আমি মনে করি যে একমাত্র আমিই সবচেয়ে বেশি সাফল্যের সঙ্গে ওয়ারশ সংগঠনটি সুস্থ করে তুলতে এবং অন্তর্ঘাতকদের ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে তা রক্ষা করতে পারি, কেননা আমার আছে স্থানীয় পরিস্থিতি এবং লোকেদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা।

দুঃখের বিষয়, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এ সফর থেকে আমি আর ফিরব না। 'অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার' এবং নির্বাসন দণ্ড লাভ করার পর কেবল এক পলায়নের জন্যই আমার সশ্রম কারাদণ্ড হওয়া উচিত। সম্ভবত, আমি তোমাদের সুদীর্ঘ বছরের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি অকারণে মৃত্যু বরণ করতে চাই না... যা আমি নিজের কর্তব্য বলে গণ্য করি তা আমাকে সম্পাদন করতেই হবে, এ হচ্ছে আমার পার্টিগত বিবেকের আদেশ। আমার জীবনের শেষ ১৪টি বছরের মধ্যে ৬টি কাটিয়েছি জেলে আর ১টি নির্বাসনে। আমার সশ্রম কারাদণ্ড যদি পার্টি থেকে সেই দুশমনদের ঠেঙিয়ে বার করতে সহায়তা করে, যারা বৈপ্লবিক জোয়ারের সময় পার্টিতে ঢুকে পড়ে এবং বর্তমানে পরগাছার মত তার ভেতরে টিকে আছে, তা যদি পার্টি থেকে সেই সমস্ত দুর্বল চিত্ত ব্যক্তির বহিষ্কার সম্ভব করে যারা প্রতিবিপ্লবের কঠোর পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে, তাহলে আমি বিনা দুঃখে এরূপ সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে রাজী আছি। এই কলঙ্কজনক বিরোধী দল পার্টির পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যাধির দরুন যা বর্তমানে ভেতর থেকে ওয়ারশ সংগঠনটির বিপর্যয় ঘটাচ্ছে। আমি প্ররোচনার কথা বলছি। একমাত্র এই প্ররোচনাই উপযুক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করে, সংগঠনকে এত দুর্বল করে, তার শৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের এত ক্ষতি সাধন করে যে এমনকি কয়েকজন বিশৃঙ্খলাবাদীর অর্থহীন চক্রান্ত ও ব্যক্তিগত হামলাই ওয়ারশ সংগঠনের রাজনৈতিক জীবন অচল করে দিতে পারল।'

ফেব্রুয়ারি মাসে — নির্বাসনে যাত্রার এক মাস আগে — জোসিয়া

তাঁর দুধের শিশুটিকে শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফেলিক্স তখনও ক্রাকোভে। পরের হাতে ইয়াসিকের জীবনের প্রথম দিনগুলিতে নতুন সংকট দেখা দিল। শ্রীমতী সাভিৎস্কায়া তাঁর শিশু সদনের জন্য সারা দিন শহরে ছেলেমেয়ে খুঁজে বেড়াতেন, আর গৃহীত শিশুদের রেখে যেতেন অনভিজ্ঞ, এমনকি অসৎ এক আয়ার কাছে। একদিন ইয়াসিককে এমন এক পরিজ খাওয়ানো হল যা সে আগে কখনও খায় নি। শিশুটি ফের গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার কর্চাক নিজে শিশু সদনে এসে ইয়াসিককে দেখে বললেন যে তার জন্য বুকের দুধ অতি অপরিহার্য। ইয়াসিকের বয়স যখন আট মাস তখন তার ওজন ছিল নবজাতকের ওজনের চেয়ে সামান্য বেশি। আবার শুরু হল মায়ের নিদ্রাহীন রাত, প্রথম সন্তানের জন্য তাঁর দুর্ভোগ।

মার্চের শেষে একদল কয়েদীকে সাইবেরিয়া অভিমুখে পাঠানো হল। জোসিয়া সেই পথ ধরেই গেলেন যে-পথ দিয়ে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলেন ফেলিক্স দের্জিনস্কি — মস্কো, সামারা, চেলিয়াবিনস্ক, ইর্কুৎস্ক, আর পরে লেনা নদী ধরে একেবারে ওর্লিঙ্গা অবধি। ওখানে পৌঁছতেই কেবল লাগত তিন মাস।

সাইবেরিয়ায় তখন গ্রীষ্মকাল। ফেলিক্সের চিঠি আসে না। তবে নির্বাসন স্থলে পৌঁছার অনতিকাল পরেই জোসিয়া বাবার কাছ থেকে অদ্ভুত একখানি বই পেলেন — পুরনো, ছেঁড়াখোঁড়া বই, জীর্ণ মলাট। বইটির নাম — 'শক্তি' এবং তার রচয়িতা স্বল্প পরিচিত লেখক আদাম। প্রথমে জোসিয়া বুঝতে পারেন নি বাবা কেন তাঁকে ঠিক এই বইখানাই পাঠালেন। তবে কিছুকাল পরেই ফেলিক্সের ছোট্ট একখানি চিঠি এল। তিনি লিখেছেন:

'জোসিয়া, লক্ষ্মী আমার! তুমি 'শক্তি' পড়েছ? তুমি বইটি মন দিয়ে পড়বে, তাতে এমন বহু ভাল ভাল কথা আছে যা প্রকৃত শক্তি জোগায়। আলিঙ্গন করছি, ফ.।'

তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার! বইয়ে এমন জিনিস লুকনো ছিল যার বিষয়ে অনেক আগেই — ক্রাকোভে থাকা কালেই ফেলিক্স তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। পাসপোর্ট! পলায়নের জন্য যা অতি প্রয়োজনীয় সেই পাসপোর্ট...

কিন্তু জোসিয়া বইয়ের মলাট থেকে পাসপোর্টটি বার করলেন না। সাইবেরিয়ার সমস্ত নির্বাসন স্থলের মত ওর্লিঙ্গায়ও নির্বাসিতদের প্রায়ই তল্লাশ করা হয় — সে ওখানে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। পুলিশ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টায় জোসিয়া এমন ভান করেন যেন নিজের অদৃষ্ট তিনি মেনে নিয়েছেন। বাবার কাছে প্রেরিত চিঠিতে তিনি লিখলেন যেন ছেলেকে ওর্লিঙ্গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ওকে দেখার জন্য তাঁর মন খুবই অস্থির। যেন একথা-সেকথার ফাঁকে জানালেন, বইটি পেয়েছেন এবং অনুরোধ করলেন শিগগির তা বোঝার জন্য কিছু টিপ্পনী পাঠিয়ে দিতে (অর্থাৎ পলায়নের জন্য টাকাকড়ি)। আর টাকাকড়ি তখন পথে।

আগস্টের শেষে তা তাঁর হস্তগত হল এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পলায়নের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এক-দুদিন বাদে উজানের দিকে ওর্লিঙ্গা থেকে একটি স্টিমার ছাড়ার কথা। এটাই ছিল মরশুমের শেষ স্টিমার — শিগগিরই শীতকাল, নদীর জল জমে বরফ হয়ে যাবে। স্টিমার এল, কিন্তু দেখা গেল তাতে করে যাচ্ছে সেই পুলিশ কর্মচারীটি যার উপর রয়েছে নির্বাসিতদের দেখাশোনার ভার। সে সোফিয়া দের্জিনস্কায়াকে ভালই জানত। তাই স্টিমারে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদই দিতে হল।

স্টিমার চলে গেল। তবে জানা গেল যে তার পেছন পেছন ওর্লিঙ্গা থেকে উজানের দিকে একটি ডাকবাহী নৌকাও ছাড়বে। তাতে এক সঙ্গিনীও মিলে গেল। পথ খরচা কমে অর্ধেক হয়ে গেল।

জোসিয়া নৌকাতে করে জিগালোভোয় পৌঁছলেন কয়েক দিন পরে। তারপর ইর্কুৎস্ক অবধি গেলেন ঘোড়ার গাড়িতে। ওখান থেকে ট্রেনে করে রওয়ানা দিলেন গন্তব্য স্থানের দিকে। দূরের পথ, তবে প্রতিটি অতিক্রান্ত মাইলই তাঁর মন ভরে তুলতে লাগল আসন্ন মিলনের আনন্দে...

ট্রেন এসে পৌঁছল মস্কোর কাজানস্কি স্টেশনে। ওখান থেকে জোসিয়া আলেক্সান্দ্রভস্কি স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে সেদিন সন্ধ্যায়ই লুবলিন চলে যান। মস্কো থেকে তিনি বাবাকে তার দিলেন — বাবা তখন শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার শিশু সদন থেকে ইয়াসিককে নিয়ে চলে যান ক্লেৎস্ক-এ। ওখানেই বসবাস করছেন তিনি। ফেলিক্সের উপদেশ শুনে সোফিয়া ওয়ারশ কিংবা ক্লেৎস্কে গেলেন না: পুলিশ সর্বাগ্রে

তাঁকে আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেই খুঁজবে। জোসিয়ার টেলিগ্রামে অল্প কয়েকটি কথাই ছিল: 'সত্বর লুবলিন এস, জোফিয়া।' বাবা সমস্তকিছুই বুঝে নিলেন।

ক্রেৎস্ক থেকে সিগিজমুন্দ মুশকাত ঘোড়ার গাড়িতে করে এলেন নর্সাভিস্ক, আর ওখান থেকে ট্রেন ধরে যাবেন লুবলিন। এ ছিল সেই ট্রেন যাতে জোসিয়া নিজেও যাচ্ছিলেন। গ্রীষ্মের উষ্ণ জ্যোৎস্না রাত। জোসিয়া খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং হঠাৎ বাবাকে দেখতে পান। প্ল্যাটফর্মের অনুজ্জ্বল আলোয় জোসিয়া চিনে ফেললেন তাঁকে। তিনি উঠছেন পাশের বগিতে। বাবাকে জড়িয়ে ধরার প্রবল বাসনা দমন ক'রে জোসিয়া তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন: প্রথমে তিনি কন্ডাক্টরকে তাঁর টিকিট দিলেন, তারপর বগির সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন।

জোসিয়া ধীর চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন। গভীর রাতে তিনি চলে গেলেন পাশের বগিতে, এবং ঘুমন্ত পিতাকে খুঁজে বার করে আস্তে তাঁর হাতটি স্পর্শ করলেন...

বগিটি সমতালে দুলছে এক দিক থেকে অন্য দিকে। তাঁরা অন্ধকারে বসে ফিস ফিস করে কথা বলেন যাতে কারো ঘুম না ভাঙে। কথা হল যে পরে রাস্তায় তাঁরা এমন ভান করবেন যেন পরস্পরকে চেনেন না।

লুবলিনে থাকতেন জোসিয়ার বড় ভাই। তবে তিনি তাঁর ওখানে উঠলেন না — অপরিচিত লোকেদের বাড়িতে একটি ঘর ভাড়া করলেন। এবার তাঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তা ছিল যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফেলিক্সের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত পার হতে হবে। জোসিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফেলিক্সকে চিঠি লিখলেন ইয়াগেল্লোনস্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায়। কয়েকদিন পরেই জবাব এল, তবে হাতের লেখাটি ছিল অপরিচিত। কে যেন জানাল যে কার্লোভিচ ক্রাকোভে নেই, তাই ফ্রান্সিশ্‌কো গান-এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ করা দরকার। ঠিকানা দেওয়া ছিল।

তার মানে, ফেলিক্স পোল্যান্ডে, অবৈধ কাজে, — এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন জোসিয়া। যেতে হবে দম্ব্রভে। অপরিচিতা গান সীমান্ত অতিক্রম করার জন্য দলিলাদি জোগাড় করতে সাহায্য করবেন।

ঢালাইকারীর স্ত্রী ফ্রান্সিশ্‌কো গান জোসিয়ার খুব আদরযত্ন

করলেন। তিনি অনেকদিন তাঁর অপেক্ষা করেছেন — তাঁর আগমনের কথা জানানো হয় ক্রাকোভ থেকে। সকালে ফ্রান্সিশকার স্বামী কাজে চলে গেলে দুই মহিলা নিভৃতে রইলেন।

— আমাদের পার্টিতে কী দুর্ঘটনা ঘটল... — একটি দুঃসংবাদ জানান ফ্রান্সিশ্‌কা। — এদমুন্দকে গ্রেপ্তার করেছে।

জোসিয়া সবিস্ময়ে তাকালেন তার দিকে।

— সে কে? — জোসিয়া জানতেন না যে ফেলিক্স তাঁর পুরনো ছদ্মনাম বদলে ফেলেছেন, এখন তাঁকে এদমুন্দ বলে ডাকা হয়।

— জানেন না?.. এ হতেই পারে না! পার্টিতে কেই বা এদমুন্দকে চেনে না!

— এমনকি শুনিইই নি, — বলেন জোসিয়া।

— সে কী করে হয়! উনার বউ সাইবেরিয়ায়, আর একটি ছেলে হয় জেলখানায়...

ফ্রান্সিশ্‌কা দেখতে পেলেন, কীরূপ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে তাঁর নব পরিচিতা মহিলাটির মুখ, চেহারায় কী এক হতাশার ভাব। সবই বুঝলেন। জোসিয়ার কাছে এসে তিনি তাঁর কাঁধে নিজের মাথাটি ফেলে দিলেন। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা কাঁদতে লাগলেন...

কয়েকদিন বাদে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র জোসিয়ার হস্তগত হল। তিনি ক্রাকোভ চলে গেলেন। যে-ফ্ল্যাটে এক কালে তাঁরা দু'জনে বাস করেছেন তাতে ফেলিক্সের লেখা একটি কার্ড পেলেন। কার্ডটি ফেলিক্স পাঠিয়েছেন তাঁর গ্রেপ্তারির দিনে। তাতে তিনি স্ত্রীকে তাঁর অসাফল্যের বিষয়ে সতর্ক করে দেন এবং বিশ্বাস প্রকাশ করেন যে জোসিয়া নির্বাসন থেকে নিশ্চয়ই পালাতে পারবেন।

ফেলিক্স গ্রেপ্তার হন জোসিয়ার আসার দু'সপ্তাহ আগে। তখন তিনি পথে এবং ভাবছিলেন শিগগিরই মিলিত হবেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দু'জন মানুষ — স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে।

তবে ফেলিক্স গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ছেলেকে দেখলেন। এ ছিল পিতাপুত্রের প্রথম সাক্ষাৎ। তখন ইয়াসিকের দ্বিতীয় বছর চলছে। রাত্রিবেলা তিনি শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার শিশু সদনে এসে দরজায় ঘণ্টি বাজালেন। মোমবাতি হাতে এক মহিলা বার হলেন — তাঁর চোখেমুখে ঘুম। তিনি ফেলিক্সকে শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার কাছে নিয়ে গেলেন।

ফেলিক্স নিজের পরিচয় দিলেন কাজিমির দের্জিনস্কি বলে। বলেন যে তাঁর ভাইপোটিকে দেখতে চান।

— আপনি কি দিনের বেলা আসতে পারেন, যখন ও ঘুমায় না? — জিজ্ঞেস করেন শ্রীমতী সাভিৎস্কায়া।

ফেলিক্স তাঁকে বোঝালেন যে তিনি যাবার পথে এখানে নেমেছেন এবং অন্য সময়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

— তাহলে আপনি কেবল ওকে দেখতেই পাবেন, — রাজী হন শ্রীমতী সাভিৎস্কায়া। — শিশুর ঘুম ভাঙতে পারবেন না।

ফেলিক্স তা ভাবেনও নি। তিনি কেবল ছেলেটিকে একবার চোখের দেখা দেখতে চান। তার জন্মের জন্য কী অধীর অপেক্ষা করেন তিনি, তার প্রতি ফেলিক্স তাঁর হৃদয়ে পোষণ করেন কত স্নেহ-ভালবাসা... ছেলে!

শ্রীমতী সাভিৎস্কায়া ফেলিক্সকে শোবার ঘরে নিয়ে যান। ওখানে কাঠের খাটে ঘুমন্ত শিশুদের একজনের কাছে গিয়ে তার মুখের উপর তিনি আলো ধরে দাঁড়ালেন। ফেলিক্স কয়েক পা এগুলেন এবং অনেক-অনেকখন তাকিয়ে রইলেন তাঁর ছোট্ট ছেলেটির বিবর্ণ মুখের দিকে। এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন চিরকালের জন্য তাকে তাঁর স্মৃতিতে ধরে রাখতে চান...

পরে, যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, ফেলিক্স শ্রীমতী সাভিৎস্কায়াকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং অসময়ে আসার জন্য পুনর্বার ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে গেলেন।

ফেলিক্স ধরা পড়েন ১৯১২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। পুলিশ দপ্তরের গুপ্ত বার্তা অনুসারে তা ঘটে এভাবে:

'ওয়ারশ থেকে সংকেত বার্তা। পুলিশ ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তাকে। পয়লা সেপ্টেম্বর রাত্রে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির ওয়ারশ সংগঠনটি উচ্ছেদের সময় চৌত্রিশ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। তাদের মধ্যে পার্টির প্রধান পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ফেলিক্স দের্জিনস্কিও রয়েছে যাকে পুলিশ বহুকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। গ্রেপ্তারির সময় তল্লাশ করে যা-যা পাওয়া গেছে তা হল এই: ৩১ আগস্ট তারিখের এক ঘোষণাপত্রের ছাপ সহ একটি হেক্টোগ্রাফ, ওই তারিখেরই প্রায় ২০০ কপি 'চের্ভোনি শ্তান্দার', বিভিন্ন ধরনের সীল-মোহর, ফরম, বৈপ্লবিক ধ্বনি সহ

দ্বটি পতাকা; রিভলভারের গ্বলি। পরে আরও বিশদভাবে জানানো হবে।'

'বিচার বিভাগের মহামান্য মন্ত্রী মহোদয় সমীপেষ্ব,

চলতি বছরের গ্রীষ্মকালে ওয়ারশ নিরাপত্তা বিভাগ এই মর্মে কিছ্ব গ্বপ্ত তথ্য লাভ করে যে পোল্যান্ড রাজ্য এবং লিথ্বয়ানিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রধান পরিচালকমন্ডলী ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে ওয়ারশয় পাঠায় প্রধান পরিচালকমন্ডলী এবং পার্টির ওয়ারশ কমিটির মধ্যে গভীর মতবিরোধের ফয়সালা ঘটানোর উদ্দেশ্যে। মতবিরোধের অন্যতম কারণটি হচ্ছে, পরিচালকমন্ডলীর মতে, ওয়ারশ সংগঠনের ভেতরে নিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দারা প্ররোচনাম্বলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত রয়েছে।

সংঘর্ষ সমাধান এবং প্ররোচনা তদন্তের জন্যই ফেলিক্স দের্জিনস্কি ওয়ারশয় প্রেরিত হয়। পার্টি ক্রিয়াকলাপের জন্য বিখ্যাত এই দের্জিনস্কি সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে নির্বাসন দন্ড লাভ করে। কিন্তু পালিয়ে যায়। ওয়ারশয় সে বাস করে ছ'মাসের কিছ্ব বেশি সময়। উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য তার স্ত্রী সোফিয়া ম্বশকাতও দন্ডিত হয় এবং বর্তমানে সে সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করছে।'

দশম অধ্যায়

বিপ্লবের দেহরক্ষী

১

বিপুল জনতার হৈ-চৈ যেন ভেসে আসছে বহুদূর থেকে... অপরিষ্কার সোরগোল... তা কোন মতে ভেদ করছে কারা প্রাচীর, বন্ধ জানলা। অথচ বিক্ষুব্ধ জনতা গোল তুলছে একেবারে কাছেই — বুতির্কি জেলের সামনের রাস্তায়ই। তাদের অস্পষ্ট চিৎকার সুদূর সমুদ্রের গর্জনের মতই শোনাল। কখনও তা বাড়ে, কখনও আবার কমে যায় যাতে ফের বহুকণ্ঠে চারিদিক বিদীর্ণ করে দিতে পারে। ফেলিক্স কান পেতে শুনতে লাগলেন এই আওয়াজ — তা তাঁর কাছে মনে হল কাপ্রি দ্বীপের পাথুরে তীরের কাছে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের গর্জনের মত। কিন্তু এ কী ঘটছে এখানে, মস্কোয়?.. কারাকক্ষের ক্লান্তিকর নিস্তব্ধতায় অভ্যস্ত বন্দীরা বিস্মিত হয়ে শুনতে লাগল ভেসে আসা অদ্ভুত আওয়াজ।

১৯১৭ সালের ১লা মার্চ তারিখে বিক্ষুব্ধ জনতা বুতির্কি জেলেই এসেছে — বন্দীদের মুক্তি দিতে।

পরে জনতার সোরগোল আরও কাছে শোনা যেতে লাগল, এবং পাথরের দেয়ালে চাপা-পড়া চিৎকার এবার বোঝাও গেল:

— খোলো!.. ইনকিলাব জিন্দাবাদ! স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!..

এই ধ্বনিগুলি আলোড়িত করল সমস্ত কারাকক্ষ। পুরো জেলখানা সজীব হয়ে উঠল, — দরজা আর দেয়াল ঠুকে, ডাকাডাকি করে কয়েদীরা সাড়া দিতে লাগল... হতবুদ্ধি জেলকর্মী আর সেপাইরা পাগলের মত ছুটোছুটি আরম্ভ করল, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার দাবি জানাল, — কিন্তু তখন কে আর তাদের কথা শুনে!

— স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক! — রাস্তার ধ্বনিটি ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে উঠল।

জনতা জেল আক্রমণ করতে থাকে। ট্রাকে করে এল একদল বিপ্লবী সৈনিক। শোনা গেল বন্দুকের গুলি। ভীতসন্ত্রস্ত জেল কর্তৃপক্ষ জেলখানার গেট খুলে দিল। লোকেরা প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল, ছুটল ঘরগুলির দিকে। করিডরে, পাকা সিঁড়িতে অসংখ্য পায়ের শব্দ।

— দরজা খোল!.. নাগরিকরা স্বাধীনতা! বেরিয়ে এসো! স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!

নিরস্ত্রীকৃত চাবিওয়ালা সেপাইরা কম্পিত হাতে দরজার তালা খুলতে লাগল। সশব্দে দরজা খুলতেই কয়েদীরা তাদের মুক্তিদাতাদের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হল। অল্প পরেই বিজয় মুখর জনতার ভিড় কমে গেল। এবং এই ভিড়ের সঙ্গে মিশে শত শত কয়েদী অলিতে-গলিতে উধাও হয়ে গেল, ঘৃণিত জেলখানা থেকে তারা ক্রমশই দূরে সরে যেতে লাগল।

সে দিন — ১৯১৭ সালের ১লা মার্চ — বুতির্কি জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের মধ্যে ফেলিক্স দের্জিনস্কিও ছিলেন।

কারাকক্ষের ভেতরেই কে যেন তাঁকে আলিঙ্গন করে এবং নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়।

— তাড়াতাড়ি, ইউসেফ!

দের্জিনস্কি এবং অন্য অনেক কয়েদী-বিপ্লবীকে ভাইবন্ধুরা জেল থেকে হাতে করে বাইরে নিয়ে যায়। একটি কোণে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। অমসৃণ রাস্তায় সন্ধ্যার শক্ত বরফের উপর দিয়ে গাড়িটি সশব্দে ছুটল শহরের কেন্দ্রের দিকে। সিটে বসেছেন দুজন — দের্জিনস্কি ও কমরেড ভাসিলি, আর তৃতীয় ব্যক্তিটি বসলেন নিচে — একেবারে পায়ের কাছে। গাড়ির উপরিভাগ খোলা ছিল, এবং ফেলিক্স উত্তেজনার সঙ্গে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। রাস্তায়-রাস্তায় প্রচুর লোক।

— কী কেমন? — দের্জিনস্কির শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন ভাসিলি। অনেকদিন তাঁদের দেখা হয় নি। কমরেড ইউসেফের অসুস্থ চেহারা ভাসিলিকে বিস্মিত করে।

— ভাল! — জবাব দেন চিন্তামগ্ন ফেলিক্স, তিনি উপভোগ করছিলেন বসন্তের সৌরভ ভরা তাজা হাওয়া, উত্তেজিত জনতার ভিড়ের দৃশ্য, আকস্মিক মুক্তির আস্বাদ।

— আরে আপনি যে আমায় চিনলেনই না, কমরেড ইউসেফ, — বলেন ভাসিলি। — আলেক্সান্দ্রিয়ার পলাভিতে সৈন্য শিবিরের কথা আপনার মনে আছে?.. আমাদের রেজিমেণ্টে বিদ্রোহের আগে...

না, ইউসেফের মনে নেই, তখন ছিল অনেক লোক, সমস্ত কিছুই ঘটে অন্ধকারে — মাত্র একটি মোমবাতি জ্বলছিল।

— আচ্ছা, তাহলে ওয়ারশ দুর্গ আপনার মনে আছে? — থামলেন না ভাসিলি। — ডায়েরি থেকে পাতা ছিঁড়ে আপনি কাকে দিতেন?..

— আ-চ-ছা, তাহলে আপনি সেই লোক! — ফেলিক্স তাড়াতাড়ি ভাসিলির দিকে ফিরলেন এবং জোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। — কিন্তু মানছি, আপনাকে চেনা মুশকিল। তখন ছিলেন গোঁফহীন সৈনিক, আর এখন বেসামরিক লোক, তা আবার দাড়িও রয়েছে... তবে এরূপ সাক্ষাতের কথা আমি ভাবতেও পারি নি... তা আপনি এখানে কী করেন?

— ব্যস, পৌঁছে গেছি আর কি। আপনার দয়ায়, — হাসলেন ভাসিলি। — প্রথমে দুর্গে বিপ্লবী দের্জিনস্কিকে পাহারা দিই, আর এবার তাঁকে মুক্ত করি... আর এই দুই ঘটনার মাঝখানে জার সৈন্য বাহিনী থেকে পালাই, এবং 'যুদ্ধ নিপাত যাক' বলে চেঁচাই, এবং সশ্রম কারাদণ্ডও খাটি। ওখান থেকে পালিয়ে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিই। এখন যেমন লোকে বলে না — পেশাদার বিপ্লবী!

— সত্যি তাজ্জব ব্যাপার! — বিস্মিত হন দের্জিনস্কি। — বিস্ময়কর সাক্ষাৎ বটে! তা আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

— জামস্কভোরেচিয়েতে, আপনার বোনের কাছে। উনি জানেন।

— দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি শহর দুমায় মিটিংয়ের কথা বলছিলেন... আসুন আগে ওখানে যাওয়া যাক।

— তা আপনার ইচ্ছা। যদি মিটিংয়ে চান তো মিটিংয়েই যাই।

রেড স্কোয়ারের কাছে একটি ইটের বাড়িতে তাঁরা এসে পৌঁছলেন। ভেতরে ঢুকলেন। মিটিং তখন শুরু হয়ে গেছে। ভাসিলি একটু এগিয়ে গেলেন এবং যে-লোকটি মিটিং আরম্ভ করে তাকে কানেকানে কী যেন বললেন। যখন ভাষণ দানরত বক্তা তাঁর কথা শেষ করলেন, ওই লোকটি জোরে বলল:

— এবার বলবেন কমরেড দের্জিনস্কি। তিনি এই মাত্র বুতির্কি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন...

খবরটি আলোড়ন সৃষ্টি করল। দের্জিনস্কি তাঁর কয়েদী টুপিটি হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে মাথার উপরে তুললেন।

— কমরেডগণ! নাগরিকবৃন্দ! স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটেছে! — তিনি জোরে হাতটি নামালেন, যেন বাতাস কাটলেন।

ফেলিক্স গভীর রাতে বোনের কাছে এলেন। বোন ইয়াদ্‌ভিগা থাকতেন জামস্কভোরেচিয়ের এক নিভৃত গলিতে, ছোট্ট একটি ঘরে।

শেষবার ইয়াদভিগা ভাইকে দেখেন গত বসন্তে। মস্কোর এক আদালত কক্ষে। তখন তাঁকে ছ'বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইয়াদভিগা রায় শুনে খুব কেঁদেছিলেন। আর ফেলিক্স তখন ছিলেন ভীষণ বিবর্ণ আর ক্লান্ত...

এবার তিনি ঘরে। ইয়াদভিগা ভাইয়ের অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত, ভাবলেন — ওকে হয়তো জেল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় নি। ফেলিক্স তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ধূসর বর্ণের কয়েদী আলখাল্লা পরে, মাথায় কাপড়ের কয়েদী টুপি, বুকে লাল ফিতা। চোখমুখ আনন্দে উজ্জ্বল।

— ব্যস, আমি এবার ফিরলাম, — বোনকে আলিঙ্গন ক'রে বলেন তিনি।

এই প্রথম রাতে পুরনো সোফায় পা লম্বা ক'রে সোজা হয়ে শুতে কী মহাসুখই না অনুভব করেন ফেলিক্স; পান বিছানার তুষারশুভ্র চাদরের ঘ্রাণ। কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না তিনি, — ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজিত। তিনি রোমন্থন করেন অতীত স্মৃতি...

তাঁর এখনও চল্লিশ হয় নি। এর মধ্যে বাইশ বছর তিনি দিয়েছেন বিপ্লবে, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে — যদি অবশ্য সেই দিন থেকে গণনা করা হয়, যেদিন ভিলনোয় জিমন্যাসিয়াম ছাত্ররা শপথ গ্রহণ করে... ফেলিক্স মৃদু হাসলেন: সে কত কাল আগের ঘটনা!

তাঁর জীবনের এগারোটি বছর অতিবাহিত হয় জেলে, নির্বাসনে, সশ্রম কারাবাসে। ছয় বার গ্রেপ্তার, তিনবার পলায়ন। এরূপই হচ্ছে বিপ্লবীর জীবনী... এবং প্রতিবারই জেলখানার নিস্তব্ধতা যাতে এমনকি পোকা-মাকড়ের চলারও শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এবং স্বাধীনতার

জন্য, আত্মীয়স্বজনকে দেখার জন্য মনের সে কী ভীষণ ব্যাকুলতা...

কিন্তু ফেলিক্সের চোখে ঘুম এলই না। পাশ ফিরতেই সোফার ভেতরের স্প্রিং ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। তা তাঁকে কেন যেন বেড়ির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। শেষ দু'টি বছর তিনি মস্কো ও ওরিওলে সশ্রম কারাবাসে কাটিয়েছেন বেড়ি পরা অবস্থায়। দু'টি বছর!.. অতি সম্প্রতি বেড়ি খোলা হয়েছে, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। বেড়ির নিচে ঘা হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য বেড়ি খোলা হয় নি। সশ্রম কারাবাসে যাওয়ার জন্য সুদূর পথ অতিক্রম করার কথা ছিল দের্জিনস্কির, এবং বেড়ি পরা অবস্থায় তিনি এত দূর যেতেই পারতেন না। তাছাড়া পায়ে-চালানো সেলাই মেশিনে কাজ করতেও বাধা দিত এই বেড়িগুলি। বুতির্কি জেলের কর্মশালা পেল সামরিক ফরমায়েশ — বন্দীরা সৈনিকদের পোশাক সেলাই করবে। জেল পরিচালকের দাবি, কয়েদীরা যেন প্রতিদিন নির্ধারিত পরিমাণ কাজ শেষ করে। কিন্তু বেড়িগুলি নিয়েই যত ঝামেলা... অদ্ভুত: বেড়ি নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষের দেহের উষ্ণতা শোষণ করে, অথচ সর্বদাই ঠাণ্ডা থাকে...

ভোরের দিকে ফেলিক্সের ঘুম এল — তখন ফর্শা হতে শুরু করেছে। ফের তিনি স্বপ্ন-কল্পনায় ডুবে গেলেন। সামনে তাঁর অন্তহীন প্রান্তর, প্রশস্ত আকাশ এবং অনেক-অনেক ফুল। তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে চলেছেন উদার সূর্যের রশ্মিস্নাত পৃথিবীর উপর দিয়ে। আর হৃদয়-মন-প্রাণ কী প্রফুল্ল, কী আলোকিত...

২

জেল খেটে খেটে শক্তি ক্ষয়ে গেছে দের্জিনস্কির। তিনি কয়েকদিন অসুস্থ থাকেন। পরে তাঁকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য।

তবে বেশি দিন বিশ্রাম করলেন না দের্জিনস্কি — তাঁর সহ্য হল না। ফের শুরু হল মিটিং, সভা, নিদ্রাহীন রাত, অভাব-অনটনের জীবন...

মার্চ চলে গেল। দেখতে দেখতে এপ্রিলেরও অর্ধেক কেটে গেল। সুইজারল্যান্ড থেকে পেত্রগ্রাদে* প্রত্যাবর্তন করলেন লেনিন। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল নিখিল রাশিয়া পার্টি সম্মেলনের প্রস্তুতি। এতে মস্কোর প্রতিনিধিদলে দের্জিনস্কিও সদস্য নির্বাচিত হন। এখানে ফেলিক্স দের্জিনস্কি আবার লেনিনের সঙ্গে মিলিত হলেন, — মিলিত হলেন যাতে আর তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটে।

কেবল কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি ওরেনবুর্গ অঞ্চলে চলে যান স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে। ডাক্তাররাই তাঁকে যেতে বলেন — তাঁর দুর্বল ফুসফুসের জন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হন।

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ পেত্রগ্রাদ ফিরলেন জুলাই মাসে। এ সময়ের মধ্যে রাজধানীতে বড় বড় ঘটনা ঘটে যায় — মাথা চাড়া দিয়ে উঠল প্রতিবিপ্লবীরা। লেনিনকে আত্মগোপন করে থাকতে হয় — কেরেনস্কির অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করে। গোয়েন্দারা তাঁকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়। ওরা ভীষণ ক্ষেপে ছিল: সংবাদপত্রে হামেশাই লেনিনের প্রবন্ধাদি ছাপা হয়। তার মানে, তিনি কাছে কোথাও রয়েছেন। কিন্তু ঠিক কোথায়?

ওরেনবুর্গের স্তেপাঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই দের্জিনস্কি লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইয়াকভ মিখাইলোভিচ স্ভের্দলভ — তিনি আগেও রাজলিভ-এ গেছেন, পথঘাট এবং লোকেদের চেনেন।

সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে তাঁরা প্রিমোর্স্কি স্টেশনে ট্রেনে বসলেন এবং নামলেন রাজলিভ-এ। সরু পথ ধরে তাঁরা গ্রাম পেরিয়ে গিয়ে থামলেন নলখাগড়ায় ভরা হ্রদের ধারে ছোট্ট একটি বাড়ির কাছে। তাঁদের দেখা হল এক তরুণী মহিলার সঙ্গে। ইয়াকভ স্ভের্দলভকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললেন, তবে দের্জিনস্কির দিকে তাকালেন সতর্ক দৃষ্টিতে।

— নিজের, উনি নিজের লোক, — তাঁকে আশ্বস্ত করেন স্ভের্দলভ।

মহিলাটি তাঁদের হ্রদে নিয়ে যান। কাছেই একটা নৌকা বাঁধা ছিল। তাঁরা দু'জনে ওতে বসলেন। ফেলিক্স বোটে মারতে লাগলেন। প্রথমে

---

* ১৯১৪ সাল থেকে পিটার্সবুর্গ এই নামে অভিহিত। — সম্পাঃ

তাঁরা চললেন তীর বরাবর, আর পরে অন্য পারে পাড়ি দিলেন। নৌকাটি নিচু তীরে পেঁাছে ঘন ঘাসের মধ্যে আটকে গেল।

ঝোপের ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলেন। অমায়িকভাবে তিনি অভিবাদন জানালেন স্‌ভের্দলভ আর দের্জিনস্কিকে।

— আমি অনেকখন আপনাকে দেখছি, ইয়াকভ মিখাইলোভিচ। প্রথমে চিনতে পারি নি, ভাবলাম অসময়ে এ আবার কে আসছে?.. চলুন তাহলে, আপনাদের দেখলে ভ্লাদিমির ইলিচ খুশিই হবেন।

লোকটির নাম ছিল ইয়েমেলিয়ানোভ। বলশেভিক।

কয়েক মিনিট বাদে তাঁরা পেঁাছলেন ছোট্ট একটি ঝুপড়ির কাছে — চারি পাশে ঘন ঝোপঝাড়। অদূরেই এক ঘাসুড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে তার কাস্তে ধারাল করছে। সে তাঁদের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

— এসে গেছি...

দের্জিনস্কি চারিদিকে চেয়ে দেখলেন — তা লেনিন কোথায়? সবিস্ময়ে তিনি তাকালেন স্‌ভের্দলভের দিকে। স্‌ভের্দলভ হেসে ফেলেন।

— দারুণ কন্সপিরেসি তো! — দের্জিনস্কিকে নিয়ে লেনিন তামাসা করছেন বুঝতে পেরে তিনি বললেন।

নিরব ঘাসুড়ে ফের তাকাল এবং সেও হেসে ফেলল। কেবল তখনই দের্জিনস্কি ধরতে পারলেন এই ঘাসুড়েই লেনিন। তিনি দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন, মাথায় পরেছেন পরচুলা — একেবারে চেনাই যাচ্ছে না।

— আমি কিন্তু আপনাকে এখানে দেখব বলে ভাবি নি, ইউসেফ! সেই জন্য বেশি আনন্দিত হয়েছি। কবে এলেন? দেখছি বিশ্রামে বেশ ফল হয়েছে। তাহলে বলুন কী কী দেখেছেন...

অনেক কথা হল — একেবারে সন্ধ্যে অবধি। ভ্লাদিমির ইলিচ অনেককিছু জিজ্ঞেস করেন, মন দিয়ে শুনেন, নিজেও বলেন। একটি বিষয়ে তিনি বেশ কয়েকবার ফেরেন — এ বিষয়টি তাঁকে সম্ভবত বিশেষ চিন্তিত করে।

— এখন আর বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ,

আমি আপনাদের বলছি! জনতাকে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করা দরকার। বিদ্রোহের দিন ঘনিয়ে আসছে...

অন্ধকার হয়ে এলে স্‌ভের্দলভ আর দের্জিনস্কি যাওয়ার জন্য উঠলেন। লেনিন তাঁদের তীর অবধি পৌঁছে দিতে চান, কিন্তু ইয়েমেলিয়ানোভ আপত্তি জানালেন: না, বাইরের লোক দেখে ফেলতে পারে।

ঝুপড়ির কাছেই বিদায় নিলেন তাঁরা। লেনিন তাঁদের সঙ্গে সাথীদের নামে কয়েকটি চিঠি পাঠালেন। নাদেজ্‌দা কনস্তান্তিনোভনাকেও* একখানি চিঠি লিখলেন।

— আর এটা সংবাদপত্রে অবশ্যই ছাপাতে হবে, — ভ্লাদিমির ইলিচ খুব ছোট-ছোট অক্ষরে লেখা কয়েকটি কাগজ ছিঁড়ে দিলেন নোট-বই থেকে। — অবশ্যই ছাপাবেন এবং সত্বর! এ হচ্ছে জুলাই ঘটনাবলির সরকারী তদন্ত সম্পর্কে আমাদের জবাব। জঘন্য কুৎসা রটিয়েদের ছাড়লে চলবে না। জনতার সামনে ওদের চাবকানো উচিত। দয়ামায়া না করে চাবকানো উচিত!..

অচিরেই উদ্বোধিত হল পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেস। লেনিন তাতে অনুপস্থিত ছিলেন। আলোচ্য প্রধান প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি ছিল — লেনিনকে কি আদালতে হাজির হতে হবে?

বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন দের্জিনস্কি।

— আমি কেবল দু'টি কথাই বলব, — বলেন তিনি। — কমরেডগণ, আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমারও মনের কথা প্রকাশ করেছেন। আমাদের পরিষ্কার ও সরাসরিভাবে বলা উচিত — যাঁরা লেনিনকে আত্মগোপন করে থাকতে বলেছেন তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন। যে বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যম শ্রমিকদের একতা নষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে তাদের উচিত জবাব দেওয়া দরকার! সঙ্গীসাথীদের আমাদের বোঝাতে হবে যে অস্থায়ী সরকার এবং বুর্জোয়াদের আমরা বিশ্বাস করি না, আমরা লেনিনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব না...

পার্টি কংগ্রেস আদালতে লেনিনের হাজির না হওয়ার পক্ষেই মত প্রকাশ করল।

---

* নাদেজ্‌দা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়া — লেনিনের স্ত্রী ও সহসংগ্রামী। — সম্পাঃ

ভ্লাদিমির ইলিচ আত্মগোপন করেই থাকলেন। পুরোদমে চলতে থাকে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি — এর নেতৃত্ব দেন স্বয়ং লেনিন। কিন্তু পেত্রগ্রাদের বাইরে থেকে কর্ম পরিচালনা করা কঠিন ছিল। অক্টোবরের গোড়াতে লেনিন পেত্রগ্রাদে ফিরে আসেন এবং কয়েক দিন পরে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে অংশ নেন।

— তাড়াতাড়ি হল না? — লেনিনের সঙ্গে করমর্দন করে জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি। লেনিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় গুপ্ত ফ্ল্যাটের দরজায়।

— কী তাড়াতাড়ি — বিপ্লব? — যেন বুঝতে পারেন নি এমন ভান করে তামাসা করেন লেনিন।

— আরে না, আমি ও ব্যাপারে বলছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার শহরে আসাটা তাড়াতাড়ি হল না?

— এখন দেখুন, দেরি না হলেই হল, — ফের হেসে ফেলেন লেনিন।

রাশিয়ার সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে আলোচিত হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। প্রশ্নটি ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের বিষয়ে।

টেবিল ঘিরে বসে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির বারো জন সদস্য, এবং কেবল দু'জনই লেনিনের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। অধিবেশন চলে সকাল অবধি। লেনিন তাঁর খসড়া সিদ্ধান্তটি পেশ করেন — ওটা তিনি জায়গাতে বসেই লিখে ফেলেন:

'...সশস্ত্র বিদ্রোহ এখন অপরিহার্য এবং সময়োচিত গণ্য করে কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টির সমস্ত সংস্থাকে এই নির্দেশ দিচ্ছে যে তারা যেন উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে এবং এরই দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত জরুরী প্রশ্ন আলোচনা ও মীমাংসা করে...'

দের্জিনস্কি বসেন লেনিনের ঠিক উল্টো দিকে, টেবিলের অন্য ধারে। তিনি লেনিনের মুখের ভাব লক্ষ্য করেন। তা যেন কঠোর হয়ে ওঠে, চোখগুলি আরও বেশি কুঁচকে যায়। লেনিন পড়েন ধীরে ধীরে, স্বচ্ছন্দভাবে, হাত নেড়ে নেড়ে, যেন বিশেষ প্রয়োজনীয় আর গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলিতে জোর দিচ্ছেন।

কে যেন বলল:

— ভোটাভোটি হয়ে যাক!

প্রায় সবাই হাত তুললেন। কেবল দু'জনই লেনিনের প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। তাঁরা — কামেনেভ আর জিনোভিয়েভ।

সশস্ত্র বিদ্রোহ সংক্রান্ত প্রশ্নটি মীমাংসিত।

দের্জিনস্কি উঠে দাঁড়ালেন এবং বিদ্রোহের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানের জন্য লেনিনের পরিচালনাধীনে একটি ব্যুরো গড়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা যখন একে একে গুপ্ত ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন গুঁড়ি গুঁড়ি ঠান্ডা বৃষ্টি পড়ছিল। দের্জিনস্কি লেনিনের সঙ্গেই বেরলেন, এবং একটু এগিয়ে গিয়ে চারিদিক দেখে নিলেন — নেভা তীরের সড়কটি সম্পূর্ণ নির্জন। লেনিনকে বেশ দূরে যেতে হবে। তাঁর গায়ে কেবল সাধারণ একটি কোট, নদী থেকে প্রবাহিত ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটায় তিনি একেবারে জড়সড় হয়ে গেছেন। দের্জিনস্কি নিজের গা থেকে বর্ষাতিটি খুলে লেনিনের কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। লেনিন আপত্তি তুললেন, কিন্তু দের্জিনস্কি ছাড়ার পাত্র নন:

— রেইনকোটটি পরে নিন, নতুবা আমি আপনায় ছাড়ব না। এখন থেকে আমিই আপনার দেহরক্ষী হব।.

— আচ্ছা, তাই যদি হয়... — লেনিন বর্ষাতিটি পরে নিলেন। — আপনি বরং বিপ্লবেরই দেহরক্ষী হোন। হ্যাঁ জানেন, আমার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। — গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। — আপনি তো গুপ্ত আন্দোলনে প্ররোচকদের সঙ্গে সংগ্রামে একটি দলের নেতা ছিলেন, তাই না?

— হ্যাঁ, ঠিকই। তবে আমরা এর নাম রাখি প্ররোচনা তদন্তকারী কমিশন।

— তাহলে আমি মনে করি, আমি ঠিকই ভেবেছি আপনাকে কী নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। তবে সে কথা পরে হবে। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। মনে আছে, প্যারিসে... — কিছুক্ষণ নিরব থেকে আরম্ভ করলেন লেনিন।

ফ্রান্সে তাঁদের শেষ সাক্ষাতের কথা তাঁরা স্মরণ করলেন। অধিবেশনের পরে লেনিন ইউসেফকে মারি-রোজ স্ট্রিটে নিজের বাড়িতে

নিয়ে যান। রান্নাঘরে বসে চা খান, নানা বিষয়ে কথা বলেন, ঠাট্টা-তামাসা এবং তর্ক করেন।

সহালাপীর কথা মন দিয়ে শোনার অতি বিস্ময়কর দক্ষতা ছিল লেনিনের...

প্যারিসে অতিবাহিত দিনগুলি তাঁদের উভয়েরই কাছে বিশেষ স্মরণীয়। দের্জিনস্কিকে অচিরেই ফ্রান্স ছেড়ে চলে যেতে হয় — ক্রাকোভে জরুরী কাজ ছিল। লেনিন নিজেই তাঁকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেন। পার্টির অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে ভ্লাদিমির ইলিচের প্রতিবেদনটি তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ সারা রাত বসে তা নকল করেছেন।

এখন রাতের পেত্রগ্রাদের রাস্তায় তিনি লেনিনের কাছে গল্প করলেন কীভাবে ওই প্রতিবেদনটি সযত্নে টিকিয়ে রাখেন।

দের্জিনস্কি লেনিনকে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন। লেনিন তাঁকে বর্ষাতিটি ফিরিয়ে দেন, গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করেন, যেন নিরবভাবে তিনি ইউসেফকে সমস্তকিছুর জন্য কৃতজ্ঞা জানান — যত্নের জন্য, কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে দৃঢ় সমর্থনের জন্য।

দের্জিনস্কি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরে ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ না শুনলেন, ততক্ষণ অপেক্ষা করলেন, তারপর বর্ষাতিটি পরে অন্ধকার রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

১৬ই অক্টোবর ফের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন বসে। আবারও সেই একই প্রশ্ন — সশস্ত্র বিদ্রোহ। এবার তাতে ছিল পেত্রগ্রাদের বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিক, পরিবহনকর্মী, নানা অঞ্চলের প্রতিনিধিরা। গ্রেপ্তার হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও লেনিন আবার অধিবেশনে এলেন।

সবাই সমবেত হল পাশাপাশি দুটি কামরায় — মাঝখানের দরজাটি খোলা রাখা হয়। চেয়ারে কুললো না, তাই অধিবেশনের অধিকাংশ অংশগ্রহণকারীই খবরকাগজ বিছিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল। দুই কামরার জন্য কেবল একটি আলোই জ্বলছিল। কামরার কোণগুলি ডুবে ছিল গভীর অন্ধকারে।

অধিবেশন পরিচালনা করেন ইয়াকভ মিখাইলোভিচ স্ভের্দলভ।

উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় সবাই সশস্ত্র বিদ্রোহে সম্মতি জানায়। কেবল ওই দু'জনই — জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ আবার এই প্রস্তাবের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অধিবেশন শেষ হওয়ার পর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দানের জন্য একটি সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি গঠন করেন। তাতে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কিও থাকেন। এটা ছিল লেনিনের প্রস্তাব। ফেলিক্স ভাবলেন: 'সেদিন অধিবেশন থেকে ফেরার সময় ভ্লাদিমির ইলিচ কি তাহলে এ বিষয়েই বলছিলেন না?'

সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হতে অল্প কয়েকদিন বাকি ছিল। কিন্তু হঠাৎ ঘটনা প্রবাহ এমন মোড় নিল যে বিদ্রোহের সমস্ত প্রস্তুতিই অল্পের জন্য ভেস্তে যায় নি: জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ পেত্রগ্রাদের 'নব জীবন'* সংবাদপত্রের মাধ্যমে সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যাপারটি ফাঁশ করে দেন। এ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা, বেইমানী। লেনিন এঁদের এরূপ আচরণের তীব্র নিন্দা করেন।

৩

বিদ্রোহের আগে গঠিত সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির হেড কোয়ার্টার নির্বাচিত হল স্মোলনি ইনস্টিটিউট। এখান থেকেই পরিচালিত হয় অক্টোবরের সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

কাঁধে ওভারকোট ঝুলিয়ে এখানেই একটি কামরায় বসে ছিলেন দের্জিনস্কি। তাতে প্রচুর লোকজন, প্রচণ্ড সোরগোল। অনেকগুলি নিদ্রাহীন রাত কাটানোর পর ফেলিক্সের চোখদুটি লাল হয়ে আছে। সর্বত্রই লোকের ভিড়, ঠেলাঠেলি, সিগারেটের ধোঁয়া। প্রত্যেকেই এখানে আসছে নিজ নিজ জরুরী কাজে। লোকের কণ্ঠ, টাইপ রাইটারের শব্দ, অস্ত্রশস্ত্রের খট-খট ঝন-ঝন আওয়াজ এবং টেলিফোনের ঘণ্টি

---

* 'নব জীবন' — পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত মেনশেভিক ধারার সংবাদপত্র। বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক প্রচার কার্যে লিপ্ত থাকে। পরে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। — সম্পাঃ

মিলে একাকার হয়ে যায়। তবে সেই সঙ্গে এখানে ছিল কঠোর শৃঙ্খলা: প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত।

অভ্যুত্থিত সমগ্র পেত্রগ্রাদ শহর সহস্র সূত্রে সংযুক্ত ছিল স্মোলনির সঙ্গে, বিপ্লবের হেড কোয়ার্টারের সঙ্গে।

এল যুদ্ধ জাহাজ 'দিয়ানা' এবং আরও কোন্ জাহাজের নাবিকরা। তারা এল অস্ত্রশস্ত্র এবং সলাপরামর্শ লাভের জন্য। সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির সভাপতি পদ্ভইস্কি স্মোলনিতে ছিলেন না। নাবিকদের সঙ্গে দেখা করেন দের্জিনস্কি। তারা জানায় যে সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির আবেদন অনুসারে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক হাজার দুশো জন সশস্ত্র নাবিক এসে পৌঁছুচ্ছে।

— এক হাজার দুশো! — বিস্মিত ও আনন্দিত হন দের্জিনস্কি। — আমরা তো হাজার খানেক হলেই খুশি থাকতাম।

নাবিকদের বিদায় জানিয়ে দের্জিনস্কি নিজের কাজের টেবিলে ফিরে এলেন, এবং বিপ্লবী কমিশনারদের নামে নির্দেশপত্র লিখতে লাগলেন — অস্ত্রাগারে, পিটার পল দুর্গে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে... সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির কমিশনারদের মধ্যে ছিলেন: জুতোনির্মাতা ফেলিক্স সেনিউতা, ধাতুকর্মী ইভান গাজা, নাবিক পাভলিন ভিনোগ্রাদভ আর আনাতলি জেলেজনিয়াকোভ। এই জেলেজনিয়াকোভই পরে হন গৃহযুদ্ধের বীর।

বিদ্রোহের দিনগুলির কথা চিরকাল দের্জিনস্কির মনে থাকে: বিপ্লবের হেড কোয়ার্টারে পরিণত স্মোলনি ইনস্টিটিউট, সশস্ত্র জনতা, রাস্তাঘাটে গোলাগুলি আর বৃষ্টি, লেনিনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ও কথাবার্তা... সবই তাঁর স্পষ্ট মনে থাকে। তবে সময় কেবল অতি দ্রুত বয়ে যায়।

এ হয়তো এই জন্যে যে দৈনন্দিন কাজে কোন বিরতি ছিল না। দের্জিনস্কি রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করেছেন। মনে হয়েছিল যে এত পরিশ্রমের পরও তাঁর স্বাস্থ্যহানি হবে না। কিন্তু তা কেবল মনেই হয়েছিল।

কাজ চলতে থাকে পুরোদমে। সমস্ত প্রশ্নে নেওয়া হয় দ্রুত সিদ্ধান্ত। এর উপরই নির্ভর করে বিপ্লবের অদৃষ্ট।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয় প্রলেতারিয়েত। নাবিকদের বৈপ্লবিক

কমিটির প্রয়োজন আটশোটি বন্দুক, পনেরোটি রিভলভার, গোলাগুলি। দের্জিনস্কি হাতে নির্দেশ লেখেন, টাইপ করতে গেলে হয়তো সময়ে কুলোবে না।

একই সঙ্গে তিনি ছিলেন স্মোলনির তত্ত্বাবধায়ক। কাজ প্রচুর: সর্বাগ্রে শৃঙ্খলা আনতে হবে। আগে এখানে ছিল অভিজাত মেয়েদের ইনস্টিটিউট। স্মোলনির নিচের তলায় এখনও থাকে জনা কয়েক শিক্ষিকা, চাকর-বাকর, কিছু ভবঘুরে মেয়ে, আনাগোনা করে সামরিক কলেজের ছাত্ররা। আর কে-ই বা জানে, ওরা কারা? তাছাড়া মেশিনগান জোগাড় করতে হবে। কোথায়? চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী পাহারা বসাতে হবে। সমস্তকিছুই তাঁকে একা করতে হবে, এবং করতে হবে অনতিবিলম্বে।

ততক্ষণে রাজধানীর সমস্ত লালরক্ষী বাহিনীকে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়। এটাও ছিল দের্জিনস্কির নির্দেশ। স্মোলনিতে দু'হাজার লালরক্ষী আনা হল — প্রধান গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করার উদ্দেশ্যে।

২৪শে অক্টোবর সকাল বেলা দের্জিনস্কি একদল লালরক্ষী নিয়ে সংগ্রামী কর্তব্য পালনে বেরলেন। কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকেই দিল সেণ্ট্রেল টেলিগ্রাফ আর টেলিফোন স্টেশন অধিকার করার ভার। সন্ধ্যের দিকে সে কাজ সম্পন্ন হল।

ভ্লাদিমির ইলিচ তখনও আত্মগোপন করে আছেন। তিনি দাবি করেন, তাঁকে যেন সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে অবগত করা হয়।

লেনিন ছিলেন ভীষণ উদ্বিগ্ন। তিনি গুপ্ত ফ্ল্যাট পরিত্যাগ করলেন। রাস্তায় সৈনিক পাহারা এড়িয়ে ভ্লাদিমির ইলিচ গভীর রাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে স্মোলনিতে এসে হাজির হলেন।

লেনিনকে চেনা অসম্ভব ছিল: মাথায় পরচুলা, দাড়িগোঁফ কামানো, গাল উলের স্কার্ফ দিয়ে বাঁধা... লেনিন এতই চিন্তিত ছিলেন যে ভুলে গিয়ে টুপির সঙ্গে পরচুলাও খুলে ফেলেন।

একমাত্র তখনই সবাই ভ্লাদিমির ইলিচকে চিনতে পারল। তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল এবং সবাই তাঁর ভুলের জন্য হেসে উঠল। লেনিন বিরতভাবে পরচুলার দিকে তাকালেন এবং সবার সঙ্গে নিজেও হেসে ফেললেন। হাত নেড়ে বলেন:

— যাক গে, এখন আর কন্সপিরেসির সময় নেই...

পরচুলা সমেত টুপিটি ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়ে তিনি চলে গেলেন তাঁর জন্য নির্ধারিত কামরায়। দরজায় এরই মধ্যে পাহারা দিচ্ছিল এক নৌ-সৈনিক। দের্জিনস্কিই আগে থেকে পাহারার বন্দোবস্ত করেন।

রাত্রে ওভারকোট আর ফৌজী টুপি পরে একটি রিভলভার নিয়ে জনা কয়েক লালরক্ষীর সঙ্গে দের্জিনস্কি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁর মন মুহূর্তের জন্যও শান্ত ছিল না। যেখানে লড়াই সেখানেই তিনি ছোটেন: কী ঘটছে তা তাঁর জানা চাই, দেখা চাই...

বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতও হচ্ছে। কনকনে দমকা হাওয়া এসে লাগছে মুখে। নেভস্কি সরণির দিক থেকে একটানা গুলির আওয়াজ ভেসে আসে। সশস্ত্র লোক ভর্তি একটি ট্রাকে উঠে পড়েন দের্জিনস্কি। কেউ যেন তাঁকে হাত বাড়িয়ে সাহায্য করে... অক্টোবর রাতে আলোকোজ্জ্বল স্মোলনি ভবন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ভাসমান জাহাজের মত দেখাল।

স্মোলনিতে ফিরে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ সঙ্গে সঙ্গে লেনিনের কাছে গেলেন। সুখবর! অভ্যুত্থান সাফল্যের সঙ্গে চলেছে।

এবার সব জায়গা থেকে খবর আসতে থাকে। রাত একটা পঁচিশে প্রধান ডাকঘর অধিকৃত হয়েছে। দুটোর সময় নিকোলায়েভস্কি রেল স্টেশন। সকাল ছ'টায় — রাষ্ট্রীয় কোষাগার ভবন। সাতটায় নেভা নদীর শেষ সেতুটিও ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে...

ভোরের দিকে রাজধানীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান বিদ্রোহীদের হাতে চলে আসে। কেবল শীত প্রাসাদই টিকে ছিল। ওখানে নাকি জড় হয় অস্থায়ী সরকারের অনুগত আটশো সৈনিক।

ফর্শা হওয়ার আগে লেনিন বঞ্চ্-ব্রুয়েভিচের বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু ঘুমোলেন না — বসে বসে লিখলেন। রচনা করলেন বিশ্বের প্রথম শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের প্রথম ডিক্রিগুলি। সামান্য বেলা হলে ক্লান্ত লেনিন আবার স্মোলনিতে ফিরলেন। আনন্দোজ্জ্বল তাঁর মুখ।

— আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম দিন — অভিনন্দন নিন, কমরেডগণ! — বড় একটি ঘরে প্রবেশ করার সময় বলে উঠলেন

ভ্লাদিমির ইলিচ। ওখানে তখনও কাজ চলছে। কেবল জনা দশেক লালরক্ষী ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে আছে মেঝেতে।

লেনিন লিখলেন 'রাশিয়ার নাগরিকদের প্রতি' আবেদন। দেজির্নস্কি তা সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেন সত্বর মুদ্রণের জন্য।

২৫শে অক্টোবর বিকেলবেলা 'অরোরা' যুদ্ধ জাহাজের কামান গর্জন করে উঠল — শুরু হল শীত প্রাসাদ আক্রমণ। অচিরেই স্মোলনিতে উদ্বোধিত হয় সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেস। ভোর চারটার দিকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জানানো হল: লালরক্ষী বাহিনীর লোকেরা শীত প্রাসাদ দখল করেছে। অস্থায়ী সরকার গ্রেপ্তার। বিপ্লব বিজয় লাভ করল!

স্মোলনি ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে লেনিন প্রবেশ করতেই তুমুল হর্ষধ্বনি আরম্ভ হল। তিনি অনেকখন তাঁর বক্তৃতা শুরু করতে পারেন নি।

কংগ্রেসের অধিবেশনে দেজির্নস্কিও ভাষণ দেন। তিনি বলেন:

— আমরা জানি যে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামরত প্রলেতারিয়েতই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যা দুনিয়াকে মুক্ত করতে পারে...

নতুন শাসন ক্ষমতার বয়েস যখন কুল্লে দু'দিন, সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটিতে এক চক্রান্তের খবর পেঁছিল। জানা গেল যে কেরেনস্কির আহ্বানে সাড়া দিয়ে জার বাহিনীর জেনারেল ক্রাসনোভ রণাঙ্গন থেকে অভ্যুত্থিত রাজধানী অভিমুখে তাঁর সৈন্য পরিচালনা করছেন। তিনি গাৎচিনা অধিকার ক'রে নেন এবং খুব বাহাদুরি ক'রে বলেন যে শিগগিরই পেত্রগ্রাদে এসে তাঁর নিয়মশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর তখনও অগঠিত প্রতিবিপ্লব এরই মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, প্রস্তুত হল জেনারেল ক্রাসনোভকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য।

সবকিছু ঘটতে থাকে অতি দ্রুত। ক্শেসিনস্কায়া প্রাসাদের কাছে প্রহরারত লালরক্ষীরা সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করল। পরে দেখা গেল ও হচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ব্রুদেরের। তার পকেটে ছিল পলকোভনিকোভের আদেশ। পলকোভনিকোভ এই কিছুকাল আগেও ছিল পেত্রগ্রাদ

সামরিক এলাকার অধিনায়ক। সমস্ত সামরিক কলেজের ছাত্র এবং গেওর্গি রক্ষী বাহিনীর সৈন্যদের সে সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে হুকুম দেয়।

বন্দীকে স্মোলনিতে নিয়ে আসা হল। ব্রুদেরের খুব দেমাক দেখায়, প্রশ্নের জবাব দেয় না। তবে তার স্বীকৃতি ছাড়াই পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রতিবিপ্লবীরা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

নতুন শাসনের হাতে প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এ দায়িত্ব যেন আপনা-আপনিই পড়ল গিয়ে সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটি এবং স্বয়ং দের্জিনস্কির উপর।

সে ছিল রুশ প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সংঘর্ষ। এধরনের কাজে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না — যদি অবশ্য জার নিরাপত্তা বিভাগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, গুপ্ত আন্দোলন রক্ষার্থে প্ররোচকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ধরা না হয়।

প্রতিবিপ্লব কিছুতেই আত্মসমর্পণ করল না। অক্টোবর বিপ্লবের বিজয়ে এবং ক্রাসনোভের অভিযানের অসাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে তা শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। তখন সত্যিই দের্জিনস্কিকে হতে হল বিপ্লবের দেহরক্ষী!

সর্বত্রই কাজ কাজ আর কাজ — কাজের কোন শেষ ছিল না। দের্জিনস্কির উপর ন্যস্ত হয় আরও অনেক নতুন নতুন দায়িত্ব। তিনি বিনা বাধায় তা গ্রহণ করেন। বিপ্লবের সপ্তাহ তিনেক পরে তিনি নির্বাচিত হলেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন কমিশনার পরিষদের সদস্য।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জন কমিশনার পরিষদের নতুন সদস্যরা — দের্জিনস্কি, পেত্রভস্কি, উরিৎস্কি — কর্মস্থলে রওয়ানা দিলেন। এসে দেখেন দরজা-জানলা সব বন্ধ। ঘণ্টা বাজালেন, অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলেন, কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। শেষপর্যন্ত কাঁচের দরজার অপর পাশে এক দারোয়ানের উদয় হল। সদস্যবৃন্দ কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে জন কমিশনার পরিষদ প্রদত্ত নির্দেশ পত্রগুলি দেখালেন, কিন্তু দারোয়ান নড়লই না।

— খোলা বারণ! — জেদী অভ্যাগতদের দিকে উদাসীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চিৎকার করে উঠল। ভারী দরজার ভেতর দিয়ে কোন রকমে শোনা গেল তার গলা।

ফিটফাট পোশাক পরিহিত বুড়োটি দাঁড়িয়েই আছে। দাড়িওয়ালা, হাবভাবে বেশ ব্যক্তিত্বও রয়েছে। সৃষ্টি হল এক হর্ষ-বিষাদ মিশ্রিত পরিস্থিতি। ফেলিক্স ধৈর্যচ্যুত হতে লাগলেন, আর উরিৎস্কি হাসতে আরম্ভ করলেন। দারোয়ান ভীষণ ভাবনায় পড়ল: খুলবে কি খুলবে না। সে চাবি নিয়ে এল, ফের একটু ভাবল এবং শেষপর্যন্ত দরজা খুলে দিল। তবে সে বলল, কোনকিছু হলে 'বাবুরা' যেন তাকে উপরওয়ালাদের হাত থেকে বাঁচান। তার সামনে উপস্থিত পরিষদ সদস্যদের সে উপরওয়ালা বলে গণ্য করল না।

বিরাট ভবনে টেবিল, আলমারি, নির্জন কামরা সবই বন্ধ।

দিন দুয়েক বাদে আসতে থাকে কর্মচারীরা — চৌকিদার, জমাদার, কেরানি প্রভৃতি। কিন্তু তাদের দিয়ে কোন কাজ হবার নয়। পরিষদের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করেন। এমনকি তাঁদের দুপুরের খাওয়ার সময়ও জুটে না।

বুড়ো দারোয়ান লোকটি দেখা গেল বেশ মিশুকে। সে অনেক সাহায্যও করল। অন্তত প্রথম দিকে সে-ই ছিল পুরনো মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রতিনিধি: দেখিয়ে দিল কে কোথায় বসত, কী কাজ করত। প্রাক্তন মন্ত্রীদের নাম সে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করল, তাঁদের পদ ও উপাধি বলল...

সর্বত্র অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকে পুরনো প্রশাসনের কর্মচারী মহল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে গঠিত মিলিশিয়া বাহিনীতেও তা অনুভূত হয়। মিলিশিয়ায় জার পুলিশের অনেক কর্মচারী ছিল। তারা মোটেই সোভিয়েত ক্ষমতার পক্ষ সমর্থন করল না। এ ব্যাপারে দের্জিনস্কি বিশেষ আদেশ জারি করলেন: 'মিলিশিয়ার যে-সমস্ত লোক সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য স্বীকারে নারাজ তাদের সবাইকে পদচ্যুত করা হোক।'

মনে হল, বিপ্লব শেষ। এ ছিল সবচেয়ে রক্তপাতহীন বিপ্লব। তা সম্পন্ন হয় প্রায় হতাহত ছাড়াই। কেবল শীত প্রাসাদ আক্রমণের সময়ই নৌ-সৈনিক আর লালরক্ষীদের ছ'জন লোক নিহত হয়। শহরে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে থাকে। কিন্তু প্রতিবিপ্লবীরা কিছুতেই আত্মসমর্পণ করবে না। সারা রাশিয়ায় তারা শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল, বিভিন্ন চক্রান্তে লিপ্ত হল, বিদ্রোহের উস্কানি দিতে থাকল। প্রজাতন্ত্রের

নেতৃবৃন্দকে তা উদ্বিগ্ন করল। তখন সোভিয়েত রাজের বয়স পুরো দু'মাসও নয়।

বিপ্লবের প্রথম দিনগুলি থেকেই জন কমিশনার পরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করেন পুরনো গুপ্ত-আন্দোলনকারী বঞ্চ্-ব্রুয়েভিচ। অতি শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোক তিনি। ডিসেম্বরের এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় তিনি লেনিনের সঙ্গে তাঁর কাজের ঘরে বসে আছেন। বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ লেনিনকে আশঙ্কাজনক খবর দেন, প্রতিবিপ্লবীদের চক্রান্তের বিষয়ে বলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ মন দিয়ে শুনেন, চিন্তিত হন। চেয়ার ছেড়ে তিনি কামরায় পায়চারি আরম্ভ করেন। তারপর বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের সামনে দাঁড়ালেন।

— ভ্লাদিমির দ্মিত্রিয়েভিচ, সত্যিই কি আমরা এমন কোন লোক খুঁজে পাব না যিনি এই প্রতিবিপ্লবীদের দমন করতে পারেন?

— ভাবতে হবে, ভ্লাদিমির ইলিচ, — বলেন বঞ্চ-ব্রুয়েভিচ, — তবে তাঁকে কেবল সামাজিক অভিযোক্তা হলেই চলবে না, প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁকে নেতৃত্বও দিতে হবে।

— হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত, — বলেন ভ্লাদিমির ইলিচ। — আসুন ভাবা যাক...

অচিরেই জন কমিশনার পরিষদ অন্তর্ঘাতক আর প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিষয়ে দের্জিনস্কিকে প্রতিবেদন পেশ করতে অনুরোধ করল। অধিবেশনের দিনে ভ্লাদিমির ইলিচ একখানি চিঠি লিখে তাড়াতাড়ি দের্জিনস্কির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেনিন দের্জিনস্কিকে অনুরোধ করেন প্রতিবেদনে তিনি যেন তাঁর ব্যক্তিগত মতটিও বিবেচনা করে দেখেন।

'বুর্জোয়া সম্প্রদায় জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত রয়েছে। তারা সমাজের পরিত্যক্ত ব্যক্তি আর দুর্বৃত্তদের কেনে, ওদের মদ খাইয়ে মাতাল করে মারামারির উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়ার সমর্থকরা, বিশেষত যারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ব্যাঙ্কের কর্মী প্রভৃতি, অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালিয়েছে, ধর্মঘট আয়োজন করছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য — সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনে সরকার গৃহীত ব্যবস্থাদির ক্ষতি ঘটানো। এমনকি খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজেও অন্তর্ঘাত চলছে যার ফলে কোটি কোটি মানুষ অনাহারের সম্মুখীন হচ্ছে।'

লেনিনের চিঠিখানিই ছিল জন কমিশনার পরিষদের অধিবেশনে দের্জিনস্কি পঠিত প্রতিবেদনের ভিত্তি। প্রতিবিপ্লবী আর অন্তর্ঘাতকদের সঙ্গে সংগ্রাম বিষয়ক কমিশন গঠনের প্রশ্ন উঠলে ভ্লাদিমির ইলিচ বলেন:

— এখানেই আমাদের দরকার ভাল একজন প্রলেতারীয় গোয়েন্দা...

এরূপ 'প্রলেতারীয় গোয়েন্দাই' হলেন ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি। তাঁকেই নির্বাচিত করা হল প্রতিবিপ্লবী, অন্তর্ঘাতক আর চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিষয়ক নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সভাপতি। তা ঘটল অক্টোবর বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার বেয়াল্লিশ দিন পরে।

প্রথম দিকে জরুরী কমিশন বেশ সাধারণ কাজই সম্পাদন করে। তার ক্ষমতা ছিল সীমিত। তবে নতুন সমাজ ব্যবস্থার সবচেয়ে সক্রিয় শত্রুদের বিরুদ্ধে কমিশন যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করত, তার মধ্যে সম্ভবত উক্ত ব্যক্তিদের রেশন কার্ড থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

জরুরী কমিশনের দায়িত্বশীল কর্মীদের মধ্যে ছিলেন পেতের্স নামে এক তরুণ যুবক, ক্সেনোফোন্তভ, ওর্জানিকিদ্জে। তবে ওর্জানিকিদ্জে জরুরী কমিশনে কাজ আরম্ভ করার আগেই নতুন এক দায়িত্ব পেলেন।

কমিশনের সভাপতি পদে আসীন হওয়ার একদিন পরেই দের্জিনস্কি 'ইজভেস্তিয়া' সংবাদপত্রের সম্পাদনালয়ে মার্কিন সামরিক মিশনের প্রতিবিপ্লবমূলক চক্রান্তের বিষয়ে এক সংবাদ প্রেরণ করেন। সামরিক-বৈপ্লবিক কমিটির সদস্য পদে থাকার সময়ও এই ব্যাপারটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দের্জিনস্কি সহকর্মীদের ডেকে প্রবন্ধটি পড়তে দেন। দন অঞ্চলে জেনারেল কালেদিনের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে মার্কিন সামরিক মহলের অংশগ্রহণের বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধটির নাম ছিল — 'শেষ হুঁশিয়ারি'।

প্রবন্ধে বলা হয়: 'কিছু মিত্রপক্ষীয় অফিসার, মিত্রপক্ষীয় সামরিক মিশন আর দূতাবাসের সদস্যরা রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ জীবনে অতি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং বলাই বাহুল্য, তা জনগণের স্বপক্ষে নয়, প্রতিবিপ্লবমূলক সাম্রাজ্যবাদী কালেদিন-কাদেত শক্তিগুলির

পক্ষে। এই সব মহোদয়কে আমরা একাধিকবার সাবধান করে দিয়েছি। তবে মনে হচ্ছে, এখন শেষ হুঁশিয়ারির সময় এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কালেদিন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন, তাকে সাহায্য দেবার জন্য তাঁরা সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে রেড ক্রসের ট্রেন পাঠানোর ওজুহাতে মার্কিন অফিসার... ও তাঁদের দালালরা, রুশ অফিসাররা... সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে কালেদিনের সাহায্যে দন অঞ্চলে বেশকিছু মোটরগাড়ি এবং অন্যান্য বহু জিনিসপত্র প্রেরণের প্রয়াস পায়।

ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেওয়া হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র... বাজেয়াপ্ত কাগজপত্রে মিঃ ফ্রেন্সিসের (মার্কিন রাষ্ট্রদূতের) স্বাক্ষর রয়েছে। তাতে বলা হচ্ছে যে ট্রেনটি 'পেত্রগ্রাদ থেকে ইয়াসি' যাচ্ছে। এখন এই রহস্যময় ট্রেনটি কোথাও যাবে না। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ পেত্রগ্রাদে তা আটক করে রেখেছেন।'

এরপর প্রকাশিত হয় রাশিয়ার দক্ষিণে জেনারেল কালেদিনের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফ্রেন্সিস এবং তাঁর দেশের অন্যান্য প্রতিনিধিদের স্বরূপ উদ্ঘাটনকারী দলিলপত্র।

এর অল্পকাল পরেই রাশিয়ার প্রতিবিপ্লব ফের আঘাত হানার প্রয়াস চালায়। পয়লা জানুয়ারি সন্ত্রাসবাদীরা লেনিনকে হত্যার চেষ্টা করে।

বোন মারিয়া ইলিনিচনা এবং সুইজারল্যান্ড থেকে আগত এক কমরেড ফ্রিৎস্ প্লাটেন-এর সঙ্গে ভ্লাদিমির ইলিচ এক সভা থেকে ফিরছিলেন। হঠাৎ আশেপাশে কোথাও গুলির আওয়াজ শোনা গেল। গুলি এসে লাগল গাড়ির কাঁচে। রাস্তায় গুলির আঘাতের শব্দ শোনা গেল। ব্যাপারটি এত আকস্মিকভাবে ঘটল যে কেউ বুঝতেই পারল না কী হয়েছে। মারিয়া ইলিনিচনা বসেন ড্রাইভারের পাশে, তিনি জিজ্ঞেস করেন:

— এ কী? মনে হচ্ছে গুলি হচ্ছে...

ফ্রিৎস প্লাটেন মুহূর্তের মধ্যে ভ্লাদিমির ইলিচের মাথাটি হাত দিয়ে ঠেলে নুইয়ে দিলেন। ড্রাইভার জোরে গাড়িটি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথম গলিতেই ঢুকে পড়ল। গুলি চলা থামল...

সে দিন ফেলিক্স এদম্‌ন্দোভিচ অনেক রাত অবধি অফিসে থাকেন। কয়েক দিন পরে সংবিধান সভা বসার কথা, এবং তখন অসংখ্য প্রতিবিপ্লবী সংগঠন সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে পেত্রগ্রাদে সামরিক অভ্যুত্থান আরম্ভ করবে বলে ঠিক করেছে। রাত বারোটার দিকে টেলিফোন বেজে উঠল। দের্জিনস্কি রিসিভারটি তুললেন।

— কী, কী? — বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন তিনি। — গুলি করেছে? — রিসিভারটি কানের সঙ্গে চেপে ধরলেন। — হ্যাঁ, হ্যাঁ! এক্ষুণি যাচ্ছি...

— কী হল? — জিজ্ঞেস করেন ক্‌সেনাফোন্তভ।

— আধ ঘণ্টা আগে লেনিনকে হত্যার প্রচেষ্টা হয়েছে... গুলি চালায়...

রাত্রে আর ঘুম হল না। জরুরী কমিশনের সভাপতি নিজে যান অকুস্থলে — ফন্তান্‌কা নদীর সেতুর উপরে। রাস্তাঘাট নির্জন, ঘন কুয়াশায় রাস্তার আলোগুলি এখানে-ওখানে ছড়ানো-ছিটানো অস্পষ্ট ঝাপসা দাগের মত মনে হল। গাড়ির আলো জ্বালানো অবস্থায়ই ছিল, কিন্তু তা কোন রকমে কুয়াশার জাল ভেদ করতে পারছিল। বরফের মধ্যে অনেকখন খোঁজাখুঁজি করেও কোনকিছু পাওয়া গেল না — না কার্তুজের খোল, না অন্য কোন প্রমাণ।

গুপ্তঘাতকেরা খুব সম্ভব রিভলভার থেকেই গুলি ছোঁড়ে। তা প্রমাণিত হয় লেনিন যে গাড়িতে যান তা পরীক্ষার পর: পেছনের দেয়ালে দেখা গেল রিভলভারের গুলির ছিদ্র, তাছাড়া সীটের পেছনে ভোঁতা মত একটি গুলিও আবিষ্কৃত হল। ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল — রিভলভার। তবে এই-ই সবকিছু। অপরাধীদের আর কোন চিহ্ন মিলল না...

সপ্তাহ তিনেক বাদে ব্যাপারটি আরও কিছু পরিষ্কার হল।

স্মোলনিতে একদিন এক সৈনিক এল। কিছুকাল আগে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরেছে। বঞ্চ-ব্রুয়েভিচের কাছে যেতে দিতে অনুরোধ করল। সৈনিকটি নিজের নাম বলে — ইয়াকভ স্পিরিদোনভ, দেখা করতে আসে জরুরী ও গোপন কাজে। ডিউটিরত সান্ত্রী ফোন করে ব্যাপারটি জানাল। সৈনিককে যেতে দেওয়া হল ভেতরে।

ইয়াকভ স্পিরিদোনভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই বলল।

সৈনিক স্পিরিদোনভ ছিল গেওর্গিয়েভস্কি অশ্বারোহী সেনা সঙ্ঘের সদস্য, এবং তাকেই বঞ্চ্-ব্রুয়েভিচের ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মাঝে মধ্যে বঞ্চ্-ব্রুয়েভিচের ওখানেই ভ্লাদিমির ইলিচ রাত কাটাতেন। কিন্তু নজর রাখার দরকারটা কী ছিল? লেনিনকে হরণ করে পণ-বন্দী অবস্থায় রাখা, আর তা সম্ভব না হলে — হত্যা করা। তাকে বলা হয় যে লেনিন — জার্মানির গুপ্তচর। স্পিরিদোনভ প্রথমে তা বিশ্বাস করে ফেলে, কিন্তু পরে দেখেশুনে বুঝতে পারল যে এখানে কোন ছলনা রয়েছে। যে লোক শ্রমিক-কৃষকের জন্য এতকিছু করছে সে কিছুতেই বিদেশী সরকারের গুপ্তচর হতেই পারে না।

ষড়যন্ত্রকারীদের নামঠিকানা দিল স্পিরিদোনভ। সেই রাতেই ওদের গ্রেপ্তার করা হয়। জাবাল্‌কানস্কি অ্যাভেনিউতে ধরা হল এক সামরিক অফিসারকে — গ্রেপ্তারির আগে সে জানলা দিয়ে একটি ব্যাগ ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করে যাতে ছিল দলিলাদি আর গুলি সমেত রিভলভার।

কয়েক দিন পরে 'প্রাভদা' সংবাদপত্রে একটি খবর ছাপা হল:

'এরূপ মনে করার ভিত্তি রয়েছে যে সম্ভবত অদূর ভবিষ্যতে সেই গুপ্তঘাতকদের সন্ধান পাওয়া যাবে যারা লেনিনকে হত্যার প্রচেষ্টা করে...'

বন্দী অফিসারটির ব্যাগে আবিষ্কৃত দলিলাদিই ছিল সেই ভিত্তি। ওতে কাগজপত্রের মধ্যে অফিসারটির একখানি ডায়েরিও পাওয়া যায়। সে যে হত্যাকান্ড সম্পন্ন করবে তার বিশদ বর্ণনা থাকে তাতে। ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠাগুলি দের্জিনস্কি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়েন। ওখানে ছিল শেষ দিনের ঘটনাবলির বর্ণনা, সন্ত্রাসবাদীটির চিন্তাভাবনা আর মর্মবেদনার আভাস।

ষড়যন্ত্রকারী-সন্ত্রাসবাদীকে সন্দেহ আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবে সে নিজের সঙ্গে লড়ছে, নিজেকে বোঝাচ্ছে, যে-লোকটিকে সে হত্যা করবে 'ও জার্মানিরই গুপ্তচর...' ওর দোষেই রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীতে ভাঙন ধরে। ডায়েরির একটি বাক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'আমি পরের হাতের খেলনা, যে আমাকে দিয়ে এ কুকাজ করাচ্ছে সে খুবই বড় ও শক্তিশালী।'

গভীর আত্মিক বিহ্বলতা নিয়ে সে কার্য সম্পাদনের জন্য বেরিয়ে পড়ে। যেখানে লাল ফৌজের সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে বিদায় সভার আয়োজন করা হয় সেখানে গিয়ে হাজির হল। লেনিন ভাষণ দেন তাতে। সে লেনিনকে দেখে এবং হঠাৎ অনুভব করে যে অন্যান্যদের মত তাকেও লেনিনের কথা অভিভূত করে ফেলে।

কিন্তু এ সমস্তকিছু সত্ত্বেও সন্ত্রাসবাদী নিরস্ত হল না। সে পুলের উপর দাঁড়িয়ে কুয়াশার মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

আর গাড়িটি দেখা দিতেই তার সমস্ত শক্তি তাকে পরিত্যাগ করে। সে বোমা ফেলতে পারে না, হাতের মুঠোর মধ্যেই থেকে যায়... পরে ওটি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে।

কোন এক অফিসার হঠাৎ ছুটে এসে মোটরগাড়ি নিশানা করে গুলি চালায়। কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে দূরে চলে গেছে, এবং গলির দিকে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়ে...

'ব্যাপারটি তাহলে এই! — ভাবেন দের্জিনস্কি। — সন্ত্রাসবাদীর ডায়েরির বিষয়ে ভ্লাদিমির ইলিচকে অবশ্যই বলতে হবে।'

কঠোর সংগ্রামের মধ্যে শুরু হয় ১৯১৮ সাল। সোভিয়েত রাজ তার শত্রুদের সাবধান করে দেয়। লেনিনকে হত্যার প্রচেষ্টার পর সংবাদপত্রের খবরে জানানো হয়:

'হুঁশিয়ার!

১লা জানুয়ারি, লেনিন যখন সভা থেকে ফিরছিলেন, প্রতিবিপ্লবী দুরাত্মারা লেনিনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। সুইজারল্যান্ড থেকে আগত কমরেড প্লাটেন — ইনি গাড়িতে লেনিনের পাশে বসে ছিলেন — সামান্য আহত হন। প্রতিবিপ্লবী মহোদয়রা ফের বিপ্লবের গায়ে গুলি চালায়...

প্রলেতারিয়েত এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পাততে ভালবাসে না এবং দুশমনদের তারা ক্ষমা করে না। তারা সংগ্রাম করছে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য। এবং এই কঠোর সংগ্রামে হতাশ বুর্জোয়া দুরাত্মারা যখন বিপ্লবের নেতাদের হত্যা করতে প্রয়াস পাচ্ছে, তখন প্রলেতারিয়েত তাদের যোগ্য শাস্তি দিলে তারা যেন কোন অভিযোগ না করে।'

আর 'প্রাভদার' পরবর্তী সংখ্যায় নিখিল রুশ জরুরী কমিশন পেত্রগ্রাদের অধিবাসীদের জানাল:

'পেত্রগ্রাদ শহরের নিরাপত্তা বিষয়ক জরুরী কমিশন সংবাদ পেয়েছে যে সমস্ত ধারার প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েত ক্ষমতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং তাদের অভ্যুত্থানের দিন নির্ধারিত হয়েছে ৫ই জানুয়ারি — অর্থাৎ যেদিন সংবিধান সভা বসবে।

এও জানা গেছে যে এই সমস্ত প্রতিবিপ্লবমূলক চক্রান্তের নেতারা হল: ফিলোনেঙ্কো, স্যাভিনকোভ আর কেরেনস্কি। ওদের দন অঞ্চল থেকে পেত্রগ্রাদে পাঠিয়েছে কালেদিন।'

এল ১৯১৮ সাল। লেনিন ও নাদেজ্দা কন্স্তান্তিনোভনা নববর্ষ বরণ করেন ভিবর্গ এলাকার শ্রমিকদের সঙ্গে। ওখানে লেনিন সোভিয়েত রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন:

— এ হবে অতি কঠিন ও কঠোর এক বছর। তা আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারছি আমাদের উপর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের ক্ষিপ্ত আক্রমণ দেখে।

একাদশ অধ্যায়

১৯১৮ সাল

১

অক্টোবর বিপ্লবের ইতিবৃত্তে ১৯১৮ সাল এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র তখন নবীন; প্রতিবিপ্লবের প্রবল আক্রমণের কাছে একেবারেই অসহায়। দন অঞ্চলে বিদ্রোহ আরম্ভ করে জার জেনারেলদ্বয় কালেদিন আর কর্নিলভ, ইউক্রেনে লুঠতরাজ করে বেড়ায় বিভিন্ন প্রতিবিপ্লবী বাহিনী, আর ওরেনবুর্গ অঞ্চলে কসাক সর্দার দুতোভ সোভিয়েত ক্ষমতার বিরুদ্ধে নির্মম যুদ্ধ ঘোষণা করে। মস্কো আর পেত্রগ্রাদে দেখা দিতে থাকে নতুন নতুন প্রতিবিপ্লবী সংগঠন।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মুক্তিপ্রাপ্ত জনগণকে সংগ্রাম করতে হয় অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে... এবার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে হাত তুলল জার্মান সাম্রাজ্যবাদ — অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী শত্রু। বিপ্লবের প্রথম দিনই সোভিয়েতসমূহ শান্তির প্রস্তাব দেয়। তবে পরে সে সম্পর্কে আলোচনা ভঙ্গ ক'রে জার্মান সৈন্যবাহিনী সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে আক্রমণ আরম্ভ করে। প্রধান আঘাত হানার কথা ছিল পেত্রগ্রাদে। আক্রমণ অভিযানে অংশগ্রহণকারী তিরিশটি জার্মান ডিভিশনের অর্ধেকটাই কাইজের প্রেরণ করে পেত্রগ্রাদ অভিমুখে। জার্মান সৈন্যরা এগুতে থাকে নার্ভা আর প্স্কোভ শহরের দিকে। বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন জনগণ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের স্ত্রী জারিনা আলেক্সান্দ্রা ফিওদরোভনার আপন ভাই প্রিন্স আলেক্সান্ডর... জার্মান রাজকুমারের স্বপ্ন ছিল — যেকোন মূল্যে বোনকে রুশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা।

একই স্বপ্ন দেখে রাজতন্ত্রী জেনারেল কালেদিন। সে বলত, রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য 'মানুষের জীবনের দিকে তাকালে চলবে না', 'যত বিরোধী আছে তাদের সবাইকে ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলাও'।

কিন্তু ঘটল অঘটন: সদ্য প্রসূত লাল ফৌজ কাইজের ভিলহেল্‌ম্‌-এর সৈন্য বাহিনীর গতি রোধ ক'রে তাদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে।

জার্মান আক্রমণের সেই সংকটের দিনগুলিতে জরুরী কাজে মহাব্যস্ত ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কিকে ফের ওই সন্ত্রাসবাদী অফিসারদের মামলা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। তদন্ত তখন শেষ, এবং অপরাধীরা কেবল আদালতের রায় শোনার অপেক্ষায়।

১৮ই ফেব্রুয়ারি স্মোলনিতে এল এক দুঃসংবাদ: জার্মানরা নতুন আক্রমণ চালিয়ে প্‌স্কোভ অধিকার করে ফেলেছে। অভিযান অব্যাহত। ভোর সকালে শহরের পথেঘাটে সর্বত্র লাগানো হয় লেনিনের আবেদন-পত্র: 'সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপদগ্রস্ত!' জন কমিশনার পরিষদ শত্রুকে সমুচিত শিক্ষা দানের জন্য সৈন্যবাহিনী গড়ার কাজে নাগরিকদের সমস্ত শক্তি নিয়োগের আহ্বান জানায়।

এমন সময় হঠাৎ বন্দীদের কামরা থেকে ভ্লাদিমির ইলিচের নামে লেখা একখানি চিঠি পেলেন বঞ্চ্‌-ব্রুয়েভিচ। আবেদন-পত্রের উল্টো দিকে লেখা রয়েছে:

'আমরা, একদা আপনার প্রাণনাশে প্রয়াসীরা, আপনার আবেদন-পত্র পড়ে আমাদের অনতিবিলম্বে রণাঙ্গনে প্রেরণের জন্য আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে ওখানে নতুন ফ্রন্টের সবচেয়ে অগ্রবর্তী অবস্থানে অটল সংগ্রাম ক'রে আমরা আমাদের অপরাধমূলক কাজের কলঙ্ক থেকে মুক্তি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব...'

বঞ্চ্‌-ব্রুয়েভিচ চিঠিখানি ভ্লাদিমির ইলিচকে দেখালেন।

— চিঠিটি সই করেছে সেই অফিসার যার ডায়েরি আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, — বলেন বঞ্চ্‌-ব্রুয়েভিচ।

লেনিন চিঠিখানি পড়েই সিদ্ধান্ত নিলেন: 'মামলা বন্ধ করা হোক। মুক্তি দিয়ে ফ্রন্টে পাঠানো হোক।'

প্রথম সাঁজোয়া গাড়িতেই সন্ত্রাসবাদী অফিসারদের রণাঙ্গনে পাঠানো হল হানাদার জার্মান বাহিনীর সঙ্গে লড়ার জন্য...

সেই দিনগুলিতে ফেলিক্স দের্জিনস্কি সুইজারল্যাণ্ডে জোসিয়াকে লেখেন:

'আমি এখন কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি। এ হচ্ছে সৈনিকের জীবন, যার কোন বিশ্রাম নেই, কেননা এবার আমাদের গৃহ রক্ষা করতে হবে। নিজের আপনজন এবং নিজের কথা ভাববারই সময় নেই। কাজ আর কঠোর সংগ্রাম। কিন্তু এ সংগ্রামে আমার হৃদয় আগেরই মত জীবন্তই রয়ে গেছে। আমার সমস্ত সময় — সে এক নিরবচ্ছিন্ন কর্ম... আমার বিবেক আমাকে নির্মম হতে বাধ্য করে, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেই বিবেককে আমি শেষ অবধিই অনুসরণ করব। শত্রুরা ক্রমশই আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলছে, তারা আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চায়... প্রতিদিন আমাদের কঠোর থেকে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে।'

এবং তিনি এগিয়ে যান, এগিয়ে যান এই স্নেহশীল, মানবপ্রেমিক এবং মানবপ্রেমের নামে নির্মম এই লোকটি...

পেত্রগ্রাদে এবং এমনকি সারা রাশিয়াতে তখন সংকটময় পরিস্থিতি। জন কমিশনার পরিষদ সিদ্ধান্ত নিল যে সোভিয়েত সরকার ফ্রণ্ট থেকে একটু দূরে সরে পড়বেন — মস্কোয় চলে আসবেন।

মস্কোয় উঠে এল নিখিল রুশ জরুরী কমিশনও। তখন তার কর্মীর সংখ্যা ছিল জনা চল্লিশেক লোক।

মস্কোয় আসার সঙ্গে সঙ্গেই দের্জিনস্কির সামনে দেখা দিল নতুন সমস্যা। রাত্রিবেলা শহরে দলে দলে ঘুরে বেড়াত চোরডাকাত আর নৈরাজ্যবাদীরা। এদের হামেশা চেনাও মুশকিল হত। নৈরাজ্যবাদীদের দখলীকৃত বাড়িগুলিতে ঝুলত কালো পতাকা। দরজায় থাকত সশস্ত্র পাহারা। এক কথায়, মস্কো শহরের সমস্ত প্রান্তেই ছিল নৈরাজ্যবাদী-দের রাজত্ব। দের্জিনস্কি প্রথম যে তথ্য পান তা অনুসারে মস্কোয় নৈরাজ্যবাদীদের কেন্দ্র ছিল প্রায় পঁচিশটি।

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ অনতিবিলম্বে নৈরাজ্যবাদীদের নিরস্ত্র করার দাবি জানালেন — এ না হলে নতুন রাজধানীতে বৈপ্লবিক নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে একই রাতে নৈরাজ্যবাদীদের নিরস্ত্র করে ফেলা হয়। সংঘর্ষে নিহত হয় জরুরী কমিশনের বারোজন লোক। তবে নৈরাজ্যবাদীদের অত্যাচার আর স্বেচ্ছাচারিতা সেদিন থেকে চিরতরে বিলোপ পায়।

সরকারের সদস্যবৃন্দ প্রথমে এসে উঠলেন ক্রেমলিনের কাছে অবস্থিত 'ন্যাশন্যাল' হোটেলে, তবে দের্জিনস্কি লুবিয়ান্‌কায় তাঁর অফিস ঘরে থাকাটাই বেশি পছন্দ করলেন। তাঁর জন্য ওখানে নিয়ে আসা হল লোহার একখানি খাট, খড় ভরা একটি বালিশ আর তোশক। বিছানা ঢাকা ছিল সৈনিকের কম্বল দিয়ে এবং তা ছিল পর্দার আড়ালে।

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দু'সপ্তাহ হল মস্কোয় এসেছেন। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার দরুন একটি বার বোন ইয়াদভিগার কাছেও যেতে পারেন নি। বোনকে একখানি কার্ড পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন যে সামনের রবিবারেই তাঁর ওখানে আসার চেষ্টা করবেন। ব্যস, কথা মত সকাল বেলা উঠেই রওয়ানা দিলেন। ইয়াদভিগা তো ভীষণ খুশি, জানেন না, ভাইকে কোথায় বসাবেন, কী খাওয়াবেন...

মস্কোয় তখন খাদ্যদ্রব্যের বড় অভাব, লোকে কষ্টে দিন কাটাত। তবে সেদিন ইয়াদভিগার এমনই সৌভাগ্য যে তাঁকে এমনকি বাজারেও যেতে হল না। বাড়িতেই এক ব্যাপারী ভাল ময়দা নিয়ে এল। তখনই ইয়াদভিগা ঠিক করলেন যে পিঠে তৈরি করে ভাইকে অবাক করবেন, — ছেলেবেলায় ফেলিক্স পিঠে খুব ভালবাসতেন। ময়দার জন্য চোরা কারবারী চড়া দাম নেয়।

পিঠে চমৎকার উৎরাল। ঘরের বাইরে থাকতেই ফেলিক্স ঘ্রাণ পেলেন। ভাইবোন চা খেতে বসলেন। ফেলিক্স একথা-সেকথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলেন:

— তা তুই ময়দা কোথায় জোগাড় করলি? কী চমৎকার পিঠে। দের্জিনোভো'র কথা মনে পড়ে? তুই সব সময় কী ভাল পিঠে তৈরি করতি...

প্রশংসা শুনে ইয়াদভিগা লাল হয়ে উঠলেন।

— আজকাল চোরা কারবারী ছাড়া আর কোথায় ময়দা জোগাড় করা যায়...

ফেলিক্সকে একথা না বললেই হয়তো ভাল হত! তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, নাসারন্ধ্র কাঁপতে লাগল — যেমনটি ঘটত শৈশবে।

— কেন তুই আমায় ডোবাচ্ছিস ইয়াদভিগা? — ফেলিক্স জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লেন। পিঠে সমেত প্লেটটি নিয়ে চলে গেলেন জানলার দিকে...

ইয়াদভিগা অশ্রু ভরা চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফেলিক্স জায়গায় ফিরলেন।

— তুই জানিস ইয়াদভিগা, কোথায় আমি কাজ করি?

— জরুরী কমিশনে।

— তা তার পুরো নাম কী?

— তা-ই পুরো নাম — জরুরী কমিশন।

— না। প্রতিবিপ্লবী, অন্তর্ঘাতক আর চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংক্রান্ত নিখিল রুশ জরুরী কমিশন। শুনলি? চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধেও... আর তুই কিনা আমাকে চোরা কারবারীর কাছে কেনা জিনিস খেতে দিচ্ছিস। সে কী করে সম্ভব? আমরা নিজেরাই মানুষকে উদাহরণ দেখাতে বাধ্য, এমনকি মামুলি ব্যাপারেও, এবং একমাত্র তখনই আমরা তাদের কাছে সততা দাবী করতে পারি। ঠিক আছে, চা খাওয়া যাক...

— কিন্তু চা'র সঙ্গে খাবার কিছুই যে নেই, — বলেন ইয়াদভিগা।

— এবং প্রয়োজনও নেই। তুই বরং নিজের খবর-সবর বল...

ইয়াদভিগা ভাইয়ের দিকে তাকালেন এবং হঠাৎ হেসে ফেললেন।

— তুই যে কী রকম, ফেলিক্স... — তিনি সঙ্গে সঙ্গে শব্দ খুঁজে পেলেন না, — তুই যে কী রকম অদ্ভুত আর রাগী। একেবারে ছেলেবেলার মত। হ্যাঁ, প্রসঙ্গত, আলদোনা লিখেছিল তুই দের্জিনোভোয় গিয়েছিলি, আমাদের দামী জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে তুই যে আদেশ দিয়েছিলি সেকথাও জানিয়েছিল...

— পারি না, ইয়াদভিগা, আমি নিজের বেলা অন্য লোক হতে পারি না। এভাবে চললে বিপ্লব করব কীভাবে!

ফেলিক্স যখন শেষবার দের্জিনোভো যান তার কথাই বলছেন ইয়াদভিগা। ওখানে তিনি যান ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। ওকে

গুন্ডারা খুন করে। ফেলিক্স পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থেকে খামারে কিছু দিন কাটালেন। দের্জিনোভো থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আলদোনাকে লিখলেন:

'প্রিয় আলদোনা... পত্রে আমি তোমাকে সবকিছু বোঝাতে পারব না... আমি তোমায় একটি সত্য কথা বলতে পারি — আমি আগে যা ছিলাম আজও তাই রয়েছি, যদিও অনেকের জন্য আমার নামের চেয়ে ভয়ঙ্কর নাম আর নেই। আগেরই মত ভালবাসাই আমার জন্য সমস্তকিছু। প্রাণের মধ্যে আমি তার গান শুনতে পাই, আমি সে গান অনুভবও করি। সে গান আমায় সংগ্রামে আহবান করে, আমাকে ডাকে অক্লান্ত কাজের দিকে, আমায় জোগায় দৃঢ় মনোবল... তুমি আমায় বুঝতে পারবে না। আমি বিপ্লবের সৈনিক, দুনিয়ায় যাতে অন্যায়-অবিচার না থাকে, এই যুদ্ধ যাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষকে নিধনের উদ্দেশ্যে বিজয়ী ধনীদের হাতে তুলে না দেয় তার জন্যই আমি লড়ছি। যুদ্ধ — সে বিভীষিকাময় ব্যাপার। আমাদের আক্রমণ করছে ধনিকদের গোটা পৃথিবী। সবচেয়ে হতভাগ্য ও সবচেয়ে অজ্ঞ এক জাতি আজ সর্বপ্রথম নিজেদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে — এবং দুশমনদের উপর প্রতিঘাত হানছে। তুমি কি চাও যে আমি কেবল এই সমস্ত ঘটনার নির্বাক দর্শক হয়ে থাকি?.. তুমি যদি দেখতে, কীভাবে আমি বাস করি, তুমি যদি একটি বার আমার চোখে তাকাতে, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে, সঠিকভাবে বললে, অনুভব করতে পারতে যে আমি আগে যা ছিলাম আজও তাই আছি...

দের্জিনোভো থেকে নিয়ে আসা কিছু জিনিস তোমায় ফেরত পাঠাচ্ছি। সবচেয়ে মূল্যবান ও ভারী দ্রব্যগুলি আমাদের আইন অনুসারে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমি জানি যে পারিবারিক মূল্যবান জিনিসগুলির বাজেয়াপ্তকরণে তুমি আঘাত পাবে, কিন্তু এ ছাড়া আমার অন্য উপায় নেই — সোনার ব্যাপারে এরূপই হচ্ছে আমাদের আইন।'

আলদোনা যদি মস্কোয় আসতেন, তিনি দেখতে পেতেন কী ফকিরী জীবনযাপন করছেন তাঁর ভাই। হ্যাঁ, ফেলিক্স আগেরই মত ছিলেন, — বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির মত ব্যাপারে সর্বদাই খুঁতখুঁতে।

শেষপর্যন্ত সরকারের সদস্যরা 'ন্যাশন্যাল' ছেড়ে ক্রেমলিনে চলে গেলেন। তবে ক্রেমলিনে যাওয়ার জন্য দের্জিনস্কির কোন তাড়া ছিল না। তাঁর পরিবার তখনও সুইজারল্যান্ডে। জোসিয়াকে যাত্রা হামেশাই স্থগিত রাখতে হয়: একবার ইয়াসিক অসুস্থ হয়ে পড়ে; পরে এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন শত্রুভাবাপন্ন জার্মানির ভেতর দিয়ে সফরের কথাই ভাবা যেত না।

দের্জিনস্কি প্রচুর কাজ করতেন। এরূপ পরিশ্রমের জন্য প্রয়োজন ছিল স্বাভাবিক জীবনযাপন, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম। কিন্তু তা ছিল না। ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ কড়াকড়িভাবে নিষেধ করে দেন তাঁকে যেন সবার মধ্যে মোটেই আলাদা করে দেখা না হয়। সবাই যে পরিমাণ রুটি পেত তিনিও তা-ই পেতেন। সবারই মত তিনিও খাওয়াদাওয়া করতেন ক্যান্টিনে। একদিন তিন তলায় নিজের কামরায় ওঠার সময় ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, এর কারণ ছিল অনাহার আর অতিশয় কঠোর পরিশ্রম। জরুরী কমিশনের সভাপতিকে কামরায় নিয়ে গিয়ে খাটের উপর শোয়ানো হল। ডাক্তার এসে দেখে তা-ই বললেন যা একাধিকবার বলা হয়েছে: প্রয়োজন বিশ্রাম আর স্বাভাবিক জীবনযাপন।

এ ঘটনাটির কথা শুনলেন ইয়াকভ মিখাইলোভিচ স্ভের্দলভ। তিনি ভ্লাদিমির ইলিচকে বললেন। লেনিন চিন্তিত হলেন। ঠিক হল: কোন ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কী ব্যবস্থা? দের্জিনস্কির পরিবারের কথা উঠল। একমাত্র তাঁর স্ত্রী জোসিয়াই এমতাবস্থায় সাহায্য করতে পারেন।

— জোসিয়াকে নিয়ে আসার জন্য ও নিজেই তো সুইজারল্যান্ড যেতে পারে, — প্রস্তাব দেন স্ভের্দলভ।

— কথাটি মন্দ নয়। তবে এখন তিনি কোথাও যেতে রাজী হবেন না। সাভিনকোভের কথা শুনেছেন, তার 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষা সঙ্ঘের'* কথা শুনেছেন? দের্জিনস্কির পক্ষে সত্যিই এখন মস্কো

---

* 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষার জাতীয় সংঘ' — প্রতিবিপ্লবী সোভিয়েতবিরোধী সংগঠন। এর প্রধান ঘাঁটি ছিল ওয়ারশয়। সংগঠনটি সক্রিয় ছিল সোভিয়েত শাসনের প্রথম বছরগুলিতে। সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর সদস্যরা সন্ত্রাসমূলক আর অন্তর্ঘাতী

ছাড়া সম্ভব নয়। তা এক কাজ করুন না, — প্রস্তাব দেন লেনিন, — তাঁর ওখানে নিজেই গিয়ে দেখে আসুন তিনি কেমন থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে যাবেন। ক্লাভ্‌দিয়া তিমোফেইয়েভ্‌না তাঁর নারী চক্ষু দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাবেন, দের্জিনস্কির কী দরকার। তারপরই একটা ব্যবস্থা করা যাবে। তবে তাঁকে কিন্তু কিছু বলবেন না!

ঠিক এই সময় কামরার দরজা খুলে গেল। দেখা দিলেন দের্জিনস্কি — লম্বা ও রোগা।

— দেখলেন তো, জানোয়ার খোদই ফাঁদের দিকে ছুটছে! — হেসে ওঠেন লেনিন এবং চক্রান্তকারীর মত তাকালেন স্‌ভের্দলভের দিকে। — তা 'রক্ষা সঙ্ঘের' নতুন কোন খবর আছে?

— সে কথাই তো বলতে এসেছি, ভ্লাদিমির ইলিচ। ব্যাপারটি আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস।

তাঁরা তিনজনে লেখার টেবিলের চারিধারে বসলেন, এবং দের্জিনস্কি বলতে লাগলেন 'মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা রক্ষা সঙ্ঘের' ষড়যন্ত্রের কাহিনী।

জরুরী কমিশনের কর্মীরা খবর পায় যে উক্ত 'সঙ্ঘ' বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকেদের একত্র জড় করছে। তাদের মধ্যে রাজতন্ত্রী থেকে শুরু করে মেনশেভিক অবধি সব মার্কার লোকই রয়েছে। কেবল সোভিয়েত ক্ষমতার বিরোধী হলেই হল। তবে 'সঙ্ঘের' আসল ভরসা হচ্ছে জার সৈন্যবাহিনীর প্রাক্তন অফিসাররা। এক মস্কোয়ই ওদের সংখ্যা কয়েক হাজার। তারা বিদ্রোহ আরম্ভ করবে এবং পরে তা ছড়িয়ে পড়বে রাশিয়ার অন্যান্য শহরে।

— তা এখন আপনারা কী করবেন ভাবছেন? — দের্জিনস্কির সমস্ত কথা শুনে জিজ্ঞেস করেন ভ্লাদিমির ইলিচ।

— ষড়যন্ত্র বিলোপ করতে হবে। মস্কোর 'রক্ষা সঙ্ঘের' প্রতিনিধির বেশে আমরা আমাদের দু'জন কর্মীকে কাজান শহরে

ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয়, বিদেশী গুপ্তচরদের সঙ্গে সহযোগিতা করে। সঙ্ঘের পুরোভাগে ছিল বরিস সাভিনকোভ (১৮৭৯-১৯২৫), সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি পার্টির অন্যতম নেতা এবং বেশকিছু প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের সংগঠক। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক হস্তক্ষেপে সে সহায়তা করে। — সম্পাঃ

পাঠিয়েছি। সমস্ত সূত্রই এখন আমাদের হাতে। তবে আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন মস্কোয় বরিস সাভিনকোভের আবির্ভাবে। ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি, সন্ত্রাসবাদী, জার গভর্নরদের খুন করেছে, আর এখন প্রাক্তন জেনারেলদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালিয়েছে। মস্কোয় ওকে কাজে পাঠিয়েছে জেনারেল আলেক্সেয়েভ...

— ও এখন কোথায়, এই সাভিনকোভ?

— মস্কোয়। খবর পাওয়া যায় যে বৃটিশ কনসুলেট-এ লুকিয়ে আছে। তবে এখন সূত্র খোয়া গেছে... শোনা যাচ্ছে সাভিনকোভ নাকি লাল গেটার্স আর খাকি রঙের বৃটিশ স্যুট পরে মস্কোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে... ওসব চালাকি জানা আছে! এই মহাশয়কে আমি ভাল চিনি। যেমনটি দেখায় তেমনটি বোকা নয় ও। দারুণ ষড়যন্ত্রকারী!

কয়েকদিন পরেই 'মাতৃভূমি আর স্বাধীনতা রক্ষা সংঘের' বিলোপ ঘটানো হয়। মস্কো, পেত্রগ্রাদ আর কাজানে এর বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। বরিস সাভিনকোভ এবং চক্রান্তকারীদের নেতা পের্খুরোভ পলায়ন করে।

২

একটার পর একটা ঘটনা ঘটতেই থাকল, এবং কেবল কয়েকদিন পরেই দের্জিনস্কির ওখানে যাওয়ার একটু সময় হল স্ভের্দলভের। স্ত্রীর সঙ্গে তিনি লুবিয়ানকা স্কোয়ারের দিকে রওয়ানা দিলেন।

প্রবেশ দ্বারে ইয়াকভ মিখাইলোভিচ সান্ত্রীকে তাঁর পরিচয়-পত্র দেখিয়ে তিন তলায় উঠলেন। লম্বা করিডর দিয়ে গিয়ে দের্জিনস্কির কামরায় পৌঁছলেন তাঁরা।

— ব্যস, এবারই থতমত খাওয়াব! — জোরে বলেন স্ভের্দলভ যাতে দের্জিনস্কি শুনতে পান।

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ বসে বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। অপ্রত্যাশিত অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। টেবিলের এক ধারে গ্লাসে কিছুটা না-খাওয়া ঠান্ডা চা, আর প্লেটে — ছোট্ট এক টুকরো কালো রুটি।

— এটা কী? — জিজ্ঞেস করেন স্ভের্দলভ। — ক্ষিধে নেই?

— ক্ষিধে তো আছে, কিন্তু দেশে রুটি যে কম, — ঠাট্টা ক'রে বলেন দের্জিনস্কি। — তাই সারা দিন অল্প অল্প করে খাচ্ছি...

পুরুষরা কাজের কথা আরম্ভ করে দিলেন। ক্লাভদিয়া তিমোফেইয়েভ্না কথাবার্তায় যোগ না দিয়েই শুনছেন সবকিছু। দের্জিনস্কির কামরায় যাকিছু ছিল সবই তিনি দেখলেন, খুঁটিনাটি সমস্তকিছু মনে রাখলেন। পর্দার আড়ালে একখানি খাট, অনেকটা হাসপাতালের খাটেরই মত। তাতে কম্বলের উপরে পড়ে আছে ওভারকোট। সম্ভবত, ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ কাপড়চোপড় না খুলেই ঘুমান। গ্রীষ্মকাল সত্ত্বেও কামরা স্যাঁতস্যাঁতে। টেবিলের কাছেই বইয়ের তাক। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিগুলি। ইয়াসিকের ছবি। দের্জিনস্কি ক্লাভদিয়া তিমোফেইয়েভ্নার দৃষ্টি ধরে ফেলেন এবং বলেন:

— এ আমার ছেলে... দুঃখের বিষয়, ওকে কেবল ফোটোতেই দেখি।

— শোনো ফেলিক্স, — বলেন স্ভের্দলভ, — কোন একটা উপায়ে জোসিয়া আর ইয়াসিককে এখানে নিয়ে আসা যাক। আছ তো সন্ন্যাসীর মত।

— আমি ও-কথা ভেবেছি। কিন্তু কীভাবে? আমাদের লোকেরা যখন সুইজারল্যান্ড থেকে ফেরে, জোসিয়া আসতে পারল না — ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর এখন ব্যাপার আরও জটিল...

কিছুক্ষণ পর স্ভের্দলভরা উঠে পড়েন। দের্জিনস্কি অতিথিদের সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসেন।

রাস্তায় ইয়াকভ মিখাইলোভিচ কোন কথা বলেন না — তিনি চিন্তিত ও একাগ্রচিত্ত। কী ভাবনা যেন তাঁকে শান্তি দিচ্ছিল না।

— সত্যিই, আমাদের ফেলিক্স কষ্টেই আছে, — দুঃখ করে বলেন ইয়াকভ মিখাইলোভিচ। — এ রকম চলতে থাকলে মারা পড়বে। ঠিক মত ঘুমোয় না। ভাল মত খাওয়া-দাওয়া করে না।

ক্লাভদিয়া তিমোফেইয়েভ্না তাঁকে সমর্থন করেন:

— তুমি জান, আমায় সবচেয়ে বেশি স্তম্ভিত করেছে ওই রুটির টুকরোটি... ও ওটা রেখেছে রাতের জন্য।

— ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে।

কিন্তু লেনিনের সঙ্গে কথাবার্তা স্থগিত রাখতে হল। নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জীবনের সঙ্গে জড়িত নতুন ঘটনাবলির ভারে অন্যান্য সব ব্যাপারই চাপা পড়ে গেল।

১৯১৮ সালের ৬ই জুলাই শনিবার ভ্লাদিমির ইলিচ দের্জিনস্কিকে ফোন করলেন।

— আপনি কি জানেন যে সন্ত্রাসবাদীরা এই মাত্র কাউণ্ট মিরবাখকে হত্যা করেছে?..

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তিনি তাই জবাবে বললেন:

— না তো, জানি না, ভ্লাদিমির ইলিচ, এবং এটাই প্রমাণ করে যে আমরা ভাল করে কাজ করছি না।

— শিগগির নিজেই ব্যাপারটি তদন্ত করুন। সন্দেহ নেই যে কোন বড় রকমের প্রভোকেশন প্রস্তুত হচ্ছে...

সহকারী বেলোভ্স্কি ও অপর এক কর্মীকে নিয়ে দের্জিনস্কি গাড়িতে করে দেনেজ্‌নি স্ট্রিটে রওয়ানা দিলেন। যাওয়ার পথে পররাষ্ট্র দপ্তর হয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে গেলেন পররাষ্ট্র বিষয়ক জন কমিশনারের সহকারী। সবাই নিরব, দুর্ঘটনাটির জন্য বিষণ্ন। কেউ-ই কিছু জানত না। দের্জিনস্কি কেবল অনুমানই করতে পারলেন এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য কারা দায়ী। তিনি স্মরণ করলেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলি, জার্মান রাষ্ট্রদূতের হত্যার সঙ্গে যার কোন যোগাযোগ থাকতে পারে।

কারা এ কাজ করতে পারে? সর্বাগ্রে — রাজতন্ত্রীরা। জারতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা জার্মান সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও হাত মেলাতে কুণ্ঠিত হবে না। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কাইজের জার্মানির সংঘর্ষে তাদের এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি হতে পারে। তবে, অন্য দিকে, এটা আঁতাঁত-এর প্রতিনিধিদেরও কাজ হতে পারে — তারাও চায় যে ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি ভঙ্গ হোক, এবং রাশিয়াকে ফের যুদ্ধে টেনে আনা হোক। আর যদি সাভিনকোভ হয়ে থাকে, — সেও তো যার সঙ্গে খুশি হাত মেলাতে প্রস্তুত... তবে আপাতত — এ সবই অনুমান মাত্র।

এ সব ব্যাপার পরিষ্কার করার জন্যই দের্জিনস্কি রওয়ানা দিলেন জার্মান দূতাবাসে।

দূতাবাস ভবনের সামনে এরই মধ্যে জরুরী কমিশনের কর্মী সহ দু'টি গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় দের্জিনস্কির সঙ্গে দেখা করেন লেফটেন্যাণ্ট মিলার।

— তাহলে এবার আপনি কী বলবেন, মিঃ দের্জিনস্কি? — যে-ঘরে রাষ্ট্রদূত নিহত হন সেখানে সবাইকে নিয়ে যাবার সময় তীব্র নিন্দার সুরে জিজ্ঞেস করেন মিলার। দরজার কাছে মেঝেতে বিস্ফোরিত বোমার চিহ্ন, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে পলেস্তারা, তখনও পাওয়া যাচ্ছে পাইরক্সিলিনের তীব্র গন্ধ। লেফটেন্যাণ্ট মিলার বলেন যে ঘটনাটি ঘটে বিকেল প্রায় তিনটের দিকে। সন্ত্রাসবাদীরা এসে মিনিট কুড়ি প্রতীক্ষা ঘরে অপেক্ষা করে। একজন ছিল দাড়িওয়ালা, মাথায় অনেক কালো চুল, অন্য জন — সামান্য লম্বা, রোগাপাতলা, পরনে খয়েরী স্যুট। দাড়িওয়ালা ব্যক্তিটিই সম্ভবত ছিল প্রধান। সে বলল যে তারা জরুরী কমিশনের লোক এবং বিশেষ একটা ব্যাপারে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাদের সঙ্গে কথা বলেন উপদেষ্টা রিটস্‌লার। তিনি বললেন যে অনুরূপ বিষয়ে তাঁরও কথাবার্তা বলার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু আগন্তুকরা একমাত্র রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেই কথা বলতে চাইল, এবং রিটস্‌লার তখন উপরে গেলেন মিরবাখের কাছে।

— ওরা নিজেদের নাম বলেছিল? — জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি।

— হ্যাঁ, বলেছিল। দাড়িওয়ালার নাম ব্লুমকিন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম — আন্দ্রেইয়েভ।

— এ হতেই পারে না! — বলেন জরুরী কমিশনের সভাপতি।

আর যেকোন কেউ হতে পারে — রাজতন্ত্রী, কাদেত, বৃটিশ অন্তর্ঘাতক; কেবল বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি ও জরুরী কমিশনের কর্মী ব্লুমকিন নয়! বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সরকারে ছিল, তারা সোভিয়েতসমূহকে সমর্থন দেয়, বলশেভিকদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে, কিন্তু এ ব্যাপারে... এ হতেই পারে না!

— কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটি সত্যি! — জোর দিয়ে বলেন মিলার। — অপরাধীরা তাদের পরিচয়-পত্র ছেড়ে গেছে। আপনারই নির্দেশে তারা দূতাবাসে এসেছিল, মিঃ দের্জিনস্কি।

পরিচয়-পত্র টাইপ করা হয় জরুরী কমিশনের ফরমে এবং দের্জিনস্কি তা পড়েন:

'নিখিল রুশ জরুরী কমিশন তার সদস্য ইয়াকভ ব্লুমকিন এবং বৈপ্লবিক আদালতের প্রতিনিধি নিকোলাই আন্দ্রেইয়েভকে রাশিয়া প্রজাতন্ত্রস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের সঙ্গে বিশেষ একটি ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ করার অধিকার দিচ্ছে। উক্ত ব্যাপারের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত মহোদয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

এবং স্বাক্ষর: 'নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সভাপতি ফেলিক্স দের্জিনস্কি, সম্পাদক ক্সেনাফোন্তভ'।

স্বাক্ষরগুলি ছিল জাল। তবে গোল মোহরটি ছিল খাঁটি। সীল-মোহর সাধারণত থাকত জরুরী কমিশনের সভাপতির সহকারী আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে, — প্রসঙ্গত উনিও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি। সন্দেহ এবার সত্যে পরিণত হতে শুরু করল। রাষ্ট্রদূত মিরবাখের হত্যা — বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদেরই কাজ!

যখন এই আলাপ চলছিল, তখন দের্জিনস্কির সহকারী বেলেঙ্কি দূতাবাস থেকে টেলিফোন করেন পপোভের বাহিনীতে। এই বাহিনীটি গঠিত হয় নিরাপত্তামূলক উদ্দেশ্যে। বেলেঙ্কি জিজ্ঞেস করেন, ব্লুমকিন কি ওখানে আছে। জানানো হল যে ব্লুমকিন ছিল, তবে হাসপাতালে চলে গেছে। বেলেঙ্কি তা-ই গিয়ে বললেন দের্জিন-স্কিকে।

— ব্লুমকিন বাহিনী ছেড়ে গেছে বলে আমার সন্দেহ আছে, ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ। — যোগ করেন সহকারী। — আমার যতদূর মনে হয় ও ওখানেই রয়েছে।

— খুবই সম্ভব। বাহিনীর কমান্ডার পপোভও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি। ওর ওখানে ছাড়া আর কোথায়ই বা ব্লুমকিন লুকোবে... তাহলে চলুন ওখানেই যাওয়া যাক, — সিদ্ধান্ত নেন দের্জিনস্কি।

রাস্তায় তাঁরা ঘটনাটির বিষয়ে নানা মত বিনিময় করেন।

— আজেফের সময় থেকে অনুরূপ প্ররোচনা ঘটতে দেখি নি, — বলেন দের্জিনস্কি। — এখন এই প্ররোচনার কী পরিণাম হয় তাই ভাবা মুশকিল। এর যেকোন পরিণাম হতে পারে, এমনকি যুদ্ধও সম্ভব, যার জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত নই... এরূপ যুদ্ধে অনেকেই

আগ্রহী, কেবল রাজতন্ত্রী আর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরাই নয়, খোদ জার্মানরাও। আমি বার্লিনের সবচেয়ে আগ্রাসক মহলগুলির কথাই বলছি। ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি জার্মানদের মস্কো আর পেত্রগ্রাদে পেঁছতে দেয় নি। আর যদি যুদ্ধ-বিরতি না হত? কাইজের উভয় রাজধানী* এবং রাশিয়ার মোটা একটি অংশ দখল করতে পারত। মিরবাখের হত্যা ব্রেস্ত চুক্তি ভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আর তার ফলে — আগ্রাসন বৃদ্ধি পাবে।

পপোভের বাহিনীর অধিকারে ছিল কয়েকটি একতলা পাকা বাড়ি। তার ছাদগুলি নিচু। কেবল প্রধান অফিসই ছিল বড় একটি বাড়িতে।

গেটে পরিচয়-পত্র দাবি করল। দের্জিনস্কি নিজের নাম বলতেই গাড়ির পথ করে দিল। প্রধান অফিসে তাঁদের বরণ করে পপোভ, — জোয়ান ছোকরা, পরনে নৌ-সৈনিকের পোশাক।

— ব্লুমকিন কোথায়? — অভিবাদনে সাড়া না দিয়ে জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি।

— ও হাসপাতালে চলে গেছে, কমরেড দের্জিনস্কি, — জবাব দেয় পপোভ। — ওর পায়ে যেন কী হয়েছে।

— আর এটা তাহলে কী? কার টুপি? ব্লুমকিনের নয়? — জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি।

পপোভ বিমূঢ় হয়ে যায়:

— জানি না...

দের্জিনস্কি তখন দাবি করলেন এমন কিছু লোককে ডাকা হোক যারা বলতে পারবে যে ব্লুমকিন সত্যিই হাসপাতালে গেছে। এল বাহিনীর পরিচালক। সে বলল: হ্যাঁ, সত্যিই ও হাসপাতালে গেছে।

— কোন হাসপাতালে?

— তা জানি নে...

পাহারাদারদের ডাকা হল। ওরা কিছুই দেখে নি।

— ভাল কথা, — বলেন দের্জিনস্কি। — পপোভ, আপনি কি একজন বিপ্লবীর মত সত্য ক'রে বলতে পারেন যে ব্লুমকিন এখানে নেই?

---

* অর্থাৎ মস্কো এবং পেত্রগ্রাদ। — সম্পাঃ

— সত্য কথাই বলছি যে আমি জানি না ব্রুমকিন এখানে কিনা, — সরাসরি জবাব দেয় না পপোভ।

ঘরের ভেতরে নৌ-সৈনিকের ভিড়। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র — বন্দুক, পিস্তল, ক্যারবাইন ইত্যাদি। অনেকের কোমরে বেল্টে বাঁধা বোমার পাশেই ঝুলছে নতুন অব্যবহৃত জুতো।

— সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলছি! — হুকুম করেন দের্জিনস্কি।

ঘরের অভ্যন্তর ভাগ দেখা শুরু হল। এমন সময় এসে হাজির হল রোগাটে কারেলিন আর কালো দাড়িওয়ালা প্রশিয়ান। উভয়েই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

— কষ্ট করবেন না, ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ, — বলে কারেলিন, — ব্রুমকিনকে খুঁজবেন না। মিরবাখকে হত্যা করা হয়েছে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে...

— তাহলে আপনারা গ্রেপ্তার! — নিজেকে কোন মতে সামলে নিয়ে বলেন দের্জিনস্কি। — আমার পিছু পিছু গাড়িতে চলুন। পপোভ যদি আপনাদের দিতে অস্বীকার করে, তাহলে ওকে বেইমান বিবেচনা ক'রে গুলি করে মারব... .

সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রশিয়ান আর কারেলিন গাড়ির দিকে কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ প্রধান অফিসের দিকে ছুটে গেল। দরজার কাছে অন্ধকারে দেখা গেল আলেক্সান্দ্রভিচকে। দের্জিনস্কি চেরেপানোভ আর স্পিরিদোনভাকেও চিনে ফেললেন। ওরা সবাই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। দের্জিনস্কি প্রশিয়ান আর কারেলিনের পেছন-পেছন ছুটেন, কিন্তু ওরা ঘরের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যায়। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা সান্ত্রী তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিল না। তখন ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ নৌ-সৈনিকদের উদ্দেশ ক'রে বলেন:

— আপনারা আমাকে চেনেন, কমরেডগণ?

একজন উত্তর দিল:

— দের্জিনস্কি, জরুরী কমিশনের সভাপতি।

— হ্যাঁ, তাই। নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সভাপতি। আমি

আপনাদের আদেশ করছি এই বিশ্বাসঘাতকদের গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করুন।

সবাই বিভ্রান্ত, সবাই নিরব। তারপর ওই নৌ-সৈনিকটিই বলল:

— কমরেড সভাপতি, এই ঘরে প্রবেশ করা মানা...

— জোর করে ঢুকে পড়ে ওদের গ্রেপ্তার কোরো!

পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ফিটফাট সাব্লিন: পরনে হালকা রঙের স্যুট, নেক-টাই, শাদা শার্ট। 'দেখছি বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের পুরো কেন্দ্রীয় কমিটিই জড় হয়েছে'... — ভাবলেন দেজির্নস্কি।

— অস্ত্র দিন! — দাবি করে সাব্লিন।

— পপোভকে আমার কাছে ডেকে দাও! — সাবলিনের কথায় কর্ণপাত না করে বলেন দের্জিনস্কি।

পপোভ বার হল না, তবে তার বদলে এল তার গাট্টাগোট্টা এক সহকারী। সে পেছন থেকে এসে দের্জিনস্কির হাত চেপে ধরে এবং তাঁকে নিরস্ত্র করে ফেলে। দের্জিনস্কির সঙ্গে যারা আসে তাদের সবাইকেও নিরস্ত্র করা হয়।

ঘর ভর্তি নৌ-সৈনিক। তারা নিরবে লক্ষ্য করে সবকিছু — যাকিছু ঘটছে তাতে তারা হস্তক্ষেপও করছে না, নিজের মতও ব্যক্ত করছে না। দের্জিনস্কি ফের তাদের সহায়তা দাবি করেন। নৌ-সৈনিকরা ইতঃস্তত আরম্ভ করে... এমন সময় ঘরে ঢুকল তরুণী মহিলা মারিয়া স্পিরিদোনভা। সরু চাপা ঠোঁটগুলি তার চেহ্যরা কঠোর করে তুলেছে — যেন পাথর।

— বলশেভিকরা মিরবাখের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে... — শুরু করে স্পিরিদোনভা। এবং শেষ করে নৌ-সৈনিকদের চলে যেতে বলে।

তারা হুকুম মানল।

দের্জিনস্কি এবং তাঁর সঙ্গীদের একতলার একটি খালি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। পাহারা রাখা হল দরজায়।

কিছুক্ষণ পরে এক নৌ-সৈনিক এসে জিজ্ঞেস করল:

— কে এখানে দের্জিনস্কির ড্রাইভার? চল জরুরী কমিশনের অফিসে।

দের্জিনস্কি কানে কানে বললেন:

— যাও, পেতের্সকে সব খবর জানিয়ে দিও...

গাড়ি ভরে গেল সশস্ত্র লোকে। গলিতে পেঁছতেই পথরোধ ক'রে দাঁড়াল টহলদারী বাহিনী। নৌ-সৈনিক — যে ড্রাইভারকে ডেকেছিল — প্যারোল বলল, এবং গাড়িটি এগিয়ে গেল। কিসেল্‌নি গলিতে পেঁছার আগেই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলা হল। নৌ-সৈনিকটি লোকেদের গলির দিকে নিয়ে গেল। ড্রাইভারকে বলে যায় অপেক্ষা করতে। কিন্তু যেই সবাই একটি বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, অমনি ড্রাইভার জোরে গাড়ি হাঁকাল।

লুবিয়ানকায়, জরুরী কমিশনে, সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল পেতের্সের কাছে। সব ঘটনা খুলে বলল এবং বামপন্থী সোশ্যা-লিস্ট-রেভলিউশনারিরা যে-প্যারোল ব্যবহার করে তাও জানিয়ে দিল।

ততক্ষণে পপোভের বাহিনীতে আরও নতুন লোক ধরে আনা হল। এমনিতেই তাতে দশ-বারোজন লোককে আটক রাখা হয়। আনা হল মস্কো সোভিয়েতের সভাপতি স্মিদোভিচকে। তিনি সকোল্‌নিকি যাচ্ছিলেন — এক সভায়, এবং তাঁকে আটক করা হয় প্রধান ডাকঘরের কাছে। বিদ্রোহীরা তখন ডাকঘরটি দখল করে ফেলে।

সময় সময় ঘরে এসে উঁকি দেয় উল্লসিত সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা, অবিশ্বাস্য সব খবর জানায়। এল পপোভ, মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বেরচ্ছে। নেশার মধ্যে হেসে বলে:

— আমি সর্বদা আপনার নির্দেশ পালন করেছি, কমরেড দের্জিনস্কি। তবে এখন পালন করছি আমার কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ... ক্ষমতা এবার আমাদের হাতে। ভরোনেজ থেকে মস্কোয় দু'হাজার অশ্বারোহী সৈনিক এসেছে। এখন আমাদের ছ'হাজার লোক। আমরাই জয়ী হলাম।

ক্ষোভে দের্জিনস্কির মুখ লাল হয়ে উঠল।

— আপনার রিভলভারটি আমায় দিন, পপোভ।

— সে আবার কিসের জন্য?

— আপনার কপালটা ফুটো করে দিতে চাই — আপনি বেইমান, নেমক-হারাম!

পপোভ এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে দের্জিনস্কির দিকে। নেশা সঙ্গে সঙ্গে কেটে যায়। কী উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

হাজির হল চেরেপানোভ। নিজের হাতদুটি ঘষতে ঘষতে সে বন্দীদের উদ্দেশে বলল:

— এবার দেখলেন তো? আপনারা করেছিলেন অক্টোবর বিপ্লব, আমরা এখন করছি জুলাই বিপ্লব। শান্তি ভঙ্গ হয়েছে, ব্রেস্ত চুক্তি অপ্রয়োজনীয় কাগজে পরিণত হয়েছে। আপনাদের তা মেনে নিতে হবে...

— আপনারা যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছেন! — বলেন দের্জিনস্কি। — জার্মানেরা যদি মস্কো অধিকার করে, আপনারা কী করবেন?..

— কী করব? — নিশ্চিন্ত মনে বলে যায় চেরেপানোভ। — কিছুই না! আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যেমনটি হচ্ছে ইউক্রেনে। বিশ্ব জোড়া বিপ্লবের অপেক্ষা করব। সেদিন আর দূরে নয়...

— এ হচ্ছে দুষ্প্রয়াস! আপনারা বিপ্লবের মহাক্ষতি সাধন করবেন!

তর্কে বাধা দিল ছুটে-আসা পপোভ। ক্ষোভোন্মত্ত অবস্থায় সে চেঁচিয়ে উঠল:

— মারিয়াকে বলশয় থিয়েটারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে! আমাদের অন্যান্য লোককেও। এবার আপনারা সবাই আমাদের পণ-বন্দী! যদি দরকার হয় তো মারিয়া স্পিরিদোনভাকে মুক্ত করার জন্য অর্ধেক লুবিয়ানকা, অর্ধেক থিয়েটার, অর্ধেক ক্রেমলিন কামান দেগে উড়িয়ে দেব... চলো মারিয়াকে ছাড়াতে যাই!

সে ঘর থেকে বেরিয়ে নৌ-সেনাদের হুকুম দিল:

— বন্দুক নাও!

শোনা গেল পদধ্বনি, বন্দুকের কুঁদার শব্দ, গাড়ির আওয়াজ। তারপর চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে এল — বিদ্রোহী দলের সর্দার তার দলবল নিয়ে বন্দী মারিয়া স্পিরিদোনভাকে ছাড়ানোর জন্য ছুটে গেছে।

দের্জিনস্কি চেরেপানোভকে বললেন:

— আমাদের আপনারা পণ-বন্দী বলে ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় আমাকে আপনাদের অনতিবিলম্বে গুলি করে মারা উচিত: স্পিরিদোনভা বন্দী, এবং আমিই প্রথম দাবি করব ওকে যেন ছাড়া না হয়...

— যখন প্রয়োজন হবে, তখনই গুলি করব, — ঠাণ্ডাভাবে বলে চেরেপানোভ। — এখন আমরা — শাসক পার্টি।

কিন্তু 'শাসক পার্টি' শিগগিরই ধ্বংস হল, বামপন্থী স্যোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের বিদ্রোহ চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময় টিকে থাকতে পারল। কেউ তা সমর্থন করে নি।

কাউণ্ট মিরবাথ নিহত হন বিকেল প্রায় তিনটের সময়। আর ওই দিন পাঁচটার সময়ই জন কমিশনার পরিষদ নিকোলাই পদভইস্কিকে অভ্যুত্থান দমনের ভার দিল। ভোর চারটার দিকে সৈন্যরা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে জড় হতে লাগল।

দুপুরের দিকে বিদ্রোহ দমন হল।

যে-প্রহরীরা দের্জিনস্কি ও তাঁর সঙ্গীদের পাহারা দিচ্ছিল তারা কিন্তু পপোভের বাহিনীর সঙ্গে গেল না। যখন গোলাগুলি চলা বন্ধ হল, বন্দীদের তারা ছেড়ে দিল।

দের্জিনস্কি রওয়ানা দিলেন ক্রেমলিনে। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শহরে যাকিছু ঘটে গেছে সে বিষয়ে তিনি আলোচনা করতে চান লেনিনের সঙ্গে।

লেনিন ছিলেন না। দের্জিনস্কির সঙ্গে দেখা করেন স্ভের্দলভ।

ঘরের ভেতরে পায়চারি করতে করতে তাঁরা কথা বলেন। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের বিশ্বাসঘাতকতায় দের্জিনস্কি স্তম্ভিত হয়ে যান: ওরা যে তাঁদেরই সঙ্গে কাজ করেছে জরুরী কমিশনে!

— তুমি জান, ইয়াকভ, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না বিদ্রোহীরা কেন আমায় গুলি করল না, — হঠাৎ তিনি বলে ওঠেন। — তাতে বিপ্লবেরই উপকার হত: সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ পেত তাদের হীনতা, তাদের বিশ্বাসঘাতকতা...

— তাদের হীনতা এমনিতেই প্রকাশ পেয়েছে যুদ্ধের উস্কানিতে, — আপত্তি করেন স্ভের্দলভ। — তুমি কীভাবে ও রকম বলতে পার?! ভাল, খুবই ভাল যে সবকিছু এভাবে শেষ হয়েছে!

তোমায়-আমায় আরও অনেক কাজ করতে হবে... — স্ভের্দলভ জড়িয়ে ধরেন দের্জিনস্কিকে।

মিরবাখকে হত্যার আগে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে যে-সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অচিরেই তা নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের হস্তগত হয়। তাতে বলা হয়:

'বর্তমান অবস্থা বিচার ক'রে কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে রুশ এবং আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্বার্থে অতি অল্পকালের ভেতরেই বলশেভিক সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ব্রেস্ত শান্তি চুক্তির দরুন আরব্ধ তথাকথিত যুদ্ধ বিরতির অবসান ঘটানো প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের কেন্দ্রীয় কমিটি জার্মান সাম্রাজ্যবাদের মুখ্যতম প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে বেশকিছু সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ আয়োজন সম্ভব এবং উপযুক্ত বলে গণ্য করে।'

বিদ্রোহের প্রথম দিনই জরুরী কমিশনের এক বিচারকমন্ডলীর রায় অনুসারে অস্ত্র সহ ধৃত বারো জন বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি বিদ্রোহীকে গুলি করে মারা হয়। তাদের মধ্যে ছিল দের্জিনস্কির সহকারী আলেক্সান্দ্রভিচ, যে মিরবাখের হত্যাকাণ্ডে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

যাকিছু ঘটেছে তার জন্য নিজেকে নৈতিকভাবে দায়ী গণ্য করে দের্জিনস্কি পদত্যাগের দরখাস্ত দিলেন।

জন কমিশনার পরিষদ দের্জিনস্কির অনুরোধ মঞ্জুর করল।

তবে অচিরেই দের্জিনস্কিকে ফের নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সভাপতি করা হল।

বৈপ্লবিক আদালত মিরবাখকে হত্যার ঘটনা তদন্তের পর পলাতক পপোভকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। ব্লুমকিন, প্রশিয়ান, আন্দ্রেইয়েভ ও অন্যান্যদের তাদের অনুপস্থিতে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জেল খাটার পর তাদের সোভিয়েত দেশ থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা ছিল।

সাবলিন আর মারিয়া স্পিরিদোনভাকে — বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদের অবদান বিবেচনা ক'রে — আদালত এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তবে নিখিল রুশ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির

সভাপতিমণ্ডলী তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ক'রে কারাবাস থেকে মুক্তি দেয়।

মিরবাখ যেদিন নিহত হন, ঠিক সেদিনই ইয়ারস্লাভ্‌ল এবং অন্যান্য শহরে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

অভ্যুত্থানের আগুন জ্বলে ওঠে চেকোস্লোভাক সৈন্যবাহিনীতে।

৩

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে মাথাটি পেছনের দিকে হেলিয়ে দিলেন। খুব ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু সে রাতে তিনি প্রায় ঘুমোলেনই না, ভোরের দিকে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ফের উঠে পড়লেন — কোন বিশ্রামই হল না।

হালে কীসব পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা দিনরাত সব সময় তাঁর মন ঘিরে আছে। শেষ পর্যন্ত তাহলে কী করা উচিত?! পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করছে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে, শত্রুর নিষ্ঠুরতার জবাবে নিষ্ঠুর হতে। তাঁর কাজই তো হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

কিন্তু নিষ্ঠুরতা তাঁর প্রকৃতি, তাঁর চরিত্র, তাঁর সমস্ত সত্তার বিরুদ্ধে!

বিশ্রামের সময় হামেশা সেই একই চিন্তা ফিরে ফিরে তার মনটি নাড়া দিয়ে যায়।

কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাও তো তেমন সহজ ব্যাপার নয়...

দের্জিনস্কি হাত দু'টি দিয়ে তাঁর মুখটি একবার বুলিয়ে নিলেন। সকাল থেকে টেবিলে ঠাণ্ডা চা পড়ে ছিল, তা খেলেন। তারপর পড়লেন লিভ্‌নিতে কুলাক* বিদ্রোহের রিপোর্ট। লিভ্‌নির বিদ্রোহে প্রকাশ পায় শত্রুর অর্থহীন নিষ্ঠুরতা, যার কথা শুনলে গা শিউরে উঠে। ওখানে আহতদেরও ক্ষমা মেলে নি — চোখ খুঁচিয়ে তাদের অন্ধ করা হয়েছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে তাদের বিকলাঙ্গ করা হয়েছে, পিটে পিটে খুন করা হয়েছে। কী জঘন্য প্রতিশোধ! অন্তহীন নিষ্ঠুরতা!

---

* কুলাক — ধনী কৃষক। — সম্পাঃ

প্রানিয়া পুতিলভা নামে একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল দের্জিনস্কির। তখন সবে জরুরী কমিশন গঠিত হয়েছে, মেয়েটি তাতে কাজ করতে আসে। মাথায় স্কার্ফ আর গায়ে চামড়ার কোট পরা হাসিখুশি মেয়েটির কথা তাঁর ভাল মনে আছে। সেও আজ নেই... প্রানিয়াকে রুজায়েভকাতে টুকরো টুকরো করে কাটে শ্বেতরক্ষীরা। গ্রেপ্তার করে এবং টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে! অথচ প্রানিয়ার বয়স ছিল কুল্লে আটারো বছর। সামান্য মেয়ে! তাকেও দুশমনরা ক্ষমা করল না।

তাহলে এমতাবস্থায় কীরূপ দেখায় নিজের কর্মীদের উদ্দেশে জরুরী কমিশনের সভাপতির লেখা নির্দেশটি? দের্জিনস্কি তাঁর অধীনস্থদের কাছ থেকে এরূপ আচার-আচরণ দাবি করতেন যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায়।

তিনি লেখেন: 'কারো বাড়িতে সশস্ত্র মানুষের হানাদান এবং দোষী ব্যক্তিদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে অন্যায় কাজ; তবে বর্তমানে এখনও এর আশ্রয় নিতে হবে যাতে শুভ ও সত্যের জয় হয়... সেই জন্যই, যাদের তল্লাশের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যাদের মানুষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে জেলে রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তারা যেন বন্দী ও তল্লাশাধীন মানুষের প্রতি সযত্ন আচরণ করে... তারা যেন মনে রাখে যে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির আত্মরক্ষার উপায় নেই এবং সে সম্পূর্ণই আমাদের হাতে।'

দের্জিনস্কি এই কথাগুলি লেখেন কঠোর সংগ্রামের সময়ে — ১৯১৮ সালের বসন্তকালে। কৃপা দেখাতে আহ্বান করেন। কিন্তু লিভনিতে কী ঘটল? শত্রুরা সন্ত্রাসের আশ্রয় নিল। বিপ্লবের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসই ছিল তাদের অস্ত্র।

এ সত্যিই ভাববার ব্যাপার। তাহলে শত্রুদের সঙ্গে কি শত্রুদের ভাষায়ই কথা বলা উচিত নয়? সবকিছু সত্ত্বেও — না, না, না! দের্জিনস্কির মতে, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন খোদ বিপ্লবেরই জন্য। অবশ্য সর্বাগ্রে তা প্রযোজ্য জরুরী কমিশনের কর্মীদের ক্ষেত্রে। জরুরী কমিশনের কর্মীদের থাকা চাই উত্তপ্ত হৃদয় আর ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক। মহত্ত্বের চেয়ে হীন প্রবৃত্তি গড়ে তোলা কত সহজ। বিপ্লবকে থাকা চাই প্রতিবিপ্লবের ঊর্ধ্বে, এবং যারা শাসন

ভার গ্রহণ করেছে তাদের থাকা চাই উচ্চ নৈতিক গুণাবলি।

এ রকমই ভাবতেন দের্জিনস্কি। মনে হতে পারে যে জরুরী কমিশনের সভাপতির বিচার-বিবেচনায় সবই পরিষ্কার এবং ন্যায়সঙ্গত। তবে সংগ্রামের গতি অনেককিছুই সংশোধন করল... কিন্তু সমস্তকিছু সত্ত্বেও আপন বিচারের যাথার্থ্যে ফেলিক্স দের্জিনস্কির ছিল গভীর বিশ্বাস। এবং চিরকাল সে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও কয়েক বছর পরে — জরুরী কমিশন প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে দের্জিনস্কি তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ ক'রে ফের একই কথা বলেন:

— আপনাদের মধ্যে কেউ যদি নির্দয় হয়ে ওঠেন, কারোর হৃদয় যদি হতভাগ্য কোন মানুষের জন্য আর না কাঁদে, তাহলে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যান। অপরের দুঃখকষ্ট বোঝার জন্য এখানেই সবচেয়ে বেশি দরকার দয়ার্দ্র আর সজাগ হৃদয়...

লিভনিতে অভ্যুত্থান দমিত হয়। তবে রক্তও ক্ষয় হয় প্রচুর। কিন্তু সে-ই দেশে একমাত্র বিদ্রোহ ছিল না। ইয়ারস্লাভ্‌লেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিবিপ্লবীরা। তা চলে প্রায় তিন সপ্তাহ। পরে পরিষ্কার হয়ে যায়: সেই বিদ্রোহে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার হাত ছিল। ইয়ারস্লাভ্‌ল — লন্ডন। তা কেবল লণ্ডনই নয়। অভ্যুত্থানে বার্লিনেরও হাত ছিল। দের্জিনস্কি স্মরণ করলেন: মিরবাখের হত্যার পর জার্মানরা মস্কোয় তাদের দূতাবাস রক্ষার জন্য এক ব্যাটেলিয়ন নিজস্ব সৈনিক প্রেরণের দাবি পেশ করে। তখন সবাই বুঝতে পারে যে এরূপ দাবি মানার মানেই হত জার্মান অধিকারের সূত্রপাত! লেনিন সে দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতকতা করে চেকোস্লোভাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈন্যদের অধিনায়ক — বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারি মুরাভিওভ। তা ঘটে মস্কোয় বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিদের অভ্যুত্থানের সময়ে।

মুরাভিওভ চেকোস্লোভাক বাহিনীর জন্য পথ খুলে দিয়ে রাজধানী মস্কোর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনার প্রচেষ্টা নেয়। উত্তরে — আর্খাঙ্গেলস্ক আর মুরমানস্কে অবতরণ করে বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যরা...

তখন চলছে ১৯১৮ সাল। অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব হাত মেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে। শত্রুরা আত্মগোপন ক'রে হত্যা করে সোভিয়েত ক্ষমতার সমর্থকদের। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে তারা অনাহারে মারতে প্রয়াস পায়। এমনিতেই অনাহার-ক্লিষ্ট রাশিয়ার মানুষ দিনে পঞ্চাশ গ্রাম রুটি খেয়ে বেঁচে থাকে। আর চোরা কারবারীরা কালো বাজারে সবকিছু নিয়েই বেচাকেনা করে যায়। জরুরী কমিশনের কর্মীরা একদল চোরা কারবারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। এরা সবাই ছিল 'রাশিয়ার ব্যবসায়ী ও শিল্পী সঙ্ঘের' সদস্য। দেখা গেল যে 'সঙ্ঘের' লোকেরা কালো বাজারে প্রেরণ করে এক কোটি পুদেরও* বেশি ময়দা, সাত লক্ষ পুদ চা, প্রচুর পরিমাণ টিনের খাবার... তখন রাজধানীর হ্রাসপ্রাপ্ত জনসংখ্যার কথা ধরলে, মস্কোয় মোটেই কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার কথা ছিল না। শহরে যে-পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত ছিল তা থেকে প্রতি মস্কোবাসী মাথাপিছু দশ পুদ ক'রে রুটি পেতে পারত। কিন্তু অনুরূপ চোরা কারবারীর দল কি আর একটি ছিল?! এরা দেশের বিপুল ক্ষতি সাধন করে।

তবে সে দিনগুলিতে সবচেয়ে দুঃখজনক ক্ষতি ছিল রাশিয়ার স্বর্ণভান্ডার অপহরণ। রাষ্ট্রীয় ধনাগারগুলিতে রক্ষিত মজুত সোনা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সোভিয়েত সরকার তা কাজানে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু চেকোস্লোভাক বাহিনীর সহায়তায় শ্বেতরক্ষীরা কাজান অধিকার করে ফেলে। প্রায় দশ হাজার পুদ সোনা চলে যায় কলচাকের হাতে। দশ হাজার পুদ সোনা!..

আর এ দিকে দের্জিনস্কির ব্যক্তিগত জীবনে তখনও কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা তখনও সুইজারল্যান্ডে, এবং কখন তিনি রাশিয়ায় ফিরতে পারবেন তাও বোঝা যাচ্ছিল না।

স্ভের্দলভ ফের পুরনো কথাটি তুললেন।

— তা তুমি নিজেই যদি সুইজারল্যান্ডে যাও তো কেমন হয়? তোমাকে ছাড়া সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা ওখান থেকে তো আর আসতেই পারবেন না...

---

* পুদ্ — রাশিয়ায় পূর্বে ব্যবহৃত ওজন পদ্ধতি, ১৬ কিলোগ্রামের সমান। — সম্পাঃ

ভ্লাদিমির ইলিচও কোন আপত্তি করলেন না। তিনি বরং নিজেও যাত্রার ব্যাপারে দের্জিনস্কিকে তাড়া দিতে লাগলেন। তবে তিনি ফেলিক্স এদমুন্দোভিচকে একা বিদেশে যেতে দিতে রাজী ছিলেন না। আভানেসভকে সঙ্গী হিসেবে নিতে বললেন।

ভারলাম আভানেসভ ছিলেন নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সদস্য এবং নিখিল রুশ কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। সুইজারল্যাণ্ডে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ গেলেন অজ্ঞাতভাবে — তাঁর ছদ্মনাম হল দমানস্কি। চেহারাও কিছুটা বদলে ফেলেন। আসন্ন সাক্ষাতের বিষয়ে আগে থেকেই তিনি সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনাকে লেখেন :

'আজ আমাদের অফিস ভবনে কেমন যেন শান্ত পরিবেশ, মনটি কেমন যেন ভারাক্রান্ত, দুঃখ, অতীত স্মৃতি আর বিরহ বেদনায় পরিপূর্ণ। আজ — হয়তো ক্লান্তির দরুন — কাজকর্মের কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না, এখান থেকে দূরে থাকতে ইচ্ছে করছে এবং কিছুই ভাবতে চাই না, কিছুই না, কেবল জীবন এবং নিজের পাশে আপন জনকে অনুভব করার বাসনাই মনে জাগে... আমি সেই আগের মতই অপরিবর্তনশীল। স্বপ্ন দেখি। তোমাদের জীবন আর ভালবাসার সঙ্গীত গেয়ে শোনানোর জন্য আমি কবি হতে চাই... কয়েক দিনের জন্য হয়তো আমি তোমাদের কাছে আসতে পারব। আমার একটু বিশ্রাম দরকার। দেহ ও চিন্তাধারাকে সামান্য বিরতি দেওয়া প্রয়োজন। আমি তোমাদের দেখতে ও আলিঙ্গন করতে চাই। তাহলে শিগগিরই হয়তো আমাদের দেখা হবে — কত বছর এবং কত দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার পরে।'

চিঠিখানি সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা পেলেন অক্টোবর মাসে এবং তাতে যদিও পেঁছার দিনতারিখের কোন উল্লেখ ছিল না তিনি অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করলেন...

দিন কয়েক বাদে একদিন বেশ রাত ক'রে যখন সবাই খেতে বসেছে, সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা হঠাৎ শুনতে পেলেন রাস্তায় কে যেন 'ফাউস্ট' অপেরা থেকে শীস দিয়ে একটি গীতের সুর বাজাচ্ছে। এ কেবল ফেলিক্সই হতে পারেন! বহু কাল থেকেই গুপ্ত আন্দোলনে

এ গীতটি ছিল এক সংকেত: ভাবনা নেই, সবই ঠিক আছে।

সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা তাড়াতাড়ি জায়গা ছেড়ে উঠে রাস্তায় বেরিয়ে ফেলিক্সের দিকে ছুটলেন। তাঁর সামনে আধা-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন লোক। তিনি তাঁদের ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং কেবল এখানেই দেখতে পেলেন ফেলিক্স কত অপরিচেয় — দাড়ি নেই, গোঁফ নেই, গায়ে লম্বা ওভারকোট, মাথায় টুপি, যা মুখের উপরিভাগ ঢেকে রেখেছে।

ফেলিক্স এবং ভারলাম আভানেসভ সবে বার্ন-এ এসে পৌঁছেছেন। হোটেলে সুটকেসগুলি রেখেই ব্রাটমানদের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। এই ব্রাটমান পরিবারেই ইয়াসিককে নিয়ে থাকতেন সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা।

বেশ রাত হয়েছে তখন। ইয়াসিক ঘুমোচ্ছে। সাক্ষাতের আনন্দাশ্রু সংবরণ ক'রে ফেলিক্স ছেলের উপর নুইয়ে তাকে চুমু দিলেন। এই প্রথমই তিনি ছেলেকে চুমু দিলেন। ওয়ারশতে শ্রীমতী সাভিৎস্কায়ার শিশু সদনে ইয়াসিককে তিনি চুমু দিতে পারেন নি।

কয়েক ঘণ্টা কথাবার্তা হল। গভীর রাতে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ আর আভানেসভ হোটেলে ফিরলেন।

সকালে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ ফের ব্রাটমানদের ওখানে গেলেন। ইয়াসিককে ঘুম থেকে ওঠার পরই বলা হয় যে বাবা এসেছেন, এবং সে অধীর হয়ে তাঁর আসার অপেক্ষা করে। ইয়াসিক তাঁকে কেবল ফোটোতেই দেখেছে। কিন্তু যখন সে বাবাকে দেখল, সে কেঁদে করিডরে ছুটে যায় এবং দরজার পেছনে লুকিয়ে থাকে... সে এবার দেখল সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পুরুষকে। তার জন্য বার্লিন থেকে কিনে নিয়ে আসা অপূর্ব খেলনাটিই তাকে তার আশ্রয় স্থান ছাড়তে বাধ্য করে। এরপর থেকে ইয়াসিক বাবাকে ছেড়ে এক পা-ও দূরে যায় নি।

এর মধ্যে এক ঘটনা ঘটে গেল: বার্ন-এ আসার একদিন পরেই ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হলেন — তখন সারা পৃথিবীতে 'স্পেনিশ' ইনফ্লুয়েঞ্জার খুব প্রাদুর্ভাব ঘটে। 'স্পেনিশ' ইনফ্লুয়েঞ্জার কবলিত হয় সমস্ত ইউরোপীয় দেশ।

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ হোটেলে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন — তাঁর ভীষণ জ্বর তখন। জোসিয়া হামেশাই তাঁর পাশে পাশে থাকেন।

ভাগ্যিস, কোন জটিলতা দেখা দেয় নি, এবং অচিরেই তাঁরা তিনজনে এক সপ্তাহের জন্য ল্‌গানো-য় রওয়ানা দিতে পারলেন। ওখানে হ্রদের তীরে অবস্থিত একটি হোটেলে উঠলেন।

ল্‌গানো-য় ফেলিক্স এদম্‌ন্দোভিচ ও সোফিয়া সিগিজম্‌ন্দোভনা প্রায়ই হ্রদে বেড়াতে যেতেন। কখনও নৌকা নিতেন — ফেলিক্স দাঁড়ে বসতেন। আর ইয়াসিক অনর্গল কথা বলেই যেত, তার প্রশ্নের সীমাসংখ্যা ছিল না।

এক সপ্তাহ পরে ফেলিক্স এদম্‌ন্দোভিচ এবং ভারলাম আভানেসভ বার্লিন চলে গেলেন। সোফিয়া সিগিজম্‌ন্দোভনা তাঁদের সঙ্গে যেতে পারলেন না: তাঁরা উভয়ই স্‌ইজারল্যান্ড আসেন অবৈধভাবে।

বার্লিন থেকে ফেলিক্স এদম্‌ন্দোভিচ বার্ন-এ চিঠি লিখলেন। তিনি স্ত্রীকে লিখলেন জার্মানির বৈপ্লবিক ঘটনাবলির বিষয়ে — এর্‌প ঘটনা তখন কেবল শ্‌র্‌ হচ্ছে:

'গতকাল এখানে বেশ কয়েকটি মিটিং আয়োজিত হয়। এগ্‌লিতে ভাষণ দেন লিবক্লেখ্‌ট। আর পরে মিছিল চলে। প্‌লিশ তলোয়ার চালিয়ে মিছিল ভঙ্গ করে। অনেক লোক গ্‌র্‌তরভাবে আহত হয়। একদল মিছিলকারী প্‌লিশ কর্ডন অতিক্রম ক'রে সোভিয়েত দ্‌তাবাসের সামনে এসে থামে এবং টুপি আর র্‌মাল দ্‌লিয়ে এবং জয়ধ্বনি তুলে সোভিয়েত দ্‌তাবাস কর্মীদের অভিনন্দিত করে।

আমাদের রাশিয়ার বির্‌দ্ধে অসি হস্তে এগ্‌চ্ছে কেবল আঁতাঁত-এর দেশগ্‌লিই নয়, জার্মানিও; এবং আমাদের সম্ম্‌খে সম্ভবত অতি কঠোর সংগ্রাম...

তোমাদের রাশিয়া আসার ব্যাপারে আমি সর্বদাই চিন্তিত। আসার পথে তোমরা যে নানা ঝামেলায় পড়তে পার সে কথা ভেবে তোমাদের আপাতত যাত্রা না করতেই বলব। শীত এলেই অবস্থা ব্‌ঝে একটা ব্যবস্থা করা যাবে...'

এক সপ্তাহ পরে দের্জিনস্কি ফের মস্কোয় অফিস ঘরে বসে বসে তাঁর অন্‌পস্থিতে জমে ওঠা কাগজপত্র দেখতে থাকেন।

পরে ক্লান্ত হয়ে চেয়ারের পেছনে হেলান দিয়ে ছেলের কথা স্মরণ করেন এবং হাসিতে তাঁর ম্‌খটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

দ্বাদশ অধ্যায়

'বিপ্লবী এবং কেবল বিপ্লবী!'

১

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি কখনও সামরিক কর্মচারী ছিলেন না। তিনি তেমনি ছিলেন না কোন ডিপ্লমাপ্রাপ্ত এঞ্জিনিয়র বা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ। দের্জিনস্কির জীবনে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলশেভিক গুপ্ত আন্দোলনকারীর সুদীর্ঘ বছরের কাজ, বৈপ্লবিক সংগ্রামে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা। এভাবেই তিনি অর্জন করেন জনতাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ও অনুপ্রাণিত করার দক্ষতা, তাদের উপর নির্ভর করার এবং তাদের সহায়তায় অসাধ্য সাধনের নিপুণতা।

দশম পার্টি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের জন্য নির্ধারিত ফরমে যেখানে পেশা বিষয়ক প্রশ্নটি ছিল, সেখানে দের্জিনস্কি লেখেন: 'বিপ্লবী এবং কেবল বিপ্লবী'। কিন্তু এরূপ পেশা তাঁকে বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজে শক্তি নিয়োগ করার সম্ভাবনা জোগাত। ভ্লাদিমির ইলিচ দের্জিনস্কির যে-সমস্ত গুণাবলি দেখে মুগ্ধ হন তার মধ্যে ছিল তাঁর অফুরন্ত উদ্যম, তাঁর অটলতা, তাঁর সততা আর সরলতা।

১৯১৮ সালের শেষের দিকে, যখন সমস্ত ফ্রণ্টে পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয় শত্রুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের যথেষ্ট সাফল্য, ঠিক তখনই হঠাৎ ঘটল পের্ম্ বিপর্যয়। কলচাকের সৈন্যরা পের্ম দখল করে চেকোস্লোভাক বাহিনীর সঙ্গে মিলে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের ইচ্ছা — তারা ভিয়াৎকা অধিকার ক'রে ইঙ্গো-মার্কিন হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে মস্কো আক্রমণের অভিযানে লিপ্ত হবে।

পের্ম খোয়া যাওয়াতে পূর্ব রণাঙ্গনে এক ভীষণ সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। এবং যখন প্রশ্ন উঠল — পূর্ব রণাঙ্গনের অবস্থা পরিদর্শন এবং গুরুতর সামরিক বিপর্যয়ের কারণ তদন্তের জন্য

কাকে সেখানে পাঠানো যায়, তখন লেনিন দের্জিনস্কিরই নাম করলেন, যদিও ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ কখনও সামরিক কর্মচারী ছিলেন না।

১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসের গোড়াতে এক তদন্তকারী পার্টি কমিশন পূর্ব রণাঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করল।

শত্রুর আক্রমণ-অভিযান প্রতিহত করা সম্ভব হল। জানুয়ারির শেষ দিকে লাল ফৌজের ইউনিটগুলি পাল্টা-আক্রমণ শুরু ক'রে কলচাককে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করে। বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে তার মিলিত হওয়ার অভিপ্রায় আর কার্যকর হল না।

দের্জিনস্কি মস্কোয় ফিরলেন। অচিরেই রাশিয়ায় এলেন সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা আর ইয়াসিক। তাঁরা এলেন রুশ যুদ্ধবন্দী এবং রাজনৈতিক প্রবাসীদের সঙ্গে একই ট্রেনে। তখন তুষারাচ্ছন্ন, হিম শীতল ফেব্রুয়ারি।

এবার দের্জিনস্কির পরিবার আছে! স্ত্রী ও পুত্র তাঁরই পাশে... দের্জিনস্কিরা ক্রেমলিনে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে বাস করতে লাগলেন।

আগেরই মত এখন দের্জিনস্কির প্রচুর সময় ব্যয়িত হত কাজে। অনেক সময় সারা দিনও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না — গভীর রাত অবধি অফিসে থাকতে হত। আর কখনও-কখনও এমনকি নিজের অফিস ঘরেই রাত কাটাতেন।

প্রতিবিপ্লবী আর চোরা কারবারীদের সঙ্গে সংগ্রাম চলতে থাকে। তবে সব সময়ই যে সাফল্য অর্জিত হত এমন নয় — নিষ্ফলতাও ঘটত। সোভিয়েত রাশিয়াকে চারিদিক থেকে ঘিরে ছিল প্রচুর শত্রু।

১৯১৯ সালের মে মাসে জেনারেল ইউদেনিচের সৈন্যরা প্রায় পেত্রগ্রাদেই পৌঁছে যায়। ঠিক তখনই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় পেত্রগ্রাদের নিকটস্থ দুই সমুদ্র বন্দরে — ক্রাস্নায়া গর্কা আর সেরায়া লশাদ-এ। হেমন্তের দিকে দেনিকিন কুর্স্ক অধিকার ক'রে তুলা শহর অভিমুখে রওয়ানা দেয়। শ্বেত সৈন্যরা এর আগে আর কখনও মস্কোর এত কাছাকাছি আসতে পারে নি। এদের প্রতিটি সাফল্য অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করে, তাদের সক্রিয় করে তুলে।

পেত্রগ্রাদের মত রণাঙ্গন নিকটস্থ স্থান বিপদমুক্ত করার কাজে বারো হাজার শ্রমিককে নিযুক্ত করা হয়। এক রাতে পেত্রগ্রাদের অভিজাত পাড়াগুলিতে, সব রকমের 'প্রাক্তন ভদ্রলোকদের' ভবনে-বাড়িতে, বিদেশী

দূতাবাসসমূহে আবিষ্কৃত হয় চার সহস্রাধিক বন্দুক, অনেক-গুলি মেশিনগান, প্রচুর যুদ্ধোপকরণ এবং অন্যান্য বহু সামরিক মালপত্র। আর রুমানিয়ার দূতাবাসে পাওয়া যায় এমনকি একটি কামানও...

তবে সে রাতে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয় বৃটিশ দূতাবাসে। প্রথমত তেমন কোনকিছু চোখে পড়ে নি — কাগজ ভরা আলমারি, তাকে তাকে অসংখ্য ফাইল... কিন্তু ভাল ক'রে তদন্ত করতে গিয়ে এক আলমারির পেছনে হঠাৎ একটা লোহার দরজা নজরে পড়ল। ওটা ছিল মাটির তলার গুপ্ত ভাণ্ডারে প্রবেশের পথ — ওখানে রক্ষিত থাকে বহু সিন্দুক, বাক্স, সুটকেস ইত্যাদি।

জরুরী কমিশনের লোকেরা ওগুলি খুলে তো থ বনে গেলেন: সোনা, সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত মূল্যবান ধাতব দ্রব্য, হীরা। সমস্ত সুটকেসে, বাক্সে এবং কোন কোন মূল্যবান দ্রব্যে মালিকের নাম সহ কাগজ লাগানো ছিল। ওরা সবাই রাশিয়ার রাজবংশীয় ব্যক্তি, রাজ দরবারের লোক। বুর্জোয়ারা বৃটিশ দূতাবাসে তাদের ধনসম্পত্তি লুকিয়ে রাখে। সমস্তকিছুই বাজেয়াপ্ত করে মস্কোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে মস্কোয় প্রাক্তন জার সামরিক কর্মচারীর সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। এদের মধ্যে অনেকেই ভেতরে ভেতরে ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শত্রু।

নিখিল রুশ জরুরী কমিশন গঠিত হওয়ার সময় থেকে তার কর্মীরা বহু প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়। এবং এমন কোন মামলা ছিল না যার তদন্তে ফেলিক্স দের্জিনস্কি অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি হয় তদন্তকারীদের নেতৃত্ব দিতেন, নয় তাদের বিপ্লবের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি বাতলে দিতেন — হোক তা অভ্যন্তরীণ চক্রান্তকারী কিংবা বিদেশী রাষ্ট্রের গুপ্তচর। জরুরী কমিশনের সভাপতি ছিলেন কমিশনেরই মস্তিষ্ক। আর তাঁকে ঘিরে থাকে তরুণ, সবে হাতে-খড়ি পাওয়া সোভিয়েত নিরাপত্তা কর্মীরা।

প্রচণ্ড কর্মচাপে ফের ফেলিক্স এদমুন্দোভিচের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। শুরু হয় রক্তকাশ। ক্লান্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েন। ডাক্তারা তাঁকে অল্প কয়েক দিনের জন্য হলেও বিশ্রামের জন্য শহরের বাইরে যেতে বলেন।

কিন্তু ফেলিক্স এদমন্দোভিচ তাঁদের বোঝান যে ঠিক এক্ষুণি কোন মতেই তাঁর পক্ষে মস্কো ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

ভ্লাদিমির ইলিচ সমস্তকিছু জানতে পেরে কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে দের্জিনস্কির বিশ্রামের বিষয়ে বিশেষ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করালেন। ঠিক করা হল তাঁকে পাঠানো হবে মস্কোর নিকটস্থ একটি রাষ্ট্রীয় খামারে। ভ্লাদিমির ইলিচ ভাবলেন যে একমাত্র রাষ্ট্রীয় খামারেই মোটামুটি রকমের ভাল খাবার মিলতে পারে। তাছাড়া ওখানে কোন টেলিফোনও নেই, — দের্জিনস্কি ইচ্ছে করলেও কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারবেন না...

ফেলিক্স এদমন্দোভিচ মস্কোয় ফিরলেন হেমন্তের শুরুতে। এর দিন কয়েক পরেই নতুন একটা ঘটনা ঘটল — লেওন্তিয়েভস্কি স্ট্রিটে বিস্ফোরণ।

জরুরী কমিশনের সভাপতি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে রওয়ানা দিলেন। তখন প্রায় রাত নটা।

তদন্ত শুরু হয় সে রাতেই। নিহত হয় বারোজন লোক, আর আহতের সংখ্যা — পঞ্চাশেরও বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বোমাটির প্রচন্ড বিস্ফোরণ ক্ষমতা ছিল।

তদন্ত করে দেখা গেল যে এ ঘটনাটিতে 'গুপ্ত নৈরাজ্যবাদী' নামক সংস্থার সদস্যরা জড়িত ছিল।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষপর্যন্ত নৈরাজ্যবাদীদের সন্ধান মিলল মস্কোর অনতিদূরে ক্রাসকোভো নামক স্থানের এক বাগান-বাড়িতে। সন্ত্রাসবাদীরা আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে এবং বিস্ফোরণের সাহায্যে বাড়িটিই উড়িয়ে দেয়। ধরা পড়ল সন্ত্রাসবাদীদের নেতা — দনাত চেরেপানোভ। এ ছিল সেই সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি যে মিরবাখের হত্যার পরে দের্জিনস্কির গ্রেপ্তারিতে অংশগ্রহণ করে।

দের্জিনস্কি নিজেই ওকে জেরা করেন। চেরেপানোভ উদ্ধত ব্যবহার করে।

— আমি হচ্ছি সারা রাশিয়া সন্ত্রাসবাদী সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, — বলে সে। — আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ আয়োজন। তারই একটা আমি সম্পন্ন করেছি লেওন্তিয়েভস্কি স্ট্রিটে।

চেরেপানোভ আরও বলে: লেওন্তিয়েভস্কি স্ট্রিটে পার্টির মস্কো

কমিটির ভবনে তারা বোমা ফেলে এই জন্য যে তারা ভেবেছিল ওখানে লেনিনও উপস্থিত থাকবেন।

বোমা বিস্ফোরণের এই ঘটনাটিতে সারা দেশে প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যায়। লোকে সভাসমিতিতে দাবি করল — প্রতিবিপ্লবীদের সন্ত্রাসের জবাবে তাদেরও সন্ত্রাসের সাহায্যে জব্দ করা হোক! কিন্তু এখন পরিস্থিতি ছিল অন্য রকম। গৃহযুদ্ধের সমস্ত ফ্রণ্টে ঘটনা প্রবাহের মোড় বদলে যায় — সর্বত্রই সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের জয়জয়কার আরম্ভ হয়। অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পেতে থাকে। এই সমস্তকিছু বিবেচনা করে সরকার ঠিক করলেন যে অর্থহীন ও নিষ্ঠুর সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপের জবাবে সন্ত্রাসের আশ্রয় নেবেন না।

আর অচিরেই, নতুন বছরের জানুয়ারি মাসে, দের্জিনস্কির প্রস্তাব অনুসারে সরকার মৃত্যুদণ্ডও রদ করে দেন।

২

১৯২০ সালে মস্কো বিদেশী কূটনীতিকদের তেমন একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, যেমনটি ঘটেছিল বছর দুয়েক বাদে জেনোয়ায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের পরে। পাশ্চাত্য দেশগুলির শাসকরা তখনও ভাবছিল যে গৃহযুদ্ধে বলশেভিকদের সামরিক পরাজয় অবশ্যম্ভাবী; এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা তাদের জেনারেল স্টাফ, হানাদার বাহিনীসমূহের সেনাপতিমণ্ডলী কিংবা দেনিকিন, কলচাক ও ভ্রাঙ্গেলের বাহিনীগুলিতে উপস্থিত সামরিক উপদেষ্টাদেরই আশ্রয় নিতে বেশি পছন্দ করত...

তবে নতুন রাশিয়ার প্রতি ইউরোপে আগ্রহ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। সে আগ্রহ দেখায় একমাত্র প্রলেতারিয়েতই নয়।

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই তখন রাশিয়ায় আসেন। পাশ্চাত্য জগতের যে-সমস্ত ব্যক্তি প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডবাসী প্লাটেন, — লেনিন যখন প্রবাস থেকে রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন ইনিও তাঁর সঙ্গে আসেন এ দেশে, জন

রিড — সাংবাদিক ও অক্টোবর বিপ্লবের ইতিবৃত্তকার। তাঁদের পরে আসেন লেখক হার্বার্ট ওয়েলস, তিনি ছিলেন এক দারুণ উপহাসকারী ইংরেজ। তিনি অক্টোবর বিপ্লব মেনে নিতে পারেন নি, তবে সততার সঙ্গে তাতে সমস্তকিছু বোঝার চেষ্টা নেন। বসন্তের দিকে মস্কোয় এলেন অমিতাচারী বৃটিশ ভাস্কর শেরিডান, — ইনি সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি গড়তে চান।

...১৯২০ সালে দের্জিনস্কি নতুন এক কর্মভার পেলেন। তবে তাই বলে আগের কাজ থেকে তিনি রেহাই পেলেন না, — এ ছিল কেবল অতিরিক্ত দায়িত্ব।

এবার কঠিন পরিস্থিতি দেখা দেয় ইউক্রেনে। তবে গৃহযুদ্ধ চলা কালে এমন কোন সময় ছিল কি যখন কোন-না-কোন স্থানে জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয় নি?! এবং সব বারই, যেখানে জটিল ও কঠিন সেখানেই দের্জিনস্কিকে পাঠানো হত।

শ্বেত পোলীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ ইউক্রেনে প্রতিবিপ্লবীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। দক্ষিণে পিলসুদস্কির সাহায্যে এগিয়ে আসে ভ্রাঙ্গেল। সারা ইউক্রেন জুড়ে লাল ফৌজের পশ্চাদ্ভাগে ঘুরে বেড়ায় তিউতিউন্নিক, মাখনো আর গ্রিগোরিয়েভের দস্যুদলগুলি... কিছুতেই ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাচ্ছিল না।

কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে দের্জিনস্কিকে নিযুক্ত করা হল দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগের অধিনায়ক।

জরুরী কমিশনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী থেকে দেড় হাজার সৈনিক সঙ্গে নিয়ে দের্জিনস্কি চলে গেলেন খারকভে।

ওখান থেকে তিনি স্ত্রীকে লেখেন:

'...আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। দেখছি এবং অনুভব করছি যে যা দিচ্ছি তার চেয়ে বেশিই দিতে পারতাম। পারতাম... আমি হয়তো মানসিক দিক থেকে অতিশয় ক্লান্ত, এবং তাই মনোনিবেশ করতে ও নিজেকে সামলাতে পারছি না যাতে শক্তি কম খরচ হয়, যাতে যথাসম্ভব কম ক্লান্তির মধ্যে সে-শক্তি যথাসম্ভব বেশি দিতে পারে। এমনভাবে কাজ করতে পারা দরকার যাতে প্রতিদিন মস্তিষ্ক ও স্নায়ু বিশ্রাম লাভ করতে পারে।

...মাখনোকে নির্বিষ করার আগে আমি মস্কো ফিরতে চাই না।

ওর সঙ্গে আমাকে পেরে উঠা মুশকিল, কারণ ও লড়ে ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে, আর আমার কাছে কোন অশ্বারোহী বাহিনী নেই। তবে ওকে যদি বিধ্বস্ত করতে পারতাম, তাহলে কয়েকদিনের জন্য মস্কোয় আসতাম পরবর্তী নির্দেশাদি লাভ এবং অন্যান্য সমস্যাদি সমাধানের জন্য।'

কিন্তু ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ সমস্ত ঘটনা স্ত্রীকেও জানালেন না, — তিনি তাঁকে চিন্তিত করতে চান নি: খারকভে আসার অল্পকাল পরেই তাঁকে হত্যার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

সকাল বেলা দের্জিনস্কি যখন জরুরী কমিশনের স্থানীয় দপ্তরে এলেন — আর ওখানেই ছিল তাঁর হেড কোয়ার্টার, — তাঁর কাছে রিভলভার হাতে ছুটে এল এক তরুণী মহিলা।

— আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি, ওর কী চাই,—পরবর্তীকালে গল্প করেন দের্জিনস্কি। — দেখতে পেলাম কেবল ওর চেহারা, বিস্ফারিত দৃষ্টি, বেঁকে যাওয়া মুখ। ও রিভলভার দিয়ে সোজা আমার দিকে নিশান করে। ওর দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে আমি মুহূর্তের মধ্যে মাথা এক পাশে নিয়ে যাই। গুলি আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। ওর হাত কেঁপে উঠল, ও সম্ভবত আমার সোজা দৃষ্টি সইতে পারল না... দ্বিতীয় বার গুলি ছোঁড়া আর ওর পক্ষে সম্ভব হল না। আমাদের সাথীরা ওকে নিরস্ত্র করে ফেলে।

— এই মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়? — জিজ্ঞেস করা হয় দের্জিনস্কিকে।

— না, — জবাব দেন তিনি। — ও ছিল এক ক্ষোভোন্মাদ, পাগলী। তাছাড়া আমরা তো তখন মৃত্যুদণ্ডও রদ করে দিয়েছিলাম...

দের্জিনস্কির খারকভে আসার পর কাটল কেবল দেড় মাস, এবং ফের — নতুন কর্মভার... এবার পোল্যাণ্ডের রণাঙ্গনে।

লাল ফৌজের ইউনিটগুলি গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে পোল্যাণ্ডের সীমান্তে এসে পেঁছিল।

কিন্তু হঠাৎ ঘটনা প্রবাহ বিপরীত দিকে মোড় নিল। পশ্চিমী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিলসুদস্কির সৈন্যরা আবার আক্রমণ চালাল এবং অতি দ্রুত বেশ সাফল্যও অর্জন করল।

যে পিলসুদস্কির সঙ্গে একদা ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ ভিলনোর

রাত্রিকালীন রাস্তায় এত উত্তেজনার সঙ্গে তর্ক করেন এখন সেই পিলসুদস্কিই হল তাঁর খোলাখুলি সশস্ত্র শত্রু...

ভারাক্রান্ত মনে মিনস্ক থেকে দের্জিনস্কি সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনাকে লিখলেন সামরিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে। তিনি অবিচলভাবে সইতে পারতেন অদৃষ্টের আঘাত, ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করতে পারতেন এবং স্থৈর্য হারাতেন না।

কিন্তু সমস্ত অসাফল্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিদেশী হস্তক্ষেপকারী আর শ্বেত রক্ষীদের অভিসন্ধি বানচাল করে দিয়ে নবীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি এবং যুদ্ধ-বিঘ্নিত জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে মনোনিবেশ করল।

৩

হাজার জরুরী কাজকর্মে হামেশা ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কি কিন্তু দুর্ভিক্ষগ্রস্ত দেশের শিশুদের অদৃষ্টের প্রতি কখনও এতটুকু উদাসীন ছিলেন না। তখন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় রাশিয়ার চৌত্রিশটি গুবের্নিয়ার কোটি কোটি মানুষ। জরুরী কমিশনের কর্মীরা ছাড়া আর কারাই বা সে সময় শিশুদের বুভুক্ষার হাত থেকে বাঁচাতে পারত...

দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় মস্কো থেকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজধানীর জীবন হামেশাই স্মরণ করিয়ে দেয় সেই বিভীষিকাময় দুর্দশার কথা। নিরাশ্রয় ছেলেমেয়েতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় মস্কো নগরী। তারা থাকত ত্ভেরস্কাইয়া স্ট্রিটের অর্ধনির্মিত এক সিনেমা হলে, শহরের কেন্দ্রস্থলে — গাজেত্‌নি স্ট্রিটের কোণে, রাত কাটাত পিচ গালাইয়ের বিরাট বিরাট ডেগে, ভিড় করত রেল স্টেশনে, আগত ট্রেনগুলিতে, দলে দলে ঘুরে বেড়াত মস্কোর রাস্তায়...

একদিন রাত্রিবেলা দের্জিনস্কি ক্লান্ত হয়ে গাড়িতে করে ফিরছেন অধিবেশন থেকে। লুবিয়ানকা স্কোয়ারের কোন একটি কোণে হঠাৎ ফেলিক্স এদমুন্দোভিচের নজর গিয়ে পড়ে গেল এক ডেগে, যাতে দিনের বেলা শ্রমিকরা পিচ গলিয়েছে। গাড়ির আলোতে তিনি দেখতে

পেলেন ছেঁড়া কাপড় পরা, নোংরা এক গৃহহীন শিশুকে — ও তখন তাড়াতাড়ি ডেগে ঢুকছে।

দের্জিনস্কি ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন এবং এগিয়ে গেলেন ডেগের দিকে। তার ভেতর থেকে তখনও তাপ বেরচ্ছে। এই বাকি তাপটুকুই হা-ঘরে শিশুদের আকর্ষণ করে। তখন হেমন্তের ঠান্ডা রাত, এবং কেবল ডেগগুলিতেই সামান্য তাপ মেলে। ছেলেরা বিজ্ঞাপনের কাগজ বিছিয়ে তার ভেতরে জড়সড়ভাবে শুয়ে থাকে। অপরিচিত এক ব্যক্তির আগমনে তাদের কয়েকজন বিপদের আশঙ্কা ক'রে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়ই ডেগ থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ে এবং উধাও হয়ে যায় রাত্রির অন্ধকারে। বাকীরা হয়তো উষ্ণ ডেগ ত্যাগ করতে চায় নি; তারা ভয় সত্ত্বেও শুয়ে রইল, — তবে যেকোন মুহূর্তে পালাতেও প্রস্তুত থাকল।

— কী রে, তোদের শীত করছে না বুঝি? — জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি।

তাদের মধ্যে সামান্য সাহসী একটি ছেলে তখন সবার হয়ে জবাব দিল:

— না, আমরা এখানে গা গরম করে নিয়েছি।

— খেতে চাস?

— তা কে-ই বা খেতে চায় না...

— তাহলে বস গাড়িতে। আমার সঙ্গে চল, আমি তোদের খাইয়ে দেব। রাজী তো? আর ওখানেই কথাবার্তা হবে, হয়তো তোদের কেউ অনাথাশ্রমে যেতে চাইবে।

— ওখানে কেউ যাবে না!.. — কে বলে উঠল ডেগের অন্ধকার থেকে।

যে ছেলেটি একথা বলল, সে ডেগ থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দিল ছুট — তার ভয় পাছে তাকে অনাথাশ্রমে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকীরা দের্জিনস্কির সঙ্গে যেতে সম্মত হল — খিদে পেলে বাঘও পোষ মানে... ধাক্কাধাক্কি করতে করতে গাড়িতে গিয়ে উঠল সবাই।

জরুরী কমিশন ভবনের প্রবেশ দ্বারে আরও কয়েকটি ছেলে পালাল: সাহসে কুললো না। থেকে গেল তিনজন, ওদেরই দের্জিনস্কি তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে গেলেন। খাবার যাকিছু ছিল সবই জড় করা হল,

ছেলেরা খেল। তারপর ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ জিজ্ঞেস করলেন — তারা অনাথাশ্রমে যেতে চায় কি না। সামনেই শীত, রাস্তায় ওভাবে বেশি দিন কাটানো যাবে না।

— তখন আমরা দক্ষিণের দিকে রওয়ানা দেব, — বলল একটি ছেলে। তবে শেষ পর্যন্ত তিনজনই রাজী হল: 'একবার অনাথাশ্রমে গিয়ে দেখাই যাক না।'

জরুরী কমিশনে অতিথিদের ঘুমানোর বন্দোবস্ত করে দিয়ে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ বাড়ি চলে গেলেন। নিরাশ্রয় শিশুদের সেবাযত্নের দায়িত্ব তিনি দিলেন সম্পাদক বেলেঙ্কিকে।

অচিরেই মফঃস্বলে কাজ সেরে ফিরলেন শিক্ষা দপ্তরের কর্মী এবং শিশু রক্ষা সংক্রান্ত কমিশনের সদস্যা কালিনিনা। তিনি গিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত অঞ্চলগুলিতে। ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ কালিনিনাকে চিনতেন, তাঁর সফরের কথাও জানা ছিল। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন।

এলেন কালিনিনা — মধ্য বয়সী মহিলা, ছেলেদের মত খাটো ক'রে ছাঁটা চুল, যাকিছু দেখেছেন ও শুনেছেন তাতে যেন উত্তেজিত ও মর্মাহত। কালিনিনার চাঞ্চল্য দের্জিনস্কিকেও চঞ্চল করে তুলল। তিনি বিভীষিকাময় চিত্র দেখে এসেছেন: মানুষ মরে ঘরে ঘরে পড়ে আছে, তাদের এমনকি কবর দেওয়ার মত লোকও নেই, ভবঘুরে কঙ্কালসার শিশুরা গাছের ছাল খেয়ে দিন গুজরাচ্ছে...

দুর্ভিক্ষগ্রস্ত গুবের্নিয়াগুলিতে তখন ছিল কয়েক কোটি শিশু।

কালিনিনা ভীষণ বেদনার সঙ্গে সমস্ত কাহিনী বললেন — যেন ওরা সবাই তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে। তিনি যখন চলে গেলেন, শোকাক্রান্ত দের্জিনস্কি ভ্লাদিমির ইলিচকে ফোন করলেন।

— কী করব এবার? — জিজ্ঞেস করেন লেনিন। — বলব, সমস্যাটি অতিই গুরুত্বপূর্ণ!

— ঠিক আছে, আমি লুনাচারস্কির* সঙ্গে কথা বলে দেখছি। আমরা একসঙ্গেই প্রস্তাব প্রস্তুত করব। শিশুদের বাঁচানোর জন্য, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য বিশেষ অধিকার-প্রাপ্ত কমিশন প্রয়োজন।

সময় নষ্ট না করে দের্জিনস্কি রওয়ানা দিলেন শিক্ষা দপ্তরে।

---

* আনাতোলি লুনাচারস্কি — তদানীন্তন শিক্ষা মন্ত্রী। — সম্পাঃ

লুনাচারস্কির কামরায় ঢুকতেই তিনি দ্রুত ও উত্তেজিতভাবে বলে উঠেন:

— জানেন, আমাদের চোখের সামনে শিশুরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে... ওদের অনতিবিলম্বে বাঁচাতে হবে, পরে দেরি হয়ে যাবে! একই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্ষেত্রে। আমি নিজেই এমন কমিশনের নেতৃত্ব দিতে রাজী আছি যা দুর্ভিক্ষ আর গৃহহীনতার সঙ্গে লড়বে। তাতে জরুরী কমিশনের কর্মীদেরও নিযুক্ত করব।

— এখানে দ্বিমত হতেই পারে না, — সম্মত হন লুনাচারস্কি। — কিন্তু কীভাবে এ কাজ করা যায়?

— আমি সবকিছু ভেবেছি। সর্বাগ্রে, প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে এ হচ্ছে এক বড় রকমের দুর্দশা। আমরা সর্বদাই বলে যাচ্ছি: 'সমস্তকিছু শিশুদের জন্য।' অথচ তারাই যদি মারা পড়ে?! আমি এমনি-এমনি জরুরী কমিশনের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করতে বলছি না। আমাদের কমিশন দেশে সর্বাধিক কর্মক্ষম, সবচেয়ে সংগঠিত। তাছাড়া আমাদের কমিশনের শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র, তাদের কথা লোকে শোনে। আর খোলাখুলি বলতে গেলে, কেউ কেউ আমাদের সামান্য ভয়ও করে। এরও একটা তাৎপর্য আছে। আমরা যে এখন ক্রমশই শান্তিপূর্ণ নির্মাণকার্যে হাত দিচ্ছি। তাই আমি ভাবছি: কেনই বা আমাদের সংগ্রামী কমিশনকে গৃহহীনতার মত এক দুর্গতির সঙ্গে লড়ার কাজে লাগাব না? শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে মিলেমিশেই কাজ করব...

জন কমিশনার পরিষদ অচিরেই শিশুদের অবস্থার উন্নতি সাধন সম্পর্কিত এক কমিশন গঠনের ডিক্রি প্রকাশিত করল। এর সভাপতি হলেন জরুরী কমিশনের প্রথম ব্যক্তি দের্জিনস্কি, যিনি ইতিপূর্বে লড়েছেন প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে।

তাঁকে যেদিন এ পদে নিযুক্ত করা হল, সেদিন তিনি জরুরী কমিশনের স্থানীয় সংগঠনগুলির উদ্দেশে লেখেন:

'এবার এমন সময় এসেছে, যখন বাইরের ফ্রন্টগুলিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সোভিয়েত রাজ পূর্ণ উদ্যমে সর্বাগ্রে শিশুদের কল্যাণের দিকে তার মনোযোগ নিয়োগ করতে পারে। শিশুরাই আমাদের কমিউনিস্ট সমাজের ভবিষ্যৎ।'

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ তাঁর লেখা কাগজটি টাইপ করতে দেন।

তিনি দূরের দিকে কোথাও তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর ছেলের ফোটোর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তাকিয়ে সামান্য হাসলেন — মনে এল সুদূর অতীতের স্মৃতি। এককালে আলদোনাকে লেখা তাঁর প্রতিটি চিঠিতেই ছেলেমেয়েদের কথা স্মরণ করতেন। হোক তা জেল থেকে, নির্বাসন থেকে কিংবা প্রবাস থেকে — কখনও ব্যতিক্রম ঘটে নি। বোনের সঙ্গে তাদের বিষয়ে কথা বলতে তিনি ভালবাসতেন। ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ যখন তরুণ ছিলেন, — তখনও ইয়াসিকের জন্ম হয় নি, — আলদোনাকে একবার লেখেন:

'জানি না কেন আমি শিশুদের এত ভালবাসি। অন্য কাউকেই আমি এত ভালবাসি না... আমি কখনও শিশুর মত কোন নারীকে এত ভালবাসতে পারব না। আমার মনে হয়, নিজের সন্তানদের আমি পরের সন্তানের চেয়ে বেশি ভালবাসতে পারব না।'

এ কথাগুলি লেখা হয় কুড়ি বছর আগে। ফেলিক্স এদমুন্দোভিচের ভালই মনে আছে: লেখেন জেনেভা থেকে, সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে পলায়নের পরে... এ কথা ঠিক যে তিনি ভালবাসেন ইয়াসিককে, তাঁর একমাত্র ছেলেকে, তবে যা বোনকে লিখেছিলেন তা এখনও আবার লিখতে পারেন।

৪

অক্টোবর বিপ্লবের পরে দেশে যাকিছু ঘটছিল তা ছিল বিপুল কর্মকাণ্ডের ভূমিকা মাত্র। গৃহযুদ্ধের পরে জাতীয় অর্থনীতি পুনর্স্থাপনের কাজে হাত দিতে হয়। এটাই ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত ও দারিদ্র্য কবলিত দেশের প্রধান কর্তব্য। অনেকের কাছেই এ কাজ সম্পন্ন অসম্ভব এবং তা অলীক কল্পনা বলে মনে হল। অনেকেই লেনিনকে অভিহিত করল 'ক্রেমলিনের কল্পনাবিলাসী' নামে। ভ্লাদিমির ইলিচের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাবিলাসী ছিল ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সমস্ত নাগরিক। তখনই ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার বৈষয়িক ভিত্তি গড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়!

একদা দের্জিন্স্কিকে টেলিফোন করলেন জন কমিশনার পরিষদের

কর্ম তত্ত্বাবধায়ক বণ্ড-ব্রুয়েভিচ: ফেলিক্স এদমুন্দোভিচকে শিগগির ভ্লাদিমির ইলিচের কাছে যেতে অনুরোধ করলেন।

কয়েক মিনিট পরেই দের্জিনস্কি লেনিনের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। ভ্লাদিমির ইলিচ কেমন যেন মনক্ষুণ্ণ ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেন:

— ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ, আপনাকেই রেল বিভাগের দায়িত্ব নিতে হবে। এ ছাড়া কোনকিছুই করা যাচ্ছে না...

— কোনকিছু ঘটেছে? — জিজ্ঞেস করেন দের্জিনস্কি।

— এই দেখুন না। — ভ্লাদিমির ইলিচ তাঁর দিকে যানবাহনের কার্য সমীক্ষা বাড়িয়ে দেন: রেল পথে দিনে দিনে মাল পরিবহন হ্রাস পেয়ে চলেছে। — পরিবহনে বিশৃঙ্খলা। আপনি বুঝতে পারছেন, এর পরিণাম কী হতে পারে?..

ভ্লাদিমির ইলিচ জায়গা ছেড়ে ঘরে পায়চারি আরম্ভ করলেন।

সত্যিই, পরিবহনের ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি দেখা দেয়। সর্বত্র অকেজো হয়ে পড়ে থাকে রেল এঞ্জিন, রেল ওয়াগন। দিনে দিনে অবস্থার কেবল অবনতিই ঘটে। যেকোন মুহূর্তে দেশ গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে পারে।

— এর পরিণামে দেখা দিতে পারে দুর্ভিক্ষ মহামারী, — বলেন লেনিন, — আর তার সঙ্গে লড়া কলচাক, ইউদেনিচ ইত্যাদি শত্রুর সঙ্গে লড়ার চেয়ে সহজ হবে না। এখানে দরকার বৈপ্লবিক শৃঙ্খলা। আপনাকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে...

দের্জিনস্কি — বরাবর যেমনটি হয়ে থাকে — কোন আপত্তি জানালেন না। কেবল বললেন:

— মনে রাখবেন, ভ্লাদিমির ইলিচ, আমার এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা নেই। বিশেষজ্ঞদেরই খুঁজে বার করে কাজে লাগাতে হবে — তা তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন।

— একমত! আপনার সঙ্গে একমত! — সজীব হয়ে উঠেন ভ্লাদিমির ইলিচ। — ভাল বিশেষজ্ঞ ছাড়া পরিবহনের কাজ চলতেই পারে না। আর এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথা বললে, মনে রাখবেন, আপনি-আমি কম গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করি নি — বলশেভিক গুপ্ত আন্দোলন!

ভ্লাদিমির ইলিচ খুশি মনে বণ্ড-ব্রুয়েভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন:

— ভ্লাদিমির দ্মিত্রিয়েভিচ, দের্জিনস্কিকে রেল বিভাগের জন কমিশনার পদে নিয়োগ সংক্রান্ত ডিক্রিটি এক্ষুণি তৈরি করে ফেলুন। কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর প্রত্যেক সদস্যের মত নিয়ে শিগগিরই আমরা তা সই করে দেব। আর রেল বিভাগের সমস্ত কাগজপত্র যেন আজই ফেলিক্স এদমুন্দোভিচের কাছে পাঠিয়ে দেন...

ফেলিক্স দের্জিনস্কি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষায় বরাবর অপরিবর্তিতই থাকেন — দশ কিংবা কুড়ি বছর আগে যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনি। সফল হয় তাঁর স্বপ্ন — মানুষের সুখের স্বপ্ন। আগের উদ্যম নিয়েই — আর সে উদ্যম আমরা লক্ষ্য করেছি তাঁর বৈপ্লবিক গুপ্ত আন্দোলন এবং প্রজাতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের সময় — দের্জিনস্কি এখন কাজ করেন অর্থনীতি আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে। একই সঙ্গে থেকে যান নিখিল রুশ জরুরী কমিশনের সভাপতি। তিনি আগের মতই হামেশা ছিলেন 'বিপ্লবী এবং কেবল বিপ্লবী'।

ভলগা অঞ্চলে খারাপ ফসলের দরুন তখনও দুর্ভিক্ষ চলতে থাকে। লোকে যা সামান্য রেশন পেত তাও ধীরে ধীরে কমাতে হল। আর এদিকে গৃহযুদ্ধের রণাঙ্গনে বিধ্বস্ত প্রতিবিপ্লবীরা সোভিয়েত ক্ষমতা উৎখাতের জন্য নতুন নতুন পথ খুঁজে বেড়ায়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম হয়ে দাঁড়ায় সরকারের প্রথম কর্তব্য। একমাত্র সাইবেরিয়াই ছিল ভরসা। ওখানে রেল স্টেশনগুলিতে জমা হয় প্রচুর শস্য, কিন্তু শিল্পকেন্দ্রসমূহে তা পৌঁছানোর মত রেল ওয়াগন কিংবা এঞ্জিন ছিল না।

১৯২২ সালের জানুয়ারি মাসে দের্জিনস্কির নেতৃত্বে একটি সরকারী কমিশন সাইবেরিয়া যাত্রা করে। কমিশনটিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তখন ছিল ভীষণ খাদ্যাভাব। তখন ছিল দুর্ভিক্ষ।

শস্যের জন্য সাইবেরিয়ায় অভিযানকে দের্জিনস্কি এক দুঃসাহসিক অভিযান বলে অভিহিত করেন। এবং সত্যিই, শস্য ছিল তখন সোনার মত মূল্যবান: একমাত্র শস্যই প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারে।

সাইবেরিয়া থেকে দের্জিনস্কি স্ত্রীকে লেখেন:

'এখানে প্রচুর কাজ, এবং তা চলছে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে।

কাজ করে আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না, যদিও তার জন্য যথেষ্ট খাটছি। বুঝতেই পারছি, মস্কোতে আমাদের কাজে কেউ সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু এখানে কাজকর্ম এতই অবহেলিত অবস্থায় ছিল যে এখন সবকিছু গুছানোর জন্য অনেক দীর্ঘ সময় প্রয়োজন, আর দেশের পক্ষে এতকাল অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি যাতে সমস্ত নতুন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে এবং তা অতিক্রম করতে পারি।'

ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ এই কথাগুলি লেখেন মস্কো ছাড়ার দুই সপ্তাহ বাদে — কমিশনের কাজের বাস্তব ফল পাওয়ার পক্ষে অতি অল্প কালই বটে। কিন্তু দের্জিনস্কি এরই মধ্যে ভীষণ অধীর হয়ে উঠেন, কারণ প্রজাতন্ত্র শস্যের খুব অভাব অনুভব করছিল।

আরও দুই সপ্তাহ পরে অন্য এক পত্রে দের্জিনস্কি ফের এই প্রশ্নটিতে ফেরেন:

'সে দারুণ পরিশ্রম। আমার সমস্ত মনোবল একত্র করতে হবে যাতে পিছ-পা না হই, যাতে দেশের আশা পূরণ করতে পারি। সাইবেরিয়ার শস্য ও বাসন্তী ফসলের জন্য বীজ — এ হচ্ছে আমাদের রক্ষা এবং জেনোয়ায় আমাদের বড় রকমের এক অবলম্বন।'

জেনোয়ার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ জেনোয়া সম্মেলনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। অচিরেই এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন যাতে অংশ নেবে সোভিয়েত রাশিয়া। হালের হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের অবস্থান মজবুত করার 'দায়িত্ব' ছিল সাইবেরীয় শস্যেরই। দের্জিনস্কি এটা ভাল বুঝতেন।

শস্য অভিযান সফল হল! ১৯২২ সালের মার্চের গোড়াতে অভিযানকারীরা মস্কোয় ফিরলেন। লেনিন প্রদত্ত কাজ সম্পাদিত। জেনোয়া সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধিদের জন্য সাইবেরীয় শস্য অতি বৃহৎ তাৎপর্য বহন করে। শস্য অভিযানের কৃতকার্যতা তাঁদের জোগায় এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধির মর্যাদা।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধিরা শর্ত হাজির করলেন — নতুন রাশিয়াকে জার সরকারের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণের পরিমাণ ছিল বিরাট — সাড়ে আঠারো শো কোটি সোনার

রুবল। বিপ্লবের পরে যে-সমস্ত বিদেশী কল-কারখানা রাষ্ট্রীয়কৃত হয় তাও পুরনো মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। আর এর মানেই ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ ছিল চূড়ান্ত দাবি আর হুমকি: অন্যথায় বুভুক্ষু রাশিয়াকে খাদ্য সাহায্য দানের কোন কথাই উঠতে পারে না! পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতিনিধিরা তখনও জানতেন না যে সাইবেরিয়ার রুটি ইতিমধ্যেই মধ্য রাশিয়ায় পৌঁছানো হয়েছে।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা চিচেরিন জাতীয়করণ রদ এবং জারের ঋণ সম্পর্কে কথা বলতেই অস্বীকার করেন। তিনিও দাবি তোলেন — হস্তক্ষেপকারীরা রাশিয়ার যে ক্ষতি সাধন করেছে আগে তা পূরণ করা হোক। সে ক্ষতির পরিমাণ ছিল — তিন হাজার নয় শো কোটি সোনার রুবল...

কূটনৈতিক অবরোধের অবসান ঘটল।

১৯২৪ সালে দের্জিনস্কি আরেও একটি দায়িত্ব পেলেন। তিনি হলেন জাতীয় অর্থনীতি বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের সভাপতি।

প্রজাতন্ত্রের জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনা করতে লাগলেন এঞ্জিনিয়র নয়, অর্থনীতিবিদ নয় — 'বিপ্লবী এবং কেবল বিপ্লবী'...

লেনিন ফেলিক্স দের্জিনস্কিকে পার্টির বিবেক, প্রলেতারিয়েতের বিবেক বলে গণ্য করতেন।

মারা গেলেন লেনিন... সে ছিল এক অতি অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাত! ঘটল তা ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি সন্ধ্যায়।

তারপর সবই আবছা — যেন কুয়াশায়। সরকারের অধিবেশন, শোক-কমিশনের অধিবেশন যার সভাপতি নিযুক্ত হন দের্জিনস্কি, ইউনিয়ন ভবনে শবাধারে রক্ষিত প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনার্থে আগত নিরব শোকার্ত জনতার ভিড়। রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় জ্বলে অগ্নিকুণ্ড যাতে শূন্যাঙ্কের নিচে চল্লিশ ডিগ্রি শীতে লোকেরা নিজেদের গরম করে নিতে পারে। রেড স্কোয়ারে চাপা বিস্ফোরণ: স্যাপাররা হিমে জমে যাওয়া শক্ত মাটি ভাঙছে সমাধি-মন্দির গড়ার জন্য। যখন লেনিনের সহসংগ্রামীরা তাঁর মৃত দেহটি তিন দিন তিন রাতে নির্মিত সমাধি-মন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শোক প্রকাশের জন্য কল-কারখানায় বাজতে থাকে সাইরেন; — সর্বজনীন

নিরবতা যায় ভেঙে। রেড স্কোয়ারে খালি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে অসংখ্য মানুষ, তারা যেন কঠোর শীত অনুভবই করে নি...

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ বাড়ি ফিরলেন — ভীষণ ফ্যাকাশে যেন এই সবে কঠোর রোগ থেকে উঠেছেন। জানলার কাছে দাঁড়ালেন, ওখান থেকে দেখা যায় ক্রেমলিন। অনেকখন দাঁড়িয়ে থাকেন। ইয়াসিক কিংবা সোফিয়া সিগিজমুন্দোভনা — কেউ-ই তাঁকে বিরক্ত করতে চাইলেন না।

...বয়ে যায় জীবন, বেঁচে থাকে দেশ, হাজির হয় নিত্যনতুন সমস্যা। কাজ করে যেতে হয়, এবং নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হয় সেই বিপ্লবের কল্যাণে যে বিপ্লবের সেবা করে যান লেনিন, দের্জিনস্কি...

এবার অর্থনীতি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপে — জাতীয় অর্থনীতি বিষয়ক সর্বোচ্চ পরিষদের কাজে দের্জিনস্কির অনেক সময় ব্যয়িত হয়। এবং কেবল সময়ই নয়, বিন্দু বিন্দু করে তাঁর সমস্ত শক্তিও তাতে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

একদা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠকে দের্জিনস্কি অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রশ্নে — জাতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ এবং পার্টি নির্ধারিত পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ত্রৎস্কিপন্থীদের হামলার বিষয়ে — ভাষণ দিচ্ছিলেন।

— বিরোধী পক্ষ এখানে যে-সমস্ত তথ্য ও কারণ হাজির করেছে, — বলেন দের্জিনস্কি, — তা সম্পূর্ণই যুক্তিহীন আর মিথ্যা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে — আমাদের সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপে যেন-তেন প্রকারে বাধা দিতেই হবে...

বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দের্জিনস্কি বাঁ হাতটি দিয়ে তাঁর বুকটি চেপে রাখেন। শ্রোতাদের কাছে তা বক্তার নিজস্ব ভঙ্গি বলেই মনে হতে পারত। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম: ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ হাঁপানিতে ভুগছিলেন। তিনি কাউকেই — না ডাক্তারকে, না আত্মীয়স্বজনকে — এ কথা বলেন নি। তাঁর ভয় ছিল যে বললে হয়তো তাঁকে অধিবেশনের কাজে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। আর এবার হৃদয়ের ব্যথা তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিতে পারে ভেবে তিনি তাঁর সমস্ত মনোবল একত্র করে ভাষণ শেষ করতে প্রয়াসী হন...

ভাষণের শেষে তিনি বললেন:

— আপনাদের ভালই জানা আছে, কিসে আমার শক্তি। আমি কখনও নিজের প্রতি দয়ামায়া পোষণ করি না। আপনারা সবাই আমায় ভালবাসেন কারণ আমায় বিশ্বাস করেন। আমার অন্তর সর্বদাই সরল। তবে আমাদের গলদ দেখলে আমি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। একা সবকিছু সামলানো আমার পক্ষে কঠিন, তাই আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি।

তিনি ধীরে ধীরে বক্তৃতা মঞ্চ থেকে নেমে বহু কষ্টে প্রেসিডিয়াম কক্ষে পৌঁছলেন। শক্তি হারিয়ে সোফায় শুয়ে পড়েন।

ডাক্তার এসে দেখে বললেন — হার্ট অ্যাটাক।

ঘণ্টা দুয়েক পরে একটু ভাল বোধ ক'রে ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ উঠলেন এবং ব্যাগটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন।

দের্জিনস্কিরা নিকটেই থাকতেন — অন্য কক্ষের কাছে। ঘরে ঢুকেই ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কয়েক মিনিট পরে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

পরের দিন সংবাদপত্রসমূহ দের্জিনস্কির ছবি সহ বেরল। জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির আবেদনে বলা হয়:

'আজ পার্টি নতুন এক গুরুতর আঘাত পেল। হৃদয় বিকল হওয়ার দরুন আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের যম, প্রলেতারিয়েতের বিশ্বস্ত বন্ধু, কমিউনিস্ট বিপ্লবের অতি মহৎ সংগ্রামী, আমাদের শিল্প-অর্থনীতির অক্লান্ত নির্মাতা, শাশ্বত কর্মী এবং বড় বড় লড়াইয়ের নির্ভীক সৈনিক কমরেড দের্জিনস্কি।'

আর যুগ-কবি ভ্লাদিমির মায়াকভস্কি অগ্ন্যুদ্দীপ্ত ভাষায় লেখেন:

যে-তরুণ
    বাঁচতে চায় মানুষের মত,
গড়তে চায় সৎ জীবন,
    না ভেবেই
বলব তাকে —
    'কোরো ভাই
কমরেড দের্জিনস্কির
    পদাঙ্ক অনুসরণ।'

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শ সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ইউটরি করোলকভ

ফেলিক্স - এর মানেই সুখী

লেখক ইউরি করোলকভ-এর রচনাগুলি বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক। তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বইগুলি হচ্ছে: 'যুদ্ধের রহস্য', 'কিও কু মিৎসু', 'চল্লিশ বার মৃত্যু', 'সুদূর জার্মানিতে'...

'যুদ্ধের রহস্য' বইটি রচিত হয় ফাশিস্ট জার্মানির যুদ্ধাপরাধীদের নুরেমবার্গ বিচারের দলিলাদির ভিত্তিতে। সামরিক সংবাদদাতা হিসেবে লেখক সে-বিচারে উপস্থিত থাকেন। 'কিও কু মিৎসু' নামক বইটিতে বর্ণিত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে দূর প্রাচ্যে জাপানী আক্রমণের ইতিহাস। এতে বিখ্যাত সোভিয়েত গুপ্তচর রিখার্দ জর্গের বিষয়েও জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। 'চল্লিশ বার মৃত্যু' বইখানির বিষয়বস্তু হচ্ছে — নাৎসি কারাগারে লাঞ্ছিত তাতার কবি মুসা জালিল-এর বীরত্বপূর্ণ অদৃষ্ট। 'সুদূর জার্মানিতে' বলা হয়েছে সেই নাৎসি-বিরোধী জার্মানদের কথা যাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীকে জানান অকুণ্ঠ সমর্থন।

করোলকভের নতুন বইখানির নাম 'ফেলিক্স — এর মানেই সুখী'। এতে বর্ণিত হয়েছে মহান বিপ্লবী ফেলিক্স এদমুন্দোভিচ দের্জিনস্কির জীবন। লেনিন এঁকে পার্টির বিবেক, প্রলেতারিয়েতের বিবেক বলে অভিহিত করেন। লেখকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে দের্জিনস্কির যৌবনের বছরগুলি, জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম এবং বলশেভিক গুপ্ত আন্দোলনকারী হিসেবে তাঁর চরিত্র গঠনের ব্যাপারটি।